প্রকাশক : সুপ্রিয় সরকার
এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ
১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট : কলিকাতা ১২

প্রথম সংস্করণ : পৌষ ১৩৬৬

অনুবাদক
ভবানী মুখোপাধ্যায়

মুদ্রক : শ্রীসৌরেন্দ্রনাথ মিত্র, এম-এ
বোধি প্রেস । ৫ শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা ৬

আর্চ বিশপের
মৃত্যু

পূর্বরঙ্গ ঃ রোম

১৮৪৮-এর এক গ্রীষ্মের অপরাহ্ণ। তিনজন কার্ডিন্যাল এবং আমেরিকা-আগত একজন বিশপ স্যাবাইন হিলসের এক মনোরম বাগানবাড়িতে ডিনার খাচ্ছেন। এখান থেকে রোম নগরী দেখা যায়। প্রাসাদশিখর থেকে চমৎকার নিসর্গ শোভা দেখা যায় বলে এই ভিলা বা বাগানবাড়িটি প্রসিদ্ধ। যে-প্রচ্ছন্ন উদ্যানে চারজন ডিনারে বসেছেন প্রাসাদ-শিখরের দক্ষিণকোণে তা অন্ততঃ কুড়ি ফুট নিচে অবস্থিত, মনে হচ্ছে যেন পাহাড়ের একখণ্ড সেলফ্ মাত্র—নিচের খাদে দ্রাক্ষাকুঞ্জের ওপর প্রলম্বিত। পাথরের সিঁড়ি দিয়ে নিচে থেকে ওপরে সংযোজনা করা রয়েছে। বালি ছড়ানো এক চতুষ্কোণ সমতলের ওপর টেবল সাজানো হয়েছে। চারদিকে টবের ওপর লেবু আর করবী ফুলের গাছ। ওপরে ছায়া রচনা করে আছে বিস্তারিত আইলেক্স ওক্ গাছ, সেগুলি ওপরের পাথরেই জন্মেছে। আলিসা পার হয়েই শূন্য বায়ুস্তর, সুদূরে একেবারে নিচে মনোরম এবং তরঙ্গায়িত শ্যামল নিসর্গ-দৃশ্য, একেবারে রোম পর্যন্ত না পৌঁছালে চোখে বাধা লাগার মত কিছুই নেই।

স্প্যানিস্ কার্ডিন্যাল এবং তাঁর অভ্যাগতরা একটু বেলা থাকতেই ডিনারে বসেছেন। সূর্য এখনও প্রায় ঘণ্টাখানেক পরিপূর্ণ দীপ্তি মহিমায় বিরাজ করবেন,—সুদূর দিগন্তে নগরীর উজ্জ্বল প্রান্তরেখা আকাশের সীমানা স্পর্শ করছে মাত্র। সেণ্ট পিটারের গম্বুজের উপরকার কোমল ধাতব অংশটি ছাড়া সবটা দৃশ্য যেন যেন নীলাভ ধূসরবর্ণ প্রকাণ্ড বেলুনের চেপটা অংশ বলে মনে হচ্ছে, তার ওপর একটা তামাটে আলো এসে পড়েছে। এইরকম পড়ন্ত অপরাহ্ণে ডিনারে বসার এক উদ্ভট খেয়াল কার্ডিন্যালের। প্রৌঢ়সূর্যের প্রখরতায় যেন শরীরে গতিবেগ আনে। আলোয় আকাশ ভরা, পরিণতির একটা বিচিত্র প্রকাশ—অপরূপ পরিসমাপ্তি। গভীর অথচ কোমল, বহু-দ্বিগুণিত মোমবাতির আলোর মত দ্যুতিময়, রক্তিমশিখায় বিভাসিত। আইলেক্স ওকগাছে গিয়ে এ আলো পৌঁছেচে, মেহগনি রঙের গুঁড়িকে

আলোকিত করে শ্যামল পাতার আলোয় নাচন শুরু হয়েছে। লেবুগাছের উজ্জ্বল নীল রক্ত এবং করবীর মুকুলগুলিকে সোনালি করে দিয়েছে, স্ফটিকশুভ্র কাচের বাসন-পত্রে সেই সব রক্তের ছায়া কম্পমান। রৌদ্রতাপ নিবারণের জন্য ধর্মযাজকরা মাথায় চতুষ্কোণ টুপি পরে আছেন। তিনজন কার্ডিন্যাল কালো ক্যাসকের ওপর লাল বোতাম আর আস্তরণ দেওয়া জামা পরেছেন। বিসপ পরেছেন, বেগনী অন্তর্বাসের ওপর কালো রঙের কোট। কাজের কথা আলোচনা হচ্ছিল ; বালটিমোরের প্রাদেশিক বিধান পরিষদ থেকে নিউ মেকসিকোর বিশপের অধীনে একটি ধর্মমন্দির প্রতিষ্ঠার প্রত্যাশিত আবেদন সম্পর্কেই আলোচনা ; নিউ মেকসিকো উত্তর আমেরিকার একটি অংশ, সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গীভূত হয়েছে। এই নতুন অঞ্চল সম্পর্কে সকলেরই ধারণা অস্পষ্ট, এমন কি বিশপ মহাশয়েরও বিশেষ কিছু জানা নেই। ইতালীয় এবং ফ্রেঞ্চ কার্ডিন্যাল অঞ্চলটিকে Le Mexique বলে উল্লেখ করছিলেন, আর স্প্যানীস্ গৃহকর্তা বলছিলেন—New Spain। এই প্রস্তাবিত ধর্মমন্দির (ভিকারেট) সম্পর্কে এঁদের উৎসাহ তীব্র ছিল না। তাই প্রসঙ্গটা বারবার মিশনারী ফাদার ফেরাণ্ডকে তুলতে হচ্ছিল। ফাদার ফেরাণ্ড জাতে আইরিশ, বংশানুক্রমে ফরাসী—ব্যাপক পর্যটন এবং উল্লেখনীয় নানা কর্ম-কাণ্ডের কৃতিত্ব তাঁর—নব মহাদেশের চার্চসমূহের তিনি ভ্রাম্যমাণ তত্ত্বাবধায়ক। এই সব আলোচনা ফরাসী ভাষাতেই হচ্ছিল—কার্ডিন্যালগণ যখন সমসাময়িক বিষয় লাতিনে আলোচনা করতেন সেকাল আর নেই।

ফ্রেঞ্চ এবং ইতালীয়ান কার্ডিন্যালরা তেজঃপুঞ্জ প্রৌঢ়ত্বে উপনীত, নর্মান ভদ্রলোক বেশ শক্তসমর্থ দৃঢ় আকৃতির আর ভেনেসীয় ভদ্রলোক শীর্ণ, পাণ্ডুবর্ণ, খড়্গনাসা। এঁদের আমন্ত্রণ-কর্তা গার্সিয়া মারিয়া দ্য আল্লান্দে এখনও যুবক। গায়ের রঙটা ময়লাটে, দেয়ালগাত্রের অসংখ্য ক্যান্‌ভাসে যে লম্বা ধরনের স্প্যানিস মুখ দেখা যায় তা কিঞ্চিৎ সংস্কৃত হয়েছে তরুণ কার্ডিন্যালের ইংরাজ-জননীর প্রভাবে। তাঁর স্পেনীয়সুলভ চোখ-মুখে বেশ সতেজ স্নিগ্ধ ইংরেজীয় ছাপ, ভাবভঙ্গীমাও বেশ প্রাণখোলা।

ষোড়শ গ্রেগরীর রাজত্বকালের শেষের দিকে দ্য আল্লান্দে ভ্যাটিক্যানে বেশ প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন, দু বছর আগে গ্রেগরীর মৃত্যুর পর তিনি এই পল্লীআবাসে আশ্রয় নিয়েছেন। নতুন পন্‌টিফের সংস্কার নীতি তাঁর কাছে অযৌক্তিক এবং সর্বনাশ মনে হয়েছে। তাই তিনি রাজনীতি থেকে

সরে এসে ধর্মবিশ্বাসের প্রচার কল্পে স্থাপিত 'সোসাইটি কর প্রপাগেশন অফ দি ফেথ্'-এর কর্মেই আত্মনিয়োগ করেছেন। অবসর সময়ে কার্ডিন্যাল টেনিস খেলেন। বালক অবস্থায় ইংলণ্ডে থাকাকালে এই খেলাটিতে তিনি অতিশয় অনুরক্ত ছিলেন। লন টেনিস তখনও ফ্যাসনে পরিণত হয়নি, কার্ডিন্যাল ইনডোর টেনিসের ভয়ংকর খেলাই খেলতেন। এই ভীষণ ক্রীড়ার শৌখীন খেলোয়াড়রা স্পেন এবং ফ্রান্স থেকে তাঁর সঙ্গে খেল্‌তে আসতেন।

মিশনারী বিশপ ফেরাণ্ডকে আর সবায়ের চেয়ে বয়স্ক দেখাচ্ছিল। বয়স্ক এবং কর্কশ—তবে তাঁর চোখ দুটি চমৎকার পরিষ্কার এবং নীল। 'গ্রেট-লেকসে'র হিমশীতল অঞ্চল জুড়ে তাঁর যজমানী। একক এবং সুদীর্ঘ অশ্বারোহণে পরিভ্রমণকালে হিমের শীতল স্পর্শ তাঁর গায়ে প্রচণ্ড ভাবেই লেগেছে। মিশনারী এখানে একটা বিশেষ উদ্দেশ্যে এসেছেন এবং তাঁর সেই অভিপ্রায়টা বেশ জোর করেই প্রকাশ করছেন। আর সকলের চাইতে দ্রুত তিনি খাচ্ছেন এবং স্বীয় দাবী জানাবার অধিকতর অবসর পাচ্ছেন। প্রতিটি পদ এত দ্রুত শেষ করছেন যে ফরাসী ভদ্রলোক মন্তব্য করলেন আপনি নেপোলিয়নের সঙ্গে একসারে বসে ভোজন করার সুযোগ্য সহচর হতে পারতেন।

বিশপ হেসে নিজের বাদামী হাতখানা সামনে এগিয়ে দিয়ে মার্জনার ভঙ্গীতে বললেন, "আমি ভব্যতা একেবারে ভুলেই গেছি। আমি কর্মব্যস্ত। য়ুনাইটেড স্টেটস যে বিরাট অঞ্চল সংযোজিত করেছেন, যা নতুন পৃথিবীর ধর্মবিশ্বাসের ক্রীড়া-রঙ্গভূমি, তা এখান থেকে অনুমান করা সম্ভব নয়। নিউ মেকসিকোর ভিকারেট কয়েক বছরের ভেতর 'এপিসকোপাল সী'তে উন্নীত হবে। তার আয়তন হবে রাশিয়া বাদ দিয়ে মধ্য এবং পশ্চিম য়ুরোপের চাইতেও বিরাট। এই সীর বিশপ যুগান্তকারী ঘটনাবলীর সূচনা পরিচালনা করবেন।"

ভেনেসীয় ভদ্রলোক মন্তব্য করলেন, "সূচনা! এমন বহু সূচনা হয়ে গেছে। ওদিক থেকে একমাত্র গোলমাল এবং অর্থের আবেদন ছাড়া আর কিছুই আসে না।"

মিশনারী ভদ্রলোক তাঁর দিকে ধীরভাবে তাকিয়ে থেকে বললেন, "মাননীয় মহাশয়, আমি আপনাকে আমার অনুসরণ করতে অনুরোধ করি। এই দেশ ফ্রান্সিসক্যান ফাদারদের দ্বারা ১৫০০ খৃস্টাব্দে আলোকপ্রাপ্ত হয়েছিল।

প্রায় তিনশো বছর অবহেলিত হয়ে পড়ে আছে, তবু তার এখনও প্রাণ আছে। এখনও এরা নিজেদের ক্যাথলিক কানট্রি বলে উল্লেখ করে এবং ধর্মীয় রীতিনীতি কোনো রকম নির্দেশ বা অনুশাসন ব্যতীত পালন করে চলেছে। প্রাচীন মিশন গির্জাগুলি ধ্বংসস্তূপে পরিণত। যে কয়জন যাজক আছেন তাঁরা নেতৃহীন, শৃঙ্খলাহীন। ধর্মীয় আচার পালনে তাঁদের শিথিলতা আছে, এমন কি কয়েকজন খোলাখুলিভাবে রক্ষিতা নিয়েই বাস করে। এই আস্তাবল যদি পরিষ্কার করা না যায়, এখন বিশেষ করে এক প্রগতিশীল সরকার দেশের রাষ্ট্র নিয়ন্তা, তাহলে সমগ্র নর্থ আমেরিকায় চার্চের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হবে।"

ফরাসী ভদ্রলোক প্রশ্ন করলেন, "আচ্ছা! এই সব মিশন ত এখনও মেকসিকোর এলাকাধীন? তাই না?"

মারিয়া দ্য আল্লানদে পাদপূরণ করলেন, "এবং নিশ্চয়ই বিশপ অফ ডুরাঙ্গোর সীর অন্তর্ভুক্ত।"

মিশনারী দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "মাননীয় মহাশয়, বিশপ অব ডুরাঙ্গো এখন বৃদ্ধ হয়েছেন, তাঁর সদর থেকে 'সান্টা ফে' পাকা ইংরাজী মাইল হিসাবে ১৫০০ মাইলের ব্যবধান। ওয়াগন যাবার পথ নেই, কোনোরকম খাল নেই, এমনকি নাব্য নদীও নেই। খচ্চর বাহিনীর দ্বারা কোনো রকমে বাণিজ্যের কাজকর্ম চালু আছে, অতি সর্বনাশা পথ।

"মরুভূমি এক ভীষণ সন্ত্রাসকর অঞ্চল, আমি তৃষ্ণা বা ইণ্ডিয়ানদের দ্বারা রাহাজানির কথা বলছি না, সে ত সর্বদাই ঘটে। ভূপৃষ্ঠে সহসা ফাটল ধরে, কখনো দশ ফিট গভীর কখনো বা হাজার ফিট। এই পাহাড়ে কঙ্কর কঠিন খাদে যাত্রী এবং তার খচ্চর বাহিনী যতটুকু পারে ক্লেশ সহকারে যাত্রা করে, এই সব অঞ্চল অতিক্রম না করে কোনো মতে কোনো দিকেই যাওয়া যায় না। বিশপ ডুরাঙ্গো যদি কোনো দুর্বিনীত যাজককে পত্রযোগে ডেকে পাঠান শাসনের উদ্দেশ্যে, তাহলে কে তাকে তাঁর কাছে দিয়ে আসবে? কে প্রমাণ করবে যে তিনি চিঠি পেয়েছিলেন? শিকারী ফার-সঞ্চয়ী স্বর্ণ সন্ধানী যে কেউ পথে বেরোয় তার হাত দিয়ে চিঠি পাঠানো হয়।"

নর্মান কার্ডিন্যাল গ্লাসটি শেষ করে ঠোঁটটি মুছে নিয়ে বললেন:

"অধিবাসী কারা? ফাদার ফেরাণ্ড এরাই যদি অভিযাত্রী, তবে ঘরে থাকে কারা?"

"শুহুন মশাই, প্রায় ত্রিশটি বিভিন্ন রেড ইণ্ডিয়ান জাতি আছে, এদের প্রত্যেকের ভাষা, রীতিনীতি, আচার-অনুষ্ঠান বিভিন্ন। এদের অনেকেই পরস্পরের প্রতি ভীষণ শত্রুভাবাপন্ন। মেকসিক্যানরা স্বভাবতই ধর্মপ্রাণ মানুষ। শিক্ষা ও নির্দেশের অভাবে তারা পিতৃ-পুরুষের বিশ্বাস আঁকড়ে আছে।

মারিয়া ডু আল্লান্দে বললেন, "আমি বিশপ ডুরাঙ্গোর কাছ থেকে এক চিঠি পেয়েছি, এই চিঠিতে তিনি নতুন পদটি তাঁর ভিকারকে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছেন।"

"মাননীয় মহাশয়, যদি একজন নেটিভ যাজককে নিয়োগ করা হয়, তাহলে তার চেয়ে দুর্ভাগ্য আর কিছু নেই। তা ছাড়া, সেই ভিকারটিও বয়সে প্রাচীন। নতুন ভিকারের বয়স কম হওয়া উচিত, তা ছাড়া শরীরে সামর্থ থাকা প্রয়োজন। উৎসাহ থাকা চাই, তাছাড়া বুদ্ধিমান হওয়াও দরকার। অসভ্যতা এবং অজ্ঞতার সঙ্গে তাঁকে লড়তে হবে। দুর্দমনীয় যাজক এবং রাজনৈতিক চক্রান্তের সঙ্গে তাল রাখতে হবে। এমন মানুষ হওয়া উচিত যে শৃঙ্খলা হবে তাঁর কাছে প্রাণাপেক্ষা প্রিয়।"

স্প্যানিয়ার্ডের কপিশবর্ণ চোখের তারা ঈষৎ নিষ্প্রভ হয়ে এল, তিনি এদিক ওদিক চেয়ে বললেন, "আপনার বক্তব্যের কারণ শুনে মনে হচ্ছে যে আপনার একজন মনোনীত প্রার্থী আছেন, এবং তিনি জাতিতে হয়ত ফরাসী।"

"আপনি ঠিকই বলেছেন মশাই, ফরাসী যাজক সম্পর্কে আমাদের উভয়ের ধারণা একই দেখে আমি আনন্দিত।"

কার্ডিন্যাল লঘু ভাবে বললেন, "হ্যাঁ, মিশনারী হিসাবে ওরাই শ্রেষ্ঠ। আমাদের স্প্যানিস পিতৃপুরুষরা ছিলেন উত্তম শহীদ, কিন্তু ফ্রেঞ্চ যেসুইটসরা অনেক কাজের কাজ করেছেন। ওঁরা চমৎকার সংগঠক।"

ভেনেসিয়ান প্রশ্ন করলেন, "জার্মানদের চাইতেও ভালো?" এঁর টানটা অস্ট্রিয়ানদের দিকেই বেশী।

"ও, জার্মানরা বাছ বিচার করে, তবে ফরাসীরা ব্যবস্থাপনায় অতুলনীয়। ফরাসী মিশনারীদের একটা সামঞ্জস্য বোধ আছে, যুক্তিসম্মত বোঝাপড়া করার ক্ষমতা আছে। সর্বদাই সর্ব বস্তুর একটা ন্যায়সংগত যোগাযোগ আবিষ্কারে তাঁরা সচেষ্ট। এ তাঁদের এক উৎকট নেশা।" এই পর্যন্ত বলে

গৃহকর্তা প্রাচীন বিশপের দিকে তাকিয়ে বললেন, "কিন্তু সসম্মানে বলছি, বারগেণ্ডির প্রতি এমন অবহেলার কারণ কি? আপনার বিশটি ক্যানাডিয়ান শীতকালের সঞ্চিত শীতলতা দূর করার জন্য আমি বিশেষভাবে এই মদ্যটি সুরাকক্ষ থেকে আনিয়াছি। 'গ্রেট লেক হুরোনে'র উপকূলে নিশ্চয়ই এমন ভাবে সুরা আহরণের উপযুক্ত এ দ্রাক্ষাকুঞ্জ আপনাদের নেই!"

মিশনারী হেসে যে গ্লাসটি এতক্ষণ স্পর্শ করেননি সেটি তুলে ধরে বললেন, "হ্যাঁ মশাই এ অতি উপাদেয় বস্তু, তবে আমার মনে হয় উৎকৃষ্ট সুরার আস্বাদ ভুলে গেছি। সামান্য একটু হুইস্কি বা হাড্‌সন বে কোম্পানীর 'রম' জিনিসটাই আমাদের পক্ষে ভালো। একথা স্বীকার করতে কুণ্ঠা নেই প্যারীতে আমার স্যাম্পেন ভালো লেগেছিল। আমরা চল্লিশদিন সমুদ্রে ছিলাম, নাবিক হিসাবে আমি অতি নিকৃষ্ট।"

"তাহলে আপনার জন্য কিছু আনান যাক।" এই বলে তিনি তাঁর মেজর-ডোমোকে (পরিচারক) ইঙ্গিত করলেন। তারপর বললেন, "বেশী ঠাণ্ডা পছন্দ করেন নাকি? আর আপনার নতুন ভিকার এপস্টলিক বাইকন আর Serpents a' sonnetles-এর দেশে তিনি কি পান করবেন? এবং কি খাবেন?"

"শুখ্‌নো মহিষের মাংস, আর লঙ্কা সহযোগে frioles, আর জলযান পাওয়া যাবে পান করতে পারবেন। বুঝতে পেরেছেন মশাই, তাঁর জীবন কুসুমাস্তীর্ণ নয়। এই দেশ তাঁর তারুণ্য এবং শক্তি শোষণ করবে, যেমন বৃষ্টিধারাকে করে। সর্বপ্রকার আত্মত্যাগের জন্য তাঁকে প্রস্তুত থাকতে হবে, এমন কি শহীদত্বের জন্যও। এই গত বছর সান ফার্নাণ্ডেজ দ্য তাও-এর ইণ্ডিয়ান পুয়েব্‌লো আমেরিকান গভর্নর এবং আরও একজন শ্বেতকায়াকে হত্যা করেছে। পাদ্রীকে খুন না করার কারণ তিনিই এই চক্রান্তের মূল। তিনিই স্বয়ং এই হত্যাকাণ্ডের পরিকল্পনা করেছিলেন। এই আপনার নিউ-মেক্সিকোর অবস্থা।"

"ফাদার আপনার মনোনীত প্রার্থীটি এখন কোথায়?"

"আমার এলাকার মধ্যে লেক ওণ্টারিয়োর উপকূলে তিনি একজন প্যারিস যাজক। আমি ন'বছর ধরে তাঁর কাজ দেখছি, তখন তাঁর বয়স পঁয়ত্রিশ। একেবারে সেমিনারি থেকে সোজা আমাদের কাছে এসেছিলেন।"

"কি নাম তাঁর?"

"জঁা মারি লাতুর।"

"মারিয়া আল্লানদে চেয়ারে হেলান দিয়ে পড়ে দু'হাতের আঙুল একসঙ্গে জুড়ে চিন্তা করতে লাগলেন।

"ফাদার ক্যারাক্, এই ভিকারেটে সেই ব্যক্তিকেই নিযুক্ত করা হবে, বালটিমোর কাউন্সিল যাঁকে মনোনীত করবেন।"

"ঠিক কথা মশাই, তবু প্রভিন্সিয়াল কাউন্সিলে আপনার একটা কথা, একটা প্রস্তাব, একটু অনুসন্ধান—"

কার্ডিন্যাল হেসে জবাব দিলেন, "অনেকটা কাজ করবে, স্বীকার করি। আর এই লাতুর বেশ বুদ্ধিমান আপনার মতে? কিন্তু আপনি তার অদৃষ্টে কি জোটাচ্ছেন! কিন্তু আশা করি, হুরোনদের মধ্যে দিন কাটানোর চেয়ে তা খারাপ নয়। আপনার দেশ সম্পর্কে আমার জ্ঞান ফেনীমোর কুপারের লিখিত ইংরাজী রোমান্সেই সীমাবদ্ধ, ও পড়তে আমার ভালো লাগে। কিন্তু আপনার এই যাজকটির বুদ্ধিবৃত্তি কি বহুমুখী। যেমন ধরুন, শিল্প সম্পর্কে তাঁর কি রকম জ্ঞান?"

"কি প্রয়োজনে লাগাবে বলুন তো? তা ছাড়া ছেলেটি অভার্নের মানুষ।"

তিনজন কার্ডিন্যাল সশব্দে হেসে উঠলেন এবং পুনরায় পানপাত্র পূর্ণ করলেন। মিশনারীর একঘেয়ে জেদের ফলে তাঁরা একটু হাঁপিয়ে উঠেছেন।

গৃহকর্তা বললেন, "শুনুন, আমি একটা ছোট কাহিনী বলছি। বিশপ আসার-স্যাম্পেন পান করে ধন্য করুন। আমি গল্প বলি। আমার এই প্রশ্ন করার একটি কারণ আছে, আপনিও স্পষ্ট জবাব দিয়েছেন। আমাদের ভ্যালেন্সিয়াস্থ পৈতৃক বাসভবনে বিখ্যাত স্প্যানিস শিল্পীদের আঁকা অনেক ছবি আছে, আমার প্র-পিতামহই সেগুলি মূলতঃ সংগ্রহ করেছিলেন। এই সব বিষয়ে তাঁর সূক্ষ্ম জ্ঞান ছিল এবং তাঁর কালের হিসাবে তিনি ধনীও ছিলেন। তাঁর সংগৃহীত এল গ্রেসো স্পেনে সর্বশ্রেষ্ঠ সংগ্রহ বলেই আমার বিশ্বাস। আমার পিতামহ যখন প্রবীণ তখন নিউ স্পেন থেকে এক যাজক এলেন ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে। জানেন বিশপ ফেরাণ্ড, আমেরিকার সব মিশনারীই ভিক্ষুক, তখনও যেমন ছিল এখনও তেমনই। ধর্মপ্রাণ ইণ্ডিয়ান ধর্মান্তরিত এবং সংগ্রামী মিসনগলির অবস্থা বর্ণনা করে এই ফ্রানসিস্ক্যান মিশনারী ভিক্ষাবৃত্তিতে বেশ সাফল্য অর্জন করেছিলেন। আমার প্রপিতামহের ভবনে এসে তিনি অতিথি হয়েছেন

এবং যাজকের অনুপস্থিতিতে উপাসনার সভা পরিচালনা করতেন। বৃদ্ধের কাছ থেকে তিনি প্রচুর টাকা আদায় করলেন। তা ছাড়া কাপড় চোপড় ও অন্যান্য বহু গির্জার আসবাব। যা দেখতেন তাই তিনি চাইতেন, তাই নেবেন। আমার পিতামহকে তাঁর চিত্র সংগ্রহ থেকে একখানি ছবি তিনি দান করতে অনুরোধ করলেন। পিতামহ কি আর করেন, তাঁকে একখানি ছবি পছন্দ করতে বললেন। তাঁর ধারণা, যাজক বড় জোর এমন একখানি ছবি চাইবেন যা সহজে দেওয়া যায়। কিন্তু অত সহজ নয়, সেই লোমশ ফ্র্যানসিস্‌ক্যান এল গ্রেসোর আঁকা উপাসনারত সেণ্ট ফ্রান্সিসের একখানি ছবি পছন্দ করলেন। সাধুর মডেল হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছিল রমণীয় আকৃতির ডিউক অব আলাবুকার্ককে! আমার পিতামহ আপত্তি করলেন, বোঝাবার চেষ্টা করলেন যে ক্রুশীফিক্‌সন বা শহীদদের কোনো নিদর্শন তাঁর লাল রঙের ধর্মপ্রাণদের পক্ষে অধিকতর আবেদন সৃষ্টি করতে পারবে। নৃ-মুণ্ড শিকারীদের কাছে এই ছবির প্রায় রমণী সুলভ মাধুর্য কি আবেদন আনবে?"

"কিন্তু সব ভস্মে ঘি ঢালা! মিশনারী গৃহকর্তার দিকে ফিরে বললেন: ছবিটা ভালো বলেই আপনি দিতে চাইছেন না। It is too good for God, But it is not too good for you" আমাদের পরিবারে এই কথাটি চালু হয়ে আছে আজো।

"তিনি ছবিটি নিয়ে গেলেন। আমার পিতামহের হস্তলিখিত চিত্র তালিকার এই ছবিটির নামের পাশে লেখা আছে—ঈশ্বরের মহিমায় নিউ স্পেনের অসভ্যদের মধ্যে পুয়েবলো ডি-সিয়াস্থিত তাঁর ধর্মমন্দিরের শোভা বর্ধনের উদ্দেশ্যে ফ্রে টিওডোসিয়োকে প্রদত্ত।

"এই নষ্ট সম্পত্তির জন্যই—বুঝেছেন ফাদার ফেরাণ্ড, আমি বিশপ অব ডুরাঙ্গোকে কয়েকটি ব্যক্তিগত চিঠিপত্র লিখেছি। একবার তাঁকে আমি সম্পূর্ণ ঘটনা ব্যক্ত করে লিখি। তিনি উত্তরে জানান যে সিয়ার এই গির্জাঘর অনেকদিন ধ্বংস হয়েছে। আর তার সাজসজ্জা চতুর্দিকে ছড়িয়ে গেছে। ছবিটি হয়ত কোনো রাহাজানি বা হত্যাকাণ্ডের সময় নষ্ট হয়ে থাকবে। আবার কোনো ধ্বংসস্তূপের মধ্যেও চাপা পড়ে থাকতে পারে। আপনার ফরাসী যাজকটির যদি একটু সন্ধানী দৃষ্টি থাকে এবং তাঁকে এই ভিকারেটে পাঠানো হয়, তা হলে তিনি যেন ছবিটির একটু সন্ধান করেন।"

বিশপ মাথা নেড়ে বললেন, "না, আমি কোনো কথা দিতে পারছি না,

আমি লক্ষ্য করেছি ভদ্রলোকের রুচি অতিশয় মার্জিত এবং কঠিন, তবে তিনি অত্যন্ত চাপা প্রকৃতির লোক। তা ছাড়া ওদিকের ইণ্ডিয়ানরা Wigwan-এ বাস করে না, বুঝেছেন?"

"তাতে কিছু এসে যায় না, ফাদার! আপনাদের রঙিন চামড়ার আড়ালে যা আছে তার সম্পর্কে আমার জ্ঞান ফেনীমোর কুপারের বই পড়ে, আমার তা ভালোও লাগে। চলুন, এখন প্রসাদ শিখরে গিয়ে বসে কফি পান করা যাক, আর কিভাবে সন্ধ্যা নেমে আসছে তাও দেখা যাক।"

সঙ্কীর্ণ সিঁড়ি বেয়ে কার্ডিন্যাল তাঁর অতিথিদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চললেন—চতুর্দিক সেই ধুসর বাগান মনে হচ্ছে যেন সুনীল সাগর। সূর্য আর তার ছায়া দুই-ই বিগত। গোলাপী দেশটির রঙ পাল্টে এখন বেগুনি হয়ে গেছে। ব্যাসিলকার চূড়া থেকে গোলাপ এবং স্বর্ণের সুরভি ভেসে আসছে।

এই পথে পায়চারী করতে করতে যাজকগণ নানা বিষয়ে আলোচনা করতে লাগলেন। রাজনীতি বাদ দিয়ে, কারণ রাজনীতি বিপজ্জনক কালে পরিহার করাই বুদ্ধিমান মানুষের কর্ম।

লোম্বার্ডওয়ার সম্পর্কে একটিও কথা উঠল না, এই যুদ্ধে পোপের অবস্থা অতি জটিল। ওরা ভেনিসের রঙ্গমঞ্চে গীত ভার্দি নামক জনৈক ওপেরা গায়কের সম্পর্কে আলোচনা করতে লাগলেন। জনৈকা স্প্যানিস নর্তকী ইদানীং ধর্মে মতি দিয়ে আন্দালুসিয়াতে নাকি অঘটন ঘটাচ্ছেন সে আলোচনাও হল। এই সব আলোচনায় মিশনারী কোনো অংশ গ্রহণ করলেন না, এ সব কথা বোঝার মত আগ্রহও তাঁর ছিল না। মনে মনে ভাবতে লাগলেন—দীর্ঘদিন সীমান্ত অঞ্চলে থাকার ফলে কি চতুর ব্যক্তিদের কথাবার্তার স্বাদ তিনি বিস্মৃত হয়েছেন? সেখানে বিদায় নেওয়ার আগে মারিয়া স্থ আল্লানদে বিশপের কানে কানে ইংরাজীতে বললেন:

"আপনি কি অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন, ফাদার ফেরাণ্ড? এখনই কি নতুন বিশপকে গদীচ্যুত করতে চান? দেরী হয়ে গেছে! জাঁ মারী লাতুর—এই নাম না?"

প্রথম খণ্ড

ভিকার এপষ্টলিক

॥ এক ॥

ক্রুশিফর্ম বৃক্ষ

১৮৫১-র শরৎকালের এক অপরাহ্ণে অশ্বপৃষ্ঠে নিউ মেকসিকো অঞ্চলের মধ্য প্রদেশের arid এক প্রান্তর পার হয়ে চলেছিলেন একক এক অশ্বারোহী, সঙ্গে কিছু অশ্বতর বাহিনী। তিনি পথ হারিয়েছেন। শুধু কম্পাস এবং নিজের আন্দাজ অনুসারে তিনি হারানো পথের সন্ধান করছেন। মুশকিল এই যে এই অঞ্চলটি একেবারে নিশানা বিহীন ; কিংবা বলা যাক নিশানায় পরিপূর্ণ, সবই এক ধরনের। যতদূর চোখ যায় চারদিকেই দৃশ্যপট একঘেয়ে লাল বালি-পাহাড়ে পরিপূর্ণ—খুব বেশী বড় নয়—মনে হয় যেন সারি সারি খড়ের স্তূপ।

না দেখলে বিশ্বাস হয় না এই এত মাইলের মধ্যে যে দিকে দুচোখ যায় চারদিকেই একই ধরনের, একই আকারের বালি-পাহাড়। এই অঞ্চলের আকার যেন এক জায়গায় থমকে দাঁড়িয়েছে, আর বাড়েনি। এই স্তূপাকৃতি লাল পাহাড় অঞ্চলে প্রায় ত্রিশ মাইল তিনি অতিক্রম করেছেন, সঙ্কীর্ণ খাদে তাঁকে ঘুরে যেতে হয়েছে—তাঁর এখন মনে হচ্ছে আর কোনো কিছুই দেখতে পাবেন না। এমনই সমান ধরনের—আকার ও পরস্পরে এত সাদৃশ্য, যে মনে হচ্ছে এক জ্যামিতিক দুঃস্বপ্নের মধ্যে পড়েছেন—যেখানে চেপটা শিখর-দেশ সেগুলি যেন মেকসিক্যান উনানের মত। ইটের গুঁড়োর মত লাল—কোনো গাছপালা নেই। কেবল দু'চারটি জুনিপার গাছ ছাড়া। আশ্চর্য! এই জুনিপার গাছগুলোকে মেকসিক্যান উনানের মত দেখতে। প্রতিটি গম্বুজাকৃতি ছোট্ট পাহাড়ের উপরেই ছোট ছোট জুনিপার গাছের মেলা, আর মাটি থেকে পাহাড়গুলি এমন ভাবে গজিয়ে উঠেছে, মনে হয় যেন এ ওর ঘাড়ে পড়ছে, সবাই সবাটকে ঠেলে ঠুলে উচুঁ হয়ে উঠতে চায়।

এই ধরনের বৈচিত্র্যহীন পিরামিডের সারি আঁখির তারায় এমনই ভীড় করে এসেছে, তার ওপর উত্তাপ—পথিককে একেবারে বিভ্রান্ত-করে তুলেছে। বস্তুর আকার সম্পর্কে ঔদাসীন্য তাঁর স্বভাবে নেই।

তাঁর গলা দিয়ে বেরিয়ে এল, "এ একেবারে আজগুবি কাণ্ড!" ত্রিভুজাকৃতি বস্তুর আক্রমণ থেকে বিশ্রাম লাভের উদ্দেশ্যে তিনি চোখের পাতা বন্ধ করলেন।

আবার চোখ খুলতেই তাঁর নজর পড়ল এক বিচিত্র জুনিপার গাছের দিকে, এর আকৃতি অন্য সব গাছের চেয়ে বিভিন্ন। এর ডালপালা তেমন ঘন নয়, বরং পত্র বিরল দোমড়ানো বৃক্ষকাণ্ড, হয়ত দশ ফুট উঁচু, ওপর দিকটায় দুভাগে বিভক্ত, মধ্যে কিঞ্চিৎ সবুজ পাতার আভাস—গাছপালার মধ্যে এমন নিখুঁত ভাবে ক্রুসচিহ্নের অনুবৃত্তি সচরাচর দেখা যায় না।

পথিক ঘোড়া থেকে নামলেন, পকেট থেকে একখানি জীর্ণ পুস্তক বার করলেন, মাথার টুপি খুলে ফেলে সেই ক্রুশচিহ্নযুক্ত বৃক্ষটির তলায় হাঁটু মুড়ে প্রার্থনার ভঙ্গীতে বসলেন।

হরিণের চামড়ার তৈরী ঘোড়সওয়ারের পোশাকের নিচে তাঁর কালো অন্তর্বাস ও যাজকের পোশাক পরা ছিল। প্রার্থনা-রত তরুণ যাজক! এক নজরেই বোঝা যায়, হাজারে এমন একটি ধর্ম যাজক মেলা ভার! তাঁর অবনত মস্তক, সাধারণ মানুষের মাথার মত নয়, এ মাথা জ্ঞান ও বুদ্ধির আসন হিসাবে তৈরী। ভ্রূযুগল উন্মুক্ত, উদার এবং চিন্তা শীল, দেহাকৃতি সুন্দর এবং কিঞ্চিৎ দৃঢ়তাব্যঞ্জক। সেই হরিণের চামড়ার জ্যাকেটের হাতার নিচে যে দুখানি হাত দেখা যাচ্ছে তার মাধুর্য অপরূপ। তাঁর সব কিছু থেকেই তিনি যে উচ্চঘরের সন্তান তা বোঝা যায়—সাহসী, আত্মাভিমানী সৌজন্যশীল। এই মরুভূমিতে একান্ত একা হওয়া সত্ত্বেও তাঁর ভাব ভঙ্গী বৈশিষ্ট্য পূর্ণ। নিজের সম্পর্কে, তাঁর সহচর পশুগুলি সম্পর্কে, এমন কি যে জুনিপার বৃক্ষের তলায় তিনি অবনত হয়েছেন এবং যে ঈশ্বরকে তিনি উপাসনা করছেন, সব কিছুর প্রতিই তাঁর সৌজন্য প্রকাশিত।

সম্ভবতঃ আধঘণ্টাকাল তাঁর এই উপাসনা চলল, তার পর তিনি বেশ পরিতৃপ্ত হয়ে উঠলেন। ভাঙা স্প্যানিসে তিনি তাঁর ঘোড়াটির সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন, কথা এই, যে ঘোড়াটিও কি তাঁর সঙ্গে একমত যে এগিয়ে যাওয়া যাক, পথের সন্ধান করা যাক সেও ত কম পরিশ্রান্ত নয়। তাঁর কাছে একটুও আর পানীয় জল নেই, গতকাল সকাল থেকেই ঘোড়ারা কিছুই জল পায়নি। গত রজনীতে এই পাহাড় অঞ্চলেই ওরা শুখা শিবির করে রাত কাটিয়েছে। পশুগুলি একেবারে সহনশীলতার শেষ পর্যায়ে

পৌঁছেচে—একটু জল না পেলে আর ওরা তাজা হবে না, তাই সর্বশক্তি দিয়ে জলেরই সন্ধান করা যাক।•

টেক্সাস অঞ্চলে একবার এক সুদীর্ঘ পথ পর্যটন কালে এমনই তৃষ্ণাকাতর অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল, যে দলের সঙ্গে তিনি ভ্রমণ করছিলেন তাদের কয়েকবারই জল পরিমিত ভাবে ব্যবহার করতে হয়েছে। কিন্তু সেদিনকার ক্লেশ আজকের মত এমন নিদারুণ হয়নি। সকাল থেকেই শরীরটা রোগক্লান্ত মনে হচ্ছে, মুখটায় কেমন জ্বর জ্বর স্বাদ, মাথাটা মারাত্মক ভাবে ঘুরছে। কনিক্যাল আকৃতির পাহাড়গুলি যেন চারিদিকে ব্যুহের মত ঘিরে ধরেছে তখন মনে হয়েছে অভারেনের পর্বতমালা থেকে যে যাত্রা শুরু হয়েছে এইখানেই বুঝি তার পরিসমাপ্তি। ক্রুশবিদ্ধ অবস্থায় ত্রাণকর্তা যীশুর মুখ দিয়ে একটি কথা বেরিয়েছিল 'J'ai soif' আমি তৃষ্ণার্ত। সকল শারীরিক ক্লেশের এই তাঁর একমাত্র অভিব্যক্তি। সুদীর্ঘ শিক্ষার ফলে এই তরুণ যাজক নিজের চেতন অবস্থা থেকে মুখ ফিরিয়ে প্রভু যীশুর বেদনার কথা চিন্তা করতে লাগলেন। যীশুর আবেগ তখন তাঁর কাছে একমাত্র বাস্তব পদার্থ। নিজের শারীরিক প্রয়োজন সেই চিন্তার একটি অংশবিশেষ মাত্র।

ওঁর ঘোড়াটি হোঁচট খেল, ফলে এই ধ্যানমগ্ন অবস্থাটা কেটে গেল। নিজের চেয়ে ওঁর এই পশুগুলোর কষ্টই উনি বেশী করে অনুভব করছেন। এইদলের তিনিই একমাত্র প্রজ্ঞা, তিনিই এই অসহায় পশুদের অসংখ্য উনানের মাঝে নিয়ে এসেছেন। তিনি অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন, পথের দিকে লক্ষ্য না রেখেই তিনি নিজের সমস্যাবলীর কথা নিয়ে চিন্তা করেছেন। তাঁর সমস্যা কি ভাবে বিশপ-গিরি উদ্ধার করা যায়। তিনি ভিকীয় এপস্টলিক, কিন্তু তাঁর যাজনক্ষেত্র বা ভিকারেট নেই। তাঁকে বেরিয়ে পড়তে হয়েছে, কিন্তু সঙ্গের পশুদের তাঁর মত কিছুই নেই।

এই পর্যটকের নাম জঁা মারি লাতুর। নিউ মেকসিকোর ইনি অভিষিক্ত ভিকার, সিনসিনাটির পার্টিবাস এগাথোনিকায় তিনি বছর খানেক আগে বিশপ ছিলেন। সিনসিনাটির কেউ তাকে বলতে পারেনি কি ভাবে নিউ মেকসিকোয় যেতে হয়, কেউ সেখানে যায়নি কখনও। ফাদার লাতুরের আমেরিকা আগমনের পর নিউ ইয়র্ক থেকে সিন সিনসিনাটি পর্যন্ত একটা রেলপথ খোলা হয়েছে। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। ওহারোর ব্যবসায়ীরা দুটি মাত্র পথ জানতো। একটি হল সেণ্টলুই থেকে সাণ্টা ফে ট্রেন. কিন্তু সেই সময় সে

পথ অত্যন্ত বিপদজনক ছিল, কেমাঞ্চি ইণ্ডিয়ানরা ঐ অঞ্চল ঘন ঘন আক্রমণ করছিল। ফাদার লাতুরের বন্ধুবর্গ উপদেশ দিয়েছিলেন নদীপথ ধরে নিউ অর্লিন পর্যন্ত গিয়ে বোটে করে টেকসাস থেকে সান আণ্টনিয়ো অতিক্রম করে গালভেস্টন, তারপর রাইও গ্রাণ্ডে ভ্যালী দিয়ে একেবারে নিউ মেকসিকোয় গিয়ে পৌছিবে। তিনি তাই করেছেন, কিন্তু কি ক্লান্তিকর অভিযাত্রা।

স্টীমারখানি গালভেস্টন হারবারে ডুবে গেল, বইগুলি ছাড়া তাঁর সব সম্পদ নষ্ট হয়ে গেল, বইগুলি প্রাণ দিয়ে রক্ষা করার চেষ্টা করেছিলেন। বাণিজ্যিক দলের সঙ্গে টেক্সাস অতিক্রম করেছেন, সান আণ্টনিয়োর কাছে এসে এক উলটে যাওয়া ওযাগন থেকে নামতে গিয়ে আহত হযেছেন, এক দরিদ্র আইরিস পরিবারের কলরব মুখরিত বিরাট সংসারে সেই আহত পা খানি সুস্থ করতে তিন মাস কাটিযেছেন।

মিসিসিপিতে প্রায় এক বছর অভিযানের পর এক গ্রীষ্ম অপরাহ্নের সূর্যাস্তে তরুণ বিশপ এক প্রাচীন জনপদ লক্ষ্য করলেন, এতদিন এরই সন্ধানে তিনি ঘুরছেন। ওয়াগন ট্রেন সারাদিন সমতল ভূমিতে চলেছে, সন্ধ্যার দিকে সবাই চেঁচিয়ে উঠল ঐ যে একটা পল্লী দেখা যায়। সেই সমতল ভূমির দিকে তাকিয়ে ফাদার লাতুর সবুজ পাহাড়ে নিচে বাদামি আকারের ছোট ছোট বাড়ি দেখতে পেলেন, তরঙ্গায়িত পর্বতমালা, যেন প্রচণ্ড ঝড়ে সমুদ্রথেকে উঠে পড়েছে, তাদের সেই সবুজও যেন দুরকমের, কম্পমান এবং চির সবুজ, দুটো জড়িয়ে নেই, হালকা এবং গভীর কালো দুটো ঘন অংশ।

সূর্য যখন আরো নিচে নেমে গেছে, ওযাগনগুলি আর একটু অগ্রসর হয়েছে বিরাট পাহাডগুলির নিচে হালকা লালরঙের ছোট ছোট পাহাড় দেখা গেল। সমতল ভূমির খাদে দুটি বিভিন্ন অংশ, এই খাদের মধ্যেই অবশেষে পাওয়া গেল সাণ্টা ফে! সরু বেপথুমতী নগরাবাস · সবুজ চত্বর। একধারে একটি গির্জা, দুধারে দুটি মাটির তোরণ সমতল ভূমি অতিক্রম করে উঠেছে। সুদীর্ঘ প্রধান সড়কটি গির্জা থেকেই বেরিয়েছে, সমগ্র নগরী ঝরনা থেকে উৎসারিত নদীর মতো তার থেকেই গড়ে উঠেছে। চার্চের তোরণ, এবং নিচু থামালেব বাসাবাড়িগুলি সেই গোধূলি আলোর গোলাপী রঙের দেখাচ্ছে, পিছনের পটভূমির লাল পাহাড়ের চাইতে কিঞ্চিৎ গভীর রঙ, মাঝে মাঝে পপলার গাছের ঘন পত্র মণ্ডিত যতিচিহ্ন বাতাসে গা মেলে দিয়ে ঈষৎ আন্দোলিত।

তরুণ বিশপ সেই মুহূর্তে একাই আনন্দমগ্ন হলেন তা নয়। তাঁর পিছনেই অশ্বপৃষ্ঠে ছিলেন ফাদার জোসেফ ভ্যালিয়ান্ট, তাঁর বাল্যবন্ধু। এই সুদীর্ঘ তীর্থ যাত্রায় তিনি তাঁর ক্লেশ ও বিপদের সহচর ও অংশভাগী। ঈশ্বরের মহিমার জয়-গান করতে করতে দুই বন্ধুতে এক যোগে অশ্বপৃষ্ঠে সাণ্টা ফে পৌঁছলেন।

তবে কি করে ফাদার লাতুর এই বালি-পাহাড়ের অরণ্যে, নিজের আসন ছেড়ে এত দূরে, সঙ্গীহীন অসহায় অবস্থায় এত দূরে এলেন? এ তাঁর পথের বাইরে, কি করে যে এখান থেকে ফিরতে হবে তাও তাঁর জানা নেই।

সাণ্টা ফে পৌঁছানোর পর যা ঘটেছিল তা এই: সেখানকায় মেকসিক্যান যাজকরা তাঁর কর্তৃত্ব স্বীকার করলেন না। এগাথোনিকার বিশপ বা ভিকারেট এপস্টলিক সম্পর্কে কোনো কিছুই তাঁদের জানা আছে বলে তাঁরা মানলেন না। তাঁরা বললেন, "আমরা ডুরাঙ্গোর বিশপের অধীন। তাঁর কাছ থেকে তো কোনো নির্দেশই পাইনি। ফাদার লাতুর-ই যদি তাঁদের বিশপ, কোথায় তাঁর পরিচয় পত্র?" তিনি জানতেন ডুরাঙ্গোর বিশপের কাছে অনেক চিঠিপত্র পাঠানো হয়েছে, স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে তা বেশীদূর পৌঁছায় নি। পৃথিবীর এই অংশে কোনো ডাক ব্যবস্থা নেই। বিশপ ডুরাঙ্গোর সঙ্গে যোগাযোগ করা সহজ এবং দ্রুততম উপায় হল সোজাসুজি তাঁর সঙ্গে দেখা করা। সুতরাং এত কষ্ট করে, এতদিন ধরে সাণ্টা ফে পৌঁছে, ফাদার লাতুর কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই সে অঞ্চল ত্যাগ করলেন, এবং একাই প্রাচীন মেকসিকোর ভিতর দিয়ে অশ্বপৃষ্ঠে ফেরার চেষ্টা করলেন, এই পথের দূরত্ব প্রায় তিনহাজার মাইল।

তাঁকে সতর্ক করা হয়েছিল রায়ো গ্রাণ্ডে পথের থেকে এবং পথের আশে পাশে অনেক শুঁড়ি রাস্তা আছে, নবাগতের পক্ষে পথ হারানোর সম্ভাবনা খুব বেশী। প্রথম ক-দিন তিনি অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন, সব দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। তারপর তিনি অন্যমনস্ক হয়ে স্থানীয় গলিপথে পড়ে গেছেন। যখন বুঝলেন পথ হারিয়েছেন, তখন তাঁর রশদ ফুরিয়েছে, আর তাঁর অশ্ববাহিনী এতই ক্লান্ত যে আর ফেরার শক্তি তাদের নেই। তিনি এই বালিয়াড়ির পথ ভেঙে দারুণ অধ্যবসায় করে চলেছেন। সে পথ ক্রমেই ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে এসেছে, তাঁর মনে বিশ্বাস ছিল, এ পথ ঠিক এক জায়গায় পৌঁছাবেই।

সহসা ফাদার লাতুরের মনে হল তাঁর ঘোড়াটির দেহে যেন হঠাৎ কি পরিবর্তন ঘটে গেল। অনেক কাল পরে সে এই সর্বপ্রথম মাথা তুলল। মনে হল তার পায়ের মধ্যে যেন ভার পুনর্বণ্টন করছে। ভারবাহী অশ্বতরটিরও সেই অবস্থা, ওদের গতি একটু দ্রুততর হল। তারা কি তবে জলের ঘ্রাণ পেয়েছে?

প্রায় একঘণ্টা কাল কেটে গেল। যে ধরনের অসংখ্য পাহাড় পার হয়ে আসা গেল, সেই রকম দুটি পাহাড় অতিক্রম করেই দুটি প্রাণী একযোগেই হ্রেষারব করে উঠল। নিচে তরঙ্গায়িত বালিয়াড়ির মাঝে কিঞ্চিৎ সবুজ অঞ্চল এবং সূক্ষ্ম নদীস্রোত দেখা গেল। মরুভূমির এই শ্যামাঞ্চল তেমন প্রশস্ত নয়, বড় জোর একটুকরা পাথর ফেলা যায়।—আর সেই ঘন নীল, এতখানি নীল ফাদার লাতুর যেন কখনো আর দেখেন নি, এমন কি তাঁর স্বদেশ অঞ্চল প্রাচীন মহাদেশেও নয়। অশ্বপৃষ্ঠের কম্পনটুকু অনুভূত না হলে মনে হত এ স্বপ্ন। তৃষ্ণাতুরের চোখের মায়া। প্রবাহিত জলরাশি, পশুভোগ্য তৃণরাশি, তুলার গাছ, একেসিয়া ঝাউগাছ, বাগিচাওলা সুন্দর বাসাবাড়ি। একটি বালক নদীর দিকে ছোট ছোট সাদা ছাগল চরিয়ে নিয়ে আসছে—তরুণ বিশপ চোখ মেলে দেখলেন এই দৃশ্য।

কয়েক মিনিট পরে। বিশপ যখন কোনো রকমে তাঁর ঘোড়াগুলিতে অত্যধিক জলপান থেকে বিরত রাখার জন্য সচেষ্ট তখন একটি তরুণী তাঁর দিকে দৌড়ে এল। তার মাথায় একটা কালো শাল জড়ানো। বিশপের মন হল এমন করুণামাখা মুখ আর দেখেন নি। ক্রিশ্চানের রীতিতে মেয়েটি তাঁকে অভিনন্দন জানালেন: "Ave Maria puorisima Senor—কোথা থেকে আস্‌ছেন?" স্প্যানিস ভাষায় বিশপ বললেন, "মা, ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন! আমি একজন পথহারা ধর্মযাজক। জলাভাবে মৃতকল্প।"

মেয়েটি চীৎকার করে উঠল, "ধর্মযাজক! সে কি সম্ভব! তবু আপনার দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছে যে এ সত্য। আমাদের জীবনে এমনটি আর ঘটেনি। এ নিশ্চয়ই আমার পিতৃদেবের প্রার্থনার ফল। এই পেড্রো, দৌড়ে যা, বাবা আর সাল্‌ভাতোরকে খবর দে।"

॥ দুই ॥

প্রচ্ছন্ন জলধারা

প্রায় এক ঘণ্টা পরের কথা, বালি পাহাড়ের ওপর অন্ধকার নেমে এসেছে এই মেকসিক্যান উপনিবেশের এক মুলবাড়িতে বিশপ আর সকলের সঙ্গে নৈশভোজে বসেছেন। এই বাড়িটির নাম Aqua Secreta—যথাযোগ্য নাম 'প্রচ্ছন্ন জলধারা'। সেই টেবিলে বৃদ্ধ বেনিতো বসে আছেন। তিনি আমন্ত্রণ কর্তা, তাঁর বড়ছেলে আর দুজন নাতি। বৃদ্ধ বিপত্নীক, আর তাঁর কন্যা যোশেফা (যে মেয়েটির সঙ্গে নদীর ধারে বিশপের প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল), সেই গৃহকর্ত্রী। মাংসের সঙ্গে রান্না করা একপাত্র শীম জাতীয় দ্রব্য, ছাগদুগ্ধ এবং রুটি, টাটকা পনীর আর আপেল সেই নৈশভোজে পরিবেশিত হল।

ফাদার লাতুর যে মুহূর্তে এই ঘন চুনকাম করা বাসগৃহে প্রবেশ করেছেন' তখনই তিনি এক অপরিসীম শান্তির পরিবেশ অনুভব করেছেন। নিরাভরণ এবং সরল গৃহসজ্জার মধ্যে বেশ একটা শুচিস্নিগ্ধ ভাব আছে, যেমন আছে যে মেয়েটি খাদ্য পরিবেশন করেছে তার মধ্যে, দেয়ালের ছায়ার ধারে সে নিঃশব্দে বিশপের মুখের দিকে অগ্রহাকুল দৃষ্টি মেলে দাঁড়িয়ে আছে। বাতির মৃদু আলোর মধ্যে যে চারজন কালো মাথাওলা প্রাণী তাঁর ভোজন সহচর, তাদের মধ্যে বিশপের বেশ ভালোই লাগল। তাদের ভঙ্গি বেশ ভদ্র, কণ্ঠস্বর মৃদু এবং মনোরম। আহারের পুর্বে তিনি যখন প্রার্থনা বাক্য উচ্চারণ করলেন তখন সব পুরুষরাই টেবিলের পাশে মেঝেতে হাঁটু মুড়ে বসে রইল। পিতামহ বললেন—মেরীমাতা নিশ্চয়ই বিশপকে পথ দেখিয়ে এখানে এনেছেন। আমাদের ছেলেমেয়েদের জন্য অভিষেক হ'বে। আমাদের বিবাহ মন্ত্রসিদ্ধ করা হবে। তিনি বললেন, আমাদের উপনিবেশ বেশী লোকের জানা নেই। তাদের এই জমিজমা সম্পর্কে কোনো দলিল-দস্তাবেজ নেই, ভয় হয়, হয়ত আমেরিকানরা তাদের কাছ থেকে কেড়ে-কুড়ে নেবে। তাঁর বড় ছেলে সালভাতোর সেই আলাবুকার্ক পর্যন্ত গেছে জীবন সঙ্গিনীর সন্ধানে, সেখানেই বিয়ে করেছে। সেখানকার যাজক ২০ পেসো দক্ষিণা নিয়েছে। আসবাব এবং কাঁচের জানলা করার জন্য তিনি যা সঞ্চয় করেছিলেন এই বিবাহের দক্ষিণা দিতেই তার অর্ধেক ব্যয় হয়ে গিয়েছিল। তাঁর এই

অভিজ্ঞতায় নিরুৎসাহ হয়ে তাঁর ভাই এবং খুড়তুতো জ্যেঠতুতো ভায়েরা বিনা লাইসেন্সেই বিবাহ করে বসেছে।

বিশপের প্রশ্নের উত্তরে তারা তাদের জীবনের সাধারণ কাহিনী বলে গেল। সুখী হওয়ার জন্য যা কিছু প্রয়োজন, তা তারা এখানে পেয়েছে। তাদের ভেড়ার পাল থেকে লোম সংগ্রহ করে তারা পশম করে বয়ন করে। নিজেদের গম, শস্য এবং তামাক নিজেরাই উৎপন্ন করে। শীতকালে কুল এপ্রিকট শুকিয়ে নেয়। বছরে একবার ছেলেরা শস্যাদি আলাবুকার্কে নিয়ে যায় পেষাই করার জন্য, সেখান থেকে চিনি এবং কফি জাতীয় বিলাস সামগ্রী কিনে আনে। তাদের পোষা মৌমাছি আছে, চিনি দুর্মূল্য হলে মধু দিয়েই মিষ্টির কাজ সেরে নেয়। বেনিতো ঠিক বলতে পারে না কোন্ সালে তার পিতামহ এ অঞ্চলে এসেছিলেন। চিহুয়াহুয়া থেকে তাঁদের সমস্ত জিনিসপত্র বলদে-টানা গাড়িতে আনা হয়েছিল। বেনিতো বললেন, তবে ফরাসীরা যখন তাদের সম্রাটকে হত্যা করল তার কিছু পরেই ওঁরা এসেছিলেন। ঘর ছাড়ার আগেই আমার পিতামহ এ বিষয় আলোচনা করেছিলেন। বুড়ো বয়সে আমাদের মত ছোটদের কাছে এসব গল্প করতেন।

ফাদার লাতুর বললেন: "আপনারা বোধহয় বুঝেছেন যে আমি জাতে ফরাসী।"

না, তা বোঝেনি। তবে তারা এটা নিশ্চিত বুঝেছিল। তিনি আমেরিকান নন। বড় নাতি, জোসি এই আগন্তুককে কিঞ্চিৎ অবিশ্বাসের দৃষ্টি নিয়ে লক্ষ্য করছিল। ছেলেটি সুন্দর দেখতে ফোলা ফোলা চোখের ওপর কালো চুলের ত্রিভুজরেখা। সে এই প্রথমবার কথা বলে:

"আলাবুকার্কে ওরা সবাই বলে, আমরা সবাই এখন আমেরিকান, তবে ওকথা ঠিক নয়। পাদ্রী সাহেব, আমি কখনো আমেরিকান হব না, ওরা বিধর্মী।"

"না, বাছা! সবাই তা নয়। আমি উত্তরাঞ্চলে প্রায় দশ বছর আমেরিকানদের সঙ্গে কাটিয়েছি। তাদের মধ্যে অনেক ধর্মপ্রাণ ক্যাথলিক আছেন দেখেছি।"

তরুণ বিদ্রোহী মাথা নেড়ে বলল, "কিন্তু ওরা আমাদের গির্জা ধ্বংস করেছে, আমাদের সঙ্গে লড়ায়ের সময় গির্জাগুলো নষ্ট করে ঘোড়ার আস্তাবল করেছে। এখন আমাদের ধর্মটাও নষ্ট করবে। আমরা আমাদের নিজেদের ধর্ম নিয়ে নিজেদের মত চলতে চাই।"

ফাদার লাতুর ওহায়োতে প্রোটেস্টাণ্টদের সঙ্গে তাঁর প্রীতির সম্পর্ক সম্বন্ধে বলতে লাগলেন, কিন্তু ওদের মনে এসব ভাব গ্রহণের মত ক্ষমতা নেই। পৃথিবীতে একটি মাত্রই চার্চ, বাকী সবাই বিধর্মী কাফের। একটি জিনিস ওরা সবাই বুঝল যে ওর অশ্ব পৃষ্ঠের থলির ভেতর ওর পোশাক, বেদীর প্রস্তর এবং 'মাস' প্রার্থনার উপযোগী সকল প্রকার দ্রব্যাদি আছে। আর আগামী কাল সকালে মাস প্রার্থনার পর তিনি কনফেস্থন বা শেষ স্বীকৃতি শুনবেন, ছোটদের জন্মাভিষেকের ব্যবস্থা করবেন, আর তাদের বিবাহ ধর্মমতে সিদ্ধ করবেন।

নৈশ ভোজনান্তে ফাদার লাতুর বাতি হাতে নিয়ে অগ্নিকুণ্ডের ওপরকার শেলফের রাখা পবিত্র মূর্তিগুলি দেখতে লাগলেন। সপ্ত মনীষীদের দারু নির্মিত এই জাতীয় মূর্তি দরিদ্রতম মেকসিক্যানের ঘরেও দেখা যায়। ফাদার লাতুরের এগুলি ভারি ভালো লাগে। তিনি এ পর্যন্ত দুটি মূর্তি এক রকমের দেখেন নি। বেনিতোর অগ্নিকুণ্ডের ওপরকার এই সব মূর্তি চিহুয়াহুয়া থেকে অন্ততঃ ষাট বছর আগে বলদের গাড়িতে এসেছে। কোনো ভক্ত ব্যক্তি এগুলি খোদাই করেছে, চমৎকার রঙ দিয়েছে, কালের প্রভাবে কিছু কিছু রঙ অবশ্য ম্লান হয়ে এসেছে, পুতুলের মত এদের অঙ্গে বস্ত্র দেওয়া আছে। তাঁর ওহায়োর মিশন ফ্যাক্টরী নির্মিত যে সব প্লাস্টার মূর্তি আছে এ তার চেয়ে অনেক ভালো লাগে তাঁর—এমন আভরণের প্রাচীন চার্চের গায়ে যে মূর্তি খোদাই করা আছে তার চেয়েও চমৎকার। দারু নির্মিত ভার্জিন মেরী, যেন সত্যকার ব্যথাতুরা জননী। দীর্ঘ, ঋজু এবং দৃঢ়তাব্যঞ্জক, গলা থেকে কোমর অবধি বেশ লম্বা। আবার কোমর থেকে পা পর্যন্ত আরো লম্বা। পুবের গির্জার মোসাইক চিত্রের মত। তাঁর পরনে কালো কাপড়, গায়ে সাদা আচকান, মাথায় একটি কালো ওড়না। অনেকটা দরিদ্র মেক্সিক্যান রমণীর মত। তার দক্ষিণে সেণ্ট জোসেভ। আর বামে একটি ভয়ঙ্কর ছোট্ট অশ্বারোহী মূর্তি—মেকসিক্যান র‍্যানবেরোর মত পোশাক পরা এক সাধু। পরনে ভেলভেট ট্রাউজার, উত্তম সুচের কাজ করা, পায়ের গোড়ালির কাছটা চওড়া, অঙ্গে ভেলভেট জ্যাকেট আর সিল্ক সার্ট, মাথায় মেকসিক্যান সোমবেরো টুপি। মোটা ঘোড়ার ওপর তাঁকে এঁটে রেখেছে একটি কাঠের কীলক, ঘোড়ার সাজের ভেতর দিয়ে বসানো।

তরুণ নাতিটি পুরোহিতের মূর্তিটিতে আগ্রহ দেখে বলে উঠল: "ইনি হলেন আমার নামের সপ্তপুরুষ, সেণ্ট সাণ্টিয়াগো।"

"ও, সান্টিয়াগো, উনিও আমার মত মিশনারী ছিলেন। আমাদের দেশে আমরা আমরা ওঁকে বলি সেণ্ট জ্যাক্স্, তাঁর হাতে একটি দণ্ড থাকে আর একটি থলি থাকে। এ দেশে অবশ্য ওঁর একটি ঘোড়া চাই।"

ছেলেটি ওঁর মুখের পানে সবিস্ময়ে তাকালো, বলল "কিন্তু উনি ঘোড়ারই সাধু। আপনাদের দেশেও কি তাই নয়?"

বিশপ মাথা নেড়ে বললেন, "না, আমি ত' কিছুই জানি না। উনি কি করে অশ্বদের সাধু হলেন?"

"উনি ঘোটকীদের আশীর্বাদ দেন, তারা ফলবতী হয়, এমন কি এখানকার ইণ্ডিয়ানরাও তাই বিশ্বাস করে। তারা জানে যে সেণ্ট সান্টিয়াগোকে যদি কয়েক বছর প্রার্থনা জানাতে অবহেলা হয় তাহলে ঘোটকীদের ঠিকমত বাচ্চা হবে না।"

কিছুক্ষণ পরে প্রার্থনাদির পর, তরুণ বিশপ বেনিতোর গভীর পালকের বিছানায় শুয়ে পড়লেন। মনে মনে ভাবলেন, তিনি যা কল্পনা করেছিলেন তার চেয়ে এই রজনীর কত পার্থক্য। তিনি ভেবেছিলেন প্রান্তরের কোথাও একটা শুখনো শিবির বাঁধবেন, জুনিপার গাছের তলায় শুয়ে ঘুমাবেন। স্বয়ং প্রভু যীশু যেমন তৃষ্ণায় কাতর হয়েছিলেন, তেমনই তৃষ্ণায় কষ্ট পাবেন। অথচ এখানে এই নিরাপত্তার মধ্যে শান্তিতে শুয়ে আছেন—তাঁর সহযাত্রীদের সম্পর্কে তাঁর প্রীতি নিবিড় শান্তিধারার মত তাঁর হৃদয়ে প্রবাহিত। ফাদার ভ্যালিয়াণ্ট যদি থাকতেন তাহলে বলতেন, এ 'মিরাক্যাল', অলৌকিক রহস্য। ক্রুশিফর্ম বৃক্ষের তলায় সে 'হোলি মাদার'-কে তিনি উপাসনা করেছেন। তিনিই তাঁকে এখানে নিয়ে এসেছেন। ফাদার লাতুর বিশ্বাস করেন এ একটা অলৌকিক রহস্য। কিন্তু তাঁর প্রিয় জোসেফ সর্বদাই প্রত্যক্ষ এবং চমকপ্রদ অলৌকিক কাণ্ড দেখতে চায়, প্রকৃতির পক্ষে নয়, বিপক্ষে। এমন কি সে বলতে পারে ঘোড়াদের লাগাম ধরে যখন তিনি পথ দেখিয়ে এনেছেন তখন মেরী মাদার পরনে কোন্ রঙের বস্ত্রাদি ছিল। ইজিপ্টের অভিযানে তিনি যেমন গর্দভদের পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন, এও যেন সেই রকম কিছু।

পরদিন অপরাহ্ণে বিশপ সেই প্রাণ নদীর ধারে একা পদচারণা করছেন আর মনে মনে সকালবেলার ঘটনাবলী চিন্তা করছেন। বেনিতো আর তার কন্যা সেই দুঃখিনী ভার্জিনের দারুমূর্তির নিচে একটি বেদী তৈরী করেছিল। তার ওপর মোমবাতি আর ফুল দিয়ে সাজিয়েছিল। গ্রামের প্রতিটি প্রাণী

(একমাত্র সালভাতোরের রুগ্না স্ত্রী ছাড়া), মাস প্রার্থনা-সভায় যোগ দিয়েছিল। বিবাহ, জন্মঅভিষেক, দীক্ষা এবং স্বীকৃতি শোনা প্রভৃতি সকল অনুষ্ঠান তিনি সম্পন্ন করেছেন প্রায় দুপুর পর্যন্ত। তারপর ভোজের আয়োজন। জোসি গত রজনীতে একটা পাঁঠা কেটেছিল, দীক্ষার পরই জোসেফা বলে এসেছে তার বৌদিকে সেই পাঁঠা রান্নার ব্যাপারে সাহায্য করতে। ফাদার লাতুর যখন বললেন যে আমার ভাগটুকুতে লঙ্কা দিও না। তখন জোসেফা প্রশ্ন করল লঙ্কা না খাওয়াটাই কি অধিকতর ধর্মপরায়ণতার পরিচায়ক? ফাদার লাতুর তাড়াতাড়ি বললেন, তা নয়, ফরাসীরা বেশী মশলাদার খানা পছন্দ করেন না। একথা বলার অর্থ হয়ত মেয়েটি অতঃপর তার প্রিয় সামগ্রী থেকে আপনাকে না বঞ্চিত করে।

আহারাদির পর যে সব ছেলেমেয়েদের ঘুম ধরেছে তাদের বাড়ি নিয়ে যাওয়া হল, পুরুষরা বিরাট তুলাগাছের তলায় প্রশস্ত প্রাঙ্গণে ধূম পানের জন্য বসল। বিশপ একটু নিরালায় কিছুক্ষণ থাকার আশায় বেড়াতে বেরোলেন, দৃঢ়ভাবে জানালেন কোনো সঙ্গীর প্রয়োজন নেই। পথে যেতে যেতে যেখানটায় শস্যাদি ঝাড়া হয় এবং বাতাসে তার খুদ উড়িয়ে দেওয়া হয় সেই চত্বরটায় পৌঁছলেন। ইস্রায়েলের মানুষরা এমন করত। এমন সময় ছাগলের আকুল আর্তরব শুনে পিছনে তাকালেন। পেড্রো তার বিরাট ছাগপাল নিয়ে এগিয়ে এসেছে, ছাগলগুলি এতক্ষণ আটক থাকায় বিরক্ত হয়েছে, এখন পাহাড়ের গায়ে চরতে চলেছে। নদীটা এমন ভাবে পার হল যেন ধনু থেকে তীর নিক্ষেপিত হচ্ছে। বিশপের পাশ দিয়ে যখন গেল তখন যেন বিদ্রূপাত্মক মুন্সিয়ানা ভঙ্গীতে একটু চতুর হাসি হাসল। ছোট্ট ছাগলছানাগুলি বেশ ছিমছাম নধরকান্তি, তাদের দাড়ির কাছটায় একটু রঙ করা, বাঁকা শিঙগুলি পালিস করা। সকলের মুখে অবশ্য একটা বৈচিত্র্য আছে, পার্থক্য আছে। তবু সবায়ের মধ্যে একটা দাম্ভিকতা এবং বিদ্রূপাত্মকভাবের ছাপ আছে। এই ছাগলগুলির বেশ শ্বেত শুভ্র লম্বা সিলক মসৃণ চুল। ওরা যখন সূর্যালোকে লাফাচ্ছিল তখন এ্যপাক্লিপসের পরিচ্ছদ মনে পড়ল, ওই শুভ্রতা ভেড়ার রঙে রঞ্জিত করা হয়েছিল। তরুণ বিশপ তাঁর এই মিশ্রিত ধর্মবিজ্ঞানের চিন্তা সম্পর্কে হাসলেন। যদিও এই ছাগল পেগান উচ্ছৃঙ্খলতার প্রতীক হিসাবেই চিহ্নিত, তবু তাদের মাংস চামড়া বহু ভক্ত ক্রিশ্চানকে উত্তাপ দিয়েছে, আর তাদের উপাদেয় দুগ্ধ কত রুগ্ন শিশুর শরীরে পুষ্টি এনেছে।

গ্রাম থেকে মাইলখানেক অতিক্রম করার পর একটা জলাশয়ের সামনে এসে পৌঁছলেন। এটি একটি ঝরনা তার ওপর অনেক রকম তুলার গাছ প্রলম্বিত, এদের ওয়াটার-উইলো বলে। এর চতুর্দিকে সেই উনান সদৃশ পর্বতমালা—প্রথমটায় জলের অস্তিত্ব সম্পর্কে তেমন বোঝা যায় না। একেবারে অলৌকিকভাবে বালির বুক চিরে বেরিয়েছে। কোনো অন্তঃসলিলা জলধারা এখানে প্রকাশের পথ পেয়েছে, অন্ধকার থেকে মুক্তি লাভ করেছে। তার ফলেই ঘাস, গাছ আর মানুষের অস্তিত্ব সম্ভব হয়েছে। ঘর বাড়ি তাদের রন্ধনশালার প্রচলিত কাঠের গুঁড়ির ধোঁয়া যেন স্বর্গরাজ্যের প্রতি উদ্দিষ্ট ধূপ-ধূনার পবিত্র ধূম্রজাল।

বিশপ অনেকক্ষণ সেই ঝরনা ধারার নির্জনে চুপ করে বসে রইলেন। আর অস্তমান সূর্যের ম্লান আলো ওদিকে ছোট খামালের গোলাপী আভার বাড়ি আর সুন্দর বাগানগুলিতে গোধূলির সুন্দর সোনালি আলো ছড়িয়ে দিয়েছে। বৃদ্ধ পিতামহ তাঁকে তীরের ফলা, মরিচা ধরা মেডাল এবং একটি তরবারির বাঁট দেখিয়েছেন, সেগুলি স্প্যানিস বলেই মনে হয়, বৃদ্ধ এগুলি এই জলাশয়ের কাছে মাটির ভেতর থেকে পেয়েছেন। এই অঞ্চলটা মেকসিক্যানরা এখানে আসার অনেক আগে থেকেও মানুষের আবাসস্থান ছিল। ইতিহাসের চেয়েও এ অঞ্চল প্রাচীন, তাঁর নিজের দেশের জল কূপের উৎসমূলে যেমন রোমানরা এসে জলদেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছিল পরে ক্রিশ্চান যাজকরা এসে তার ওপর একটি করে ক্রুশ বসিয়ে দিয়েছেন। এই উপনিবেশ এক হিসাবে তার সম্পূর্ণ বিশপাঞ্চলের একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ; শত শত স্কোয়ার মাইল ব্যাপী জলহীন তৃষ্ণাকুল মরুভূমি, তারপর একটি ঝরনা, একটি গ্রাম, বৃদ্ধরা নাতি-নাতনিদের শেখাবার জন্য প্রাচীন প্রশ্নোত্তর মালা স্মরণে রাখার চেষ্টা করছেন। যে ধর্মবিশ্বাস স্প্যানিস সাধকরা স্থাপনা করেছেন, এবং তাদের রক্তদ্বারা সঞ্চিত ও সঞ্জীবিত করেছেন তা আজো মৃত্যুহীন—শুধু তার পরিচর্যার প্রয়োজন। সাণ্টা ফের বিদ্রোহের জন্য তিনি উদ্বিগ্ন নন, কিংবা যে শক্তিমান স্থানীয় যাজক তাওদের ফাদার মার্টিনেজ সেই বিপ্লবের নেতৃত্ব করেছেন তার জন্য তাঁর চিন্তা নেই, এই যাজক অশ্বপৃষ্ঠে তাঁর ধর্মমন্দির থেকে নতুন যাজককে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য এসে তাকে বিতাড়িত করেন। মানুষের মত কাঁধ, ভয়ঙ্কর স্প্যানিস মুখ, ও বিরাট মাথাওলা সেই যাজকের মূর্তি অতি আতংককর; তবে অত্যাচারের দিনগুলির অবসান ঘটেছে।

॥ তিন ॥

বিশপ বেচ লুই

ক্রিসমাস্ দিবসের অপরাহ্ন। বিশপ ডেস্কে বসে চিঠি পত্র লিখছেন। সান্তা ফে শহরে ফিরে আসায় ওঁর সরকারী চিঠি পত্রের সংখ্যা বিশেষ বেড়েছে, তবে ঘন সন্নিবিষ্ট ভাবে লিখিত এই পত্রাবলী মিসনরী বা আর্ক বিশপ বা বিভিন্ন ধর্ম প্রতিষ্ঠানের প্রধানদের উদ্দেশ্যে লিখিত হচ্ছে না, এ সব চিঠি যাচ্ছে ফ্রান্সের অভারেনে, তাঁর স্বগ্রামে। ধুসর আঁকা বাঁকা পথের ওপর কাঁকর, আর বাদাম গাছের ছায়া ঘেরা পথ, এমন কি আজো হয়ত কয়েকটা বাদামী পাতা গাছে ঝুলছে, বা পাতা ঝরে একত্রে পড়ছে দেয়াল গাত্রের শীতল সবুজ আইভিলতায় আটকে যাচ্ছে।

সুদীর্ঘকাল অশ্ব পৃষ্টে মেক্সিকো ভ্রমণাতে বিশপ মাত্র ন-দিন আগে ফিরেছেন। ডুরাঙ্গোতে বৃদ্ধ মেকসিক্যান প্রিলেট (ধর্মযাজক) একটু বিলম্ব করেই কিছু দলিল পত্র ওঁর হাতে দিয়েছেন, এতে ওঁর যাজনক্ষেত্রের (ভিকারেট) সংজ্ঞা দেওয়া আছে। আর ফাদার লাতুর প্রথম শীতের রৌদ্র করোজ্জ্বল দিনগুলিতে পনের শ' মাইল পথ অতিক্রম করে সাণ্টা ফে এসেছেন এসে দেখলেন শক্রতার পরিবর্তে মিত্র ভাবেই অভ্যর্থনা মিলল। ফাদার ভ্যালিয়াণ্ট ইতিমধ্যেই জনগণের মধ্যে বেশ প্রীতি অর্জন করেছেন। যে মেকসিক্যান পুরোহিত ধর্মমন্দিরের ভার নিয়েছিলেন তিনি সসম্মানে অবসর গ্রহণ করেছেন। তিনি এখন পুরাতন মেকসিকোয় নিজের পরিবারবর্গকে দেখতে গেছেন। ব্যক্তিগত জিনিসপত্রও নিয়ে গেছেন। ফাদার ভ্যালিয়াণ্ট যাজকের বাড়িটি আবিষ্কার করেছেন, ছুতোর এবং গির্জার মেকসিক্যান রমণীদের সাহায্যে বাড়িটি বাসোপযোগী করে নিয়েছেন। ইয়াঙ্কী ব্যবসাদাররা এবং ফোর্ট মার্সির সামরিক অধ্যক্ষ কিছু শয্যাদ্রব্য ও কম্বলাদি এবং কয়েকটি পুরাতন আসবাবপত্রও পাঠিয়েছেন।

যাজকদের এই বাসগৃহটি প্রাচীন আমলের বাড়ি, অনেকদিন বে-মেরামতি অবস্থায় পড়ে আছে, তবে সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করার উপায় আছে। এই

বাড়ির এক অংশে একটি কামরা ফাদার লাতুর পড়াশোনার জন্য বেছে নিয়েছেন। আজ এই ক্রিসমাস দিবসের সন্ধ্যায় সেই ঘরেই তিনি বসে আছেন। ঘরটি পছন্দসই আকারের বেশ লম্বা সাইজের। ঘরের ঘন কাদার দেয়াল ইণ্ডিয়ান রমণীদের সুপটু হাতের স্পর্শে বেশ সুন্দরভাবে গড়া হয়েছে। সম্পূর্ণভাবে মানবীয় হাতের স্পর্শে অসমান এবং অন্তরঙ্গভাবে গঠিত। এই দেয়ালগুলির ঘনত্বের মধ্যে একটা আশ্বাস আছে। জানলার বা দরজার তলাগুলি বেশ গোলাকার। অগ্নিকুণ্ডের ধারে যেন দুটি প্রশস্ত ডানা মেলে দিয়েছে। বিশপের অনুপস্থিতিতে অভ্যন্তর ভাগ সম্প্রতি চুনকাম করা হয়েছে। আগুনের আভায় একটা গোলাপী ছায়া তরঙ্গায়িত দেয়াল-গাত্রে পড়েছে। সর্বত্র সমান নয়, কখনও একেবারে সাদা নয়। ভেতরকার মাটির রুক্ষ রঙ চুনকামের মধ্যে একটা উষ্ণ আমেজ এনেছে। ছাদগুলি ভারী সিডার গাছের কাঠের কড়িকাঠের ওপর গড়া, তার এ্যাসপেনের বরগা, সব সমান আকারের, যেন কর্ডরয়ের পাঁজরা। মেঝেতে ইণ্ডিয়ান কম্বল বিছানো। সুন্দর রঙীন কারুকার্য খচিত দুটি প্রাচীন কম্বল দেয়ালগাত্রে টাঙানো, ঝালরের মত ঝুলছে।

অগ্নিকুণ্ডের দুধারে মাটির কাজ দেয়ালের গায়ে প্রবেশ করেছে। একটি সঙ্কীর্ণ খিলানের ভিতর বিশপের ক্রুশ চিহ্নটি রাখা হয়েছে। আরেকটি চতুষ্কোণ তার দারুময় কারুকার্য খচিত দরজা। তার ভিতর কয়েকটি দুষ্প্রাপ্য ও সুন্দর বই রয়েছে। বিশপের বাকী বইগুলি ঘরের এক প্রান্তে খোলা সেলফে রাখা হয়েছে।

ফাদার ভ্যালিয়াণ্টের আসবাবপত্র বিদায়ী মেকসিক্যান যাজকের কাছ থেকে কেনা হয়েছে। এগুলি ভারী এবং কিঞ্চিৎ বেযাড়া দেখতে তবে কুতসিৎ নয়। টেবিল বা খাট তৈরীর জন্য সমস্ত কাঠ গাছের গুঁড়ি থেকে কুঠার বা দা দিয়ে কেটে নেওয়া হয়েছে। এমন কি যে চওড়া কাঠে বিশপের ধর্ম পুস্তকাদি সাজানো আছে সেও কুঠার দিয়ে কাটা। সে সময় নিউ মেকসিকোয় করাতের কল বা লেদ মেসিন বসেনি। দেশী ছুতাররা চেয়ার টেবিলের পায়া কুঁদে বানিয়েছে। সেগুলি পেরেক দিয়ে না জুড়ে কাঠের পিন দিয়েই এঁটেছে। ড্রয়ারওলা ড্রেসিং টেবিলের বদলে কাঠের সিন্দুক তৈরী হয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এগুলির উপর সুন্দর কারুকার্য খচিত, যা চামড়া দিয়ে মোড়া। যে ডেস্কের ওপর বিশপ লিখছেন সেটা আমেরিকায়

তৈরী 'সেক্রেটারি' টেবিল, বাইরে থেকে আমদানী করা। ফাদার ভ্যালিয়াণ্টের প্রস্তাবানুসারে ফোর্টের কোনো অফিসার এটি পাঠিয়ে দিয়েছেন। রুপোর বাতিদান ফ্রান্স থেকে অনেকদিন আগেই এনেছেন। যখন তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন তখন তাঁর এক মাসিমা এই বাতিদান তাঁকে উপহার দিয়েছিলেন।

তরুণ বিশপের কলম কাগজের ওপর চলেছে, সুন্দর সূক্ষ্ম ফরাসী ছাঁদের লেখা বেগুনী কালিতে রূপায়িত।

"প্রিয় ভাইটি, আমার এই নতুন পাঠগৃহ যেখানে বসে চিঠি লিখছি সুন্দর পিপল কাঠের সুরভিতে আচ্ছন্ন, এই কাঠ অগ্নিকুণ্ডে জ্বলছে। (আমরা এই জাতীয় কাঠ জ্বালানী হিসাবেই ব্যবহার করি। চমৎকার সৌরভ, অথচ বেশ মৃদু। আমাদের সামান্যতম কাজেও আমরা এই জাতীয় সুরভিত সুবাস পেয়ে থাকি)। আমার মনে হয় তুমি এবং আমার প্রিয় বোনটি আমার এই সুখের ও শান্তির পরিবেশ দেখে যাও। জানো, আমরা মিশনারীরা আমেরিক্যান ব্যবসায়ীদের মত একটা ফ্রক কোট্ আর চওড়া পাড়ওলা টুপি সারাদিন মাথায় দিয়ে থাকি। রাতে বাড়ি ফিরে এসে আমার পুরানো লম্বা জোব্বাটি (ক্যাসক) পরতে ভারী আরাম লাগে। তখনই আমার নিজেকে যাজক বলে মনে হয়, সারা দিনমান যেন ব্যবসাদার। কেমন মনে হয় যেন ফরাসীরই মত। সারাদিন বাক্যে এবং চিন্তায় আমি একজন আমেরিক্যান, এমন কি হৃদয়েও তাই। আমেরিক্যান ব্যবসায়ী এবং বিশেষতঃ কেল্লার সামরিক অফিসারদের সহৃদয়তা বাহ্যিক আনুগত্যের চেয়ে অনেক বেশী মূল্যবান। এখানকার অফিসারদের কর্মে সাহায্য করতে ইচ্ছা হয়, আমি ওদের আশাতীতভাবে সাহায্য করতে পারি। এই দরিদ্র মেকসিক্যানদের "ভব্য আমেরিক্যান" বানাতে কেল্লার চেয়ে গির্জাই অনেক বেশী করতে পারে। এতেই মানুষের ভালো হবে। এ ছাড়া তাদের অবস্থা পরিবর্তনের আর কোনো পথ নেই।

"কিন্তু আজ তোমাকে আমার কর্তব্য বা উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিস্তারিত লেখবার দিন নয়। আজ আমরা নির্বাসিত, তবু বাড়ির কথা স্মরণ করে খুসী। ফাদার যোশেফ আজ আমাদের মেকসিক্যান দাসীকে ছুটি দিয়েছেন— তাকে কালে একটি ভালো রাঁধুনী করে তুলবেন। তবে আজ রজনীতে তিনিই আমাদের ক্রিস্‌মাস ডিনার রাঁধছেন। আমি ভেবেছিলাম আজ উনি

ক্লান্ত হয়ে পড়বেন। তিনি আজ ন'দিন ধরে উপাসনা চালাচ্ছেন। ক্রিস-মাসের আগে এখানে এই রীতি। এই ন'টি উপাসনা এবং মধ্যরাত্রের উপাসনার পর। ভেবেছিলাম উনি বিশ্রাম গ্রহণ করবেন। কিন্তু সে সব লক্ষণ নেই। ওঁর যে কি নীতি তা তো জানো। Rest in action কর্মেই বিশ্রাম। আমি ডুবাঙ্গো থেকে অশ্বপৃষ্টে ওঁর জন্য এক বোতল 'ওলিভ ওয়েল' এনেছি (ওলিভ ওয়েল বললাম তার কারণ এখানে 'তৈল' অর্থে এমন কিছু বোঝায় যা গাড়ির চাকায় লাগান যায়), উনি এখন স্যালাড জাতীয় কিছু বানাচ্ছেন। এখানে শীতকালে কোনো টাটকা সবজী পাওয়া যায় না, তা ছাড়া লেটুস নামক দ্রব্যটির নাম এখানকার কেউ কখনো শোনেনি। স্যালাড ওয়েল ছাড়া কিছু বানাতে যোসেফের পক্ষে শক্ত। ওহায়োতে এ সব পাওয়া যেত। যদি এর অর্থ নিছক বিলাসিতা। সারা দুপুর ও রান্নাঘরে আছে। রান্না করার জন্য একটা উন্মুক্ত অগ্নিকুণ্ড আছে। আর প্রাঙ্গণে একটি মাটির রোস্ট করার যোগ্য উনান আছে। আজ পর্যন্তও আমাকে কোনো বিষয়ে ডোবায় নি, আর তোমাকে নিশ্চিত করে বলতে আজ রাতে দুজন ফরাসী সন্তান উত্তম আহারে বসে তোমার স্বাস্থ্যবান করবে।"

বিশপ কলমটি রাখলেন তারপর অগ্নিকুণ্ড থেকে একটুকরো অগ্নিময় কয়লা নিয়ে দুটি বাতি জ্বালালেন, তারপর জানলার ধুলায় অঙ্গুলি চালনা করে বাইরের আকাশের ম্লান নীল সৌন্দর্যের দিকে তাকিয়ে রইলেন। সন্ধ্যা-তারা আকাশে উদিত হয়েছে, এমনই উজ্জ্বল, এমনই কোমল তার দ্যুতি যে মনে হয় যেন আপনার রুপোলি কিরণ ধারায় সদ্য স্নান করে এসেছে। Ave Maria Stella,—এই গানটি সেমিনারিতে একজন বন্ধু ভারী চমৎকার সুর করে গাইত, গুন গুন করে সেই সুরটি ভাঁজতে ভাঁজতে বিশপ ডেস্কের কাছে ফিরে গিয়ে সবে দোয়াতে কলম ডুবিয়েছেন এমন সময় দরজা খুলে গেল, কণ্ঠস্বর শোনা গেল :

"Monseigneur est Serri ! Aloas, Jean, Veux-tu apporteor les bougies ?" (মশাই, আপনার খানা দেওয়া হয়েছে, সুতরাং জাঁ-বাতি নিয়ে চলে এস)

বিশপ ডাইনিং রুমে বাতি দুটি নিয়ে প্রবেশ করলেন, টেবিল সাজানো হয়েছে, ফাদার ভ্যালিয়াণ্ট তাঁর রাঁধুনীর পোশাক ছেড়ে আচকান পরছেন। উন্মুক্ত আগুনের সামনে দাঁড়ানোর ফলে তাব মুখে রক্তিম আভা, ফলে তাঁর

রুক্ষ মুখখানিতে বেশ ঘরোয়া ভাব লেগেছে—অথচ ফাদার যোসেফকে কোনও আগন্তুক দেখলে মনে করবে ঈশ্বর ওঁর চেয়ে খুব কম সংখ্যক কুতসিৎ মানুষই গড়েছেন। লোকটি বেঁটে, রোগা, ঘোড়ায় চড়ে চড়ে পা দুটি ধনুকের মত হয়েছে, তাঁর মুখ দেখে করুণা এবং প্রাণোচ্ছলতা ছাড়া আর পাওয়া যায় না। তাঁর গাত্রচর্ম উন্মুক্ত আবহাওয়ার ফলে রুক্ষ হয়ে উঠেছে। বয়স চল্লিশের বেশি নয়, তবু যেন বুড়ো দেখাচ্ছে। গলাটা কুঞ্চিত এবং লোল, যেন বুড়ো মানুষের মত। নাকটা বেশ সাহসিক এবং বোঁচা বোঁচা। থুঁতনীটা স্পষ্ট, মুখটা বেশ বড়ো, ঠোঁট দুটি রসে ভরা তবে শিথিল নয়, সর্বদাই বেশ সুদৃঢ়, কর্মব্যস্ততার উত্তেজনার ফলে এই দৃঢ়তা। চুলগুলি রৌদ্রতাপে দগ্ধ। যেন শুকনো খড়, আসলে ছিল শোন দড়ির রং; সেমিনারীতে সবাই Blanchet বা ধবলী বলত। চোখ দুটি দূরদৃষ্টিহীন, অতিশয় নিষ্প্রভ, জলের মত ফিকে নীল রঙ। ফলে তেমন চোখে লাগে না। বাইরের আকৃতি দেখে মানুষটির অন্তরে যে উত্তাপ এবং সহনশীলতা আছে তা বোঝা যায় না। তবু মেকসিক্যান দো-আঁশলারা ওঁর গুণাগুণ সহজেই বুঝে নেয়। বিশপ সাণ্টা ফেতে ফিরে যে মিত্রতার আবহাওয়া দেখছেন, তার কারণ সবাই ফাদার ভ্যালিয়াণ্টে বিশ্বাসী—তিনি অন্তরঙ্গ, খাঁটি, অধ্যবসায়ী, এবং তাঁর এই ক্ষীণ শরীরে এক ডজন মানুষের কর্মক্ষমতা আছে, এ তারা জানে।

ডাইনিং রুমে প্রবেশ করে বিশপ লাতুর বাতি দুটি অগ্নি কুণ্ডের ওপর রাখলেন—টেবিলের ওপর ইতিমধ্যেই ছ'টি বাতি জ্বলছে, বাদামি রঙের স্যুপ-পাত্রটি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। দুজনে কিছুক্ষণ প্রার্থনা করার পর ফাদার যোসেফ স্যুপপাত্রের ঢাকনা খুলে প্লেটে স্যুপ ঢাললেন। পেঁয়াজের কালো স্যুপ, তাতে কিছু ভাজা পাঁউরুটির টুকরো ছড়ানো। বিশপ সমালোচকের ভঙ্গীতে স্যুপের স্বাদ গ্রহণ করে সহচরের দিকে তাকিয়ে হাসলেন। কয়েকবার চামচ করে স্যুপ মুখে তোলার পর, চেয়ারে হেলান দিয়ে বললেন:

"ভেবে দেখ, ধবলী (Blanchet) যে সারা মিশিসিপি আর প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যে আর একটিও কোনো প্রাণী নেই যে তোমার মত এমন স্যুপ তৈরী করতে পারে।"

ফাদার যোশেফ বললেন, "নিজে ফরাসী না হলে কি করে পারবে।" এতটুকু সময় চিন্তায় না ব্যয় করে আচকানের তিনি একটা তোয়ালে বেঁধে নিলেন।

বিশপ বলতে থাকেন, "আমি তোমাকে নিরুৎসাহ করছি না, তোমার এই ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার সমালোচনা করছি না, কিন্তু ভেবে দেখলে বিস্মিত হয়, এই জাতীয় স্যুপ একটি মানুষের কর্ম নয়, এ হল নিরন্তর পরিস্কৃত ঐতিহ্যের ফল। এই স্যুপের পিছনে আছে হাজার বছরের ইতিহাস।"

ফাদার যোশেফ মৃৎপাত্রের দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকালেন। তাঁর ম্লান নিকট দৃষ্টির নজর সর্বদাই যেন দূরের পানে তীক্ষ্ণ চোখ মেলে থাকে। তিনি বললেন, 'c'est ca c'est rrai', (হ্যাঁ, তা যা বলেছ) তারপর বিশপের পাত্রটি আবার পূর্ণ করে বললেন—"কিন্তু লিক্ (পেঁয়াজ জাতীয় সবজী) না হলে স্যুপ কি করে হবে, লিক্ হল সবজীর রাজা। চিরকাল ধরে খালি পেঁয়াজই তো খাওয়া যায় না।"

স্যুপ পাত্র সরিয়ে নিয়ে গিয়ে এবার তিনি রোস্ট করা চিকেন আর ভাজা আপেল নিয়ে এলেন। মাংস কাটতে কাটতে বললেন, "আর হ্যাঁ, স্যালাডের কথা ভাবো, সারা জীবন ধরে কি শুখ্‌নো বরবটি আর মূল খেয়ে থাকবো? একটু সময় করে একটা বাগান তৈরী করতেই হবে। আ, সানডুস্‌কিতে যা বাগান করেছিলাম। তুমি সেখান থেকে আমাকে টেনে নিয়ে এলে। আমি তোমাকে বলতে পারি যে ওখানকার চেয়ে ভালো জাতের লেটুস তুমি ফ্রান্সেও খাওনি। আর আমার দ্রাক্ষাক্ষেত্র, ও অঞ্চল দ্রাক্ষার স্বাভাবিক জন্মস্থান। আমি তোমাকে বলছি যে এরি হ্রদের তীরভূমি একদিন দ্রাক্ষালতায় পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। যে লোকটা এখন আমার মদ্যপান করছে তাকে আমি ঈর্ষা করি। তবে এই হল মিশনারীর জীবন, সে এক জায়গায় বীজ বপন করবে, ফসল তুলবে অন্যজন।"

আজ ক্রিসমাস দিবস, তাই দুই বন্ধুতে দেশোয়ালি ভাষায় কথা বলছেন। কয়েক বছর ধরে ওঁরা অভ্যাস করেছেন পরস্পর শুধু ইংরাজীতে কথা বলবেন। খুব বিশেষ কোনো কারণ না ঘট্‌লে অবশ্য, ইদানীং স্প্যানিস ভাষায় কথা বলছেন, তবে এখনও তেমন সড়গড় হয়নি।

বিশপ ওঁকে স্মরণ করিয়ে দিলেন, "তবু তুমি সময় সময় সানডুস্‌কি আর সুখ স্বাচ্ছন্দের কথা বলে থাক। অর্থাৎ যেন তুমি গৃহবাসী যাজক হয়েই থাকতে চাও।"

"নিজের পিঠে মানুষ নিজেই খেতে চায়, ওহায়োতে এই রকম একটা কথা আছে, তবে যাক্ সে কথা জাঁ, অনেক দূর চলে গিয়েছি আর আমাকে

ঘাঁটিয়ো না।" ফাদার যোশেফ ধীরে ধীরে একটা রেড ওয়াইনের বোতলের ছিপি খুলতে লাগলেন। বললেন, "তোমার এই ডিনারের জন্য এটা হাসিয়েন্দা থেকে ভিক্ষা করে এনেছি, সেণ্ট টমাস ডে-তে ওখানে একটি শিশুর জন্মাভিষেক করতে গিয়েছিলাম। এই সব ধনী মেকসিক্যানকে ফরাসী মদ্য থেকে ছাড়ান যায় না, ওরা এর মূল্য জানে।" কয়েক ফোঁটা ঢেলে আবার বোতলটি এঁটে রাখলেন, বললেন, "ছিপিটার সামান্য গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে, ওরা এসব জিনিস কি ভাবে রাখতে হয় জানে না। তবে মিশনারির পক্ষে এই যথেষ্ট।"

থুঁত্নিতে হাত রেখে চেয়ারে হেলান দিয়ে ফাদার লাতুর বললেন, "আমাকে আর বেশী ঘাঁটাতে বারণ করছ জোসেফ, কতদূর তা জানা থাকলে ভাল হত। কেউ কি আমাদের যাজক অঞ্চলের সীমানা জানে? কেল্লার কমাণ্ডাণ্টেও এ বিষয়ে আমার মতই অজ্ঞ।" তিনি বললেন, "স্কাউট কিট্ কারসনের কাছ থেকে কিছু খবর পেতে পারি, সে আবার থাকে তাওসে।"

"যাজক অঞ্চল নিয়ে বেশী মাথা ঘামিয়ো না জাঁ। উপস্থিত সম্পূর্ণ সাণ্টা ফে আমাদের যাজকাঞ্চল (Diocese)। এইখানেই শৃঙ্খলা স্থাপন করো। কাল আমি চার্চ-ওয়ার্ডেনদের সঙ্গে বোঝাপড়া করব, ওরাই মাতাল কাউ-বয় গুলো মধ্যরাত্রের উপাসনায় যোগদান করতে দিয়ে, পবিত্র জলপাত্রটি নষ্ট করে দিয়েছে। এখানে অনেক কাজ করার আছে, শ্লথগতিতে ভোজ হওয়াই ভালো। আমি স্থির করেছি একবছর সাণ্টা ফে থেকে তিনদিনের বেশী পথ দূরে কোথাও যাত্রা করবো না।"

বিশপ হেসে মাথা নাড়লেন, "তুমি যখন সেমিনারিতে ছিলে তখন স্থির করেছিলে সারাজীবন ধ্যানেই কাটাবে।"

জোসেফের ঘরোয়া মুখখানি আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল, "আমি এখনও সে আশা ত্যাগ করিনি। একদিন তুমি আমাকে মুক্তি দেবে, আর আমি ক্লাসের কোনো ধর্মমন্দিরে থাকব, আর হোলি মাদারের ধ্যান ও উপাসনায় সময় কাটাবো। উপস্থিত কর্মের মধ্য দিয়েই তাঁর সাধনা করতে হবে। তবে এই পর্যন্ত জাঁ, অনেক হল।"

বিশপ পুনরায় মাথা নেড়ে গর্জন করলে, "কতদূর হল কে জানে? যে ক্লান্ত যাজককে পার্বত্যপথ, অন্তহীন মরুভূমি, উত্তাল নদীতরঙ্গ, ইত্যাদি কঙ্কর কঠিন পথ অশ্বপৃষ্টে, পদব্রজে, অশ্বতর বাহিনী নিয়ে অতিক্রম করে যে

সব অঞ্চল আজো নামহীন, আজো অজ্ঞাত সেইখানে ক্রশ বহন করে নিয়ে যেতে হবে, আজ তিনি তাঁর ওপরওলার পানে সংশয় মণ্ডিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, "না, জাঁ; ঢের হয়েছে, আর নয়।" তারপর দ্রুত বিষয়ান্তরে চলে যাওয়ার জন্য সোজাসুজি বললেন, "একমাত্র বরবটির শ্যালাডই বানাতে পেরেছি তোমার জন্য। তবে পেঁয়াজ-সংযুক্ত, একটু লবণমিশ্রিত পর্কও আছে, নেহাত বাজে নয় একেবারে।"

শুখনো কুলের আচার আস্বাদ করার সময় দেশে লাতুরদের প্রাচীন বাগানে কিরকম হলদে রঙের বড় বড় ফল হত সেই বিষয় আলোচনা হল। পাহাড়ের কোল ঘেঁষে যে পথ চলে গেছে, যার দুপাশে ঘিরে আছে ঘোড়া-চেস্‌টনাটের গাছ। রাতের অন্ধকারে যে পথ নির্জন। প্রতিটি অন্ধকার বাঁকে যে পথে মৃদু আলো সেই খানেই উভয়ের মন চলে গেছে। এই পথের শেষে চার্চ। বিশপ সেখানেই প্রথম প্রার্থনা করেছিলেন, সামনে সমতল করে কাটা গাছের ঝোপ, তারই তলায় মঙ্গলবার আর শুক্রবার হাট বসে।

উভয়ে যখন এই রকম চিন্তায় মগ্ন—সাধারণতঃ এ সব কথা ওরা মোটেই মনে আনেন না, আজ সহসা বন্দুকের আওয়াজ, হাড় হিম করা চীৎকার এবং ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেল। বিশপ উঠছিলেন, কিন্তু ফাদার যোশেফ ওঁকে বসতে ইঙ্গিত করলেন।

"ব্যস্ত হয়ো না। 'অল্‌ সোলস্‌ ডে'র দিনও এমনই কাণ্ড ঘটেছিল। একদল মাতাল কাউ-বয়, যেমন গতকাল রাত্রে চার্চে এসেছিল। পরে বলো গিয়ে টেস্থক ইণ্ডিয়ান ছেলেদের নিয়ে মদ্যপান করে, তারপর কেল্লার সৈনিকদের এইভাবে বিরক্ত করার জন্য আসে।"

॥ চার ॥

একটি ঘণ্টা ও একটি অলৌকিক ঘটনা

বিশপের ডুরাঙ্গো থেকে প্রত্যাবর্তনের পর, এই ধর্ম মন্দিরের বাসভবনে প্রথম রজনী কাটানোর পর, তৃপ্তনিদ্রান্তে চমৎকার জাগরণের স্পর্শ পাওয়া গেল। প্রাঙ্গণে এসেছেন রাতের পর, একটা খাটাল থেকে ঘোড়া বদল করে প্রায় ষাট মাইল অতিক্রম করেছেন বাড়ি ফেরার জন্য। ফলে সকালে একটু বেশী সময় অবধি ঘুমিয়েছেন, ছটার আগে ঘুম ভাঙেনি। সেই সময় ঘণ্টাধ্বনি শোনা গেল। ধীরে ধীরে অবচেতন অবস্থা থেকে চেতনে ফিরে এলেন। এতক্ষণ যে রোমে ছিলেন সেই চমৎকার স্বপ্নের আমেজ কাটিয়ে উঠতে মন রাজী নয় তবু মনে হচ্ছে যেন সেণ্ট জন লেটারনে আছেন, আভে-মেরিয়া ঘণ্টাধ্বনির প্রতিটি আওয়াজ শুনছেন, ঠিক ঠিক বাজছে, (ন-বার বাজে, তিন ভাগে বিভক্ত আওয়াজ, তিন বার বাজার পর একটু থামে), আর ঘণ্টার ধ্বনিটাও মধুর। স্পষ্ট, পরিষ্কার, সুমধুর, প্রতিটি ধ্বনি আকাশে যেন রুপোলি গোলক হয়ে ভাসছে। ন-বার আওয়াজ হওয়ার আগেই রোমের স্বপ্ন মিলিয়ে গেল, এর পিছনে একটা প্রাচ্যদেশীয় গন্ধ পাওয়া গেল। আগে একবার দেহ থেকে অনেকদূরে এইভাবে চলে গিছলেন। নিউ অরলিনের এক পথে এই ঘটনা ঘটে। পথের মোড়ে দেখলেন, এক বৃদ্ধা হলদে ফুলে ভর্তি ঝুড়ি নিয়ে চলেছে। সেই হলদে ফুল থেকে মধুর মত সুমিষ্ট গন্ধ ভেসে আসছে। মিমোসা—কিন্তু তিনি নামটা চিন্তা করার আগেই, স্থানের অনুভূতি তাঁকে অভিভূত করে ফেলে, আচকান পরিহিত অবস্থায় দক্ষিণ ফ্রান্সের এক বাগানে তিনি পড়ে গেলেন। এখানেই বাল্যাবস্থায় একবার রোগমুক্তির পর এসেছিলেন। আজ এই রুপোলি ঘণ্টাধ্বনি অনেকদূর নিয়ে গেছে, ধ্বনি যত দ্রুত পৌঁছাতে পারে এই যাত্রার গতি তার চেয়ে দ্রুততর।

ফাদার ভ্যালিয়াণ্টের সঙ্গে কফি পানের সময় যখন দেখা হল তখন সেই মানুষটি প্রশ্ন করলেন, "কিছু শুনেছ? তাঁর পেটে কোনো কথা থাকে না।"

"ফাদার যোশেফ, আমার মনে হল, দেবদূতের ঘটাধ্বনি শুনলাম, কিন্তু

যুক্তির দিক দিয়ে ভেবে দেখলাম কেবলমাত্র সুদীর্ঘ সমুদ্র যাত্রাতেই এই ঘণ্টা-ধ্বনি শোনা সম্ভব।”

ফাদার যোশেফ তাড়াতাড়ি বললেন, “আরে মোটেই নয়, ঐ অদ্ভুত ঘণ্টা এখানেই পেয়েছি, প্রাচীন সান মিগুয়েলের এক মাটির নিচের ঘরে এই ঘণ্টা পেয়েছি। এরা বলে এটা একশো বছরেরও বেশী এখানে আছে। এখানে এমন কোনো সুদৃঢ় গির্জাতোরণ নেই, যা এই ঘণ্টাটি ধারণ করতে পারে। বেশ পুরু, এবং ওজন অন্ততঃ আটশো পাউণ্ড। আমি চার্চ-প্রাঙ্গণে একটা মাঁচা বেধেছি, কয়েকটি ষণ্ডের সাহায্যে ওটি ওপরে কড়িকাঠের ওপর তুলেছি। একটি মেকসিক্যান ছেলেকে এটি ঠিকমত বাজাতে শিখিয়েছি।”

“কিন্তু কি ভাবে ওটি এখানে এল? এটি নিশ্চয়ই স্প্যানিস?”

“হ্যাঁ। স্প্যানিশ ভাষায় গায়ে খোদাইকরা আছে, ‘সেণ্ট জোসেফকে, তারিখ ১৩৫৬।’ মেকসিকো শহর থেকে বলদ টানা গাড়িতে আনা হয়েছে নিশ্চয়ই। দারুণ সাহসিকতার কর্ম নিশ্চয়ই। কোথায় যে এটি ঢালাই হয়েছিল কেউ জানে না। তবে এর একটা কাহিনী এরা বলে, মুরদের সঙ্গে যুদ্ধের সময় এটি সেণ্ট যোশেফকে মানসিক করা হয়। আর কোনো অবরুদ্ধ নগরীর অধি-বাসীরা তাদের সমস্ত স্বর্ণ-রৌপ্যের বাসন ও অলঙ্কারাদি অন্য ধাতুর সঙ্গে মিশিয়ে এই ঘণ্টা বানিয়েছে। এই ঘণ্টার প্রচুর পরিমাণে রৌপ্য আছে এবিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ, এ ছাড়া আর কোনো কিছুতেই এমন আওয়াজ হতে পারে না।”

ফাদার লাতুর চিন্তামগ্ন হয়ে বললেন, “আর স্প্যানিয়ার্ডদের রৌপ্য আসলে মুরদের, তাই নয় কি? মুরদের তৈরী যদি নাও হয়, তাদের ছাঁচ থেকে নকল করা। স্প্যানিয়ার্ডরা রুপোর কাজ কিছুই জানত না, এসব ওরা মুরদের কাছ থেকে শিখেছে।”

ফাদার যোশেফ অসহিষ্ণু কণ্ঠে বললেন, “কি বলছো জঁা? আমার ঘণ্টাটি কি অপবিত্র বলতে চাও?”

বিশপ হাসলেন, “আমি সকালে এই ঘণ্টা বাজলেই প্রাচ্যদেশের কথা ভেবেছি, এর মধ্যে সেই সুর, তাই তার হিসাবই করছি। একজন পণ্ডিত স্কচ জেসুইট মনট্রিলে আমাকে বলেছিলেন যে সারা য়ুরোপে এই যে ঘণ্টার প্রবর্তন হয়। তা আসলে প্রাচ্যদেশ থেকে এসেছে। ক্রুশেডের সময় টেম্পলারগণ এনজেলসকে এনেছে, আসলে মুসলিম রীতির অনুসরণে এই ব্যবস্থা প্রচলিত হয়েছে।”

ফাদার ভ্যালিয়াণ্ট বললেন, "পণ্ডিতরা দেখছি সব তাতেই নাক গলিয়ে সব জিনিসকে ছোট করার চেষ্টা করে।"

"ছোট করা? আমি বরং বলব উলটোটাই। তোমার ঘণ্টায় মুরদের রুপো আছে জেনে আমি খুসী হয়েছি। আমারা যখন এখানে প্রথম এসেছি যখন আমরা সাণ্টা ফে-তে একজন ভালো রুপোর কারিগর দেখেছিলাম। স্প্যানিয়ার্ডরা ওদের কাজ শিখিয়েছে, মেকসিক্যানরা রুপোর কাজ শিখিয়েছে নাভাজোদের। তবে এসব এসেছে মুরদের কাছ থেকে।"

ফাদার ভ্যালিয়াণ্ট উঠতে উঠতে বললেন, "আমি পণ্ডিত নই, তুমি তা জানো। আজ সকালে অনেক রকম কাজ আছে। আমি কথা দিয়েছি, তুমি একজন প্রবীণ ভদ্রলোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে, সাণ্টা ক্লারার ইণ্ডিয়ান মিশনের দেশোয়ালী যাজক। ইনি এখন মেকসিকোয় ফিরে যাবেন। সম্প্রতি ইনি আওয়ার লেডী অব গুয়াডালুপেতে তীর্থযাত্রা করে এসেছেন। অত্যন্ত পুণ্যবান ব্যক্তি। তাঁর অভিজ্ঞতার কথা তোমাকে বলতে চান। দীক্ষা হওয়া থেকেই এই তীর্থে যাওয়ার বাসনা ছিল তাঁর। তোমার অনুপস্থিতিতে আমি সন্ধান নিয়ে দেখেছি নিউ মেকসিকোর সব ক্যাথলিকের কাছে এই ধর্মমন্দির কত পবিত্র। এই নতুন জগতে ভার্জিন মেরীর এই নাকি একমাত্র নিখুঁত প্রতিমা, তার চার্চ এবং এখানকার এই মহাদেশের মানুষের প্রতি তাঁর করুণার এ এক সাক্ষী।"

বিশপ তাঁর পাঠগৃহে চলে গেলেন, আর ফাদার ভ্যালিয়াণ্ট পাদ্রী এস কোলস্টিকো হেরেরাকে নিয়ে এলেন, তাঁর বয়স প্রায় সত্তর, চল্লিশ বছর যাজকবৃত্তি করছেন, আর সম্প্রতি আজীবনের সাধ মিটিয়ে তীর্থ করে এসেছেন। এই অভিজ্ঞতার মাধুর্যে তাঁর মন এখনও পরিপূর্ণ। এমনই তাঁর অবস্থা যে আর কিছুতেই তাঁর আগ্রহ নেই। উদ্বেগকণ্ঠে তিনি জানতে চাইলেন দিনের শেষের দিকে কি বিশপ অধিক সময় তাঁর জন্য ব্যয় করতে পারবেন? ফাদার লাতুর তাঁর জন্য একটি চেয়ার পেতে দিয়ে তাঁর কথা বলতে বললেন।

বসবার অনুমতি পেয়ে বৃদ্ধ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলেন। তারপর হাঁটুর কাছে হাত দুটি মুড়ে একটু ঝুঁকে পড়ে, তাঁর তীর্থযাত্রায় যে অলৌকিক মূর্তি দেখেছেন তার কথা বললেন। প্রথমতঃ ঘটনাটি তাঁর মনের মতন, দ্বিতীয়তঃ তাঁর ধারণা কোনো 'আমেরিকান' বিশপ এই জাতীয় ঘটনার কথা কখনো

শোনেননি, অবশ্য রোমে এই বিষয়ে বিস্তারিত সংবাদ সকলে জানেন। দুজন পোপ এই দেউলে উপহার সামগ্রী পাঠিয়েছেন।

১৫৩১-এর ৯ই ডিসেম্বর শনিবার সেণ্ট জেমস আশ্রমের একজন দরিদ্র সদ্য দীক্ষিত সাধু মেকসিকো শহরের টেপইয়াক হিলে 'মাস' প্রার্থনায় যোগদানের জন্য তাড়াতাড়ি যাচ্ছিলেন। তাঁর নাম জুয়ান জিয়গো, বয়স তাঁর পঞ্চান্ন বছর। পথের মাঝামাঝি যখন পৌঁছেচেন তখন দেবমাতা পরম্যরূপসী তরুণী রমণীর মূর্তি ধরে তার সামনে এসে দাঁড়ালেন, তাঁর অঙ্গে সোনালি এবং নীল রঙের পোশাক। তিনি জুয়ানকে নাম ধরে সম্বোধন করে বললেন :

"জুয়ান, তোমার বিশপকে গিয়ে বল, আমি এই যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, এইখানে আমার সম্মানে একটা গির্জা বানাতে। তুমি যাও, তুমি ফিরে না আসা পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করব।"

জুয়ান ভাই ত শহরের দিকে দৌড়াল একেবারে সোজা বিশপের গৃহে, সেখানে সব খুলে বলল। বিশপের নাম জুমার রাগা, স্প্যানিয়ার্ড। তিনি তো সাধুকে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করলেন, বল্লেন সেই দেবীর কাছ থেকে কোনো চিহ্ন আনা উচিত ছিল, তিনি যে স্বয়ং দেবমাতা মেরী, অন্য কোনো দুষ্ট আত্মা নয়, কি করে বুঝব। তিনি এই দরিদ্র সাধুটিকে অতি কড়া কথায় নিরস্ত করে একজনকে হুকুম দিলেন ওর কাজকর্মের প্রতি লক্ষ্য রাখতে।

জুয়ান মর্মাহত হয়ে তার খুড়ো বারনারডিনোর বাড়ি গেল। তিনি তখন জ্বরে আচ্ছন্ন। দুদিন ধরে এই মুমূর্ষু-মানুষটিকে সেবাযত্ন করলেন। বিশপের কাছে ভৎর্সনা শুনে তাঁর মনেও একটু সন্দেহ হয়েছিল, তাই যে যায়গাটিকে দেবী অপেক্ষা করবেন বলেছিলেন সেখানটিতে আর ফিরে যায়নি। মঙ্গলবার শহর ছেড়ে বারনারডিনোর জন্য কিছু ওষুধ আনার জন্য আশ্রমের দিকে ফিরছিল জুয়ান, তবে যে স্থানটিতে দেবী দর্শন করেছিল সেই জায়গাটি বাদ দিয়ে অন্যপথে যাচ্ছিল।

আবার পথে সেই অলৌকিক আলো, মেরী মাতা তার সামনে এসে বল্লেন : "জুয়ান, তুমি এই পথ দিয়ে যাচ্ছ কেন?"

কাঁদতে কাঁদতে জুয়ান বলল, "বিশপ তার কথা বিশ্বাস করেননি, অসুস্থ খুড়োকে দেখার কাজ নিয়ে সে আছে, তাঁর বড় অসুখ, একেবারে মর-মর। দেবী তার সঙ্গে ভালোভাবে কথা বললেন, তিনি জানালেন যে খুড়ো এক

ঘণ্টার মধ্যে সেরে উঠবেন, জুয়ান বিশপ জুমাররাগার কাছে ফিরে গিয়ে প্রথম যেখানে তিনি দর্শন দিয়েছিলেন সেইখানে একটি গির্জা স্থাপন করতে বলুক। সেই ধর্মমন্দিরের নাম হবে 'আওয়ার লেডী অফ গুয়াদালুপের মন্দির' এই নামে স্পেনে তাঁর একটি মন্দির আছে। জুয়ানভাই বললে যে বিশপ কিছু একটা চিহ্ন চান। তখন দেবী বললেন, "পাহাড়ের ওপর গিয়ে কিছু গোলাপ ফুল সংগ্রহ করে নিয়ে এস।"

সেই সময় ডিসেম্বর মাস, গোলাপফুলের কাল নয়, জুয়ান পাহাড়ের ওপর দৌড়ে গেল এবং এমন গোলাপ দেখল যা জীবনে কখনো দেখে নি। প্রাণ-ভরে সেই ফুল সংগ্রহ করে 'টিল্-মা' পরিপূর্ণ করল। অতি দরিদ্ররা এক রকম শিরস্ত্রাণ পরে তার নাম 'টিল মা'। অতি নিকৃষ্ট ধরনের বস্ত্র, শাকসবজির আঁশ থেকে তৈরী মোটা সুতায় বোনা, মধ্যিখানে আবার সেলাই করা। দেবী স্বয়ং অবনতহয়ে ফুলডালি সাজিয়ে দিয়ে সেই টিলমার দুটি ধার মুড়ে দিয়ে বললেন, "এখন যাও, এই শিরস্ত্রাণ একেবারে বিশপের সামনে গিয়ে খুলবে, তার আগে নয়।"

জুয়ান তাড়াতাড়ি শহরে গিয়ে বিশপের সামনে দাঁড়াল, তিনি ভিকারের সঙ্গে আলোচনা করছিলেন।

জুয়ান বলল: "মহাত্মন্! পবিত্র দেবমাতা যিনি আমাকে দর্শন দিয়ে-ছিলেন, তিনি চিহ্ন হিসাবে এই গোলাপ ফুলগুলি আপনার কাছে পাঠিয়েছেন।"

সেই জুয়ান তার টিলমার একটি প্রান্ত খুলেছে, মাটিতে গোলাপগুলি পড়ে গেল আর সে সবিস্ময়ে দেখল যে বিশপ জুমাররাগা এবং তাঁর ভিকার হাঁটু মুড়ে সেই ফুলের মধ্যে বসে পড়লেন। সেই দরিদ্রের শিরস্ত্রাণের ভেতর দেবমাতা মেরীর একখানি সুন্দর ছবি। পরনে সোনালি ও নীল পোশাক, ঠিক পাহাড়ের ওপর যেমনটি দেখা দিয়েছিলেন সেই আকৃতি।

এই অলৌকিক চিত্রটি রাখার জন্য একটি দেউল গড়ে উঠল। সেইদিন থেকে অসংখ্য যাত্রীর তীর্থভূমি সেই পবিত্র মন্দির এবং অনেক অলৌকিক কাণ্ড ঘটে গেছে।

এই ছবি সম্পর্কে পাদ্রী এস কোলাস্টিকোর অনেক বলার ছিল। তিনি বললেন এ এক অপূর্ব সুন্দর চিত্র। উজ্জ্বল সোনালি রঙ, আর অন্যান্য রঙ এত পবিত্র, এত সূক্ষ্ম, যেন প্রত্যুষের স্পর্শ লেগে আছে। বহু শিল্পী

এই দেউলে এসেছেন, এই রকম কর্কশ কাপড়ের ওপর এমন ভাবে যে রঙ দেওয়া যায় এ দেখে তাঁরা বিস্মিত হয়েছেন। সাধারণ প্রাকৃতিক নিয়মে এই কর্কশ কাপড়ে তৈরী শিরস্ত্রাণ কবে নষ্ট হয়ে যেত। পাত্রী অত্যন্ত বিনয় সহকারে বিশপ লাতুর ও ফাদার যোশেফকে এই দেউল থেকে যে সব ক্ষুদ্র মেডেল এনেছেন তা দেখালেন এক ধারে এই অলৌকিক ছবিটির ক্ষুদ্র প্রতিলিপি। আর অপরদিকে খোদিত আছে—Non fecit taliteor omni nationi. (তিনি অন্য কোনো জাতির প্রতি এমন করুণা করেন নি)।

পুরোহিতের মুখে এই কাহিনী শুনে ফাদার ভ্যালিয়াণ্ট গভীরভাবে অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন, বৃদ্ধ চলে যাবার পর তিনি বিশপকে বললেন যে সুযোগ পেলেই আমি নিজেই একবার ওখানে তীর্থ করতে যাবো।

"একটা বর্বর দেশের দরিদ্র ধর্মান্তরিতদের পক্ষে কি অমূল্য সম্পদ।" চশমার কাঁচ পুঁছতে পুঁছতে বললেন ফাদার ভ্যালিয়াণ্ট, তাঁর অনুভূতির আবেশে চশমাটা যেন ঝাপশা হয়ে গেছে। পুনরায় বললেন: "এই সব দরিদ্র ক্যাথলিকরা যারা এতকাল কোনো শিক্ষা বা নির্দেশ পায়নি তাদের মনে এই আবির্ভাবের ফলে একটা আশ্বাস জেগেছে। ওদের কাছে এটা একটা গেরস্থালী কথায় দাঁড়িয়েছে যে মেরীমাতা তাদের দেশের একজন দরিদ্র ধর্মান্তরিত ব্যক্তির সামনে আবির্ভূত হয়েছিলেন। যেন জাঁ, যাঁরা পণ্ডিত তাঁদের কাছে শাস্ত্র কথা ভালো; তবে এই অলৌকিক ঘটনা হাতে করে তুলে ধরে সমাদর করার মত বস্তু।"

কথা বলার সময় ফাদার ভ্যালিয়াণ্ট ঘরময় অশান্তভাবে পদচারণা করছিলেন, বিশপ তাঁর দিকে তাকিয়ে বেশ কৌতুক অনুভব করছিলেন। বন্ধুর এই সারল্যটুকু তাঁর ভারী ভালো লাগে। অবশেষে তিনি বললেন: "যেখানে ভালোবাসা প্রবল সেইখানেই এইজাতীয় অলৌকিক ব্যাপার ঘটে। বলা যায়, এই ধরনের মানবিক অলৌকিক স্বপ্ন দৈব প্রেমের দ্বারা সংশোধিত। তুমি যেরকম আমি ঠিক সেই রকমটি দেখি না তোমাকে; আমি তোমাকে দেখি আমার প্রীতির দৃষ্টি নিয়ে। গির্জার এই অলৌকিক কাণ্ড মুখ বা ধ্বনি কিংবা দূর থেকে রোগ নিরাময়ের শক্তিলাভের ওপর ততটা নির্ভর করে না। অনুভবটা সেখানে সুষ্ঠুতর হয়ে ওঠে। তার ফলে আমাদের চার পাশেই যা আছে সেই বস্তু আমাদের চোখ দেখতে পায়, কান শুনতে পায়।

দ্বিতীয় খণ্ড

মিশনারী পর্যটন

॥ এক ॥

শ্বেত অশ্বতর

মার্চের মাঝামাঝি। ফাদার ভ্যালিয়াণ্ট আলাবুকার্ক শহরে এক মিশনারী পর্যটন শেষ করে ফিরছেন। এক ধনী মেকসিক্যানের গোরক্ষাশ্রমে (Ranchs যেখানে গরু, ছাগল ইত্যাদি পালন করা হয়) তাঁর থাকার কথা। লোকটির নাম ম্যাহুয়েল লুজোন। তাঁর কর্মচারী আর দাসীরা বিবাহ-বহিভূত সম্পর্ক স্থাপন করে আছে, তাদের শাস্ত্রমতে বিবাহের ব্যবস্থা করতে হবে, তাদের ছেলেমেয়েদের জন্ম অভিষেক করতে হবে। সেখানেই রাতটা থাকবেন। আগামীকাল বা তারপরদিন যাবেন সাণ্টা-ফে, পথে সাণ্টো ডোমিনগোর ইণ্ডিয়ান পেব্লোতে থামবেন, সেখানে উপাসনা সভার আয়োজন করতে হবে। ইণ্ডিয়ানরা কিন্তু উদ্ধত প্রকৃতির এবং সন্দিগ্ধ চিত্ত। আলাবুকার্ক যাওয়ার পথে সপ্তাহ খানেক আগে সেখানে এক মাস প্রার্থনা সভা করে-ছিলেন। বাড়ি বাড়ি অনুরোধ জানিয়ে, তাদের পদক এবং ধর্মীয় রঙীন চিত্রাবলী উপহার দেওয়া হবে এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে আমন্ত্রণ জানিয়ে এসে-ছিলেন। অবশ্য সভায় বেশ জন সমাবেশ হয়েছিল। এই স্থানটিও বেশ বড় এবং বর্ধিষ্ণু, বালিয়াড়ির মধ্যে এই পেব্লোটি অবস্থিত। এই সমতলটুকুর ঠিক নীচেই বেশ উত্তম কৃষিক্ষেত্র, এ হ'ল রায়ো গ্রাণ্ডের উপত্যকাভূমি। ফাদারের এই সভাটি বেশ শান্ত, সমাহিত, এবং মর্যাদামণ্ডিত হয়েছিল। সবাই মাটিতে উপবেশন করেছিল। সর্বোত্তম কম্বল গায়ে দিয়ে সবাই এসেছিল, সুদৃঢ় এবং সহনশীল পৃষ্ঠদেশের প্রতিটি রেখা সুস্পষ্ট। তিনি যতটুকু স্প্যানিস জানেন সেই জ্ঞান নিয়ে যতটা পারলেন তাদের বোঝালেন, তারাও সশ্রদ্ধ চিত্তে শুনল। কিন্তু তাদের শিশুদের জন্মাভিষেকের জন্য কিছুতেই আনল না। স্প্যানিয়ার্ডরা অনেক আগে ওদের সঙ্গে অতি অসৎ ব্যবহার করেছে, অনেক পুরুষ ধরে সেই সব অভিযোগ ওরা মনে মনে পুষে আসছে। ফাদার ভ্যালিয়াণ্ট সেখানে একটি শিশুকেও অভিষিক্ত করতে পারেন নি, তবে তাঁর ইচ্ছা আগামীকাল আবার একবার সেখানে অবস্থান

করে চেষ্টা করবেন। তারপর যদি লা বাজাদা শৈল পর্যন্ত অশ্ব সংগ্রহ করতে পারেন, তাহলে তাঁর বিশপের কাছে ফিরে যাবেন।

একজন ইয়াঙ্কি বণিকের কাছ থেকে তিনি ঘোড়া কিনে নিদারুণ ঠকেছেন। এক সপ্তাহকাল কুড়ি থেকে ত্রিশ মাইল পর্যটন করেই পশুটি যেন বাতাসের ঘায়ে ভেঙে পড়ছে। বার্ণালিনো অতিক্রম করে যখন ম্যানুয়েল লুজোনের আবাস-গৃহের কাছাকাছি পৌঁছেচেন তখন ফাদার ভ্যালিয়ান্টের মন নানাবিধ ঐহিক চিন্তায় আচ্ছন্ন। এই র‍্যাঞ্চো বা গোরক্ষাশ্রমটি একটি ক্ষুদে শহর। আস্তাবল, ছোটখাটো বেড়া প্রভৃতিতে চারিদিক সুন্দরভাবে সাজানো। বাসভবন (casa-grande) কিঞ্চিৎ নিচু থামালের এবং সুদীর্ঘ। জানলাগুলি কাঁচের, দরজাগুলি উজ্জ্বল-নীল। সব অংশটি জুড়ে টানা লম্বা বারান্দা, নীল রঙের থামের ওপর বারান্দার ছাদ ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এই অলিন্দের প্রাচীর গাত্রে ঘোড়ার লাগাম, সাজ, বড় বুটজুতা, বন্দুক, ঘোড়ার পিঠে রাখার কম্বল, লাল লঙ্কার মালা, শেয়ালের চামড়া আর দুটি প্রকাণ্ড 'র‍্যাটল' সাপের চামড়া।

ফাদার ভ্যালিয়াণ্ট প্রবেশদ্বার অতিক্রম করতেই চারদিক থেকে শিশুর দল দৌড়ে এল, কারো কারো নিম্নাঙ্গে কোনো বস্ত্র নেই, শুধু সার্ট-টা পরা আছে। ছেলেমেয়েদের পিছু পিছু তাদের মায়েরাও দৌড়ে এল, তাদের জামার কালো চুলের ওপর শালের কোনো আবরণ নেই। যে-মুহূর্তে ম্যানুয়েল লুজোন বড়বাড়ি থেকে হ্যাট হাতে নিয়ে সহাস্যমুখে আতিথেয়তার সৌজন্যমণ্ডিত ভঙ্গি নিয়ে দাঁড়ালেন—সবাই অদৃশ্য হয়ে গেল। লোকটির বয়স পঁয়ত্রিশ, শরীরটি বেশ সুগঠিত, গাল-গলা বেশ ভরাট। পুরোহিতকে ঈশ্বরের নাম নিয়ে তিনি অভিবাদন জানালেন, তারপর হাতটা প্রসারিত করে ফাদারকে অশ্বপৃষ্ঠ থেকে নামতে সাহায্য করলেন। ফাদার ভ্যালিয়াণ্ট অবশ্য এক মুহূর্তেই মাটিতে নেমে পড়লেন। তিনি বললেন, "ঈশ্বর তোমার এবং তোমার পরিবারস্থ সকলের মঙ্গল করুন। কিন্তু যাদের বিয়ে দিতে হবে তারা কোথায়?"

"পুরুষরা সবাই ক্ষেতে কাজ করছে পাত্রী স্যাহেব, তবে তাড়াতাড়ি কিঞ্চিৎ সুরা, কিছু রুটি, কফি, বিশ্রাম—তারপর ধর্মানুষ্ঠানের ক্রিয়াকাণ্ড।"

"কিঞ্চিৎ মদ্যে রাজী আছি, রুটিও চলতে পারে—তবে কিছু সময় না পেলে নয়। আমি ভেবেছিলাম একেবারে খাওয়া দাওয়ার সময় তোমাদের এসে

ধরব, আমার ঘণ্টা দুই দেরী হয়ে গেল, ঘোড়াটা একেবারে বাজে। কাউকে বলে দাও আমার ঘোড়ার জিন থেকে ব্যাগটা নিয়ে আসুক, আমি আমার যাজকের পোশাক পরে নিচ্ছি। ক্ষেত থেকে তোমার লোকজনদের ডেকে আনাও, সেনর লুজোন। বিয়ের খাতিরে মানুষ একটু কাজ কামাই করতে পারে।"

এই ধরনের কথা শুনে গৃহস্বামীর চোখ ঠিকরে গেল। সে বলল, "কিন্তু, একটা কথা পাদ্রী সাহেব, ছোটদের তো জন্ম অভিষেক করতে হবে, সেটাই শুরু করুন না কেন? যদি কপালের ধুলো ময়লা না মুছে একটু বিশ্রাম না নিয়েই কাজ করতে চান তাহলে এটাই করুন।

"আমাকে হাত-পা ধোওয়ার জায়গায় নিয়ে চল, সেখানে কাপড়চোপড় বদলানো যাবে। ওরা এখানে আসার আগেই আমি তৈরী হয়ে যাব। আর একটা কথা জেনে রাখো, লুজোন, আগে বিয়ে, তবে জন্মাভিষেক, সেই হল খৃস্টান রীতি। আমি শিশুদের জন্মাভিষেক করব কাল সকালে, ওদের বাপ-মারা অন্ততঃ আজ রাতে বিয়েটা সেরে রাখুক।"

ফাদার জোসেফকে তাঁর জন্য নির্দিষ্ট গৃহে নিয়ে যাওয়া হল, বয়স্ক ছেলেরা মাঠে দৌড়াল পুরুষদের ডেকে আনার জন্য। বসবার ঘরের প্রান্তে লুজোন এবং তাঁর দুই কন্যা মিলে বেদী তৈরী করতে বসলেন। দুজন বুড়ী এসে মেঝে পরিষ্কার করতে বসল, আর একজন চেয়ার, টুল, প্রভৃতি সংগ্রহ করে আনতে লাগল।

এদের মধ্যে একজন অপরকে ফিস ফিস্ করে বলল, "হা ভগবান! পাত্রী সাহেবটা দেখতে তেমন ভালো নয়। তবে লোকটি খুব মহৎ। দেখছ না থুঁতনীর কাছে কত বড় আঁচিল। আমার ঠাকুমা বেঁচে থাকলে ওটা সারিয়ে দিতে পারত, আহা বেচারী! চিমায়েরে পবিত্র মাটির কথার ওঁকে কেউ জানিয়ে দিক না। সেই মাটিতে ওটা শুকিয়ে যেতে পারে। এখন আর কেউ বেঁচে নেই, যে আঁচিল সারাতে পারে।"

অপরা বলল, "হ্যাঁ, সে দিনকাল আর নেই। জানি না, এত সব বিয়ের পর ওদের ভালোটা কি হবে! এতদিন এক সঙ্গে ঘরকন্না করার পর ছেলেপুলে হওয়ার পর, বিয়ে হওয়ার মানেটা কি! আর মরদটা হয়ত মনে মনে অন্য স্ত্রীলোকের কথা ভাবছে, যেমন পারলো। এই ত রবিবার রাতে দেখলাম ঝোপের ভেতর থেকে ত্রিনিদাদের সবচেয়ে বয়স্কা মেয়েটিকে নিয়ে বেরিয়ে আসছে।"

এই সব কেচ্ছার যবনিকা পড়ল পুরোহিতের পুনরাবির্ভাবে। সেই সদ্য নির্মিত বেদীমূলে হাঁটু গেড়ে বসে তিনি নিজের ব্যক্তিগত উপাসনা শুরু করলেন। মেয়ের দল পা টিপে টিপে পালাল। সেনর লুজোন স্বয়ং চাকরদের ঘরের দিকে এগিয়ে গেলেন বিবাহবন্ধন যারা আবদ্ধ হতে চায় তাদের তাড়া দেবার জন্য। মেয়েরা খিল্ খিল্ করে হাসছে। আর সব চেয়ে ভাল শালটি দেওয়ার জন্য বেছে নিচ্ছে। পুরুষদের মধ্যে কেউ কেউ হাত ধুয়ে ফেলল। সবাই এসে সেই বসবার ঘরে জামায়েত হতে লাগল, আর ফাদার ভ্যালিয়াণ্ট চটপট বিবাহ কার্য সম্পন্ন করতে লাগলেন। তিনি ঘোষণা করলেন শিশুরা জন্ম অভিষেকের জন্য যেন বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে এবং তাদের সকলের নাম প্রস্তাব করার জন্য উপযুক্ত লোক যেন প্রস্তুত থাকে।"

এর পর পুনরায় পর্যটকের পোশাক পরে ফাদার জোসেফ প্রশ্ন করলেন, "কোন্ সময় আপনারা ডিনার খেয়ে থাকেন? আমি সেই অতি প্রত্যুষে প্রাতরাশ সেরে নিয়ে উপোষ করে আছি। তৈরী হলেই খেয়ে নি, সন্ধ্যার একটু পরেই খাই সাধারণতঃ।"

"আপনার জন্য একটি বাচ্চা ভেড়া কাটা হয়েছে, প্রভু!"

ফাদার জোসেক উৎসাহিত হয়ে প্রশ্ন করলেন, "সেটি কি ভাবে রান্না করা হবে?"

সেনর লুজোন কাধ ঝাঁকিয়ে বললেন, "রান্না? কেন, একটা পাত্রে পেঁয়াজ আর লঙ্কা দিয়ে সেটা করে নেবে বোধ হয়।"

"সেই ত ভাবছি। স্টু করা মটন প্রচুর খেয়েছি, আমাকে কি রান্নাঘরে গিয়ে আমার অংশটুকু নিজের মত রাঁধতে অনুমতি দেবে?"

লুজোন হাতটি বাতাসে আন্দোলিত করে বলল, "আমার এই বাড়ি আপনারই বাড়ি, পাদ্রী সাহেব। রান্নাঘরে আমি কখনো যাই না, অনেক স্ত্রীলোক সেখানে। এই তো রান্না ঘর, যে মেয়েটির ওপর ভার আছে তার নাম রোজা।"

ফাদার রান্নাঘরে প্রবেশ করে দেখলেন একদল স্ত্রীলোক বিবাহ নিয়ে আলোচনা করছে। তৎক্ষণাৎ তারা সরে পড়ল, আগুনের ধরে শুধু বৃদ্ধা রোজা রইল। একটি পাত্রে মটনের চর্বি রান্নার গন্ধ পাওয়া গেল। ফাদার জোসেফের কাছে এসব অতিপরিচিত। তিনি দেখলেন ভেড়ার অর্ধাংশ দোরের কাছে ঝুলছে, তার গায়ে একটা চটের থলি জড়ানো। তিনি

রোজাকে বললেন—"উনানটায় আঁচ দাও। আমি পিছনের পা-টি রোস্ট করতে চাই।

"কিন্তু পাত্রী সাহেব, আমি বিবাহের আগে রান্না করেছি! উনানটা ঠাণ্ডা হয়ে আছে, আগুন ধরাতে একঘণ্টা লাগবে, এদিকে রাতের খানা আর দু ঘণ্টার মধ্যেই তৈরীকরে ফেলতে হবে।"

"বেশ তো। আমি আমার রোস্ট এক ঘণ্টাতেই বেঁধে নিতে পারব।"

বৃদ্ধা চীৎকার করে বলল, "এক ঘণ্টায় রোস্ট বাঁধবেন? হায় মা মেরী দেবমাতা! এক ঘণ্টায় রক্তও শুকানো যাবে না।"

ফাদার যোসেফ তীক্ষ্ণ গলায় বললেন না হলে আর কি হবে? এমন লক্ষ্মী মেয়ে, উনানটা তাড়াতাড়ি জ্বালাও দেখি।" আহার কালে টেবিলে বসে পাদ্রী সাহেব যখন তাঁর রোস্ট ছুরি দিয়ে কাটতে লাগলেন তখন পরিবেশন করিণী পরিচারিকার দল তাঁর চেয়ারের পিছনে দাঁড়িয়ে ভীতি বিহ্বল দৃষ্টিতে ছুরির গা দিয়ে গোলাপীরস গড়াচ্ছিল তা দেখতে লাগল। ম্যানুয়েল লুজোণ সৌজন্যের খাতিরে এক টুকুরো তুলে নিলেন, কিন্তু তিনি তা আহার করলেন না। ফাদার ভ্যালিয়াণ্ট একাই সেই অংশটুকু খেলেন।

বিরাট লম্বা টেবিলে সব পুরুষ এবং ছেলেরা গৃহস্বামীর সঙ্গে আহারে বসেছে, মেয়েরা এবং শিশুরা পরে খাবে। ফাদার জোসেফ এবং লুজোন এক প্রান্তে বসেছেন। ওঁদের মধ্যিখানে আছে এক বোতল সাদা বোর্দো মদ। লুজোন বললেন, অশ্বতর পৃষ্ঠে বোঝাই দিয়ে মেকলিকো শহর থেকে এটি আনানো হয়েছে। সাণ্টা ফে ফিরে যাওয়ায় পথের কথা আলোচনা হচ্ছিল পুরোহিত যখন বললেন "সাণ্টো ডোমিনগোতে তিনি থামবেন, গৃহস্বামী প্রশ্ন করলেন ওখানে থেকেই একটা ঘোড়া নিলেন না কেন? আমার তো মনে হয়, আপনার এই ঘোড়ার চড়ে আপনি সাণ্টা ফে-তে ফিরতেই পারবেন না। পেব্লো অশ্বের জন্যই বিখ্যাত; এখান থেকে একটা সংগ্রহ করে নিতে পারেন।"

ফাদার ভ্যালিয়াণ্ট বললেন, "না, ঐ সব ইণ্ডিয়ানরা অতি বিচিত্র মেজাজের প্রাণী, আমি যদি ওদের সঙ্গে কেনা বেচা করি তাহলে ওরা আমার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সন্দিহান হবে। ওদের যদি ত্রাণ করতে হয় তাহলে এটা স্পষ্টভাবে জানানো প্রয়োজন যে আমরা কোনো ব্যক্তিগত মুনাফা চাই না। আমি আলাবুকার্কে ফাদার গ্যালেগোসকে এই কথাই বলেছি।"

ম্যাহুয়েল লুজোন হাসতে লাগলেন এবং তাঁর লোকজনের দিকে তাকালেন, তারাও দাঁত বার করে হাসছিল। লুজোন বললে, "আপনি আলাবুকার্কের পাদ্রীকে এই কথা বললেন? আপনার সাহস আছে! উনি ধনী ব্যক্তি, ঐ পাদ্রী গ্যালেগোস। যাই হোক, আমি তাঁকে শ্রদ্ধা করি। ওঁর সঙ্গে তাস খেলেছি। উনি ভীষণ জুয়াড়ি, হেরে গেলে মানুষের মতই তা স্বীকার করে নেন। একটুও কিছুতে না থেমে একেবারে আমেরিকানদের মত খেলতে পারেন।"

ফাদার জোসেফ উত্তরে বললেন, "যে পুরোহিত তাস খেলেন বা ধনী হতে পারেন তাঁর প্রতি আমার কোনও শ্রদ্ধা নেই।" লুজোন বললে, "তাহ'লে আপনি খেলেন না? আমি নিতান্ত হতাশ হলাম। আশা করেছিলাম, আহারের পর একহাত খেলা যাবে। এখানকার সন্ধ্যাগুলো ভীষণ জোলো। আপনি ডোমিনোও খেলেন না?"

• ফাদার যোসেফ বললেন, "তার কথা স্বতন্ত্র! একদান ডোমিনো খেলা, তারপর অগ্নিকুণ্ড, তার সঙ্গে কফি কিংবা আঙুরের কোনো চমৎকার ব্রাণ্ডি, তাতে চিত্ত প্রফুল্ল হবে। আচ্ছা ম্যাহুয়েলিটো, বল তো, অমন চমৎকার ব্রাণ্ডি পেলে কোথায়? ঠিক যেন ফরাসী লিকার!" "এ অতি পুরাতন। বার্ণালিলোতে আমার ঠাকুরদার আমলে তৈরী। এখনও ওরা তৈরী করে, তবে তেমন ভালো হয় না।"

পরদিন প্রাতে কফি পানের পর, ছেলেরা যখন জন্মাভিষেকের জন্ম তৈরী হয়ে আছে, গৃহকর্তা ফাদার ভ্যালিয়াণ্টকে তাঁর আস্তাবল, খাটাল প্রভৃতি দেখাতে লাগলেন। বেশ গর্বের সঙ্গে দুটি ক্রিমবর্ণের অশ্বতর দেখালেন, পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে, স্বহস্তে তাদের আস্তাবল থেকে বার করে আনলেন, তাদের সুন্দর গাত্রবর্ণ প্রদর্শন করাই উদ্দেশ্য—নীল-সাদা নয়, যেমন সাদা ঘোড়াদের গায়ের রঙ হয়, এ একেবারে উত্তম হাতির দাঁতের মত গভীর রঙ, ছায়ায় রঙটা পালটে হরিণের গায়ের রঙ হয়। তাদের লেজগুলি ঘণ্টার আকারে শেষের দিকে ছাঁটা।

লুজোন বলে, "ওদের নাম কন্‌ট্রেন্‌টো এবং এন্‌জেলিকা, আর ওরা নামের মতই ভালো। মনে হয় ঈশ্বর ওদের বুদ্ধি দিয়েছেন। যখন ওদের সঙ্গে কথা বলি ভক্ত ক্রিশ্চানদের মত ওর মুখ তুলে শোনে, বেশ উত্তম

সঙ্গী। ওদের একসঙ্গেই চড়তে হয়, আর পরস্পরের প্রতি ওদের প্রীতিও গভীর।"

ফাদার যোশেফ একটিকে টেনে নিয়ে একটু এদিক ওদিক চরিয়ে বললেন, "এ সব দুষ্প্রাপ্য প্রাণী। আমি আগে কখনও অশ্ব বা অশ্বতর দেখিনি যার গায়ের রঙ তরুণ হরিণ শিশুর মত।" গৃহস্বামীকে বিস্মিত করে ফড়িং-এর মত বেগে চটপটে পুরোহিত ঠাকুরটি একেবারে কনটেন্টোর পিঠে চেপে বসলেন। বুঝি অশ্বতর স্বয়ং বিস্মিত হয়েছিল। সে ভীষণভাবে ফাদারকে নাড়া দিল, প্রাঙ্গণের গেট পর্যন্ত ছুটে গেল, তারপর থামল। তাতেও যখন সওয়ারী পড়ে গেলেন না, তখন সে যেন সন্তুষ্টচিত্তে শান্তভঙ্গীতে এসে এন্‌জেলিকার পাশে এসে দাঁড়াল।

লুজোন বলল, "আপনি পাকা ঘোড়সওয়ার, ফাদার ভ্যালিয়াণ্ট। আমার ত সন্দেহ হয় ফাদার গ্যালেগোস এভাবে ওর পিঠে বসে থাকতে পারতেন কিনা। অথচ তিনি একজন শিকারী।"

"তোমাদের দেশে এই জিন যেন আমার ঘর বাড়ি, লুজোন। এই অশ্বতরটির কি চমৎকার চলন ভঙ্গী, কি সরু পিঠ! তাই বিশেষ করে লক্ষ্য করলাম। আমার মত যে সব ব্যক্তির ছোট পা, তাদের পক্ষে ঐরকম চওড়া ঘোড়ার পিঠে দিনের মধ্যে আধঘণ্টা সওয়ার হয়ে থাকা একটা শাস্তি। আর এই কর্ম আমাকে দিনের পর দিন করতে হয়। এখান থেকে আমি যাব সাণ্টা ফে। সেখানে বিশপের সঙ্গে পরামর্শাদি একদিনে শেষ করে আবার মোরার দিকে যাত্রা করব।"

লুজোন বিস্মিত ভঙ্গীতে প্রশ্ন করল, "মোরা? সে যে অনেক দূর, আর রাস্তাও অতি খারাপ। আপনার ঐ ঘোড়ার পিঠে চড়ে এ সাহস কদাপি করবেন না। ঘোড়াটা পথেই মরে পড়ে যাবে।"

লুজোন কথা বলছে, ফাদার ভ্যালিয়াণ্ট সেই ভাবেই অশ্বতরের পৃষ্ঠে চড়ে বসে আছেন আর তার পিঠে মৃদুভাবে চাপড় দিচ্ছেন।

ফাদার বললেন, "আমার তো আর একটি বই নেই। ঈশ্বর করুন, ও বেচারী যেন অন্নজলহীন সুদূর কোনো অঞ্চলে পড়ে না মরে। আমি আমার যাজকের পোশাক আর পবিত্র পত্রাদি ছাড়া বিশেষ কিছুই বইতে পারি না।"

মেকসিক্যান ক্রমশঃই গভীরতর চিন্তায় আকুল হচ্ছিল। সে একটা কিছু

নিবিড় ভাবে চিন্তা করছে, যা অবশ্য তেমন প্রীতিপদ নয়। সহসা ভ্রূকুঞ্চণ বন্ধ করে, প্রসন্নহাসিতে যাজকের দিকে তাকিয়ে বক্তৃতার সুরে বলল: "ফাদার ভ্যালিয়াণ্ট আপনি আমার এই আবাস গৃহটিকে স্বর্গে পরিণত করেছেন, তার জন্য আপনি আমার কাছে মূল্য নিয়েছেন অনেক কম। আমি আপনার জন্য একটু কিছু ভালো করতে চাই। আমি কন্‌টেন্‌টোকে' উপহার দিতে চাই, আর আশা করি আপনার প্রার্থনাকালে আমাকে আপনি বিশেষভাবে মনে রাখবেন।"

তাড়াতাড়ি মাটিতে নেমে পড়ে ফাদার ভ্যালিয়াণ্ট তাঁর গৃহস্বামীর দিকে দু বাহু প্রসারিত করে বললেন, "ম্যানুয়েলিটো! তোমার এই প্রিয় অশ্বতরটির বিনিময়ে আমি তোমার জন্য স্বর্গে প্রার্থনা জানাতে পারি।"

মেক্‌সিক্যানও হাসল। সেও যাজককে আগ্রহভরে প্রতি আলিঙ্গন জানালো। দুজনে হাত ধরাধরি করে জন্মভিষেক সুরু করার জন্য অগ্রসর হলেন।

পরদিন প্রাতে লুজোন যখন ফাদার ভ্যালিয়াণ্টকে প্রাতরাশ গ্রহণের জন্য আহ্বান জানাতে গেল, দেখ্‌ল যে ফাদার প্রাঙ্গণে নেমে সেই অশ্বতর দুটির মৃগ-সুলভ মসৃণ গাত্র চর্মে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। কিন্তু তাঁর মুখ গতকালের মত তেমন প্রসন্ন নয়।

তিনি তৎক্ষণাৎ বললেন, "ম্যানুয়েল, আমি তোমার এই উপহার গ্রহণ করতে পারি না। কাল রাতে এ বিষয়ে চিন্তা করে দেখলাম, আমি এ নিতে পারি না। বিশপও আমার মত কঠিন পরিশ্রম করেন, তাঁর ঘোড়াটি আমার চেয়ে কিছু ভালো। তুমি তো জানো এখানে আসার সময় গ্যাল-ভেস্টনে জাহাজ ডুবিতে তাঁর যথাসর্বস্ব গেছে—তার মধ্যে এই সমতল ভূমিতে বিচরণের জন্য যে চমৎকার গাড়িখানি বানিয়েছিলেন সেটিও। আমার বিশপ একটা সাধারণ ঘোড়ার পিঠে চড়ে বেড়াবেন আর আমি এমন একটি অশ্বতর ব্যবহার করব, তা হয় না, তা অশোভন। আমি আমার ঐ পুরানো ঘোড়ার পিঠেই চড়বো।"

ম্যানুয়েল কিঞ্চিৎ বিভ্রান্ত এবং দুঃখিত হয়ে বলল, "তা বটে পাদ্রী-সাহেব।" পাদ্রী সব মাটি করে দিলেন কেন? গতকাল সমস্ত ব্যাপারটি কেমন মধুর ছিল, আর ম্যানুয়েলের মনে হয়েছে সে যেন করুণা ও মানুষ্যত্বতার অবতার। পরে মাথা নেড়ে বলল, "আমার তো' সন্দেহ হয়, আপনার ঘোড়া

না বাজাদা শৈল পর্যন্ত পৌঁছাবে কিনা। এবং আমার ঘোড়াগুলির মধ্যে একটা বেছে নিন, যেটা আপনার পছন্দ হয়৷ ওরা আপনার ঘোড়ার চেয়ে ভালো।"

ফাদার ভ্যালিয়েণ্ট দৃঢ়ভাবে বললেন, না, না। এই অশ্বতরদের দেখার পর আমি আর কিছুই চাই না। ওদের গায়ের রঙ মুক্তোর মতন! আমি বিবাহের দক্ষিণা বর্ধিত করব, সেই টাকায় তোমার কাছ থেকে এই অশ্বতর জোড়াটি কিনে নেব। নিঃসঙ্গ জীবনের জন্য এমনই জিনিসের প্রতি নির্ভরশীল হওয়া মিশনারীর উচিত। এদের সম্বন্ধে তুমি যা বলেছ, আমি আশাকরি ওরা আমার দিকে ভক্ত ক্রীশ্চানের মতই তাকাতে পারবে।"

সেনর লুজোন দীর্ঘশ্বাস ফেলে তাঁর আস্তাবলের চারদিকে তাকাতে লাগলেন। যেন তিনি এই পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণের পথ খুঁজছেন।

ফাদার যোশেফ তার দিকে ফিরে বেশ জোর দিয়ে বললেন, "আমি যদি তোমার মত ধনী খাটালওলা হতাম তাহলে আমি এই দুটি প্রাণীই দান করতাম, তারা এই ধর্মবর্জিত দেশে ঈশ্বরের মহিমা ও বাণী প্রচার করে বেড়াত। আর বলতাম, 'ঐ আমাদের বিশপ আর যাজক যাচ্ছেন। আমার সুন্দর ক্রীমরঙের অশ্বতরের পিঠে চড়ে ঐ ওঁরা চলেছেন'।"

লুজোন কিঞ্চিৎ বিষণ্ণ হাসি হেসে বলল, "তবে, তাই হোক পাদ্রী সাহেব। তবে আমার হয়ে অসংখ্য প্রার্থনা জানাবেন। আমার এই সমগ্র সম্পত্তিতে এই জিনিসটির মত আর কোনো কিছুর আমি মূল্য দিই না। ওরা কখনও আলাদা থাকেনি, পরস্পরের প্রতি ওদের অসীম প্রীতি। জানেন তো। অশ্বতররা ভারী প্রীতিপ্রবণ প্রাণী। তাদের এ ভাবে দেওয়া আমার পক্ষে ভীষণ কষ্টকর।"

ফাদার যোশেফ আন্তরিকতার সুরে বললেন, "এর জন্য, তুমি অনেক সুখী হবে ম্যানুয়েলিটো। যখনই এই অশ্বতরদের কথা মনে পড়বে তখনই একটা সৎকর্মের জন্য তুমি গর্ব অনুভব করবে।"

প্রাতরাশ সেরেই ফাদার ভ্যালিয়েণ্ট বিদায় নিলেন, কন্‌টেন্‌টোর পিঠে চড়ে চলেছেন, এঞ্জেলিকা পিছন পিছন চলেছে অতি বিনীত ভঙ্গীতে। গেটে দাঁড়িয়ে লুজোন যতক্ষণ না তারা মিলিয়ে গেল ততক্ষণ অশান্ত চিত্তে সেই দিকে তাকিয়ে রইল। তার মনে হল যে এই অশ্বতর দুটির জন্য চিন্তা ছিল, তবে এখন আর কোনো ক্ষোভ নেই। ফাদার যোশেফের নিষ্ঠা এবং উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ঐকান্তিক চেষ্টা সম্পর্কে তাঁর কোনো সন্দেহ নেই। যাই

হোক। বিশপ—বিশপই, যাজক—যাজক, এভাবে সাধারণ গির্জার যাজকের মত কাজ করায় তাঁদের পক্ষে এতটুকু অগৌরব নেই। ওঁরা যে কন্‌টেন্‌টো ও এঞ্জেলিকার পিঠে চড়ে বেড়াচ্ছেন এতে সত্যি তাঁর গর্ব অনুভব করার আছে। ফাদার ভ্যালিয়েণ্ট একরকম ওকে বাধ্য করেই দান নিলেন কিন্তু এর জন্য লুজোন বরং খুসী হয়েছে।

॥ দুই ॥

মোরার নির্জন পথ

বৃষ্টির মধ্যে বিশপ এবং তাঁর ভিকার (যাজক) ট্রুচাস্ মাউণ্টেনের পথে সওয়ার হয়ে চলেছেন। পর্বতশিখর থেকে হিমশীতল বায়ু প্রবাহে সীসার রঙের ভারী ভারী ফোঁটা তির্যক ভঙ্গীতে গায়ে এসে পড়ছে। ফাদার লাটুর ভাবছেন এই বৃষ্টি ধারার আকার যেন ব্যাঙাচির মত, সেই ধারা নাকে এবং গালে এসে পড়ছে, এবং ঝাপটার মত ভেঙে পড়ছে, যেন সেগুলি ফাঁপা এবং বায়ুপূর্ণ। পুরোহিতরা উঁচু পার্বত্য প্রান্তরের উপর চলেছেন, কয়েক সপ্তাহ পরেই এ অঞ্চল সবুজ রঙে ছেয়ে যাবে, এখন অথচ শ্লেটরঙের। চারদিকে ছোট ছোট টিলা পাহাড়, নীল-সবুজ ফার গাছে তার চারদিক ঢাকা। আকাশ যেন অনেক নিচে, গোলাপি এবং সীসা রঙের মেঘ পাইন-রীজের মধ্যবর্তী উপত্যকা যেন কুয়াশার পর্দায় ঢাকা। মাথার উপরকার ঘন কালো আকাশের কোথাও এতটুকু সাদা আলোর ইশারা নেই। বরং সবুজ ও শীতল সবুজ ছড়িয়ে আছে। এমন কি সাদা অশ্বতর দুটি জলে ভিজে কেমন শ্লেট রঙে রূপান্তরিত হয়েছে। দুজন পুরোহিতের মুখ সেই অস্পষ্ট আলোয় কেমন গোলাপি হয়ে উঠেছে।

ফাদার লাটুর আগে আগে চলেছেন, সোজা হয়ে অশ্বতর পৃষ্ঠে চেপে আছেন, থুঁথনিটা নিচের দিকে চোখের উপর থেকে জলের ঝাপট কাটাবার এই ব্যবস্থা। ফাদার ভ্যালিয়াণ্ট পিছনে চলেছেন, তিনি কিছুই প্রায় দেখতে পাচ্ছেন না, এমন বর্ষায় তাঁর চশমা কোনো কাজের নয়, তাই তিনি চশমা খুলে নিয়েছেন। তিনি জিনের ওপর মাথা নিচু করে আছেন, তার কাঁধ

একেবারে কনৃটেন্‌টোর ঘাড়ে এসে পড়েছে। ফাদার জোসেফের ভগ্নী ফিলো-মেন তাঁর স্বগ্রামে পুই-ডি-ডোমের এক কনভেণ্টের মাদার সুপিরিয়ার। তিনি প্রায় তাঁর ভাই জোসেফ এবং বিশপ লাতুরের এই সব মিশনারী অভিযাত্রা অনেক সময় কল্পনা নেত্রে দেখার চেষ্টা করেন। চিঠিতে এই সব অভিযাত্রার কথা ফাদার যোশেফ তাঁকে জানান। তিনি ভাবেন দুজন পুরোহিত যাজকের আচকান পরে নগ্নশির অনেক সেণ্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ারের মত চলেছেন, এই দৃশ্যের সঙ্গে যোসেফের ভগ্নী পরিচিত। বাস্তব অবস্থা কিন্তু অনেক কম চিত্রধর্মী—তাছাড়া এরজন্য কেউ তাদের শিকারী বা ব্যবসায়ী বলে ভুল করবে না। তাঁদের পরনে যাজকের কণ্ঠাবরণ (clerical collars) গলায় কোনো রুমাল বাঁধা নেই। আর বিশপের মৃগচর্মের জ্যাকেটের উপর রুপোর চেনে রুপোর ক্রুশ চিহ্ন ঝুলছে।

ওঁরা মোরার পথে চলেছেন, আজ তিন দিন হল তাঁরা বেরিয়েছেন, এখনও বুঝতে পারছেন না আর কতদূরে যেতে হবে। সকাল থেকে কোনো পথচারী, বা যাত্রী, কোনো মানবিক চিহ্ন দেখতে পান নি। ওঁদের বিশ্বাস, ঠিক পথেই চলছেন, কারণ আর অন্যপথ দেখা যায়নি। এই যাত্রার প্রথম রজনীতে সাণ্টাক্রুজে কাটিয়েছেন, রায়ো গ্রাণ্ডের প্রশস্ত উপত্যকার উষ্ণ আবহাওয়ায় শুয়েছিলেন, সে দেশে মাঠ এবং গাছগালা প্রথম বসন্তের স্পর্শে কোমল রঙে রঞ্জিত। পিছনের এস্‌পানোলা দেশটি ছাড়ার পর প্রথম হাওয়া এবং ঝড়ের সংস্পর্শে এলেন এখন পাওয়া যাচ্ছে শীতল সমীরণ। বিশপ মোরা শহরে যাচ্ছেন সেখানকার পাদ্রীকে সাহায্য করার জন্য, সেখানে বহু উদ্বাস্তু এসেছে তারা তাঁর আবাস ভরে আছে কনেজো উপত্যকায় একটি নতুন উপনিবেশ রেড ইণ্ডিয়ানরা আক্রমণ করে; বহু অধিবাসী নিহত হয়েছে, যারা বেঁচে আছে তারা সব মোরা শহরেরই প্রাক্তন বাসিন্দা। কোনো রকমে সেখানেই একেবারে কপর্দকশূন্য হয়ে ফিরে এসেছে।

পার্বত্য মালভূমি অতিক্রম করার সঙ্গে সঙ্গেই বৃষ্টিটা বরফপাতে পরিণত হল। ওঁদের হরিণ চামড়ার ভিজা জামাটা তৎক্ষণাৎ যেন ঠাণ্ডায় জমে গেল। আর বরফের টুকরো ওঁদের দেহে আঘাত করে আবার গড়িয়ে পড়ছে। এই উন্মুক্ত আকাশের তলে রাত্রিবাসের কোনো আশা নেই। সব এমনই ভিজা যে আগুন জ্বালানো কঠিন। ওঁদের কম্বল মাটির সংস্পর্শে এলে ভিজে যাবে। পাহাড় থেকে মোবার পথে নামবার সময় আকাশের আলো ক্রমে কমে এল, ফাদার লাতুর ঘাড় ফিরিয়ে বললেন:

"দেখ জোসেফ, এই অশ্বতরগুলি বেশ শ্রান্ত হয়ে পড়েছে। ওদের কিছু দানাপানি দেওয়া দরকার।"

ফাদার ভ্যালিয়েন্ট বললেন, "এগিয়ে চলো, রাত বাড়ার আগেই আমরা যা হয় একটু আশ্রয় পাবো।"

প্রান্তর অতিক্রম করার সময় যাজক একমনে প্রার্থনা করছিলেন, তাঁর আশা, যে সেন্ট যোশেফ তাঁদের বিমুখ করবেন না, এ প্রার্থনায় বধির হবেন না। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ওঁরা সত্যই একটা জীর্ণ বাসগৃহের কাছে এসে পড়লেন। এমনই জীর্ণ এবং দরিদ্র কুটীর যে একেবারে পথের ধারে না হলে এ কোনোদিন চোখে পড়ত না। গভীর খাদের ওপরই এই কুটীর। আস্তাবলটি বাড়ির চাইতে বরং অধিকতর বাসযোগ্য। পুরোহিতরা ভাবলেন এখানেই বরং রাত কাটান যাবে

দরজার কাছ পর্যন্ত পৌঁছতেই একটি লোক এগিয়ে এল, নগ্নশির, ওঁরা সবিস্ময়ে দেখলেন লোকটি মেকসিক্যান নয়। আমেরিকান, অতি বেয়াড়া ধরনের আকৃতি। সে এমন বিচিত্র ভাষায় কথা বলছিল যে ওঁদের পক্ষে বোঝাই কঠিন, তারপর সে প্রশ্ন করল। ওঁরা কি রাত্রে থাকতে চান? দু-চারটি কথা শুনেই ফাদার লাতুরের মনে হল এই কুৎসিত দুষ্ট আকৃতির মানুষটির বাড়ি কয়েকঘণ্টাও থাকা যায় না। লোকটি লম্বা, বেশ ষণ্ডা চেহারা, তবে বে-মানান শরীর। গলাটা যেন সাপের মত, মাথাটা ছোট্ট এবং হাড়সর্বস্ব। খুব ছোট করে ছাঁটা চুলের ভেতর অনেকগুলি উঁচু নিচু স্তর, যেন মস্তিষ্ক অতিরিক্ত হাড়ের বৃদ্ধিতে এই অবস্থা পেয়েছে। ছোট্ট, পিস্তি-রক্ষা জাতীয় দুটি কানের ফলে মাথাটি অতি বিসদৃশ এবং বিকট আকৃতি লাভ করেছে। মানুষটা যেন আধা-মানুষ, তবে মোয়ার নির্জন পথে এই একমাত্র গৃহস্বামী।

পুরোহিতরা নেমে বললেন, "এই অশ্বতর দুটিকে আস্তাবলে রেখে কিছু দানাপানি দিতে পারো।"

"আমি আমার কোটটা নিয়ে এসেই ব্যবস্থা করছি। আপনারা ভিতরে আসুন।"

ওঁরা তাকে অনুসরণ করে ভিতরে ঢুকলেন, অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত ছিল। ওঁরা সেখানে গিয়ে হাত দুটি উত্তপ্ত করতে লাগলেন। সেগুলি ঠাণ্ডায় জমে কাঠ হয়ে গিয়েছিল। গৃহস্বামী একটা ক্রুদ্ধ ঘোঁত ঘোঁত শব্দ করলেন বাড়ির

ভিতরকার দিকের বেড়ার পানে তাকিয়ে, পাশের ঘর থেকে একটি স্ত্রীলোক এগিয়ে এল। স্ত্রীলোকটি মেকসিক্যান।

ফাদার লাতুর এবং ফাদার ভ্যালিয়েণ্ট তাকে সৌজন্তভরে স্পানিস ভাষায় অভিনন্দন জানালেন। পবিত্র দেবমাতার নামে আশীর্বাদ জানালেন। সেইটাই রীতি। স্ত্রীলোকটি কিন্তু মুখ খুলল না। ওঁদের দিকে এক মুহূর্ত ফাঁকা দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

তারপর চোখ নিচু করে লজ্জানতভাবে দাঁড়িয়ে রইল। যেন ভীষণ আতংকিত হয়েছে। পুরোহিতরা পরস্পরের দিকে তাকালেন। দুজনেরই মনে হল লোকটি স্ত্রীলোকটিকে গাল মন্দ করেছে। সহসা লোকটি তার দিকে তাকিয়ে চীৎকার করে ওঠে—

"চেয়ারগুলো অতিথিদের জন্য পরিষ্কার করে দাও।" স্ত্রীলোকটি তাড়াতাড়ি ময়লা কাপড়, ভিজা মোজা প্রভৃতি চেয়ার থেকে সরিয়ে নিল। তার দুটি হাত কাঁপছে, যেন সমস্ত জিনিসপত্র ফেলে দেবে। স্ত্রীলোকটি বৃদ্ধা নয়। হয়ত বেশ অল্প বয়সী, তবে বোধহয় জড়বুদ্ধি। সেই মুখে ফাঁকা দৃষ্টি আর প্রবল আতংক ছাড়া আর কিছুই নেই। তার স্বামী কোট এবং বুট পরল, তারপর দোরের দিকে গেল চাবি লাগাবার জায়গাটিতে হাত দিয়ে দাঁড়াল, তারপর সেই বিহ্বলা নারীর দিকে ঘৃণাভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

"এদিকে এসো তাড়াতাড়ি, আমার দরকার আছে।" জানলা থেকে কালো শালটি নিয়ে স্ত্রীলোকটি লোকটির পিছনে চলল। দরজার কাছে গিয়ে পিছন ফিরে অতিথিদের দিকে তাকাল, তাঁরা বিস্ময় করুণা ও মমতা মাখানো দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে আছেন। সহসা সেই নির্বোধ মুখখানি কঠিন হয়ে উঠল, সে দৃষ্টি গভীর অর্থপূর্ণ। আঙুল দিয়ে সে ইঙ্গিত করল— পালাও, পালাও। অতি দ্রুত বাতাসে হাত ছুড়ে এই ইশারা। তারপর অত্যন্ত আতংকভরা দৃষ্টিতে, কোনো ভাষায় যা বলা যায় না, সে মাথা নিচু করে নিজের হাত গলায় রেখে ইঙ্গিত করে অদৃশ্য হল। দরজার পথ শূন্য, দুজন পুরোহিত পরস্পরের দিকে বিহ্বল দৃষ্টিতে নির্বাক বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। বৈদ্যুতিক আবেগের ঝলকানি এমনই প্রবল, যে হুঁশিয়ারী বাণী ইঙ্গিতে বলা হল তা যেমন স্পষ্ট এবং নিশ্চিত যে ওঁরা দুজনে হতভম্ব হয়ে মূকের মত দাঁড়িয়ে রইলেন।

ফাদার যোশেফ প্রথম কথা বললেন, "ওর ইঙ্গিতের অর্থ অতি স্পষ্ট। হঁ্যা, তোমার পিস্তল বোঝাই আছে?"

"হ্যাঁ, তা আছে, তবে তোমার অবহেলায় শুখনো নেই। তাতে কিছু এসে যায় না।"

ওরা বাড়ির বাইরে চলে এল। বৃষ্টির ধূসর অস্পষ্টতার মধ্যেও আস্তাবলটি দেখার মত আলো তখনও আকাশে ছিল, ওরা সোজা সেদিকে চলে গেলেন। বিশপ বললেন:

"ও মশাই আমেরিক্যান! আমাদের ঐ অশ্বতর দুটি এনে দিন দয়া করে।"

লোকটি আস্তাবল থেকে বেরিয়ে এসে বললে, "কি চান আপনারা?"

"আমাদের অশ্বতর দুটি চাই। আমরা মত পরিবর্তন করেছি, আমরা মোরায় যাবো। তোমার এতসব কষ্টের জন্য এই নাও এক ডলার।"

লোকটা এইবার রীতিমত ভীতিজনক ভঙ্গী গ্রহণ করল। দুজনের মুখের দিকে যখন তাকাচ্ছিল ওর মাথাটি সত্যই যেন সাপের মতন হেলছিল, সে বললে, "কি ব্যাপার! আমার বাড়িটা আপনাদের পক্ষে উপযুক্ত নয় বুঝি?"

"কোনো জবাবদিহির প্রয়োজন নেই। ফাদার যোশেফ, আস্তাবল থেকে প্রাণী দুটিকে নিয়ে এসো।"

"তুমি আমায় আস্তাবলে যাবে, এত সাহস তোমার পুরোহিত।"

বিশপ পিস্তল বার করলেন, "সেনর, চেঁচামেচির প্রয়োজন নেই। আমরা তোমার ঐ অভদ্র জিভের কাছ থেকে সরে যেতে চাই, আর কিছুই তোমার চাই না। যেখানে দাঁড়িয়ে আছ, সেখানেই থাকো।"

লোকটির হাতে কোনো অস্ত্র নেই। ফাদার যোশেফ অশ্বতর দুটি নিয়ে এলেন, তাদের এখন সাজ খোলা হয় নি। প্রাণীদুটি একমুখ করে খাবার চিবোচ্ছিল, কিছু খাওয়ার জন্য তাদেরও আপত্তি নেই, এ জায়গা তাদেরও ভালো লাগেনি। যে মুহূর্তে সওয়ার পিঠে চাপলো, ওরা পথের ওপর ছুটতে শুরু করল। অতি অল্পকালের মধ্যেই পথটা বাঁক নিল, ওরা এখন উৎরাই-এর পথে।

উৎরাই-এর সময় ফাদার যোশেফ বললেন, "লোকটির নিশ্চয়ই বন্দুক আছে। পিছন দিক থেকে গুলি খেতে চাই না।"

বিশপ বললেন, "আমিও চাই না। তবে এখন বেশ অন্ধকার হয়ে এসেছে, লোকটা যদি ঘোড়ায় চড়ে না আসে তো বিশেষ সুবিধা করতে পারবে না। ওর আস্তাবলে কি ঘোড়া আছে ?"

"একটা গাধা আছে।" ফাদার ভ্যালিয়াণ্ট সেণ্ট যোসেফের আশীর্বাদের কথা ভাবছেন। আজ সকালে তাঁর কাছে একমনে প্রার্থনা জানিয়েছেন। এত অল্প সুযোগের মধ্যে ঐ দরিদ্র রমণীর হুঁশিয়ারীর অর্থ কোনো অদৃশ্যশক্তি ওঁদের রক্ষা করছেন। স্পষ্ট প্রমাণ।

যে সময় তাঁরা সেই কঙ্কর কঠিন খাদের শেষ প্রান্তে পৌঁছলেন রাত ঘন হয়ে এল আর বৃষ্টির বেগ আরো গভীরতর হয়ে উঠল।

বিশপ বললেন, "আমরা পথে থাকতে পারি এ আমার আর মনে হয় না। তবে আমার নিশ্চিত মনে হয় লোকটা আমাদের অনুসরণ করেনি। এই সব বুদ্ধিমান পশুদের বিশ্বাস করতে হয়। আহা বেচারী স্ত্রীলোকটির কথা ভাবছি। লোকটা নিশ্চয়ই তাকে সন্দেহ করবে এবং গালমন্দ করবে।" সেই অন্ধকারে সওয়ার হয়ে যাওয়ার পথে যেন সেই অসহায় রমণীকে তিনি দেখতে পাচ্ছেন, আগুনের ছায়া প্রতিফলিত হয়েছে তার মুখে, কি ভয়ংকর নাটক।

মধ্যরাত্রের কিছুপরে ওঁরা মোরায় পৌঁছলেন। পাদ্রীর আবাস উদ্বাস্তুতে পরিপূর্ণ। দুজনকে শয্যা থেকে উঠিয়ে বিশপ এবং ভিকারের শোবার ব্যবস্থা করা হল।

প্রভাত হতেই আস্তাবল থেকে একটি ছোকরা এসে সংবাদ দিল যে খড়ের ওপর একটা পাগলি শুয়ে আছে, সে কেবল সাদা অশ্বতর-ওলা দুজন পাদ্রী সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে চায়। তাকে আনা হল। তার কাপড়-চোপড় শতছিন্ন হয়ে গেছে, তার পা, মুখ এমন কি মাথার চুল পর্যন্ত এমন কাদায় মাখামাখি যে পুরোহিতরা যে স্ত্রীলোকটি গত রজনীতে ওঁদের জীবন রক্ষা করেছে তাকে অতি কষ্টে চিনতে পারলেন।

সে বলল, সে আর বাড়ি ফিরে যায়নি। পুরোহিত দুজন চলে আসার পর ওর স্বামী ঘরে ঢুকে বন্দুক আনতে গেল, আর সে খাদের ধারে একটা জল নিকাশের খানার ভিতর লুকিয়ে পড়েছিল, তারপর সারা রাত হেঁটে মোরায় এসেছে। তার মনে হয়েছিল তার স্বামী ঠিক তাকে ধরে ফেলবে এবং হত্যা করবে। কিন্তু তা পারেনি। এই উপনিবেশে সে রাত্রি প্রভাত হওয়ার সঙ্গেই এসেছে। সে আস্তাবলে লুকিয়ে শুয়েছিল যতক্ষণ না বাড়ির

সকলের ঘুম ভাঙে ততক্ষণ শরীরটাকে গরম রাখার জন্য। বিশপের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে সে এমন সব ভয়ংকর কথা বর্ণনা করতে শুরু করল যে তিনি দেশোয়ালি পুরোহিতের দিকে তাকিয়ে বললেন:

"এ হল যে সামরিক কর্তৃপক্ষের বিচার্য বিষয়। এখানে কোনো ম্যাজিস্ট্রেট আছেন! কোনো ম্যাজিস্ট্রেট এ অঞ্চলে নেই, তবে একজন অবসরপ্রাপ্ত ফার-সংগ্রাহক আছেন, তিনি নোটারির কাজ করে থাকেন। সাক্ষ্য নিতে পারেন তাঁকে ডাকানো হল। আর এই অন্তর্বর্তীকালে ফাদার লাতুর কনেজোর উদ্বাস্ত রমণীদের বললেন, "এই হতভাগিনীকে স্নান করিয়ে একটু পরিচ্ছন্ন কাপড় পরিয়ে দাও, হাতে পায়ের আঘাতগুলিতে একটু প্রলেপ দাও।"

ঘণ্টাখানেক পরে এই স্ত্রীলোকটি, এর নাম ম্যাগডালিনা, আহার এবং আপ্যায়নে কিঞ্চিৎ সুস্থ হল। সে তার কাহিনী বলতে প্রস্তুত। নোটারি তাঁর সঙ্গে জনৈক বন্ধুকে এনেছিলেন, তিনি একজন ক্যানাডিয়ান ফার-সংগ্রাহক, তাঁর নাম সেণ্ট ভ্রেন। এই স্ত্রীলোকটিকে সেণ্ট ভ্রেন চিনতেন। তা ছাড়া তিনি স্ত্রীলোকটির উক্তি অনুসারে তাঁর জন্মকালীন নাম যে ম্যাগডালিনা ভ্যালডেজ তা সমর্থন করলেন। সে 'লস্ র‍্যাঞ্চোস ডি টাসোস'-এ জন্মগ্রহণ করে। তার বয়স চব্বিশ বছর। তার স্বামীর নাম বাক স্কেলস্। ওয়াইয়োমিঙ থেকে ওর স্বামী একদল শিকারীর সঙ্গে টাওসে গিয়েছিল। সমস্ত সাদা চামড়ার মানুষ তাকে অতি ঘৃণিত চরিত্রের মানুষ বলে জানতেন। তবে মেকসিক্যান রমণীর কাছে, আমেরিক্যানের সঙ্গে বিবাহের অর্থ সমাজে উন্নয়ন। ছ'বছর আগে ওকে ও বিবাহ করে, মোরার পথে ঐ জীর্ণ আবাসে সেই অবধি বসবাস করছে। এই কালের মধ্যে সে চারজন পর্যটনকারীকে লুণ্ঠন করে হত্যা করেছে। তারা সবাই আগন্তুক, এদেশে অপরিচিত। তাদের নামও ভুলে গেছে, তবে একজন জার্মান ছেলে ছিল, চমৎকার ছেলে, নীল চোখ। তার জন্য আর সকলের চাইতে বেশী শোক প্রকাশ করল মেয়েটি। এই জার্মান ছেলেটি অল্প স্প্যানিস বলতে পারত আর ইংরাজীও অল্প জানত। ওদের সকলকেই আস্তাবলের পাশে বালিমাটিতে পুঁতে রাখা হয়েছে। ওর সর্বদাই ভয় হত ঝড়ে হয়ত দেহগুলি এক সময় বেরিয়ে পড়বে। তাদের ঘোড়াগুলি রাতের বেলায় নিয়ে গিয়ে উত্তর অঞ্চলের ইণ্ডিয়ানদের কাছে বিক্রি করা হত। ম্যাগডালিনার তিনটি সন্তান হয়েছে, তার স্বামী প্রত্যেকটিকে জন্মের কয়েকদিন পরে হত্যা করেছে।

সে এমনই নির্মম কাণ্ড যে বর্ণনা করা যায় না। প্রথম সন্তানটিকে হত্যা করার পর সে র‍্যাঞ্চোতে বাপ-মার কাছে পালিয়ে যায়। সে পিছন পিছন এসে ভয় দেখায় যে বুড়ো-বুড়ীকে হত্যা করবে, তাই ম্যাগডালিনাকে ফিরতে হয়। কোথাও সাহায্য চাইতে যেতে তার ভয় করে। এইবার সে সাহস পেয়েছে কারণ সে পাদ্রীদের মুখের দিকে দেখেছে, বুঝেছে তাঁরা সৎলোক। তার মনে হয়েছে যদি ওদের অনুসরণ করে। ওঁরা হয়ত তাকে ত্রাণ করতে পারেন। আর হত্যা তার সহ্য হয় না। সে নিজের মৃত্যু ছাড়া আর কিছু চায় না—শুধু সে চার্চে এবং যাজকদের কাছে একটু থেকে ঈশ্বরের কথা শুনতে চায়, আত্মাকে ঈশ্বরের উপযোগী করতে চায়।

সেণ্ট ভ্রেন এবং তার বন্ধু তৎক্ষণাৎ এক অনুসন্ধান দল প্রেরণ করলেন। তারা স্কেলস-এর বাসভবনে গিয়ে স্ত্রীলোকটির কথামত আস্তাবলের পাশে মাটি চাপা সেই চারটি মৃতদেহের অংশ খুঁজে পেল। স্কেলসকে ধরল তাওসের পথ থেকে, সেখানে সে স্ত্রীর খোঁজে গিয়েছিল। তাঁরা ওকে ধরে মোরায় নিয়ে এল, সেণ্ট ভ্রেন কিন্তু তাওসে দৌড়ালেন এক ম্যাজিস্ট্রেটের সন্ধানে।

মোরাতে কোনো গারদখানা না থাকাতে স্কেলসকে একটি খালি আস্তাবলে পুরে রাখা হল, অনেক প্রহরী চারদিকে পাহারা দিতে লাগল। সেই আস্তাবলটি তখনই জনতার বোঝাই হয়ে গেল। বন্দী তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে যে সব রক্ত হিম করা কথা বলছিল তারা তাই শুনছিল। ম্যাগডালিনাকে পাদ্রীর বাড়ি রাখা হয়েছিল, এক কোণে মাদুরের উপর সে শুয়েছিল, ফাদার লাতুরকে সে অনুনয় করছিল সাণ্টা ফেতে নিয়ে যাওয়ার জন্য। যাতে তার স্বামী আর তাকে ধরতে না পারে। স্কেলসের যদিও বন্ধন-দশা, তবু বিশপ ম্যাগডালিনার নিরাপত্তার জন্য চিন্তিত। তিনি এবং আমেরিক্যান নোটারি দুজনে বসবার ঘরে বসে তাকে সারারাত ধরে পাহারা দিতে লাগলেন, এই আমেরিক্যানটির কাছে নতুন ধরনের পিস্তল ছিল।

প্রভাত হতেই তাওস থেকে ম্যাজিস্ট্রেট এবং তাঁর দলবল এসে গেল, প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে নোটারি তাঁকে মামলার তথ্যাদি বর্ণনা করলেন, সবাই এখান থেকে কথা বললে শুনতে পায়। বিশপ জানতে চাইলেন তাওসে ম্যাগডালিনার জন্য কোনো আশ্রয় পাওয়া যাবে কি না। এখানে এখন আতংকের মধ্যে তার থাকা চলে না।

মৃগচর্মের শিকারীর পোশাক পরা এক ভদ্রলোক জনতার মধ্য থেকে

এগিয়ে এসে ম্যাগডালিনাকে দেখতে চাইলেন। ফাদার লাতুর তাঁকে মাদুরের ওপর, যেখানে ম্যাগডালিনা বসে আছে সেইখানে নিয়ে গেলেন। আগন্তুক তাঁর কাছে এগিয়ে গেলেন, নিজের মাথার টুপিটি খুললেন। অবনত হয়ে নিজের হাতটি ম্যাগডালিনার কাঁধে রাখলেন। যদিও তিনি একজন আমেরিক্যান, একেবারে দেশোয়ালীর মত স্প্যানিস ভাষায় কথা বলতে লাগলেন।

"ম্যাগডালিনা, আমাকে চিনতে পারছ?"

কালো অন্ধকারময় দেয়াল গাত্র থেকে সে মুখ তুলে তাকাল, তার সেই ভীতিবহুল গভীর চোখে যেন একটা প্রাণের স্পর্শ এল। দুহাত দিয়ে তাঁর সেই মৃগচর্মের আবরণ ঘেরা হাঁটুর ওপর সে হাত রাখল।

সে কাতর কণ্ঠে চেঁচিয়ে ওঠে, "ক্রীস্টোবল! ও ক্রীস্টোবল!"

"আমি তোমাকে আমার বাড়ি নিয়ে যাব। তুমি আমার স্ত্রীর কাছে থাকবে। আমার বাড়িতে তো তোমার কোনো ভয় নেই, কি বল ভয় পাবে?"

"না, না ক্রীস্টোবল, তোমাদের কাছে আমার ভয় কি। আমি নষ্টা স্ত্রীলোক নই।" সস্নেহে তার মাথায় হাত বুলিয়ে তিনি বললেন: "তুমি ভাল মেয়ে, ম্যাগডালিনা, তুমি চিরদিনই ভালো মেয়ে। বেশ, সব ঠিক হয়ে যাবে, আমার ওপর সব ছেড়ে দাও।"

তারপর বিশপের দিকে ফিরে বললেন, "সেনর ভিকারিয়ো (পুরোহিত মহাশয়) ও আমার সঙ্গে আসতে পারে। আমি তাওসের কাছে থাকি। আমার স্ত্রী দেশোয়ালি রমণী, সে ওঁকে যত্ন করবে। ওই পাজি ছুঁচোটা কোনোদিন আমার বাড়ির পাশে আস্‌তে পারবে না, জেল ভাঙলেও নয়। ও আমাকে জানে। আমার নাম কারসন।"

ফাদার লাতুর-এর সঙ্গে আলাপের জন্য উদগ্রীব ছিলেন। তিনি মনে মনে কল্পনা করেছিলেন যে ইনি বেশ নামজাদা লোক হবেন। খুব শক্ত সমর্থ গড়ন আর রাশভারী চালচলন তাঁর। কারসন বিশপের চাইতে লম্বা নন, আকারটা পাতলা ধরনের ভাবভঙ্গী নম্র ভদ্র। ইংরাজী বলার মধ্যে একটা কোমল দক্ষিণী টান আছে। মুখখানি চিন্তাশীল এবং সতর্ক। উৎকণ্ঠা তাঁর দুটি নীল চোখের মধ্যে একটা স্থায়ী চিহ্ন এঁকে দিয়েছে। তাঁর সাদাটে রঙের গোঁফে তার মুখখানি বিশেষ সংস্কৃত মনে হচ্ছে। ঠোঁটটি পূর্ণ এবং শুষ্ক আকারের। তাঁর মুখখানির মধ্যে একটা অনবধান ভাবের ছাপ আছে। চিন্তাশীল এবং কিঞ্চিৎ বিষণ্ণ সেই মুখে করুণার ছাপ সুস্পষ্ট। লোকটির দিকে

তাকিয়ে সহসা বিশপের মন আনন্দে ভরে উঠল। সেই মৃগচর্মের পোশাক পরিহিত মানুষটিকে দেখে তার আদর্শ, আনুগত্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে, এ এক এমন অব্যক্ত সংকেত যাহাতে দুজন সম চরিত্রের লোকের সহসা দেখা হলে সহজেই তারা পরস্পরকে বুঝে নেয়। তিনি স্কাউন্ট কারসনের হাত দুটি ধরে বললেন, "দীর্ঘদিন আপনার সঙ্গে পরিচয়ের জন্য আগ্রহান্বিত হয়ে আছি, কিট কারসন। এমন কি নিউ মেকসিকোয় আসার আগে থেকেই আমি ভাবছিলাম আপনি হয়ত একদিন সাণ্টা ফেতে আমাদের ওখানে আসবেন।" অপর ব্যক্তি হেসে বললেন, "আমি বড় লাজুক মানুষ সর্বদাই আমার হতাশ হওয়ার ভয়। তবে আশাকরি এখন থেকে কোনো অসুবিধা হবে না।"

সুদীর্ঘ বন্ধুত্বের এই সূত্রপাত।

কারসনের গোলাবাড়িতে ফেরার পথে, ম্যাগডালিনাকে ফাদার ভ্যালিয়েণ্টের কাছে দেওয়া হল, বিশপ এবং স্কাউট কিটকারসন পাশাপাশি চললেন। কারসন বললেন, শুধু শখের খাতিরে তিনি ক্যাথলিক হয়েছিলেন। মেকসিক্যান মেয়েদের বিবাহ করলে সব আমেরিক্যানরাই তাই করেন। তাঁর স্ত্রী অত্যন্ত মহৎ এবং ধর্মপ্রাণী গত বার ক্যালিফোর্ণিয়া যাত্রা পর্যন্ত তাঁর মনে হত ধর্ম স্ত্রীলোকেরই কর্ম। সেখানে গিয়ে তাঁর অসুখ করল, কোনো এক মিশনের ফাদার তাঁর ভার নিলেন। "আমি অন্যরকম দৃষ্টিভঙ্গী লাভ করলাম, মনে মনে ভাবলাম, একদিন আমি মনেপ্রাণে ক্যাথলিক হব। আমাদের ধারণা ছিল। ফাদাররা অপদার্থ আর নানেরা সব ভ্রষ্টা রমণী। মিশৌরীতে সবাই এই রকম বলে। এখানকার অনেক দেশোয়ালী পুরোহিত যথার্থ এইরকম। তাওসে আমাদের পাদ্রী মার্টিনেজের প্রতিটি উপনিবেশে পুত্র পৌত্রাদি আছে। একেবারে বুড়ো শালিক। এ্যারোথিয়ো হোনডোর পাত্রী লুসেরো অতিশয় কৃপণ, ক্রিশ্চান কবরের বন্দোস্ত করতে দরিদ্র মানুষদের যথাসর্বস্ব দিতে হয়।

বিশপ এখানকার মানুষের প্রয়োজন সম্পর্ক কারসনের সঙ্গে সুদীর্ঘ আলাপ করলেন। তাঁর বিচার বুদ্ধি সম্পর্কে তার সুগভীর আস্থা। দুজনেরই বয়স প্রায় সমান, চল্লিশের কিছু ওপর। গভীর এবং সুদূর প্রসারী অভিজ্ঞতার সঞ্চয়ে দুজনেরই মস্তিষ্ক ঠাণ্ডা, বুদ্ধি শাণিত কারসন বিশ্ব বিখ্যাত আবিস্কারক দলের পথপ্রদর্শক ছিলেন। তবু যখন তিনি বিভার-সংগ্রাহক ছিলেন তখনকার মতই দরিদ্র আছেন। তিনি মেক্সিক্যান স্ত্রী নিয়ে একটি

ছোট্ট বাসাবাড়িতে থাকেন। সান্টা ফে এবং প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলস্থ মরুভূমি এবং পার্বত্যগিরি পুঞ্জময় এই বিরাট দেশটির অনেকাংশ এখনো মানচিত্র বা নক্সায় ধরা পড়েনি। এবং সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য মানচিত্র আছে কিটকারসনের মস্তিষ্কে। এই মিশৌরীবাসী ব্যক্তিটি, যার সুতীক্ষ্ম দৃষ্টি দৃশ্যপট বা মানবিক মুর্খ এক নজরে পড়ে ফেলতে পারে, ছাপার অক্ষরে সে একটি পাতাও পড়তে জানে না। কোনো রকমে সে নিজের নামটুকু সই করতে পারে। তবু তাকে দেখামাত্রই তার ক্ষিপ্র এবং বিচারশীল বুদ্ধির চিহ্ন সহজেই ধরা পড়ে। বইকে সে অতিক্রম করে গেছে। এমন জায়গায় পৌঁছেচে যেখানে মুদ্রণ-যন্ত্র তার নাগাল পায় না। বাল্যকাল থেকে—চোদ্দ থেকে কুড়ি বছর পর্যন্ত—তার জীবন কেটেছে অতি কষ্টে। কখনো রাঁধুনী, কখনো ওয়াগন গাড়ির অশ্বতর চালক, কখনো বা ভয়ংকর এবং দুঃসাহসী লোকদের সাহায্য করতে হয়েছে, তবু তিনি আত্মসম্মান এবং সহানুভূতি প্রবণ মনোভঙ্গী অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছেন। বেচারী ম্যাগডালিনা সম্পর্কে বিশপের সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে তিনি বললেন—আমি ওকে যখন তাওসে দেখতাম তখনও যে কি সুন্দরী ছিল কি বলবো। ভাবতে ব্যথা পাই সেই মেয়ের এই দুর্গতি।

সেই অধঃপতিত হত্যাকারী, বাক স্কেলস্‌কে অতি স্বল্পকাল স্থায়ী বিচারের পর ফাঁসী দেওয়া হয়। এপ্রিল মাসের গোড়ার দিকে বিশপ সান্টা ফে ত্যাগ করে অশ্বপৃষ্ঠে সেণ্ট লুই চললেন, বালটিমোরে একটি প্রাদেশিক সম্মেলনে যোগ দেওয়াই উদ্দেশ্য। যখন সেপ্টেম্বর মাসে ফিরলেন সঙ্গে নিয়ে এলেন পাঁচজন সাহসিকা নান। এঁরা লরেটোর সিস্‌টার। অশিক্ষিত শহর সান্টা ফেতে একটি মেয়েদের স্কুল প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্য। অবিলম্বে ম্যাগডালিনাকে ডেকে পাঠিয়ে তাকে এই সিসটারদের সেবাকার্যে নিযুক্ত করলেন। সিসটারদের গৃহস্থালী দেখার ভার এবং রন্ধনশালার কর্তৃত্ব গ্রহণ করল ম্যাগডালিনা। সে নানদের প্রতি অতিশয় শ্রদ্ধাশীলা এবং চার্চের সেবায় আত্ম নিয়োগ করতে পেরেছে বলে এতই খুসী যে বিশপ যখন স্কুলে আসতেন তিনি এই রন্ধনশালার বাগান দিয়েই আসতেন ম্যাগডালিনার সুন্দর এবং সৌম্য মুখখানি দেখবেন বলে। কারসন বলেছিল সে বাল্যে সুন্দরী ছিল। সে এখন বেশ সুন্দরী হয়ে উঠেছে। ভয়ংকর যৌবনের দুঃস্বপ্নময় দিনগুলি অতিক্রান্ত হওয়ায় পর ঈশ্বরের আশ্রয়ে এসে সে আবার বিকশিত হয়ে উঠেছে।

তৃতীয় খণ্ড

এ্যাকোমার প্রার্থনা সভা

॥ এক ॥

কাঠের তোতাপাখী

সাণ্টা ফে-তে আগমনের প্রথম বছরটা বিশপ তাঁর যাজন-সীমানায় মাত্র চার মাস কাল ছিলেন। প্রথম বছরের ছ'মাস কেটেছে বাল্টিমোরে প্লেনারি কাউনসিলের মিটিং-এ যোগদান করতে, সেখানে তাঁর আহ্বান এসেছিল। সাণ্টা ফে-র পথ ধরে প্রায় হাজার মাইল পথ অশ্বপৃষ্ঠে অতিক্রম করে উনি সেণ্ট লুই গেছেন, সেখান থেকে বাষ্পীয় জাহাজ যোগে গেছেন পিটসবার্গ, কামবারল্যাণ্ডের পর্বতমালা অতিক্রম করে নতুন রেলপথে গেছেন ওয়াসিংটন। ফেরার কাল আরো ঢিমে তালে, সঙ্গে ছিল 'আওয়ার লেডীঅফ লাইট' স্কুলের পাঁচজন নান। অবশেষে সাণ্টা ফে পৌঁছেচেন সেপ্টেম্বরের শেষে।

এ পর্যন্ত ফাদার লাতুর এমন সব কর্মে লিপ্ত ছিলেন যে তাঁকে ভিকারেট থেকে দূরে থাকতে হয়েছে। তাঁর বিরাট যাজন ক্ষেত্র আজো অচিন্তনীয় রহস্য হয়ে আছে। তিনি তার সমস্ত অঞ্চলটি দেখতে চান, তার অধিবাসীদের জানতে চান ; গড়া আর প্রতিষ্ঠা করার চিন্তা থেকে একটু সরে থাকতে চান, যে সব প্রাচীন ইণ্ডিয়ান মিশনগুলি বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে সেগুলি দেখতে চান। সাণ্টো ডোমিনগোতে অশ্ব পাওয়া যায় ; ওখানে জন্মায় ; আইলেটা নরম চুনজাতীয় খনিজ পদার্থে সাদা হয়ে আছে, লাগুনা প্রশস্ত গোচারণভূমির জন্য খ্যাত আর সর্বশেষে আছে মেঘ-মন্দির এ্যাকোমা।

সোনালি অকটোবরের আবহাওয়ায় বিশপ কম্বল আর কফি পাত্র নিয়ে পশ্চিমের ইণ্ডিয়ান মিশনগুলির অভিমুখে চললেন। সঙ্গে রইল জাসিণ্টো, পেকোস পেব্লোর তরুণ ইণ্ডিয়ান, তাকেই বিশপ পথ-নির্দেশক হিসাবে গ্রহণ করেছেন। তিনি একটি রাত্রি এবং দিন আলাবুকার্কে অতিবাহিত করলেন সেখানকার জনপ্রিয় পাদ্রী সাহেব ফাদার গ্যালেগোস-এর সান্নিধ্যে। সাণ্টা ফে-র পরই তাঁর যাজন সীমানায় আলাবুকার্ক অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ধর্মপীঠ। পুরোহিত প্রভাবশালী এক মেকসিক্যান পরিবারের মানুষ, তিনি এবং কুঠিয়ালরা এই গির্জা চালাচ্ছেন নিজেদের সুবিধার জন্য, সমস্ত জিনিসটাকে

একটা চটুল ব্যাপারে পরিণত করেছেন। পাদ্রী গ্যালেগোস বিশপের চাইতে অন্ততঃ দশ বছরের বেশী বয়সের। তবু তিনি পর পর পাঁচ রাত্রি ফান্ডান্গো নৃত্য করেন, পারলে তার চেয়ে বেশীও করেন। এতে অরুচি নেই। আমেরিক্যান উপনিবেশে তাঁর বহু বন্ধু-বান্ধব। তাদের সঙ্গে তাস খেলেন, শিকার করতে যান, অবশ্য যতক্ষণ মেকসিক্যানদের সঙ্গে নৃত্যের কোনো আয়োজন থাকে না। তাঁর মস্ত ভাণ্ডারে এল পাশো ডি নরতের মস্ত, তাওসের হুইস্কি আর বার্নালিলোর দ্রাক্ষারসের ব্রাণ্ডিতে পরিপূর্ণ। তিনি প্রকৃত অতিথিপরায়ণ, আর জুয়াড়ী হিসাবেও ভাগ্যবান। তাঁর টেবিলে ভব্য সৈনিক সর্বদাই অভ্যর্থিত। জনৈকা ধনী মেকসিক্যান বিধবা পাদ্রীকে যত্ন করেন, তিনি তাঁর সাপার পার্টির গৃহস্বামিনী। তাঁর চাকর-বাকর তিনিই নিয়োগ করেন, তাঁর বেদীর লেস এবং টেবিলের ঢাকা তৈরী করে দেন। প্রতি রবিবার তাঁর গাড়িটি উপাসনার সময় প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে থাকে। এইটি আলাবুকার্কের এক মাত্র ঢাকা গাড়ি। পুরোহিত তাঁর আচকানাদি ছেড়ে এই গাড়ি চড়ে মহিলার ভবনে নৈশ ভোজনে যান।

বিশপ এবং ফাদার ভ্যালিয়েণ্ট ফাদার গ্যালেগোস-এর কাণ্ড কারখানা বিশেষভাবে পরীক্ষা করেছেন এবং ক্রীসমাসের আগেই এসব ব্যাপার বন্ধ করতে তাঁরা বদ্ধপরিকর। তবে এইবারকার এই আগমনে ফাদার লাতুর এতটুকু বিস্ময় বা বিরক্তি প্রকাশ করেননি। পাদ্রী গ্যালেগোস বেশ আন্তরিকতা এবং বিশেষ নম্রতার পরিচয় দিয়েছেন। বিশপ যখন কোনো দীক্ষা দানের ব্যবস্থা অপেক্ষারত নেই শুনে বিস্ময় প্রকাশ করলেন, তখন পাদ্রী বেশ সরলভাবে বুঝিয়ে দিলেন যে একেবারে জন্মাভিষেক কালেই তিনি শিশুদের একসঙ্গে দীক্ষাটাও দিয়ে দেন।

"আমাদের ক্রীশ্চান সমাজেও একই কথা। যদি ওরা বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ধর্মীয় শিক্ষালাভ করবে, তাই একেবারে শুরুতেই তাদের উত্তম ক্যাথলিক বানাই। কেনই বা করব না?"

পাদ্রী মনে মনে অস্বস্তি বোধ করছিলেন, যদি বিশপ তাঁর এই দুর্গম মিশনারী তীর্থযাত্রায় তাঁর উপস্থিতির নির্দেশ দেন। অল্পাহার এবং পর্বত পৃষ্ঠে শয্যা গ্রহণের আগ্রহ পাদ্রী সাহেবের নেই। তাই যদিও মাত্র কয়েক রাত্রি আগে তিনি নৃত্য করেছেন, এখন তিনি তাঁর ওপরওলাকে অভ্যর্থনা জানাবার সময় উপস্থিত হলেন এক পায়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে, পায়ে ইণ্ডিয়ান

মোকাসিন জুতো। আর বললেন বাতের ব্যথায় ভীষণ কষ্ট পাচ্ছেন। যখন স্থান প্রশ্ন করা হল, যে এ্যকোমায় কখন শেষ 'মাস' উপাসনা করেছেন—তিনি তার কোনো সোজা উত্তর দিলেন না। তিনি বললেন 'প্যাশন সপ্তাহে' তিনি সেখানে গিয়ে থাকেন, কিন্তু এ্যকোমার ইণ্ডিয়ানরা অন্তরে অন্তরে অ-সংস্কৃত কাফের, তাদের মাস প্রার্থনায় যোগ দেওয়ার এতটুকু উৎসাহ নেই। শেষবার ওখানে গিয়ে তো গির্জায় প্রবেশ করতে পারেন নি। ইণ্ডিয়ানরা ভান করল, ওদের কাছে চাবি নেই ; গভর্নরের কাছে আছে, আর গভর্নর একটা 'ইণ্ডিয়ান ঘটিত কর্মে' সেবোলেট্টা পর্বতে গিয়েছেন।

এই যাত্রায় বিশপ পাদ্রী গ্যালেগোস-এর সান্নিধ্য পছন্দ করতেন না, তাই তাঁকে যে পাদ্রীর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করতে হল না, এর জন্যই তিনি খুসি। ভদ্রভাবে বিদায় নিয়ে তিনি আলাবুকার্ক থেকে অশ্বপৃষ্ঠে বেরিয়ে পড়লেন। তবু তিনি চিন্তা করতে লাগলেন মানুষ হিসাবে গ্যালেগোস ভাববার মত ব্যক্তি। যাজক হিসাবে তিনি একেবারে অসম্ভব। অত্যন্ত আত্মতৃপ্ত মানুষ এবং যে রকম জনপ্রিয় তাতে যে তিনি তাঁর অভ্যস্ত পথ পরিবর্তন করতে পারবেন এ আশা কম, নিজের আকৃতি তিনি বদলাতে পারেন না। তাঁকে অবশ্য পেশাদার জুয়াড়ীর মত দেখায় না, কিন্তু তাঁর মুখের মসৃণ এবং কুঞ্চিত আকারে মনে হয় তাঁর জীবনের একটা গুপ্ত দিক আছে। একটি মাত্র পথ উন্মুক্ত আছে ; তাঁকে সব রকম যাজনকর্ম থেকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করতে হবে ; আর তাঁর চেয়ে ক্ষুদ্রতর দেশোয়ালি পুরোহিতদেরও হুঁশিয়ারী করে দিতে হবে।

ফাদার ভ্যালিয়াণ্ট বিশপকে বলেছেন যে এক রাত্রির জন্য আইলেটায় অবস্থান করতে হবে সেখানকার পুরোহিতকে বিশপের ভালো লাগবে। তাঁর নাম পাদ্রী জেসুস ডি বাকা, প্রবীণ পককেশ ব্যক্তি, প্রায় অন্ধ, অনেকদিন ধরে আইলেটায় আছেন। ইণ্ডিয়ানদের তিনি আস্থা ও প্রীতিভাজন।

আইলেটা পেব্লোর কাছে দেখা গেল নিচু ধূসর বালি মাখা প্রান্তরের পাশে শ্বেত শুভ্র রেখা। ফাদার লাতুরের চিত্ত প্রসন্ন হল। চমৎকার, চার্চের সুন্দর শুভ্রতা আর পাশে শহরের সারিবদ্ধ বাড়ি ঘর, মাঝে মাঝে কয়েকটা সুন্দর একেসিয়া গাছের ঝোপ, তাদের সবুজ নীল রঙ যেন পুরাতন কাগজের জানলার পাল্লার মত দেখাচ্ছে। সেই গাছগুলি সুন্দর প্রীতিপ্রদ স্মৃতির বাহক। দক্ষিণ ফ্রান্সের একটি উদ্যান স্মরণে পড়ে, তরুণ এক আত্মীয়কে মাঝে মাঝে সেখানে দেখতে যেতেন। চার্চের সিঁড়িতে ওঠার সময় বৃদ্ধ

পুরোহিত তাঁকে অভ্যর্থনা করার জন্য এগিয়ে এলেন। নমস্কার জানিয়ে চোখের ওপর হাতের ছায়া করে ফাদার লাতুরকে দেখতে লাগলেন।

তারপর বলে উঠলেন : "এই কি আমার বিশপ? এতই ছেলেমানুষ?"

চার্চের পিছনে প্রাচীর দিয়ে ঘেরা একটি বাগানের ভিতর দিয়ে তিনি পুরোহিতের বাড়ি গেলেন। চতুর্দিকে অসংখ্য মনসা জাতীয় গাছ, অনেক রকমের। কয়েকটি বেশ বড়, বোঝা গেল পাদ্রী এই গাছ ভালোবাসেন। উইলো গাছের খাঁচায় অনেক তোতাপাখি। এমন কি বালির পথের ওপরও তোতাপাখি লাফিয়ে বেড়াচ্ছে। তাদের পক্ষ কেটে দেওয়া হচ্ছে, পাছে না পালায়। ফাদার জেসুস বললেন, উৎসবের পোশাকের অলংকরণে তোতাপাখির পালক ইণ্ডিয়ানরা ভারী ভালোবাসে, তিনি অনেক দিন আগেই বুঝেছিলেন এই পাখি পুষলে তাঁর গির্জায় যোগদানকারীদের সন্তুষ্ট রাখতে পারবেন।

আইলেটার সমস্ত বাড়ির মত পুরোহিতের বাড়ির অন্দর বাহির দুই সাদা রঙে রঙ করা, এবং ইণ্ডিয়ান ঘর দোরের মতই যথাসম্ভব আসবাবহীন। বৃদ্ধ দরিদ্র, এবং এতই কোমল হৃদয় যে এখানকার মানুষের কাছ থেকে তিনি অর্থ চাইতে পারেন না। একজন ইণ্ডিয়ান মেয়ে তাঁর জন্য বরবটি সিদ্ধ করছে এবং রান্না করছে, তিনি অল্পই আহার করেন। মেয়েটি ভালো রাঁধতে পারে না, তবে পরিচ্ছন্ন ভাবে রাঁধে। বিশপ যখন বললেন এই পেব্লোর সবই বেশ পরিষ্কার, এমন কি রাস্তাঘাটও বেশ পরিষ্কার। পাদ্রী তাঁকে বললেন যে কাছাকাছি সাদা খনিজ পদার্থের এক পাহাড় আছে, এখানকার ইণ্ডিয়ানরা তাই গুঁড়িয়ে চুনকাম করে। এই কাজ তারা স্মরণাতীত কাল ধরে করে আসছে, এই গ্রামটি তাই শুভ্রতার জন্য সর্বদাই খ্যাত। সামান্য কয়েকটি কথা বলেই বোঝা গেল পাদ্রী শিশুর মত সরল, এবং একান্ত কুসংস্কারাচ্ছন্ন। তবে সততা এবং মহত্ত্বের তিনি অবতার। তাঁর ডানদিকের চোখটিতে ছানি পড়ে দৃষ্টিশক্তি চলে গেছে, তাঁর মাথাটি তাই নড়ে, তিনি যেন সব কিছু দেখতে চান। তাঁর সব কিছুই বাঁ দিক ঘেঁষে, যেন অদৃশ্য কোনো বাধার হাত এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করছেন।

তোতাপাখিপূর্ণ বাগান পার হয়ে ঘরের ভেতর ঢুকে একটি জিনিস দেখে ফাদার লাতুর আমোদ অনুভব করলেন, পাদ্রীর সেই দরিদ্র নিরাভরণ কক্ষের একমাত্র অলংকার একটি কাঠের তোতাপাখি। কাঠের দাঁড়ে কড়িকাট থেকে

ঝুলছে। ফাদার জেসুস তাঁর ইণ্ডিয়ান রাঁধুনীকে যখন রন্ধন সম্পর্কে নির্দেশ দিচ্ছেন তখন বিশপ দাঁড়সুদ্ধ তোতাটিকে নামিয়ে ভালো করে পরীক্ষা করতে লাগলেন। একখণ্ড কাঠ থেকে খোদাই করা হয়েছে, জীবন্ত পাখির আকারে কাটা, দেহ এবং লেজ বেশ সোজা, মাথাটা কিঞ্চিৎ বাঁকানো। ডানা, লেজ, গলার পালক সব যত্নে খোদাই করা, এবং পাতলা করে রঙ দেওয়া। দ্রব্যটি এতই হালকা যে বিস্মিত হতে হয়। অঙ্গটি অতি মসৃণ এবং শুভ্র, অতি পুরাতন কাঠ বলে মনে হয়। যদিও বেশী খোদাই করা নয়, আকারানুযায়ী মসৃণ করা হয়েছে, তবু এটি আশ্চর্য রকমের জীবন্ত, যেন কাঠের তোতার একটা নমুনা।

বিশপকে এইভাবে পাখিটি নিরীক্ষণ করতে দেখে পাদ্রী হাসলেন।

"আমার সম্পত্তিটা তাহলে দেখতে পেয়েছেন দেখছি! এই দ্রব্যটি পেব্লোর মধ্যে প্রাচীনতম জিনিস, এমন কি প্লেবোর চেয়েও প্রাচীন।"

ফাদার জেসুস বললেন এই তোতাপাখি ইণ্ডিয়ানদের কাছে এক রহস্যময় বস্তু, এ ওদের কামনার ধন। প্রাচীনকালে ওয়ামপাম বা টরকাইসের চাইতেও এর মূল্য ছিল অনেক বেশী। স্প্যানিয়ার্ডরা আসার অনেক আগে থেকেই, এইসব নিউ মেকসিকোর লোকেরা বিপদ সংকুল বাণিজ্য পথে সেই ট্রপিক্যাল মেকসিকোয় লোক পাঠাতো দেহ বোঝাই করে তোতাপাখির পালক নিয়ে আসার জন্য। এই জিনিস কেনার জন্য ব্যবসায়ীরা থলে ভর্তি করে টরকাইস নিয়ে যেতেন সান্টা ফের নিকটবর্তী কেরিলোস শৈল থেকে। কোনো ব্যবসায়ী যদি জীবন্ত তোতা নিয়ে আসতে সফল হত তাহলে তাকে স্বর্গীয় সম্মান দান করা হত, আর এই পাখির মৃত্যু সারা গ্রামখানি বিষাদে মগ্ন করত। এমন কি হাড় পর্যন্ত অত্যন্ত পবিত্র হিসাবে সংরক্ষিত হত। এই আইলেটায় একটি তোতার মাথার খুলি ছিল, অতিশয় প্রাচীন বস্তু। জনৈক বৃদ্ধ ওর কাছে নানাদিক থেকে ঋণী ছিল, তার কাছ থেকেই এই পাখিটি উনি কিনেছেন লোকটি যখন মুমূর্ষু, তাছাড়া তার কোনো ওয়ারিশান ছিল না। এই পাখিটির ওপর ফাদার জেসুসে অনেকদিন থেকেই লক্ষ্য ছিল। এই পাখির মালিক বলেছিল তার পূর্বপুরুষরা এই পাখিটিকে অনেক অনেক বছর আগে মূল পেব্লো থেকে এনেছিলেন। পুরোহিতের ধারণা, এটি কোনো পাখিকে দেখে তার প্রতিকৃতি হিসাবে তৈরী, এ প্রাচীনকালের এক দুষ্প্রাপ্য পাখি, ট্রপিক থেকে সুদীর্ঘ পথ এদের জীবন্ত অবস্থায় সেই প্রাচীনকালে আনা হত।

লাগুনার এবং এ্যাকোমার ইণ্ডিয়ানদের সম্পর্কে ফাদার জেম্‌স অত্যন্ত ভালো মন্তব্য করলেন। এই সব প্রেবোতে তিনি যখন অপেক্ষাকৃত কমবয়সী ছিলেন তখন উপাসনা করতে যেতেন। সর্বদাই এদের বেশ মিত্রভাবাপন্ন মনে হয়েছে।

তিনি বললেন, "এ্যাকোমায় আপনি অনেক পবিত্র দ্রব্য দেখতে পাবেন। এখানে সেণ্ট জোসেকের একটি প্রতিকৃতি আছে, স্পেনের রাজা অনেক অনেক বছর আগে পাঠিয়েছিলেন। সে ছবিটি অনেক আলৌকিক কাণ্ড ঘটিয়েছে। অনাবৃষ্টি হলে এ্যাকোমার অধিবাসীরা এটিকে তাদের ক্ষেত-খামারে নিয়ে যাবে। তারপর বৃষ্টি হবেই। ওরা বৃষ্টি পায়, অথচ তখন দেশের অন্য কোথাও বৃষ্টি নেই। লাগুনার ইণ্ডিয়ানদের একবিন্দু ফসল নেই, অথচ এরা প্রচুর ফসল লাভ করল।"

॥ দুই ॥

জ্যাসিণ্টো

আইলেটার পুরোহিতের কাছে বিদায় নিয়ে ফাদার লাতুর এবং তাঁর পথ নির্দেশক সারাদিন ধরে আলাবুকার্কের মরুভূমির উপত্যকা অশ্বপৃষ্ঠে অতিক্রম করলেন। যেন শুকনো ছাই-এর দেশ, জুনিপার নেই, খরগোস-ঝোপ নেই। কেবল মৃতকল্প ক্যাকটাসের পত্রহীন বেড়া আর কিছু বুনো কুমড়ো। এই অঞ্চলের একমাত্র সবজী। এখানকার দ্রাক্ষালতা বিচিত্র ধরনের। এরা বিচরণশীল হয়ে ছড়িয়ে পড়ে না। এক জায়গায় গুচ্ছ হয়ে ওপরে ওঠে। এর দীর্ঘ তীর সদৃশ লম্বা পাতা। মাথার কাছটা তুষার শুভ্র, ওপরে উঠেও ঘেঁষাঘেষি করে আছে। এই ওপরে ওঠা গাছটিকে গাছ বলে মনে হয় না, মনে হয় যেন ধূসর-নীল টিকটিকির এক উপনিবেশ। নড়েচড়ে বেড়াতে হঠাৎ ভয় পেয়েছে।

সকাল হয়ে এল, একটা বালির ঝড়ের মধ্য দিয়েই ওদের বেরিয়ে পড়তে হল। সেই ঝড়ের ফলে সূর্য অস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। জ্যাসিণ্টো এই দেশ অতি ভালো করেই জানে। এই অঞ্চল অতিক্রম করে লাগুনায় ধর্মীয় নৃত্য করতে গিয়েছে। তখন তিনি মাথানত করে চলেছেন, মাথায়

একটা রুমাল বাঁধা। পেস্রোতে গাছপালা জল সবই আছে, সেখান থেকে এখানে সে অঞ্চলটি সম্বন্ধে তাঁর ভালো ধারণা হল না। দুপুরে ওরা ঘোড়া থেকে নামলেন। জ্যাসিণ্টো বিশপের কফি গরম করবার জন্য প্রচুর আগুন তৈরী করল গ্রীজ-উড্ দিয়ে। উভয়েই আগুনের দুইপাশে হাঁটু মুড়ে বসলেন, ওদের গায়ের বালি ঝরে ঝরে পড়ছে, এমন কি রুটি খাওয়ার সময় দেখা গেল, রুটিতেও বালি বোঝাই।

বালিময় ধূসর এক পরিবেশে সূর্য লাল হয়ে অস্ত গেলেন। পর্যটকরা শুকনো শিবির বানিয়ে কম্বল জড়িয়ে শুয়ে পড়লেন। সারারাত ওঁদের গায়ের ওপর হিমেল বাতাস বইতে লাগল। ফাদার লাতুর শীতে আড়ষ্ট হয়ে একেবারে কাঠ হয়ে গেছেন। তিনি রাত্রি প্রভাতের অনেক আগেই উঠে পড়লেন। অনেক পরে ভোর হল, পরিষ্কার এবং পরিচ্ছন্ন, ওঁরা সেই প্রত্যুষেই বেরিয়ে পড়লেন।

সেইদিন অপরাহ্ণের মাঝামাঝি জ্যাসিণ্টো অদূরে একটি 'ক্ষুদ্র হ্রদ' দেখল, সুউচ্চ বালিয়াড়ির উজ্জ্বল হরিদ্রাভ তরঙ্গের মধ্যে টলটল করছে। এই হরিদ্রা বর্ণ এতই ঘন যেন মনে হচ্ছে সুবর্ণ গৈরিক। কাছাকাছি পৌঁছে ফাদার লাতুর লক্ষ্য করলেন এ সব বালিয়াড়ি প্রস্তরীভূত হয়ে গেছে, হরিদ্রাভ কোমল পাথরের পাহাড়ের সুদীর্ঘ তরঙ্গ। একেবারে নিরাভরণ এবং দীপ্ত—মাঝে মাঝে ফাঁকে ফাঁকে ঘন রঙের জুনিপার গাছ—ছোট্টগাছ, এবং অনেক অনেক পুরাতন। এই তরঙ্গায়িত পাহাড়ের কোলে নীল হ্রদ। যেন পাথরের পাত্র জলে পরিপূর্ণ। এই জলাশয়ের নামেই পেস্রোর নামকরণ করা হয়েছে।

আইলেটার সদাশয় পাদ্রী তাঁর রাঁধুনীর ভাইকে পদব্রজে পাঠিয়ে দিয়েছেন এই লাগুনার মানুষদের আগেভাগে জানবার জন্য যে প্রধান পুরোহিত আসছেন, তিনি ভালো লোক, এবং অর্থ চান না। তারাও তাই সেইভাবে তৈরী হয়ে আছে। গির্জা পরিষ্কার, দরজা উন্মুক্ত। ক্ষুদ্র, শুভ্র গির্জা। ওপরে এবং বেদীর পাশে বাতাস, বৃষ্টি, জল, বজ্র, সূর্য, চন্দ্র প্রভৃতি দেবতার চিত্র, সেগুলিকে রক্তিম, নীল এবং ঘন সবুজ রঙের জ্যামিতিক কৌশলে সংযুক্ত করা, মনে হচ্ছে যেন গির্জাটিতে সচিত্র পরদা টাঙানো আছে। দেখে ফাদার লাতুরের মনে পড়ল লিয়নসে একবার বস্ত্র প্রদর্শনীতে পারস্যের সর্দারদের তাঁবুর মধ্যভাগ দেখানো হয়েছিল, এ যেন সেই রকম। এই অলংকরণ স্প্যানিস মিশনারী বা ইণ্ডিয়ান ধর্মান্তরিতদের হাতের কাজ, তা বোঝা গেল না।

গভর্নর বললেন, তাঁর লোকজন প্রভাতে উপাসনায় যোগদান করবে, তাছাড়া অসংখ্য শিশুর জন্মাভিষেক হবে। তিনি বিশপকে চার্চের যে কক্ষে তৈজসপত্র প্রভৃতি রাখা হয় সেইখানে রাতটুকু থাকার জন্য বললেন। সে ঘরটি কিন্তু সাঁতসেঁতে। মাটির গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। তাছাড়া ফাদার লাতুর স্থির করেছিলেন জুনিপায় গাছের তলায় পাথরের ওপর রাতটুকু বিশ্রাম করবেন।

জাসিণ্টো জ্বালানি কাঠ এবং লাগুনার সুমিষ্ট জল সংগ্রহ করে এনেছিল, গ্রামের উত্তর দিকে একটি সুন্দর অংশে ওঁরা শিবির স্থাপনা করলেন। সূর্য পাটে বসবার পর, আলোর আভা সাদা গির্জা এবং হলদে রঙের বাসাবাড়ি-গুলিকে বিচিত্র রঙে রঞ্জিত করল। এতক্ষণ যেন সব সমতল ছিল। শিবিরের ঠিক পিছনে, খুব বেশী দূরে নয়, একটা বিরাট শৈলশ্রেণী। বিশপ জাসিণ্টোকে প্রশ্ন করলেন সব চেয়ে কাছেরটির নাম জানো নাকি ?

সে মাথা নেড়ে বলল, "না, কোনো নাম জানি না। আমি শুধু ইণ্ডিয়ান নামটাই জানি।" যেন সে সরবে চিন্তা করছিল, এমনভাবে কথা ক'টি বলল।

"ইণ্ডিয়ান নামটা কি ?"

"লাগুনার ইণ্ডিয়ানরা ওকে বলে তুষার পাখি পাহাড়।" কিঞ্চিৎ অনিচ্ছাসত্ত্বে সে এই কথা বলল।

বিশপ আমোদ অনুভব করে বললেন, "চমৎকার ! সুন্দর নাম !"

জাসিণ্টো তৎক্ষণাৎ বলল, "ইণ্ডিয়ানদের ও সব চমৎকার নাম।" তার ঠোঁটে কিছু বাঁকিয়েই কথাটা বলেছিল। তারপর তার মনে হল বিশপকে কথাটা বলা উচিত হয়নি। সে তখনই আবার বলল, "লাগুনার মানুষরা মনে করে এত বড় পুরোহিত এমন অল্প বয়সী, এ আবার কেমন ? গভর্নর বলছিলেন কি করে পাদ্রী বলি, আমার ছেলেদের চেয়েও বয়সে উনি ছোট ?"

জাসিণ্টোর কণ্ঠে এমন একটা গর্বের সুর যা বিশপের কানে তোষামোদের মত শোনালো। তিনি জানেন যদি সহৃদয়তা থাকে তাহলে ইণ্ডিয়ানদের কণ্ঠস্বর কত মধুর হয়। একটু চিন্তা করলে বোঝা যায় খুব বেশী সম্মান তাঁকে দেওয়া হয়েছে।

তিনি বললেন, "মনে আমি তেমন তরুণ নই জাসিণ্টো। তোমার কত বয়স হয়েছে বাবা ?"

"ছাব্বিশ।"

"তোমার ছেলে-পুলে আছে?"

"একটি ছোট্ট বাচ্চা। বেশীদিন হয়নি"

স্প্যানিস বলার সময় জ্যাসিণ্টো সচরাচর article বা পদাশ্রিত নির্দেশিকা ছেড়ে দেয়। ইংরাজী বলার সময়ও তাই। কিন্তু বিশপ লক্ষ্য করেছেন যে যখন কোনো বিশেষ্যর নির্দেশিকা ব্যবহার করে, তখন সেটি নির্ভুল বলে। এই ভুলটা তাহলে রুচিগত, অজ্ঞতা প্রসূত নয়। ইণ্ডিয়ান বাগধারায় হয়ত এই সব উপসর্গ অধিকন্তু এবং প্রীতিপ্রদ নয়।

উভয়েই নীরব হলেন। এই তাঁদের আলোচনার স্বাভাবিক ভঙ্গী। টিনের কাপ থেকে কফি নিয়ে বিশপ ধীরে ধীরে পান করতে লাগলেন। কফির পটটিকে অবশ্য জ্বলন্ত কাষ্ঠখণ্ডের কাছেই রাখলেন। সূর্য এতক্ষণে অস্তমিত। হরিদ্রাভ পাথর এখন ক্রমে ধূসর হয়ে আসছে। নিচে পেব্লোতে কাচহীন জানলার মধ্যে মাঝে মাঝে রন্ধনশালার আগুণ ঝিলিক দিচ্ছে। উনানের ধোঁয়া কোমলভাবে শুদ্ধ বাতাসে ভাসছে। সমগ্র পশ্চিম আকাশ যেন সোনালি ছাই-এর রঙ ধরেছে, কালো মেঘের গায়ে এখানে ওখানে লালের আভা। সুদূর দিগন্তে সন্ধ্যাতারা যেন সদ্য প্রজ্বলিত আলোর মত জ্বলছে। তারই পাশে আর একটি তারাও জ্বলছে, তবে অনেক ছোট।

জ্যাসিণ্টো তার তুঁষের সিগারেটটি ফেলে দিয়ে তাকে কিছু বলার আগেই ইংরাজীতে ধীরে ধীরে গাম্ভীর্য চালে বলল—'দি ইভনিং স্টার।' পরে আবার স্প্যানিসে বলল—'ওর পাশে যে ছোট্ট তারাটি দেখছেন পাদ্রী সাহেব ওটিকে ইণ্ডিয়ানরা বলে পথ প্রদর্শক।'

দুজন সহচর চুপচাপ বসে বসে যে যার চিন্তায় বিভোর হয়ে রইলেন। এদিকে রাত বেড়ে ওঠে, নীলরাত্রি তারায় তারায় ভরা। নির্জন শৈলশ্রেণী ছায়া ঘেরা। বিশপ কদাচিৎ জ্যাসিণ্টোকে তার চিন্তা বা বিশ্বাস সম্পর্কে প্রশ্ন করতেন। তিনি এই কর্ম অভব্যতা এবং নিষ্প্রয়োজনীয় মনে করতেন। য়ুরোপীয় সভ্যতার সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব স্মৃতিরেখা তিনি কোনোমতে এই ইণ্ডিয়ানের মনে সঞ্চারিত করতে পারেন না। তাঁর বিশ্বাস, জ্যাসিণ্টোর পিছনে আছে বিরাট ঐতিহ্য, অভিজ্ঞতার ইতিহাস, কোনো ভাষা সে অভিজ্ঞতাকে রূপান্তরিত করতে পারে না। অন্ধকারের সঙ্গে এল শীতলতা।

ফাদার লাতুর তাঁর পুরাতন ফার লাগানো কোটটি গায়ে দিলেন আর জাসিন্টো কম্বলটাকে কোমর থেকে খুলে নিয়ে মাথা পর্যন্ত মুড়ে নিল।

তারপর সে বলল, "অনেক তারা! তারা সম্বন্ধে আপনার কি ধারণা পাদ্রী সাহেব?"

"জ্ঞানীরা বলেন, ও সব হল আমাদের এই পৃথিবীর মতই এক একটি দেশ।" ইণ্ডিয়ান মানুষটির সিগারেটটি উজ্জ্বল হয়ে উঠল, তারপর আবার ম্লান হয়ে এল। সে বলল, "আমার তা মনে হয় না।" সে যেন বেশ বিবেচনা সহকারে কথাটি বিচার করে তারপর অগ্রাহ্য করল। "আমার মনে হয় ওরা নেতা, মহান আত্মা।"

বিশপ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "হয়ত তাই, যাই হোক ওরা, ওরা মহৎ। এসো এখন আমাদের ত্রাণকর্তা মহান পিতার নাম স্মরণ করে ঘুমান যাক।"

অগ্নিকুণ্ডের দু'পাশে হাঁটু মুড়ে উভয়ে প্রার্থনা বাক্য উচ্চারণ করে কম্বল টেনে মুড়ি দিয়ে নিদ্রার চেষ্টা করলেন। বিশপ নিদ্রা গেলেন এই আত্মতৃপ্তি নিয়ে যে এই ইণ্ডিয়ান মানুষটির সঙ্গে তাঁর একটা মানবিক সংযোগ হচ্ছে। তরুণ ইণ্ডিয়ানদের 'বয়' বলা হয়। তার কারণ ওদের দেহে কিছু তারুণ্য এবং পেলবতা আছে। আমেরিক্যান দৃষ্টিকোণে ওদের ব্যবহারে এমন কিছুই বালকোচিত নেই, ইউরোপীয় মাপকাঠিতেও নয়। মনে হয় জাসিন্টো বোকা নয়, কোনোদিক দিয়েই তা বলা যায় না, কোনো কিছুতে তার বিস্ময় নেই। মনে হয় তার শিক্ষা দীক্ষা যেটুকুই হোক, তাকে সবরকম অবস্থার সম্মুখীন হতে শিখিয়েছে। বিশপের পাঠগৃহেও যেমন এই পেয়োতেও তেমনই সমান স্বাচ্ছন্দ্য সে উপভোগ করছে অন্য কোথাও সে এই স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করে না। ফাদার লাতুর ভাবছিলেন এই পথ-নির্দেশকের বন্ধুত্বলাভের জন্য তিনি উপযুক্ত পথই গ্রহণ করেছেন, কিন্তু সেটা যে কিভাবে ঘটেছে তা তাঁর জানা নেই।

আসল কথা, বিশপ যেভাবে লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা করেন জাসিন্টো তা পছন্দ করে, তার ধারণা, পাদ্রী গ্যালেগোস, বা পাদ্রী জেসুসের সঙ্গে তিনি উপযুক্ত ভংগীতেই কথা বলেছেন, ইণ্ডিয়ানদের সম্পর্কেও তাঁর মনোভংগীটা ভালো। তার অভিজ্ঞতায়, সাদামানুষরা যখনই ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে কথা বলে তখন তারা কৃত্রিমতার মুখোস পরে। অনেক রকমের এই মুখোস আছে। ফাদার ভ্যালিয়েন্টের কথাই দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখা যাক্, তার মুখোস বেশ

করুণাময়, কিন্তু তাতে বেশ দৃঢ়তা আছে। বিশপের সে সব কিছুই বালাই নেই। তিনি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে লাগুনার গভর্নরের সঙ্গে কথা বললেন। তাঁর মুখভাবের কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। জাসিণ্টোর মনে হয়েছে এই ভং প্রশংসনীয়।

॥ তিন ॥

পাথর

প্রভাতে উপাসনান্তে ফাদার লাতুর এবং তাঁর পথ নির্দেশক লাগুনা এবং এ্যাকোমার মধ্যবর্তী নিচু উপত্যকায় অশ্বপৃষ্ঠে চলল। তাঁর এই নানা দেশ পরিক্রমায় এমন একটি জায়গা তিনি আর দেখেন নি। সমতল লাল বালি সমুদ্র থেকে একটা বিরাট পাথরের পাহাড় সোজা উঠেছে, মোটামুটি তার বাহিরাকৃতি গথিক ধরনের। যেন বিরাট এক ধর্মমন্দির। সেগুলি বে-মানান ভাবে এক সঙ্গে ভীড় করে আছে তা নয়, বেশ ফাঁক ফাঁক, মধ্যে সুপ্রশস্ত ব্যবধান। এই উপত্যকা হয়ত একদা বিরাট এক নগরী ছিল, সমস্ত ছোট ছোট বাড়ি কালক্রমে ধ্বংস হয়েছে, কেবল সরকারি বাড়িগুলি কোনো রকমে বেঁচে গেছে—এই স্থাপত্য যেন পাহাড়ের মত বিশাল। সমতলভূমির বালিমাখা জমিতে কিছু জুনিপার গাছ আছে, আর আছে খরগোসের-ঝোপ জলপাই রঙের গাছ বেশ তরঙ্গায়িত গতিতে গজিয়ে ওঠে যেন সাগরের তরঙ্গ, এই সময়টা অনেক ঝুড়িতে বোঝাই হয়ে আছে, জরদা রঙের হলদে আর গাঁদার মতো কমলালেবুর রঙ।

পার্বত্য উপত্যকার আকৃতিটা যেন অতি প্রাচীন এবং অসম্পূর্ণ। যেন যে সব মাল মসলা বিশ্বস্রষ্টা সংগ্রহ করেছিলেন সে সব হঠাৎ ফেলে রেখে চলে গেছেন, সব জিনিসগুলি প্রায় তৈরী অবস্থায় ফেলে গেছেন, পাহাড়, উপত্যকা এবং সমতল ভূমি তৈরীর মুহূর্তে। দেশটা এখনও একটা নিসর্গ দৃশ্যে পরিণত হওয়ার জন্য অপেক্ষমান।

বিশপ মনে করলেন, এ্যাকোমার দিকে অশ্বপৃষ্ঠে পর্যটন শুরু করা থেকেই যেন এই শৈলমুখর দেশের সঙ্গে প্রথম পরিচয় ঘটে গেছে। একটা জিনিস তাঁর মনে হয়েছে প্রতিটি পাহাড় আর একটি মেঘসম পাহাড় যেন দ্বিগুণিত

হয়েছে। যেন প্রতিবিম্ব, যেন নিঃশব্দে স্থাণুর মতো তার ওপরে প্রসারিত বা ধীরে ধীরে তার পিছনে উঠছে। সর্বদাই সেখানে মেঘ জমছে। আকাশ যতই নীল বা তপ্ত হোক মেঘ আছেই। কখনো যেন প্রশস্ত আলিসা, কখনো বাষ্প, কখনো গম্বুজাকৃতি, কখনো অলৌকিক, যেন রুপোলি প্যাগোডার চূড়া একটির উপর আর একটি উঠেছে। যেন একটা প্রাচ্য দেশীয় শহর পাহাড়ের কোল ঘেঁষে এসেছে। সমতলভূমির ওপর একটা গ্রানাইট স্তর তার পার্শ্বচর মেঘ ভিন্ন কল্পনা করা অসম্ভব। তারা ওর অংশ বিশেষ। ধূমহীন ধুনুচি কল্পনা করা যায় না কিংবা যেমন তরঙ্গের একটা অংশ তার ফেনা।

সাণ্টা ফের পথ ধরে এসে কান্সাকের প্রশস্ত প্রান্তরে পড়ে ফাদার লাতুরের আকাশটাকে মরুভূমি মনে হয়েছে, স্থলভাগ নয়। কেমন একটা কঠিন, ফাঁকানীল, ফরাসী মানুষের চোখে একান্ত একঘেয়ে। কিন্তু পেকোসের পশ্চিমে এসব পরিবর্তিত হয়েছে। এখানে মাথার ওপর কর্মব্যস্ততা। সর্বদাই মেঘেরা দল বেঁধে আকাশে ঘুরছে। কালো এবং ভয়ংকর কিংবা কোমল বা বিলাস বহুল শুভ্রতার অলসতা। তাদের নিচের পৃথিবীকে ওরা প্রবলভাবে প্রভাবিত করে। মরুভূমি, পাহাড় আর এই ছোট শৈলশ্রেণী, নিয়তই মেঘের ছায়া নানা রঙে পরিবর্তিত হচ্ছে। সমস্ত দেশটা এই নিরন্তর পরিবর্তনের কালে চোখের উপর যেন তরল হয়ে ভাসে। আলোর পরিবেশন প্রতিনিয়তই পরিবর্তনশীল।

জাসিণ্টো এই চিন্তাস্রোতে বাধা দিয়ে বলে ওঠে :

"এ্যকোমা।"—সে তার অশ্বতরকে থামালো।

তার চোখের গতিপথ লক্ষ্য করে বিশপ সেদিকে সোজাসুজি তাকালেন। সেই ইণ্ডিয়ানের হস্ত সংকেতের দিকে তাকিয়ে দেখলেন দুটি বিরাট টিলা পাহাড়, দুটিই প্রায় চতুষ্কোণ, এই দূর থেকে দুটিকে একেবারে পাশাপাশি মনে হচ্ছে—অথচ হয়ত উভয়ের মধ্যে অনেক মাইলের ব্যবধান।

জাসিণ্টো তবু বলতে থাকে "ঐ যে, দূরেরটা।"

বিশপের দৃষ্টি জাসিণ্টোর মত তেমন তীক্ষ্ণ নয়, তবে এখন যে উঁচু জমিতে ওঁরা দাঁড়িয়ে আছেন, সেখান থেকে দূরের টিলাটার দিকে তাকিয়ে দেখলেন একটা ধূসর প্রান্তরের সমতল শ্বেত প্রান্তরেখা। একটা শ্বেত চতুষ্কোণ, চতুষ্কোণ দিয়েই গড়ে উঠেছে। তাঁর পথ নির্দেশক বললে—এইটাই এ্যকোমা পেব্লো।

অশ্বপৃষ্ঠে অল্পকালের মধ্যেই ওঁরা সেই স্বপ্নময় টিলার কাছে পৌঁছলেন— জাসিণ্টো বলল, এখানেও একদা একটা গ্রাম ছিল। কিন্তু যে সিঁড়ি সদৃশ পথ বেয়ে ওরা উঠত, সেটি কয়েক শতাব্দী আগে বিরাট ঝড়ে ভেঙে পড়ে; ঐ গ্রামবাসীরা ঐখানে ক্ষুধায়, তৃষ্ণায় কাতর হয়ে ঐখানেই ধ্বংস হয়।

বিশপ প্রশ্ন করলেন, "এই ধরনের নগ্ন পাহাড় গাত্রে এভাবে থাকার কথা মানুষের মাথায় কি করে এল। শতশত ফুট ওপরে, না আছে মাটি, না আছে জল?"

জাসিণ্টো হাত নেড়ে বলল, "দিবারাত্রি যখন পশুর মত শিকারের বলি হয়ে পড়ে থাকতে হয় তখন মানুষ সব পারে, সব করতে পারে। উত্তরে নাভাজো আর দক্ষিণে আপাচেরা; এ্যকোমার লোকজন ঐ টিলা পাহাড়ে উঠেই নিরাপদ আশ্রয় পেয়েছে।"

বিশপ শুনলেন, এই সব সমতল ভূমিতে মাঝে মাঝে নিয়ম করে মনুষ্য শিকার হয়েছে। এই সব ইণ্ডিয়ানদের আতংকের মধ্যে জন্ম, এবং পুরুষানুক্রমে এমন হিংস্র অবস্থায় ওদের মরতে হয়েছে তাই ওরা একেবারে অমন ওপরে উঠে পড়েছে। আর ঐ পাথরের ওপর এই সব উৎপীড়িত মানুষ পেয়েছে আশা ও আশ্বাস, পেয়েছে নিরাপত্তা। ওরা সমতল ভূমিতে শিকারের জন্য, চাষবাসের জন্য নেমে আসে, তবে ফিরে যাবার একটা জায়গা ওদের আছে, একটা আশ্রয় আছে। এখন যদি একদল নাভাজো এ্যকোমার পথে এসে পড়ে, একটি মাত্র আশা আছে। যদি একবার ঐ পাহাড়ে ওঠা যায়, তাহলেই পাবে নিরাপদ আশ্রয়। পর্বতশিখরের ঐ বাঁকানো পাথরের সিঁড়ি একমুখো মানুষ অসংখ্য মানুষের বাহিনীকে আটকাতে পারে। এ্যকোমা পাহাড় কোনোদিন শত্রুরা জয় করতে পারেনি, শুধু একবার স্প্যানিয়ার্ডরা জয় করেছিল অস্ত্র বলে। পাহাড়ে ক্রুততার চেয়ে অনেক প্রভেদ, অনেক নির্জন, আরো গহন এবং গভীর। কল্পনাবিলাসীর মনে আবেদন জাগায়। এই টিলা-পাহাড় ভালো করে ভেবে দেখলে; মানুষের প্রয়োজনের সর্বশ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি। এমন কি নিছক অনুভূতি যেন এই চায়। প্রেম ও বন্ধুত্বের এই সর্বোচ্চ তুলনা। স্বয়ং খৃস্ট এই তুলনা দিয়েছিলেন তাঁর সেই শিষ্য সম্পর্কে, যাকে তিনি তাঁর গির্জার চাবি দিয়েছিলেন। ওলড্ টেস্টামেণ্টের হিব্রুরা তাদের সর্বদাই বিদেশে বন্দী অবস্থায় যেতে হয়েছে। তাদের

এই পাহাড় যেন ঈশ্বরের কল্পনা, এই একটি জিনিস ওদের বিজেতারা ওদের কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারে নি।

ইতিমধ্যেই বিশপ ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে একটা বিস্ময়কর আক্ষরিকভাবে নীতি পালনের ঝোঁক দেখেছেন, সেই অবস্থা অবশ্য ভীতিজনক, এবং হতাশা-ময়। এ্যাকোমারা একটা কিছু স্থায়ী বস্তুর জন্য, যার পরিবর্তন নেই, ক্ষয় নেই নিশ্চয়ই কামনা করেছে, তাদের সেই মনোগত বাসনা বস্তুত পূর্ণ হয়েছে। ওরা এই টিলা পাহাড়েই থাকে, এর ওপর জন্মায় ও মরে। এই সারল্যও যেন কিছু পরিমাণে অতিরঞ্জন।

ওঁরা যখন এ্যাকোমার টিলার কাছাকাছি এসে পড়েছেন, কালো মেঘ পিছন থেকে ধেয়ে এল, যেন এক ফোঁটা কালি সারা আকাশের উজ্জ্বল গায়ে ছড়িয়ে পড়ল।

জাসিণ্টো বলল, "বৃষ্টি এল। ভালোই হল। ওরা খুশী হবে।" অশ্বতর দুটিকে টিলার নিচে একটা আস্তানায় বেঁধে, কম্বলগুলি নিয়ে ফাদার লাতুরকে একরকম টেনে নিয়ে একটা পাহাড়ে গুহায় আশ্রয় নিল। পাহাড়ের প্রান্ত বেয়ে একটা প্রাকৃতিক সিঁড়িপথ গড়ে উঠেছে। যেখানে পদস্খলনের সম্ভাবনা সেখানে হাত দিয়ে কিছু ধরবার ব্যবস্থা করা আছে। যেন মসৃণ দস্তানা। এই টিলাটায় কোনো রকমের গাছপালা, তৃণ গুল্ম নেই, কিন্তু পাদদেশে বালি ভেদ করে এক রকম চারাগাছ বেরিয়েছে। গাছগুলিতে ইস্টার লিলি ফুলের মত থোকা থোকা কুঁড়ি ধরেছে। এর বিরাট ঘননীল সবুজ পাতা আর তার বিরাট অসমান দাঁত দেখে ফাদার ল্যাতুর বুঝলেন এ অপকারী ধুতুরা জাতীয় ফুল। এ গাছের আকার এবং প্রাচুর্য দেখে ফাদার বিস্মিত হলেন। যেন উজ্জ্বল সিল্কের কৃত্রিম গাছ।

পাহাড়ে ওঠার সময় কর্ণবধিরকারী বজ্রপাতের শব্দ মাথার উপর শোনা গেল। যেন মেঘ বিস্তারিত হয়ে এই শব্দে ঝরে পড়ছে। সেই সিঁড়ির একটা গভীর বাঁকের মুখে একটা প্রলম্বিত পাথরের নিচে দাঁড়িয়ে দেখা গেল যেন হাওয়ার দাপটে জল মোটা পর্দার আড়ালে কাঁপছে। এক মুহূর্তে যেখানটায় ওঁরা দাঁড়িয়েছিলেন সেটা যেন ছোট্ট নদীর একটা খালের মত হয়ে গেল। সেই প্রকাণ্ড টিলা সমাকীর্ণ সমতল ভূমির চারদিকে তাকিয়ে বিশপ দেখলেন সুদূর পর্বত প্রান্ত সূর্যালোকে উদ্ভাসিত। তাঁর পুনরায় মনে হল সৃষ্টির প্রথম দিনটি হয়ত এমনই দেখা গিয়েছিল, গভীর

জল থেকে শুখনো মাটি ধীরে ধীরে প্রকাশ পেয়েছিল আর চারদিকে ছিল এমনই ঘনীভূত এলোমেলো অবস্থা।

আধঘণ্টার মধ্যে ঝড় থেমে গেল। বিশপ এবং তাঁর পথপ্রদর্শক যে সময়ের মধ্যে পথের শেষ বাঁকে পৌঁছলেন এবং ফাঁক বেয়ে উপরে উঠলেন—দেখলেন একরকম অসহনীয় ঔজ্জ্বল্যে এ্যকোমার ওপর মধ্যাহ্ন সূর্য তাঁর করুণা বর্ষণ করছেন। শহরের নিছক পাথরের মেজে আর পথ ঘাট ধুয়ে মুছে সাদা ধবধবে হয়ে গেছে। আর সেই সমতল ভূমির মাঝে মাঝে যে খাদ আছে সেগুলি টাটকা বৃষ্টির জলে ভরে গেছে, এ্যকোমা বাসীরা এগুলিকে চৌবাচ্চা বলে। ইতিমধ্যেই মেয়েরা কাপড় চোপড় আনছে, ধোলাই হবে। নিচে একটি গোপন ঝরনা আছে, সেখান থেকে মেয়েরা পানীয় জল মাথায় করে নিয়ে আসে। আর সব কর্মের জন্য এরা এই সব চৌব্বাচ্চায় যেটুকু বর্ষার জল জমে তার ওপর নির্ভর করে বসে থাকে।

বিশপের মনে হল এই টিলার ওপরটা সবসুদ্ধ প্রায় দশ একার পরিমাণ হবে, তার ওপর একবিন্দু ঘাস বা কোনো গাছ নেই, সবুজের চিহ্ন নেই। এক মুঠো মাটি নেই, আছে শুধু চার্চ প্রাঙ্গণ, তার চারপাশে পাঁচিল ঘেরা সেখানে কবর দেওয়ার জন্য মাটি নিচে থেকে ঝুড়ি করে বয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সাদা সাদা দোতলা তেতলা বাড়ি, এদিক সেদিক ছড়ানো নয়। বরং একেবারে পাশাপাশি ঘেঁষাঘেঁষি কোনো সংরক্ষক ভূমি বা ঢল নেই একেবারে সোজাসুজি সমতল—উজ্জ্বল। চুনকাম করা বাড়ি আর পাহাড়ের ওপর সূর্যকিরণ এমনভাবে প্রতিফলিত যে চোখ ধাঁধিয়ে যায়।

টিলার একদম শেষ প্রান্তে, খাদের ওপর প্রলম্বিত পাহাড়ের ওপর এ্যকোমার গির্জা অবস্থিত। যেন যুদ্ধকালীন গির্জা। দুদিকে দুটি পাথরের তোরণ। গভীর, ধূসর এবং পোড়ো বাড়ির মত—ছাদটা যেন অধিক ধসে গেছে। এই জায়গাটি ধর্মক্ষেত্রের চাইতে একটা কেল্লা বলে মনে হয়। এর প্রশস্ত অভ্যন্তর ভাগ বিশপকে বিশেষ হতাশ করল, এমনটি আর কোনো গির্জা দেখে মনে হয়নি। মধ্যাহ্নের পূর্বেই সেখানে একটা উপাসনা করলেন, এর আগে 'মাস' প্রার্থনা এত কঠিন বলে কোনোদিন মনে হয়নি। তাঁর সামনে সেই ধূসর মেঝেতে, ধূসর আলোয় উজ্জ্বল শাল আর কম্বল মুড়ি দিয়ে প্রায় পঞ্চাশ-ষাটটি নীরব প্রাণী বসে আছে, তাদের ওপরে আর পিছনে ধূসর রঙের প্রাচীর। তাঁর মনে হল যেন সমুদ্রের তলদেশে উপাসনা করছেন,

উপাসনা করছেন অতি প্রাচীন, অতি পুরাতন দিনের মানুষের জন্য। এরা কঠিন, নিজেদের খোলসের মধ্যেই আটকে আছে, এই ত্যাগ অতদূরে কি পৌঁছাবে। এই কঠিন আবরণ বিশিষ্ট পৃষ্ঠ-ওলা মানুষগুলি হয়ত জন্মাভিষেক, দীক্ষা এবং দৈব আশীর্বাদে ত্রাণ পেতে পারে। যেমনটি হয় অপূর্ণ শিশুদের বেলায়। তবে মনে হল যে নিজেদের অভিজ্ঞতায় তা হয় না। যখন তিনি তাদের আশীর্বাদ করে চলে যেতে বললেন তখন তার মনে একটা অপূর্ণতা এবং আধ্যাত্মিক পরাজয়ের ভাব জেগে উঠল।

ধর্মীয় আচকানাদি খুলে ফেলে ফাদার লাতুর জ্যাসিন্টোর সঙ্গে আবার গির্জায় গেলেন। দেখতে দেখতে তাঁর বিস্ময় বেড়ে গেল। এ্যকোমায় এত চার্চের কি প্রয়োজন ছিল? ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে মহান মিশনারী প্রচারক ফ্রে জুয়ান রামিরেজ এই গির্জা তৈরী করেছিলেন। এই রক অফ এ্যাকোমায় তিনি কুড়ি বছরের বেশী কাজ করেছেন। এই ফাদার রামিরেজ অন্যদিকে অশ্বতর যাওয়ার আর একটি পথ করে দিয়েছেন। এই একটি মাত্র রাস্তা দিয়েই গর্দভাদি টিলা থেকে নামতে পারে! সে পথটিকে আজো "El Camino del Padre" বা 'পাদ্রী সাহেবের রাস্তা' বলা হয়।

ফাদার লাতুর যতই গির্জাটা ভালো করে দেখতে লাগলেন, ততই তাঁর মনে হল যে ফ্রে রামিরেজ বা তাঁর পরবর্তী কোনো স্প্যানিস পুরোহিতের সাংসারিক বাসনা কিছু কম ছিল না, তারা ইণ্ডিয়ানদের প্রয়োজনের দিকে না চিন্তা করে নিজেদের তৃপ্তির জন্যই এইরকম গির্জা গড়েছিলেন। এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, এই অপূর্ব স্থান হয়ত তাঁদের কিঞ্চিৎ মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছিল। তাঁরা নিশ্চয়ই শক্তিশালী মানুষ ছিলেন। এই সব স্প্যানিস ফাদার ইণ্ডিয়ান শ্রমিকদের দিয়ে কাজ করিয়েছেন তার পিছনে তো' কোনো সামরিক শক্তি সাহায্য করেনি। এই বাড়ির প্রতিটি পাথর, বাড়ির জন্য সংগৃহীত প্রতি মুঠি মাটি, পুরুষ, নারী, এবং বালকরা পিঠে করে ঐ পথ দিয়ে এনেছে। তারপর ছাদের জন্য ঐ বিশাল কড়িকাঠ, ফাদার লাতুর সবিস্ময়ে তাকিয়ে রইলেন। এই সমগ্র উপত্যকাগুলিতে তিনি একটিও বড় গাছ দেখেন নি। দু'একটা ছোটখাট গাছ মাত্র। তিনি জ্যাসিন্টোকে প্রশ্ন করলেন এই বিরাট কড়িকাঠের উপযুক্ত কাঠ কোথায় পাওয়া যায়?

"বোধহয়, সান মাতেও পাহাড়ে।"

"সে তো' চল্লিশ, পঞ্চাশ মাইল দূরে। সেখান থেকে এতভারী কাঠ কি করে আনবে!"

জ্যাসিণ্টো কাঁধ নেড়ে বলে, "এ্যাকোমারা বইতে পারে।" এ ছাড়া আর কি মন্তব্য হতে পারে। চার্চের বাইরেই সাধনাশ্রম, বিশাল আকার, মোটা মোটা দেয়াল—যার অর্থ প্রচুর পরিশ্রমে সমতলভূমি থেকে মাল বয়ে নিয়ে আসা হয়েছে। সাধনাশ্রমের অলিন্দগুলি শীতল অথচ বাইরের পাথর হয়ত তেতে গরম হয়ে আছে, নিচু থামালের খিলান সামনের বাগানের দিকে গিয়ে পড়েছে, মাটির বহর দেখে মনে হয় একদা এ জমি শষ্য শ্যামল ছিল। এই ছায়াঘেরা পথে পায়চারি করতে করতে, হয়ত তাঁরা দরিদ্র এ্যাকোমাদের কথা বিস্মৃত হয়ে ছিলেন, চার ফুট পুরু দেয়াল, একমাত্র বাগানটুকু আর সুনীল আকাশ যা দেখা যায়, তা ছাড়া বাহিজগতের সঙ্গে আর সম্পর্ক কি। এ্যাকোমারা যেন পাহাড়ে-কূর্ম। কোনো রকমে পাহাড়ের অংশে এই সাধনাশ্রমটুকু ঝুলে আছে এই তাদের ধারণা।

সংলগ্ন বাগানের ধুলিধুসরিত ভূমিতে দুটি অর্ধমৃত পীচগাছ কোনো রকমে শুখো বাঁচিয়ে এখন ধুঁকছে। এই সেই ধরনের গাছ যা শিকড় থেকে আপনি গজিয়ে ওঠে, অথচ কোনো ফল দেয় না। প্রাচীন একটা দ্রাক্ষালতা থেকে হলদে রঙের একটা লতা বেড়ে উঠেছে। বেশ মোটা এবং শক্ত। একদা নিশ্চয়ই এখানে প্রচুর সুপক্ক ফল ফলেছে।

বিশপ দেখলেন উত্তর-পূর্ব কোণে সাধনাশ্রমের কোণে ইটালিয়ান স্তম্ভওলা গ্যালারীর ধাঁচে গড়া একটি 'লগিয়া' ছাদ আছে, দুদিক খোলা, সেখান থেকে নিচে শুভ্র পেল্লো দেখা যায়—আর পাথর, আর এদিকে নিচে প্রশস্ত সমতল ভূমি। 'লগিয়া' থেকে তিনি দেখলেন সূর্য ডুবে যাচ্ছে; মরুভূমি ক্রমে অন্ধকার হয়ে এল—আর ছায়া ক্রমে ওপরের দিকে ঘনিয়ে আসছে। ছত্রভঙ্গ টিলার শীর্ষে এতক্ষণ গোধূলির আলোয় যা লাল হয়েছিল তা একে একে নিষ্প্রভ হয়ে গেল, যেন বাতি নিভে গেল। তিনি মরুভূমির আবরণহীন পাথরে দাঁড়িয়ে আছেন, যেন প্রস্তর যুগে আছেন, গৃহাভিমুখী মন চঞ্চল হয়ে ওঠে, তার পিছনে আছে নিজস্ব যুগ, য়ুরোপের মানুষ আর তার স্বপ্ন ও কামনার চমকপ্রদ ইতিহাস। সব শতাব্দী ধরে তাঁর নিজের অংশের পৃথিবীর রঙ বদলাচ্ছে যেমনটি প্রভাতকালে আকাশের গায়ে ঘটে। এখানকার মানুষ একেবারে বাঁধা, সংখ্যায় বাড়ে না, কামনা বাসনার বৃদ্ধি নেই, এ যেন পাহাড়ী

কূর্ম পাহাড়েই আছে। এখানে কেমন যেন এক সরীসৃপ জাতীয় ভাব মনে হল বিশপের। দীর্ঘদিন স্থাণুর মতো থেকে অটল হয়ে গেছে। আয়ত্তাতীত জীবন যেন অস্ত্রের গায়ে আঁকা চিংড়ি মাছ জাতীয় প্রাণী।

ফেরার পথে বিশপ আর একটি রাত ফাদার জেসুসের সঙ্গে কাটালেন, আইলেটার মহৎ পুরোহিত। তিনি মকুই দেশ এবং আরো পশ্চিমের পাথর ঘেরা পেব্লো সম্পর্কে অনেক কথা বললেন। একটি কাহিনী দীর্ঘকাল বিস্মৃত এ্যাকোমার এক সাধুর সম্পর্কে, সেটা অনেকটা এই রকম :

॥ চার ॥

ফ্রে বালটাজারের কাহিনী

১৭০০ খৃস্টাব্দের গোড়ার দিকে কোনো সময়, বিরাট ইণ্ডিয়ান বিদ্রোহের পঞ্চাশ বছর পরের কথা, এই সময় সমস্ত মিশনারী, এবং সমস্ত স্প্যানিয়ার্ডরা হয়ত বিতাড়িত নয়ত খুন হয়েছেন। সেই দেশ আবার যখন পুনরাধিকৃত হল এবং নতুন মিশনারীরা শহীদের স্থলে এদেশে এলেন তখন বালটাজার মনটোয়া নামক জনৈক সাধু ছিলেন এই এ্যাকোমার পুরোহিত।

তিনি ছিলেন অত্যাচারী এবং দাম্ভিক প্রকৃতির, দেশোয়ালি লোকজনের প্রতি তিনি বড় কঠোর ব্যবহার করতেন। আজ যে সব মিশন একেবারে ধ্বংস প্রায় সেগুলি তখন চালু ছিল। প্রত্যেকটিতে আবাসিক পুরোহিত ছিল। তাঁরা জনসাধারণের জন্য বা জনসাধারণের ওপরই বেঁচে ছিলেন। এই তাঁর প্রকৃতি। সাধু বালটাজার ছিলেন অত্যন্ত উচ্চাকাঙ্খী এবং খিটখিটে। তাঁর বিশ্বাস যে এ্যাকোমা পেব্লো প্রধানতঃ এই সুন্দর চার্চ রক্ষণাবেক্ষণের জন্যই আছে, এবং সেটি তাঁর মত ইণ্ডিয়ানদেরও গর্বের বিষয় হওয়া উচিত। তিনি ওদের সর্বোত্তম শস্যাদি, সীম-বরবটি, স্কোয়াস নিজের আহার্যের জন্য গ্রহণ করতেন, ওরা ভেড়া মারলে তার সর্বোৎকৃষ্ট অংশটুকু নিজের জন্য নিতেন, ওদের শ্রেষ্ঠতম চামড়াটুকু নিজের বাসভবনে কার্পেট হিসাবে ব্যবহার করবার জন্য নির্বাচিত করতেন। তাছাড়া ওদের প্রচণ্ড খাটাতেন। শুধু উপত্যকা থেকে ঝুড়ি করে মাটি আনলেই হবে না। তিনি চার্চ প্রাঙ্গণটা বাড়িয়ে সাধনাশ্রমে গভীর উদ্যান রচনা করলেন। এখানে তিনি একটি চমৎকার

বাগান করলেন, মেয়েরা প্রতিদিন সন্ধ্যায় এসে সেই বাগানে জল দিত। যদিও আইনানুসারে কোনো স্ত্রীলোকের সাধনাশ্রমে প্রবেশ অনুচিত, তবু এই কাজ করানো হত। প্রতিটি স্ত্রীলোককে প্রতি সপ্তাহে চৌবাচ্চা থেকে অনেক পাত্র জল দিতে হত, শুধু পরিশ্রমের জন্য নয় ওদের জলাধার নিঃশেষিত হয়ে যায় বলেই তাদের কষ্ট।

সাধু বালটাজার অলস মানুষ ছিলেন না। এখানে আসার প্রথম কয়েক বছর (তখনও তিনি তেমন মোটা হয়ে পড়েন নি) তাঁর মিশন এবং এই বাগানের জন্য সুদীর্ঘ পর্যটনে বেরিয়ে পড়তেন। তিনি সুদূর ওরাইবি পর্যন্ত গিয়েছেন, অনেক দিনের পথ, উদ্দেশ্য সেখানকার উত্তম পীচ ফলের বীজ সংগ্রহ করা। ওরাইবির পীচ ক্ষেত অতি প্রাচীন, একেবারে স্পেনীয় অভিযানের গোড়ার যুগের, সেই সময় কোরোনাডোর ক্যাপটেনরা স্পেন থেকে আনীত পীচ ফলের বীজ মোকুইদের দিয়েছিলেন। তাঁর দ্রাক্ষালতার কাটিং (পুরাতন গাছের ছাঁট) সোনোরা থেকে অশ্বতর পৃষ্ঠে বহন করে আনা। তিনি মরশুমের সময় যখন দলবদ্ধ যানবাহন রায়ো গ্রাণ্ডে পর্যন্ত আসত, তখন সেই সাণ্টা ফের ভিলা পর্যন্ত যেতেন উত্তম বাগানের উপযোগী বীজ সংগ্রহ করতে। আগেকার চার্চের মানুষ বীজ সংগ্রহ করে আনার ব্যাপার নিয়ে খুব কারবার করতেন, অথচ ইণ্ডিয়ান বা মেকসিক্যানরা বরবটি, স্কোয়াস আর লঙ্কার বীজ নিয়েই সন্তুষ্ট, তার বেশী কিছুই চাইত না।

সাধু বালটাজার ছিলেন স্পেনের এক ধর্মপরায়ণ পরিবারের মানুষ, সেই পরিবার উচ্চমানের জীবন যাত্রার জন্য প্রখ্যাত। তিনি নিজেই ভোজশালার কর্মে নিযুক্ত ছিলেন, নিজে ছিলেন ভালো রাঁধুনি, আবার ভালো, সূত্রধর, আর পৃথিবীর এই শেষ প্রান্তস্থ পাহাড়ে আরামে থাকার জন্য তিনি যথেষ্ট সচেষ্ট ছিলেন। তিনি দুটি ইণ্ডিয়ান বালককে কাজে নিযুক্ত করেছিলেন, একটি তাঁর গর্দভের পরিচর্যা করত এবং বাগানে কাজ করত, আর একটিকে রাঁধতে হত এবং আহার কালে পরিবেশন করতে হত। কালক্রমে যখন তিনি অতিশয় স্থূল হয়ে পড়লেন, উনি আর একটি ইণ্ডিয়ান বালককে সুদূরস্থ মিশনগুলিতে খবরাখবর লওয়ার প্রয়োজনে পাঠাতেন। সেই বালকটিকে পায়ে হেঁটে হয়ত ভিলা পর্যন্ত যেতে হত এক টুকরো লাল কাপড় কিংবা একটা লোহার কোদাল বা নতুন ছুরি আনার জন্য। বার্নালিনেতে থেমে এক মসক আঙুরের ব্রাণ্ডি সংগ্রহ করে আনতে হত। পাঁচদিনের পথ

সনদিয়া পর্বতে যেতে হত মাছ ধরার জন্য, তাদের শুখিয়ে, মুন লাগিয়ে নিয়ে আসতে হত পাদ্রীর উপবাসের পারণ হিসাবে। কিংবা ছুটতে হত জুনিতে, সেখানকার যাজকরা খরগোস পুষতেন, একজোড়া খরগোস নিয়ে এস। তাঁর এই সব কাজকর্ম মোটেই ধর্ম-সংক্রান্ত নয়।

স্পষ্টই বোঝা যায় একোমার সাধু সূক্ষ্ম আত্মিক বস্তুর চাইতে স্থূল বস্তুতেই বিশেষ আগ্রহান্বিত ছিলেন। এই নিরাভরণ পর্বতে একটা চমকপ্রদ বা বিভিন্ন ধরনের আহার্য পাওয়া দুর্লভ হওয়ার অর্থ তাঁর ক্ষুধার উদ্রেক এবং উদ্ভাবনী শক্তি বৃদ্ধি করা। তাঁর এই স্থূলকামনা বাগান এবং ভোজন ছাড়া আর কোনো বিষয়ে পরিব্যপ্ত হয়নি। ইণ্ডিয়ান স্ত্রীলোকদের দৈহিক সংসর্গ করাটা খুবই সহজ হত। সাধুর তখন পরিপূর্ণ যৌবন। এই সব প্রলোভন মানুষের মনে প্রবল। কিন্তু মিশনারিরা বুঝেছিলেন চরিত্রের এতটুকু বিচ্যুতি ঘটলে ধর্মান্তরিত ইণ্ডিয়ানদের উপর প্রভাব এবং কর্তৃত্ব ভীষণ ভাবে শিথিল হয়ে পড়বে। ইণ্ডিয়ানরা নিজেরাও মাঝে মাঝে কৃচ্ছ্রসাধনের উদ্দেশ্যে ব্রহ্মচর্য পালন করে থাকে, তাদের মনোগত বাসনা যে তাদের পাদ্রী সাহেবও অনুরূপ করবেন। দৈহিক বিলাসিতার প্রতিক্রিয়া এই দেশে স্পেনের চেয়ে অনেক কৃচ্ছ্রসাধন বেশী তাই সাধু বালটাজার তাঁর যজমানদের তাঁর চারিত্রিক শৈথিল্য সম্পর্কে কোনো রকম কানাকানি করবার এতটুকু সুযোগ দেন নি।

প্রায় পনের বছর ধরে তিনি সুখে স্বচ্ছন্দে এ্যকোমার আসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। নিয়তই চার্চ এবং তাঁর বাসগৃহের উন্নয়ন সাধন করেছেন, নতুন নতুন সবজী, ওষুধের উপযোগী ভেষজ উৎপন্ন করেছেন ইয়ুকামূল থেকে সাবান তৈরী করেছেন। তিনি আকারে স্থূল হওয়ার পরও তাঁর বাহু বেশ সবল এবং পেশীবহুল ছিল, আঙুলগুলি ছিল সবল। ওঁর পীচ গাছগুলি চাষ করেছেন, আর বাগানটিকে নিজের রাজত্বের মত দেখতেন। কোনো দেশোয়ালী রমণীর জল আনার ব্যাপারে ফাঁকি দেওয়ার উপায় ছিল না। ওঁর প্রথম দিককার চাকরদের বিবাহের জন্য ছেড়ে দেওয়া হল, তাদের জায়গায় যারা এল তাদের অধিকতর যত্ন সহকারে শিক্ষা দেওয়া হল।

বালটাজারের অত্যাচার একটু একটু করে বাড়তে থাকে, এ্যকোমার মানুষরা একেবারে বিদ্রোহের মুখোমুখি এসে দাঁড়াল। তবে তারা পাদ্রী সাহেবের শক্তির ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতা কতটুকু তার পরিমাপ করতে না পারায় সাহস করে কিছু করতে পারেনি। সেণ্ট জোসেফের পবিত্র প্রতিকৃতি স্পেনের

সম্রাটের কাছথেকে তারা পেয়েছে এই সন্ন্যাসীর হাত দিয়েই তাঁর অনুরোধে —সেই ছবিটি অনাবৃষ্টি নিবারণে অতিশয় কার্যকরী, দেশী বৃষ্টিবিশারদরা তার কাছে কিছু নয়। ঠিকমত সম্মান করে অনুনয় জানালে এই ছবি কোনোদিন বৃষ্টিদানে বিফল হয় নি। সাধু বালটাজার এই ছবি আনার পর থেকে এ্যাকোমা তার একবিন্দু শস্য হারায়নি। অথচ লাগুনা এবং জুনিতে বৃষ্টির অভাবে সেখানবার মানুষকে দুর্ভিক্ষের জন্য যে শস্য মজুত রাখা হয়েছিল তাতে হাত দিতে হয়, একেবারে চরম অবস্থায়।

লাগুনার ইণ্ডিয়ান নিয়তই দূত পাঠায়। কি ভাড়ায় ছবিখানি তারা ধার দিতে পারে জানতে চায়, কিন্তু সাধু বালটাজার শতর্ক করে দিয়েছেন খবরদার ও ছবি হাতছাড়া কোরো না। এমন প্রতাপশালী সংরক্ষকটি যদি নিয়ে নেয়, কিংবা পাদ্রীই যদি ওদের বিরুদ্ধে কোনো যাদু মন্ত্র বলে কিছু করেন তাহলে তার ফলে এখনকার মানুষের পক্ষে বীভৎস প্রতিক্রিয়া ঘটবে। তার চেয়ে ওঁকে ওর প্রয়োজনীয় শস্য, মুরগী বা ভেড়া বেছে নিতে দাও আর ঐ তিনটে ইণ্ডিয়ান ছোঁড়াও ওঁর সঙ্গে থাক। সুতরাং মিশনারী এবং তাঁর ধর্মান্তরিত শিষ্যবৃন্দ আপাতঃ বন্ধুত্বের ভান করে দিন চালাতে লাগলেন।

একদা এক গ্রীষ্মকালে সাধু বালটাজার মনে করলেন কিছু লোকজনের সঙ্গ করা ভালো, ইদানীং আয়তনে বৃদ্ধি পাবার পর তিনি আর দূরে কোথাও যেতে পারেন না, এখন কেউ এসে তাঁর চমৎকার বাগান, অপূর্ব কায়দায় বানানো রান্নাঘর, ইতালিয়ান ধরনে নির্মিত বায়ুপূর্ণ উন্মুক্ত গ্যালারীতে রক্ষিত জলপাত্র যেখানে তিনি ধ্যানধারণা করেন, আহারের পর কিঞ্চিৎ নিদ্রা দেন, এই সব দেখে যাক, দেখে যাক তাঁর আরাম কুঞ্জ, তাই তিনি সেণ্ট জনস ডের পরের সপ্তাহে একটি ভোজ সভার পরিকল্পনা করলেন।

জুনি, লাগুনা, আইলেটা প্রভৃতি অঞ্চলে লোক পাঠিয়ে পাদ্রীদের ভোজের আমন্ত্রণ জানালেন। ভোজের দিন চারজন এসে উপস্থিত হলেন, কারণ জুনিতে দুজন পুরোহিত ছিলেন। পাহাড়ের নিচেই আস্তাবলের বালক ভৃত্যটিকে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছিল, কে ওঁদের পশুগুলি ধরে রেখে পথ দেখিয়ে ওপরে নিয়ে গেল। পথের প্রান্তে স্বয়ং বালটাজার ওঁদের অভ্যর্থনা জানিয়ে গ্রহণ করলেন। তাঁদের সমস্ত ভবনটি দেখানো হল। সারা সকালটা সাধনাশ্রমের শীতল ও শান্ত পথে ভ্রমণ করে আর কথা বলে কাটল অথচ

বাইরের নিরাভরণ পাথর এতই উত্তপ্ত যে স্পর্শ করা যায় না। দ্রাক্ষা পত্র হাওয়ায় মধুরভাবে আন্দোলিত হতে লাগল, গাজর এবং পেঁয়াজের ক্ষেতে গতকাল জল দেওয়া হয়েছে, সেই ভিজা মাটি থেকে সুন্দর গন্ধ বেরোচ্ছে। অতিথিরা ভাবলেন যে গৃহস্বামী পরমানন্দে আছেন। ওঁর এই স্বাচ্ছন্দের গোপন মন্ত্রটুকু জানলে হত। ওঁর এই হাওয়া ভরা আবাসের এবং অবস্থান-মঞ্চ সম্পর্কে কেউ তাঁকে দোষ দিতে পারে না।

ভোজ সম্পর্কে, বালটাজার বিশেষ শ্রম স্বীকার করেছিলেন। যে ধর্ম মন্দিরে তিনি রন্ধন শিখেছিলেন সেটি সেভিলের প্রধান সদর রাস্তার ওপর প্রতিষ্ঠিত; স্প্যানিস সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা এমন কি স্বয়ং সম্রাটও মাঝে মাঝে সেখানে চিত্ত বিনোদনের জন্য আসতেন। সেই বিরাট রন্ধনশালায়, যেখানে মাংস সিদ্ধ করার অসংখ্য শিকের ব্যবস্থা, ছোট ভরতপক্ষী থেকে শুরু করে বিরাট শুয়োর পর্যন্ত যেখানে সিদ্ধ করা যায়, সাধু দু'এক রকমের সস্ তৈরী করতে শিখেছিলেন, এই নির্জনবাসে এ্যাকোমায় বসে সেই শিক্ষার যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেছেন, এই বিষয়ে স্বাভাবিক আগ্রহ থাকার ফলে। যন্ত্র-পাতির অভাব তাঁর উৎসাহ স্তিমিত না করে বাড়িয়ে দিয়েছে।

অভ্যাগত মিশনারীরা আজকের এই শীতল আবহাওয়ায় বসে যে ধরনের খাদ্য উপভোগ করছেন এ-সৌভাগ্য তাঁদের আগে আর হয়নি, জানলা অতি সামান্য উন্মুক্ত, নিচেকার উত্তপ্ত মরুভূমির সামান্যতম ঝলক তার ভিতর দিয়ে প্রবেশ করছে। গৃহস্বামী দম্ভভরে বললেন, এরপর যখন আসবেন সাধনাশ্রমের গায়ে একটি ফোয়ারা তৈরী হয়েছে দেখবেন। তিনি ক্ষুধার্ত অতিথিদের সুপে ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে নিষেধ করে বললেন, অতঃপর যা আসছে তা গ্রহণের জন্য প্রস্তুত থাকুন। বন্য টারকীর রোস্ট, চমৎকারভাবে রান্নাকরা কিন্তু সে আর স্বাদ গ্রহণ করা হল না। তার আগে এল গৃহস্বামীর বিশেষ যত্নে তৈরী (রাঁধুনীকে তাঁর বিশ্বাস নেই) খরগোসের 'জার্ডিনেয়ার'; (তাঁর গাজর এবং পেঁয়াজ অতি কচি এবং সুগন্ধ), এর সঙ্গে যে সস্ মিশ্রিত করা হয়েছে তা অনেক বছরের চেষ্টায় ও যত্নে পরিপাটি করা হয়েছে। প্রকাণ্ড মাটির পাত্র করে রান্নাঘর থেকে দ্রব্যটি আনা হয়েছে, তবে তত বড় পাত্র নয়, সস্ এবং ভাসমান গাজর ইত্যাদির জন্য সেই পাত্র একেবারে কানায় কানায় ভরা। আস্তাবলের বালকটি আজ খাদ্য পরিবেশন করছে, রাঁধুনি উনান ছেড়ে আসতে পারেনি, পরিবেশকটি পরিচ্ছন্ন, চটপটে এবং কুশলী। সাধু

তার উপর বেশ সন্তুষ্ট, ভাবছেন এই পরিশ্রমের পুরস্কার হিসাবে কোনোরকমে ব্রোঞ্জ বা রুপোর গিল্টি করা মেডেল দেওয়া যায় কিনা।

যখন সসে ডোবানো খরগোস এল, আইলেটার পুরোহিত একটা মজার গল্প বলছিলেন। সকলে উচ্চৈস্বরে হেসে উঠলেন। পরিবেশক বালক কিঞ্চিৎ স্প্যানিস জানত, সে পাদ্রীদের এই উচ্চ হাস্যের কারণটা অনুধাবনের চেষ্টা করছিল মনে হয়। যাই হোক যে কিঞ্চিৎ অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল, এবং জুনির প্রধান পুরোহিতের পাশ দিয়ে যাবার সময় তার পরিপূর্ণ পাত্রটি উছলে পড়ে সেই হলদে রঙের ঝোল পুরোহিতের গায়ে মাথায় গড়িয়ে পড়ল। বালটাজার অতিশয় বদমেজাজী লোক ছিলেন, তিনি তারপর প্রচুর পরিমাণে আগ্নেয় দ্রাক্ষারসের ব্রাণ্ডি পান করেছেন, তিনি হাতের কাছ থেকে শূন্য পিউটারের জলপাত্রটি তুলে নিয়ে সেই কুৎসিৎ বালকটির দিকে ছুড়ে মারলেন। বালকটির মাথার ধারে গিয়ে পাত্রটি লাগল, তার হাত থেকে ভোজ্যবস্তু সহ পাত্রটি পড়ে গেল, সে কয়েক পা কাঁপতে কাঁপতে গিয়ে মাটিতে পড়ে গেল। আর সে উঠল না, নড়ল না। জুনির পাদ্রীর চিকিৎসা শাস্ত্র জানা ছিল, তিনি চোখ থেকে সস্ মুছে নিয়ে বালকটির দেহের ওপর ঝুঁকে পড়ে পরীক্ষা করলেন।

অতি মৃদুগলায় তিনি বললেন, 'Muerto'—মৃত! এই কথা বলেই তিনি তাঁর সহকারী পুরোহিতের জামাধরে তাকে টেনে তুললেন। তারপর একটিও কথা না বলে দুজনে বাগানের ভিতর দিয়ে বেরিয়ে সিঁড়ির দিকে চলে গেলেন। এক মুহূর্তের মধ্যে লাগুনা আইলেটার পাদ্রীদ্বয় নিঃশব্দে তাঁদের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করলেন। অতি দ্রুতগতিতে চারজন অতিথি পাহাড় থেকে নেমে, তাঁদের অশ্বতরগুলিতে চড়ে, উপত্যকা দিয়ে ছুটে পালালেন।

এই হঠকারিতার ফলাফল ভোগ করার জন্য বালটাজার একাই ছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে রন্ধনশালায় রাঁধুনি অনেকক্ষণ নীরবতায় বিস্মিত হয়ে ওপরে উঠে এল, যখন শেষ দুজোড়া বাদামি রঙের গাউন অন্তর্হিত হচ্ছে সেই মুহূর্তে দরজার ভিতর দিয়ে সব লক্ষ্য করল, তার সহচর মাটিতে পড়ে আছে তাও দেখল—তারপর সেই প্রাসাদ থেকে নিঃশব্দে যে পথ শুধু মাত্র তারই জানা ছিল সেই পথে বেরিয়ে গেল।

সাধু বালটাজার রন্ধনশালায় গিয়ে দেখলেন, সেটি জনহীন। তখনও গরম শিকে টারকী সিদ্ধ হচ্ছে। তখন আর রোস্ট খাওয়ার মত ক্ষুধা তাঁর

ছিল না। তিনি অবশ্য অত্যন্ত অস্বচ্ছন্দ এবং বিষণ্ণ বোধ করছিলেন, তা ছাড়া পলাতক অতিথিদের জন্যও মনে বিরক্তির সীমা নেই। একবার মনে হল ওদের অনুসরণ করা যাক ; কিন্তু এই রকম সাময়িক পলায়ন তাঁর অবস্থাটা আরো দুর্বল করবে, আর বরাবরের মত পালানো কল্পনা করা যায় না। যান্ত্রিক ভঙ্গীতে তিনি শিক থেকে টারকীটি তুলে নিলেন, তাঁর যে খাওয়ার ইচ্ছে ছিল তা নয়, এটা শুধু সহজাত করুণা পরবশতা, যেন আরো খড়খড়ে করে পোড়ানো হলে পাখিটার কষ্ট হবে। এই কার্য করে তিনি লগিয়ায় ফিরে গিয়ে চুপ করে বসে দৈনন্দিন উপাসনার সংক্ষিপ্তসার পড়তে লাগলেন, এই কার্যটি তিনি অনেকদিন করেননি, তার কারণ ভোজনাগারেই ব্যস্ত ছিলেন। সসৃটি নষ্ট হল তার জন্য এখন তাঁর মনে তেমন দুঃখ নেই।

হাওয়াপূর্ণ 'লগিয়া', যেখানে সাধু সাধারণত দিবানিদ্রা উপভোগ করতেন, একটি পাখির খাঁচার মত শূন্যে প্রলম্বিত। তার উন্মুখ খিলানের ভিতর দিয়ে তিনি তাকিয়ে দেখলেন পাশাপাশি ঘেঁষে রয়েছে পেব্লো আর বহুদূর বিস্তৃত টিলাপূর্ণ সমতলভূমি। কোনো কাজে মন দিতে তিনি পারলেন না। নিচে প্লেবো যেন অনেক শান্ত। এই সময়টা মেয়েরা তাদের জলপাত্র বা কাপড়, চোপড় চৌবাচ্চায় এনে পরিষ্কার করে, দু'চারটি ছেলেমেয়ে ইতঃস্তত খেলা করে, টারকীর পিছন পিছন দৌড়ায়। কিন্তু আজ প্রথম সূর্যকরতপ্ত পাহাড় যেন নিঝুম, নিঃস্তব্ধ। একটিও প্রাণী দেখা যাচ্ছে না, একজন মাত্র আছে, অথচ এক মিনিট আগেও লোকটি ওখানে ছিল না। সে পাথরের সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে আছে, বেশ ঘন-কৃষ্ণ মেঘের মত কি যেন রয়েছে। কোনো ইণ্ডিয়ানের মাথার কালো চুল। ওরা পথের প্রদত্ত একজন প্রহরী দাঁড় করিয়ে রেখেছে।

এতক্ষণে পাদ্রী একটু আতংকিত হলেন। ওদের সঙ্গে চলে গেলেই হত। তখনও সময় ছিল। তাঁর মনে হল এই পাহাড় ছাড়া পৃথিবীর আর যে কোন জায়গায় এই মুহূর্তে থাকলে হত। প্রাচীন ফাদার রামিরেজের গাধার রাস্তাটা আছে, ইণ্ডিয়ানরা, একটা পথে যখন প্রহরী রেখেছে ওটাতেও হয়ত লোক রেখেছে নজর রাখার জন্য। সেই কালোচুলের বিন্দুর এতটুকু নড়চড় নেই। আর সমতল ভূমিতে নামার এই দুটিমাত্র পথ—মাত্র দুটি…যেদিকেই তাকাও তিনশ ফুট উঁচু নগ্ন পর্বতগাত্র, একটা গাছ নেই, ঝোপ-ঝাড় নেই, যে মানুষ ঝুলে থাকবে।

সূর্য ক্রমে আকাশের কোলে একেবারে ডুবে গেল, তখন পুরুষ কণ্ঠের একটা গর্জনধ্বনি নিচেকার প্লেবো থেকে শোনা গেল, মন্ত্র নয়, তবে ইণ্ডিয়ান বক্তৃতার ছন্দিত সুর যা শুধু গুরুতর প্রসঙ্গ আলোচনায় কানে শোনা যায় সেই রকম ধ্বনি শোনা গেল। ১৬৮০-র ভয়ংকর বিদ্রোহের ভীতিজনক মিশনারী নিপীড়নের কাহিনী সাধু বালটাজারের মনে ভেসে এল ; একজন ফ্রান্সিসকনের চোখ উপড়ে নিয়েছিল, আর একজনকে জীবন্ত পুড়িয়ে মেরেছিল, জামেজের বৃদ্ধ পাদরীকে উলঙ্গ করে তাকে চারপায়ে সারারাত ধরে শহরের প্রশস্ত প্রাঙ্গণে দৌড় করানো হয়েছে, পিঠে একজন ইণ্ডিয়ান সওয়ারী, শেষ পর্যন্ত তিনি ক্লান্তিতে অবসন্ন হয়ে মরে পড়ে যান।

লোগিয়া থেকে চন্দ্রোদয় একটা দেখবার মত দৃশ্য, এমন কি এই মানুষটির কাছেও, সহজে কোনো কিছুতে ভোলবার মত প্রকৃতি তাঁর নয়। আজ কিন্তু তাঁর মনে হল এই মরু প্রান্তরে চাঁদ ওঠাটা আজ যদি বন্ধ করা যেত ভালো হত—চাঁদ এই পেব্লোর ঘড়ি, সব কাজ সেই হিসাবেই শুরু হয়। আকাশের ঘন নীল ভেলভেটের ওপর সেই সোনালি রেখা তিনি আতংকিত চিত্তে লক্ষ্য করলেন।

চাঁদ উঠল, এবং উঠতেই এ্যাকোমার জনগণ যে যার দরজা ত্যাগ করে বেরিয়ে পড়ল। তারা নিঃশব্দে পাহাড় অতিক্রম করে সাধনমন্দিরে এসে পৌঁছাল। তারপর একটা মই বেয়ে 'লোগিয়া'য় প্রবেশ করল। সাধু গম্ভীর গলায় ওদের প্রশ্ন করলেন, "কি চাই তোমাদের ?" কোনো উত্তর নেই ওদের গলায়। একবারও ওঁর সঙ্গে কিংবা নিজেদের মধ্যে ওরা কোনো কথা বলল না। ওঁর পা দুটি বেঁধে ফেলল, হাত দুটি দুপাশে বেঁধে রাখল।

এ্যাকোমার জনগণ পরে বলেছিল উনি এতটুকু ধস্তাধস্তি করেননি। যদি করতেন ওরা হয়ত আরো নিষ্ঠুর ব্যবহার করত। উনি ইণ্ডিয়ানদের মেজাজ জানতেন, ওরা সমবেত ভাবে যখন একটা সিদ্ধান্ত নেয়···তা ছাড়া তিনি দাম্ভিক প্রাচীন স্প্যানিয়ার্ড, ওঁর সুপুষ্ট শরীরে সহ্যশক্তিও ছিল। তিনি আদেশ করতেই অভ্যস্ত, অনুনয়ে নয়, তিনি ইণ্ডিয়ান যজমানদের কাছে নিজের সম্মানটুকু শেষ পর্যন্ত বজায় রেখেছেন।

ওরা ওঁকে মই বয়ে নিচে নিয়ে গেল। সেই সাধনাশ্রম এবং পাহাড়ের মধ্য দিয়ে অত্যন্ত সংকটময় পর্বত শিখরে নিয়ে গেল—এইখানে এ্যাকোমার স্ত্রীলোকরা ভাঙা হাঁড়িকুঁড়ি এবং এমন সব জঞ্জাল কেনে যা টারকীতেও

খায় না। এইখানে সমস্ত জনগণ একত্রিত হয়েছে। ওরা ওঁর বন্ধন ছিন্ন করল—তারপর তাঁর হাত এবং পা ধরে দেহটা পাহাড়ের ওপর শূন্যে কয়েকবার এদিক ওদিক দোলা দিল। লোকটির ভারী গড়ন, আর হয়ত ওরা এই ভয়ংকর খেলার কথা ভেবেছিল। কোনো শব্দ নয়, ওঁর দাঁতের ফাঁক দিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস মত বেরিয়েছিল। চারজন ঘাতক সেখান থেকে দোলা দিয়ে এনেছিল সেইখানে নিয়ে গিয়ে পাহাড়ের ধার থেকে ওকে একেবারে শূন্যে ছুড়ে ফেলে দিল।

এইভাবে ওরা অত্যাচারী মানুষটির হাত থেকে নিষ্কৃতিলাভ করল। অথচ মানুষটিকে ওরা বেশ পছন্দ করত। তবে সব জিনিসেরই শেষ আছে। এই হত্যার পর চার্চের কোনো কিছু অপবিত্র করা হয় নি, চার্চের পবিত্র তৈজসপত্র নষ্ট করা হয়নি, শুধু পাদ্রীর ঘরকন্নার জিনিসপত্র ও ভাঁড়ার ওরা ভাগ করে নিয়েছিল। স্ত্রীলোকরা যখন দেখল বাগানের গাছপালা তৃষ্ণায় কাতর হয়ে ধীরে ধীরে শুকিয়ে যাচ্ছে তখন তারা সত্যই আনন্দিত হল। তারা সাহস করে সাধনাশ্রমে এসে পীচগাছের শুকিয়ে যাওয়া পত্রপল্লব দেখে হাসাহাসি করেছে, সবুজ দ্রাক্ষাফল দ্রাক্ষাক্ষেত্রে ঝরে পড়েছে।

এর পরবর্তী পুরোহিত যখন কয়েক বছর পরে এলেন, তিনি এখানকার লোকজনের মধ্যে এতটুকু অপ্রীতিকর মনোভংগী লক্ষ্য করলেন না। তিনি মেকসিক্যান দেশোয়ালী, বিশেষ রুচির বালাই ছিল না, বরবটি আর মাংস সিদ্ধ খেয়েই তিনি সন্তুষ্ট, আর একদা যা বালটাজারের বাগান ছিল তার উত্তপ্ত ধুলায় পেব্লার টারকী নির্বিঘ্নে চরে বেড়াতে লাগল। প্রাচীন পীচগাছে অনেক বছর ধরে নতুন পাতা গজিয়ে উঠতে লাগল।

চতুর্থ খণ্ড
সর্প মূল

॥ এক ॥

পেকোসের রাত্রি

আলাবুকার্ক এবং এ্যকোমা গমনের একমাস পরেই দিলদরিয়া ফাদার গ্যালেগোসকে যথানিয়মে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হল। স্বয়ং ফাদার ভ্যালিয়েণ্ট এই ধর্মমন্দিরের ভার গ্রহণ করলেন। প্রথম দিকটায় প্রতিক্রিয়া অতিশয় তিক্ত হল, ধনী খাটালওলা এবং আলাবুকার্কের ধনী বিলাসিনী রমণীরাও ফরাসী যাজকের প্রতি বিশেষ অপ্রসন্ন হলেন। ফাদার ভ্যালিয়েণ্ট কিন্তু অনতিবিলম্বে সংস্কার শুরু করলেন। সব কিছু পরিবর্তন করা হল। যে সমস্ত পবিত্র দিনগুলি ফাদার গ্যালেগোসের আমলে হৈ-হল্লার দিন হিসাবে পালিত হত সেগুলি এখন কঠোরভাবে পুণ্যাহ হিসাবে পালিত হতে লাগল। অব্যবস্থিত মেকসিক্যান চিত্ত একদিন হৈ-হুল্লোড়ের মধ্যে যে বৈচিত্র্যলাভ করছিল এখন ভক্তিমান হয়েও সেই বৈচিত্র্যের স্বাদ পেল। ফাদার ভ্যালিয়েণ্ট ফ্রান্সে ফিলোমোরকে লিখলেন তাঁর যাজনক্ষেত্রের মেজাজ যেন ছেলেদের স্কুলের মত, একজন শিক্ষকের অধীনে ছেলেরা একে অপরকে দুষ্টুমিতে এবং অবাধ্যতায় ছাড়িয়ে যেতে চায়, আবার আর একজনের অধীনে বাধ্যতার শিষ্টাচার প্রদর্শনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। ক্রীসমাসের আগের নোভেনা, যা এতকাল নৃত্য এবং উন্মাদ আনন্দ উৎসবে পালিত হত, এই বছর সেই উৎসব মহৎ পুণ্য উৎসবে পুনরুজ্জীবিত হল।

যদিও ফাদার ভ্যালিয়েণ্ট আলাবুকার্কের যাজনক্ষেত্রের যাজক হিসাবেই সকল কর্ম পালন করছিলেন, তবু তিনি এখনও ভিকার জেনারেল। ফেব্রুয়ারী মাসে বিশপ তাঁকে বিশেষ জরুরী কর্মে লাস ভেগাসে পাঠালেন। যেদিনে তাঁর ফেরার কথা সেদিন তিনি ফিরতে পারলেন না। যখন তাঁর কাছ থেকে কয়দিন ধরে কোনো সংবাদ পাওয়া গেল না, ফাদার লাতুর একটু উদ্বিগ্ন হলেন।

একদিন প্রাতঃকালে একজন অতিশয় রুগ্ন ইণ্ডিয়ান বালক বিশপের প্রাঙ্গণে ফাদার জোসেফের সেই শ্বেত অশ্বতরটি চড়ে এসে হাজির হল, সে খারাপ সংবাদ নিয়ে এসেছে। পাদ্রীসাহেব পেকোস পর্বতের একটি গ্রামে

নেমেছিলেন, সেখানে মারীগুটিকার মহামারী শুরু হয়েছে, তিনি মুমূর্ষুদের ঈশ্বরের আশীর্বাদ দানের জন্য সেখানে গিয়েছিলেন, এখন নিজেই অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। ছেলেটা যখন সাণ্টা ফে থেকে যাত্রা করেছিল ভালো ছিল, তবে পথে অসুস্থ হয়ে পড়েছে।

বিশপ এই দূতকে কাঠের বাড়ির নিরালায় রেখেছিলেন, বাগানের এক প্রান্তে এই বাড়ি, যেখানে সিসটাররা তাকেও পরিচর্যা করতে পারবেন। তিনি মাদার সুপিরিয়রকে একটি ব্যাগে রোগীদের জন্য ওষুধ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য যা বহন করা সম্ভব তা বোঝাই করে দিতে বললেন, আর তাঁর রাঁধুনী ফ্রাকটোসাকে বললেন যে সাধারণতঃ যে সব খাদ্য তিনি অশ্বপৃষ্টে যাত্রাকালে নিয়ে থাকেন তা বোঝাই করে দাও। তাঁর লোকটি যখন একটি সাধারণ অশ্বতর এবং বিশপের অশ্বতর এঞ্জেলিকাকে নিয়ে এল, তখন ফাদার লাতুর ঘোড়ায় চড়ার পোশাকে সজ্জিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি সুশোভন পশুটির দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে বললেন :

"না, ওকে কন্‌টেনটোর কাছে রেখে দাও। নতুন সামরিক অশ্বতরটি শক্ত আছে, এই যাত্রায় সে হলেই চলবে।"

বিশপ সাণ্টা ফে ত্যাগ করলেন দূত এখানে এসে পৌঁছানোর দুঘণ্টা পরেই তিনি সোজা পেকোস প্লেবোতে যাচ্ছেন, সেখান থেকে জাসিণ্টোকে সঙ্গে নেবেন। অপরাহ্ণ বেলায় তিনি পেব্লোতে পৌঁছালেন, লাল পাহাড়ের নিচেই এই গ্রাম, তবে জাসিণ্টো এবং অন্যান্য প্রাচীন ইণ্ডিয়ানরা তাঁকে বেশ উপদেশ দিল রাতটা এখানে কাটিয়ে প্রত্যুষে যাত্রা করার জন্য। সূর্য অবশ্য সুনীল গগনে অতি উজ্জ্বল হয়ে প্রকটিত ছিলেন, কিন্তু পাহাড়ের গায়ে একটি পাহাড়ের মত শান্ত নিশ্চল একখণ্ড কালো মেঘ দেখা গেল। বৃদ্ধ সেদিকে লক্ষ্য করে মাথা নাড়লেন।

গভর্নর গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, "খুব জোর ঝড় হবে।"

অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিশপ নেমে পড়ে তাঁর অশ্বতরটি জাসিণ্টোর হাতে দিলেন। তাঁর ধারণা সময় নষ্ট করা হচ্ছে। রাত হওয়ার আগে এখনও একঘণ্টা সময় আছে, সেই সময়টুকু তিনি গ্রাম এবং প্রাচীন মিশন চার্চের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে নিরাভরণ পাথরের বুকে পায়চারী করতে লাগলেন। সূর্য ডুবে যাচ্ছে যেন একটি লাল গোলক, এতক্ষণ পাইন আচ্ছাদিত পাহাড় ঘেরা অঞ্চলে প্রকট। তামাটে রঙ ছড়িয়ে রেখেছে আর ঐ অশুভ কালো মেঘের গায়ে যেন রুপোলি

রেখা। মিশনের প্রকাণ্ড লাল মাটির দেওয়াল, এত লাল যেন সুরকির রঙ তাঁর সামনে যেন বিষাদঘেরা মূর্তি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, ছাদের একাংশ পড়ে গেছে, বাকীটুকুও শীঘ্রই পড়বে।

ঠিক এই সময় ফাদার জোসেফ অতিশয় পীড়িত হয়ে ইণ্ডিয়ান গ্রামের নোঙরা অপরিচ্ছন্ন অস্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে পড়ে আছেন 'এই শীতে। বিশপ, মনে মনে মনে ভাবছেন কেন ওকে এই কষ্ট ও সংকটময় কর্মে টেনে নিয়ে এলুম? ফাদার ভ্যালিয়েণ্ট ছেলেবেলা থেকেই রুগ্ন এবং শীর্ণ, অথচ সীমাহীন উৎসাহের ফলে তাঁর সহনশীলতা অপরিসীম। মফেরাণ্ডের ব্রাদার্স'রা আদুরে গোপাল নয়, তবু তারা প্রতিবছর এঁকে উচ্চ ভলভিক পর্বতে বিশ্রামের জন্য পাঠাতেন, কারণ কলেজ জীবনের বাঁধা গণ্ডীতে তাঁর শারীরিক শক্তি নিস্তেজ হয়ে আসত। ফাদার লাতুর এবং উনি যখন ওহায়োতে মিশনারি ছিলেন তখন জোসেফ দুবার মরণের মুখ থেকে ফিরে এসেছে, একবার এমনই পীড়িত হয়ে পড়েছিল, যে সংবাদপত্রে মৃতের তালিকায় ওঁর নাম উঠে গিছল। সেই ঘটনার সময় ওহায়োর বিশপ ওঁর নাম দিয়ে ছিলেন Trompe-la-Mort (যে মরণকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখায়)। ফাদার লাতুর আত্মগত ভাবেই বললেন ধবলী (Blanchet) এতবার মৃত্যুকে ফাঁকি দিয়েছে,আশাহয় এবারওহয়ত তারই পুনরাবৃত্তি ঘটবে।

ধ্বংসাবশেষের প্রাচীরের ধারে বেড়াতে বেড়াতে বিশপ দেখলেন যে চার্চের তৈজস রাখার ঘরখানি বেশ শুখনো এবং পরিচ্ছন্ন। তিনি সেই ঘরেই রাতটুকু কাটাবেন স্থির করলেন, কম্বলে গা ঢাকা দিয়ে ভিতর দিককার দেয়ালের গা ঘেঁষে যে মাটির বেঞ্চ রয়েছে তার ওপর শোয়া যাবে। যে সময় তিনি ঘরটি দেখছেন সেই সময় বাতাসের গর্জন প্রাচীন চার্চের কাছে শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে চারদিক অন্ধকার হয়ে গেল। পেব্লোর নিচু থামালের দরজা দিয়ে অগ্নিকুণ্ডের আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছিল। চোখে বেশ ভালো লাগে। তিনি চিনতে পারলেন পাহাড়ের ওপর ওঁর জন্য জাসিণ্টো অপেক্ষমান, তার অস্পষ্ট ছায়া দেখা যাচ্ছে। মাথা পর্যন্ত কম্বল মুড়ি দেওয়া, কাঁধটি যেন হাওয়ায় আন্দোলিত।

তরুণ ইণ্ডিয়ানটি জানালো সাপার (রাতের খানা) তৈরী। বিশপ তাকে অনুসরণ করলেন তারই বাসাটিতে যাওয়ার জন্য। এখানে পাশাপাশি ঘেঁষাঘেঁষি বাড়ি। সব একরকম দেখতে এবং একসঙ্গেই তৈরী। জাসিণ্টোর দরজার সামনে একটি মই রয়েছে। সেটি বেয়ে দোতলার ওঠা যায়। কিন্তু

সেটি অপর এক পরিবারের বাসগৃহ। জাসিন্টোর ঘরের ছাদ অপর এক পরিবারের বাড়ির বারান্দা। নিচু থাম্বালের দরজায় মাথা নিচু করে বিশপ ভিতরে ঢুকলেন। দরজার চৌকাঠ থেকে ঘরের মেঝে অনেকটা নিচে। যে ঘরটিতে তিনি নামলেন সেটি বেশ লম্বা এবং সরু, মসৃণভাবে চুনকাম করা। এই পরিচ্ছন্নতা বেশ চোখে লাগে, বিশেষ করে এর নিরাভরণতার জন্যই। দেয়ালে কয়েকটি শেয়ালের ছাল টাঙানো, লাউ এবং লাল লঙ্কার মালাও আছে। এক জায়গায় উঁচু মাটির ওপর অনেকগুলি কম্বল পাট করে রাখা আছে। জাসিন্টো এই বহু রঙে রাঙানো কম্বলগুলির জন্য গর্বিত। এইখানে সে আর তার স্ত্রী শোয়, কাছেই অগ্নিকুণ্ড। এই জায়গার মাটি সারাদিনে গরম হয়ে ওঠে এবং সকাল পর্যন্ত এই উষ্ণতা বজায় থাকে। যেন রাশিয়ান কৃষাণের অগ্নিকুণ্ড শয্যা (Stove-Bed)। উনানে এক পাত্র বরবটি এবং শুখনো মাংস ফুটছে। জ্বলন্ত কাঠের সুগন্ধি ধোঁয়ায় ঘর ভরে আছে। জাসিন্টোর স্ত্রী ক্লারা পাদ্রী সাহেব ঘরে প্রবেশ করতে সহাস্যে অভ্যর্থনা জানালো। ক্লারা স্টু নিয়ে এল এবং ফাদার জাসিন্টো এবং বিশপ মাটিতে আগুনের ধারে এক একটি পাত্র নিয়ে বসে পড়ল। ওদের মাঝে ক্লারা স্কোয়াসবীন সহভাজা গরম রুটি রেখে গেল "এই জাতীয় রুটি ইণ্ডিয়ানদের একটি সুখাদ্য, প্রায় সাদা মানুষের কিসমিস দেওয়া রুটির মত।" বিশপ ঈশ্বরের নাম করে হাত দিয়ে রুটি ছিঁড়লেন। দুজন পুরুষ যখন খাচ্ছিলেন তখন তরুণী ক্লারা সেই দিকে তাকিয়ে রইল আর মৃগচর্ম নির্মিত ছোট্ট দোলনায় শায়িত শিশুটিকে দোলা দিতে লাগল। ছাদের কড়ি থেকে দড়ি বাঁধা অবস্থায় দোলনাটি ঝুলছে। জাসিন্টোকে প্রশ্ন করতে সেখানে জানালো ছেলেটি অসুস্থ। ফাদার লাতুর তাকে আর দেখতে চাইলেন না। তিনি জানেন তার গায়ে অনেকগুলি চাপা আছে, এমন কি তার মাথা এবং মুখও হয়ত ঢাকা। ইণ্ডিয়ান শিশুদের শীতকালে স্নান করানো হয় না, আর যারা রুগ্ন তাদের চিকিৎসার কথা বলা নিষ্ফল। এই বিষয়ে ইণ্ডিয়ানদের কর্ণ বধির।

জাসিন্টোর শিশুটির জন্য তিনি কিছু করতে পারবেন না, এ এক বেদনাদায়ক ব্যাপার, পেকোস পেয়োতে এরকম দোলনা আর বেশী নেই। এই জাতটা নিঃশেষিত হয়ে আসছে, শিশু মৃত্যুর হার প্রবল। তরুণ-দম্পতিরা অবাধে সন্তান প্রজনন করে না। জীবনী শক্তি অতি ক্ষীণ। বসন্ত এবং হামজ্বরে এখানকার প্রচুর মানুষ মাঝে মাঝে মরণের কবলে পড়েছে।

অবশ্য অন্য কৈফিয়ৎও আছে, সাণ্টা ফে-র বহু ভালো লোকের কাছে শোনা যায়। পেকোস সম্বন্ধে জনশ্রুতি সংখ্যায় অনেক, হয়ত সেই কারণেই শ্বেত মানুষের কাছে তা অতিশয় রসালো। শোনা যায় স্মরণাতীতকাল ধরে এখানকার মানুষেরা কোনো একটা পার্বত্য গুহায় অনির্বাণ অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত রেখেছে। সে আগুন কখনো নিভতে দেওয়া হয় না। আর কখনও কোনো শ্বেত মানুষের কাছে তা প্রকাশ করা হয়নি। কাহিনী এই যে, যে সব তরুণের ওপর এই আগুন জ্বালিয়ে রাখার দায়িত্ব তাদের শক্তি নিঃশেষ করে নেয়—সর্বদাই এ জাতের মধ্যে সর্বোত্তমটিকেই নির্বাচিত করা হয়। ফাদার লাতুর ভেবেছিলেন এ একেবারে অবিশ্বাস্য।

কেন এই কার্য কঠিন হবে। এই পর্বত কাঠে বোঝাই, এত ছোট্ট একটু আগুন প্রজ্বলিত রাখা কি এমন ব্যাপার যে শতাব্দীর পর শতাব্দী তা গোপন রাখতে হবে।

এমনই আরেকটা সাপের গল্প আছে, প্রথম দিককার স্প্যানিস ও মার্কিন আবিষ্কারকরা সেই কাহিনীর সংবাদ দিয়েছেন। সেই কাল থেকে বিশ্বাসও করে আসছেন। "এই জাতটা অতিশয় অদ্ভুত ভাবে সর্পপূজায় আসক্ত, নিজেদের বাড়িতে ওরা র‍্যাটল স্নেক্ (আমেরিকা অঞ্চলে পাওয়া যায় এক জাতীয় সর্প) লুকিয়ে রাখে।" আর পাহাড়ের ওপর একটা প্রকাণ্ড সাপ পাহারা দিয়ে রেখেছে, সেটা একদিন একা ছিল কোনো ভোজের আয়োজনে। শোনা যায় যে ছোট্ট শিশুদের এই সাপের কাছে বলি দেওয়া হয় "এই কারণেই এরা সংখ্যায় হ্রাস পাচ্ছে।"

তবে মনে হয় সাদা মানুষরা যে সব সংক্রামক ব্যাধি এনেছেন তার ফলেই এখানকার মানুষের সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে। হাম, আরক্ত জ্বর এবং ঘুংড়ি কাশি ইণ্ডিয়ানদের কাছে টাইফাস বা কলেরার মত মহামারী। একথা নিশ্চয়ই এই জাতটা প্রতি বছর সংখ্যায় কমে যাচ্ছে। জাসিণ্টোর বাড়ি পেব্লোর এক প্রান্তের সজীব বসতিতে—এর পিছনেই রয়েছে আবহাওয়ায় ধ্বংস প্রাপ্ত পুরাতন পেব্লোর ধ্বংসাবশেষ। "এখন তা পাথর আর মাটির স্তূপ।" সজীব অঞ্চলের বয়স্ক জনসংখ্যা একশ জনের বয়স্কের কম।* একদা সমৃদ্ধ জনবহুল কিকুয়ু অব কোরনাডোর অভিযানের এই পরিণতি। তাছাড়া

* প্রকৃতপক্ষে, কয়িক্ পেব্লো অব পেকোস নিউ মেকসিকোর আমেরিক্যান অধিকারের কয়েক বছর আগে বাসের অযোগ্য বলে পরিত্যক্ত হয়।

সংবাদে প্রকাশ এই ইণ্ডিয়ান শহরে প্রায় ছ'হাজার প্রাণী ছিল। পেকোস নদী থেকে জল দ্বারা এখানকার শস্য ক্ষেত্গুলি সিঞ্চন করার ফলে সেগুলি অতি উৎকৃষ্ট কৃষিক্ষেত্রে পরিণত হয়। নদীতে মাছ বোঝাই ছিল। পাহাড়ে শিকারও অনেক ছিল। পেক্লো যেন এই শ্যামল পাহাড়ের হাঁটুর নিচেই অবস্থিত ছিল আদরের শিশুর মত। গ্রামটির ঠিক সামনে জুনিপার-চিহ্নিত উপত্যকার স্প্যানিয়ার্ডরা শিবির স্থাপন করেছিল। তাদের গৃহস্বামীদের কাছ থেকে শস্য, ফার, তুলার পোশাক প্রভৃতির মোটা চৌথ আদায় করে। গল্পে আছে যে এখান থেকেই তারা বসন্তকালে কুইভেরার সাতটি স্বর্ণ শহরের সন্ধানে অগ্যস্ত যাত্রা করেছিল—এই পেকোসের অধিবাসীদেরই ক্রীতদাস এবং রক্ষিতা হিসাবে সঙ্গে নিয়ে ছিল।

ফাদার লাতুর আগুনের ধারে বসে পাহাড়ের ধার থেকে ঝড়ের উন্মত্ত গর্জন শোনা যাচ্ছিল—এই সব কথাই চিন্তা করছিলেন। তিনি একথাও চিন্তা না করে পারলেন না যে নিঃশব্দে আগুনের ধারে বসে জাসিন্টোও কি এই কথাই চিন্তা করছে। সূর্যাস্তের সময় পাহাড়ের গায়ে যে কলংকরেখার মত মেঘ জমেছিল বাতাসের সেখানেই উৎপত্তি। তবে হয়ত অনেক অনেক দূর থেকে কালিমাময় অতীতের ঝড়। একমাত্র মানবীয় কণ্ঠ শোনা যাচ্ছিল দোলনায় শোয়া সেই অসুস্থ শিশুটির ক্ষীণ ক্রন্দন। ক্লারা নিঃশব্দে এক প্রান্তে বসে খাচ্ছিল। জাসিন্টো আগুনের দিকে চেয়ে আছে।

বিশপ আগুনের ধারে বসে ধর্মশাস্ত্রের সংক্ষিপ্তসার পড়ছিলেন। তারপর শরীর বেশ গরম করে কম্বলটি বেশ গরম হয়েছে বুঝে ওঠবার উদ্যোগ করলেন। জাসিন্টো তাঁর অনুসরণ করল কম্বল আর মোষের চামড়ার জামা নিয়ে। ওরা লাল দরজা অতিক্রম করে সেই বিভীষিকাময় ধ্বংসাবশেষের ধার দিয়ে চলল, সেই ধ্বংসস্তূপের অর্ধশায়িত দেওয়াল এখনও ঝড়ের দাপট সহ্য করছে। আর তার মাঝে তারার আলোকও প্রবেশ করছে।

॥ দুই ॥

পাথরের ওষ্ঠাধর

বিশপের পক্ষে প্রত্যুষে ঘুম ভেঙে ওঠা সম্ভব হল না। মধ্যরাত্রির পর তাঁর দেহ ক্রমশঃই শীতল থেকে শীতলতর হয়ে উঠেছে এবং হাত পায়ে খিল ধরেছে। কম্বল থেকে নিষ্ক্রান্ত হওয়ার পূর্বেই তিনি প্রার্থনা সেরে নিলেন, ফাদার ভ্যালিয়েন্টের কথা মনে পড়ল, "প্রথমেই যদি প্রার্থনাটুকু সেরে ফেল তা'হলে পরে অনেক কর্ম করার অবসর পাবে।"

নির্বাক পেব্লোর মধ্য দিয়ে জাসিন্টোর দরজায় পৌঁছে তাকে জাগিয়ে তুলে একটু আগুন করতে বললেন। জাসিন্টো যখন অশ্বতরগুলিকে সাজাচ্ছেন, ফাদার লাতুর তাঁর ব্যাগ থেকে কফিপাত্র এবং টিনের কাপ এবং গোলাকার মেকসিক্যান পাঁউরুটি বার করলেন। এই রুটি আর কালো কফি পান করে তিনি দিনের পর দিন ভ্রমণ করে কাটাতে পারেন। জাসিন্টো বলেছিল, প্রাতরাশ গ্রহণ না করেই যাত্রা করা যাক। ইণ্ডিয়ান সংসারে রুটি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় না। ফাদার লাতুর তাকে বসিয়ে নিজের রুটি থেকে ভাগ দিলেন। ক্লারা তখনও তাঁর শিশুটিকে নিয়ে শুয়ে আছে।

চারটের মধ্যে ওঁরা রাস্তায় বেরিয়ে পড়লেন, যে অশ্বতরটিতে কম্বল চাপানো ছিল জাসিন্টো সেইটিতে উঠল। এই নিজস্ব পার্বত্য অঞ্চলের সব পথ তার ভালোভাবে জানা তাই এই অন্ধকারে সে পথ অনুসরণে অসুবিধা নেই। দুপুরের দিকে বিশপ বললেন, অশ্বতর দুটিকে বিশ্রাম দেওয়ার জন্য একটু থামা ভালো, পথপ্রদর্শক আকাশের দিকে তাকিয়ে সে প্রস্তাবে কিন্তু সম্মতি দিল না। সূর্য দেখা যাচ্ছে না, বাতাস ধূসর ধূলিতে পূর্ণ এবং তুষারের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। অল্পকালের মধ্যেই তুষারপাত শুরু হয়ে গেল—প্রথমটা হালকা ভাবে এবং ক্রমশই কিন্তু সেটা প্রবলতর হতে লাগল। সামনের পাইন গাছের বন এই বর্ষণশীলকে তুষার কণায় যেন লুপ্ত হয়ে এল। ঠিক দুপুর বেলায় হাওয়ার দমকে এই দুই যাত্রীর গায়ে তুষার কুণ্ডলীকৃত হয়ে ঝরতে থাকে আর তারপর প্রবল ঝড় উঠল। এই ঝড় যেন সামরিক শক্তি

হাওয়া—আর বাতাস তুষার কণায় অন্ধ হয়ে গেল। বিশপ তো পথ প্রদর্শককে প্রায় দেখতেই পাচ্ছেন না।, তার কিছু অংশ মাত্র দেখা যাচ্ছে। কখনও মাথা, কখনো কাঁধ, কখনও বা অশ্বতরের কালো পশ্চাদভাগ। পথের ধারের পাইন গাছ যেন মুহূর্তের জন্য দাঁড়িয়ে আছে। তারপর একেবারে তুষারের ঘূর্ণিতে হারিয়ে গেল। পথ, পথচিহ্ন, এমন কি পাহাড়ও মুছে গেল।

জ্যাসিণ্টো তাড়াতাড়ি অশ্বতর থেকে নেমে পড়ে তার পিঠ থেকে কম্বল প্রভৃতি খুলে নিল আর বিশপকে তাঁর ব্যাগ জীন থেকে খুলে দিয়ে চীৎকার করে বলল, "তাড়াতাড়ি আসুন পাদ্রী সাহেব, আমি একটা জায়গা জানি।"

বিশপ প্রতিবাদ জানিয়ে বললেন কি করে এই অশ্বতর দুটি ছেড়ে যাওয়া যায়, জ্যাসিণ্টো বলল ওদের অদৃষ্টের ওপর ছেড়ে দিন।

ফাদার লাতুরের পক্ষে এর পরের একঘণ্টাকাল সহনশীলতার পরীক্ষার কাল, তিনি চোখে দেখতে পাচ্ছেন না, হাঁফিয়ে উঠেছেন, হাঁ করে হাঁফাচ্ছেন। অর্ধ-দৃশ্য পাহাড়ের ওপর উঠলেন, যে সব গাছ পড়ে গেছে তার ওপর পড়ে গেলেন, গভীর গাড্ডায় পড়লেন। তারপর সেখান থেকে কষ্ট করে বেরিয়ে পড়লেন, সর্বদাই সামনের ইণ্ডিয়ান ছেলেটির লাল কম্বল আর কাঁধ লক্ষ্য করে চলেছেন। ছেলেটিকে দেখা না গেলেও এইগুলি দেখা যাচ্ছিল।

সহসা মনে হল তুষার বেগ কমে এল, পথপ্রদর্শক থামল। ওঁরা দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন, বিশপ একটা প্রলম্বিত পাথরের দিকে এগিযে গেলেন, ঝড়ের বেগ পাথরটি কিছু আটকে রেখেছিল। জ্যাসিণ্টো তাঁর কাঁধ থেকে কম্বল নামালো, এবং মনে হল পাহাড়ের চুড়ায ওঠার আয়োজন করছে। ওপর দিকে তাকিয়ে বিশপ লক্ষ্য করলেন পাহাড় একটা বিচিত্র ধরনে গড়ে উঠেছে, দুটি গোলাকার উদ্‌গত অংশ, একটির ঘাড়ে আরেকটি, আর সেই দুটির মধ্যে অল্প একটু যেন মুখ খোলা আছে। যেন দুটি প্রকাণ্ড পাথরের ঠোঁট বলে মনে হয়, সামান্য খোলা এবং বাইরের দিকে বেরিয়ে আছে। এই পর্যন্ত জ্যাসিণ্টো অতি দ্রুতগতিতে তার পরিচিত পথের মত উঠে পড়ল। সে ফাদার লাতুরকে বলল এইখানটায় থাকুন, আমি ব্যাগ নিয়ে ফিরে আসছি।

কয়েক মিনিট পরে বিশপ জ্যাসিণ্টো আর কম্বলের সঙ্গে সেই ছিদ্রপথ ধরে ঢুকে পড়লেন একেবারে গুহার গলদেশে। তার ভেতর একটি কাঠের মই, সেইটি ধরে তিনি সহজেই নেমে গেলেন।

বিশপ একটি সুন্দর গুহায় নেমেছেন, লক্ষ্য করলেন, যেন একটি গথিক বর্গ

মন্দিরের আকার বহিঃরেখা কিছু অস্পষ্ট, সামান্য একটু আলো সেই পাথরের ঠোঁট থেকে ভেসে আসছে, আশ্রয়ের প্রয়োজন ছিল প্রচণ্ড, মই দিয়ে নামার সময় তাঁর ভীষণ অনিচ্ছা হচ্ছিল, এই জায়গাটা অতিশয় বিশ্রী লাগছিল। গুহার আভ্যন্তরীণ আবহাওয়া হিমশীতল, একেবারে হাড়ের ভিতর গিয়ে স্পর্শ করে, আর কেমন একটা দুর্গন্ধ বিশপের নাকে গেল, তেমন প্রবল না হলেও অতিশয় বিশ্রী। মাথায় প্রায় কুড়ি ফুট ওপারে ধূসর দিবালোক উঁচু কড়িকাঠের মত ভাসছে।

বিশপ যখন এই ভাবে চার দিক দেখছেন, গুহার আকারটা হিসাব করার চেষ্টা করছেন তাঁর পথপ্রদর্শক তখন দেয়াল এবং মেঝে অতিশয় সতর্কতা সহকারে পরীক্ষা করছে। মইটির ঠিক পাদদেশে অর্ধদগ্ধ কিছু কাঠের গুঁড়ি পড়ে আছে। ওখানে কেউ আগুন জ্বালিয়েছিল, সেই আগুন কাদামাটি দিয়ে নেভানো হয়েছে—যেখানটায় আগুনের মুখ সেইখানটার যেন ধুলার পাহাড় হয়ে আছে। গুহার দেয়াল গাত্রে এক বোঝা জ্বালানি কাঠ পরিচ্ছন্নভাবে সাজানে আছে। গুহার মেঝেটা খুব ভালো করে পরীক্ষান্তে, পথপ্রদর্শক একে সতর্কভাবে এই কাঠের বোঝা সরাতে আরম্ভ করল। প্রত্যেকটি কাঠের টুকরো একে উঠিয়ে অন্য এক জায়গায় রাখল। বিশপ মনে মনে ভাবলেন বোধহয় তখনই একটু আগুন জ্বালাবে, কিন্তু মনে হল সে বিষয়ে ওর তেমন তাড়া নেই। প্রকৃতপক্ষে, সেই কাঠ সরিয়ে সে মেঝের বসে কি যেন গভীর ভাবে চিন্তা করতে লাগল। ফাদার লাতুর তাকে বিশেষ করে বললেন তখনই একটু আগুন জ্বালাতে।

ইণ্ডিয়ান ছেলেটি বলল, "পাদ্রী সাহেব! আপনাকে এইখানে এনে ভালো করলাম কিনা জানি না। এই জায়গাটি আমাদের স্বজাতিরা উৎসব উপলক্ষে ব্যবহার করে, এবং এ জায়গা শুধু আমাদেরই জানা আছে। আপনি এখান থেকে বেরিয়ে গিয়ে এখানকার সব কথা ভুলে যাবেন।"

"নিশ্চয়ই ভুলে যাব। তবে একটু আগুন যদি না জ্বালাও তাহলে বরং ঐ ঝড়ের মুখে ফিরে যাওয়াই ভালো হবে। আমার এখনই যেন অসুখ করছে মনে হচ্ছে।"

জ্যাসিন্টো কম্বল খুলে ফেলে সবচেয়ে যেটি শুখনো সেটি কম্পমান পুরোহিতের দিকে এগিয়ে দিল। তারপর সে সেই পোড়া কাঠ আর ভস্মরাশির মধ্যে উপুড় হয়ে পড়ল। কিন্তু তার ভেতর থেকে কিছু ছোট পাথর কুড়িয়ে

নিল, এ পাথরগুলি জলন্ত অগ্নিকুণ্ডের চারধারে আলদিয়ে রাখা ছিল। এই পাথরগুলি তার গায়ের শালে জড়িয়ে নিয়ে সে গুহার শেষ প্রান্তের দেয়ালের দিকে গেল, সেখানে ঠিক ওর মাথার কিছু ওপরেই একটা ছিদ্র দেখা যাচ্ছিল। একটা তরমুজের মত বড় গর্ত অসমান ডিম্বাকৃতি। এই জাতীয় গর্ত পাজারিতো উপত্যকার অন্ধকার আগ্নেয়গিরি চূড়ায় সাধারণতঃ দেখা যায়—সেখানে এমন অনেক গর্ত। এই গর্তটি একক, অন্ধকার, এবং মনে হয় সেই পথে আরেকটি গুহায় যাওয়া যায়। যদিও এই গর্তটি জ্যাসিণ্টোর মাথার চেয়ে কিছু উপরেই, সেটিতে তার হাত পৌঁছায়। বিশপ সবিস্ময়ে তাকালেন যে জ্যাসিণ্টো যে সব পাথর সংগ্রহ করেছিল সেই অতিশয় যত্ন সহকারে এবং নিঃশব্দে সেই গর্তটির মুখে চাপা দিয়ে সেই গর্তটি সম্পূর্ণ বুজিয়ে দিল। তারপর জ্বালানি কাঠ থেকে কেটে নিয়ে পাথরের ফাঁকগুলিতে ভরে দিয়ে সর্বশেষে একমুঠো মাটি (যা আগুন নেভানোর জন্য ব্যবহার হয়েছিল) তুলে নিয়ে ভিজা তুষারে মিশিয়ে দিয়ে সেই গাঁথনিটুকুর ওপর চাপা দিয়ে হাতদিয়ে বেশ করে সেটি মসৃণ করে দিল। এই সমস্ত কর্মটুকু সম্পন্ন করতে পনের মিনিটের বেশী সময় লাগল না।

তারপর কোনও মন্তব্য বা কৈফিয়ৎ না দিয়েই সে আগুন তৈরী করতে গেল। এতক্ষণ যে দুর্গন্ধ বিশপের নাকে বিশ্রী লাগছিল তা তৎক্ষনাৎ বিলুপ্ত হল প্রজ্বলিত কাঠের গুঁড়ির সৌরভে। উত্তাপ ভিতরকার বায়ুকে যেন পরিশ্রুত করল এবং সেই সঙ্গে প্রাণঘাতী ঠাণ্ডাও কমে গেল। কিন্তু ফাদার লাতুরেব মাথায় কি যেন একটা ভোঁভোঁ শব্দ হচ্ছিল সেটা রয়ে গেল। প্রথমটা তিনি মনে করেছিলেন ভারটিগোর (মাথাঘোরা) যন্ত্রণা, কানের কাছে শীতল হাওয়া লেগে হয়ত রক্তচলাচলে বিঘ্ন ঘটেছে। কিন্তু শরীর যতই উত্তপ্ত হতে লাগল এবং তিনি আরাম বোধ করতে লাগলেন তখন তিনি অনুভব করলেন যে গুহার অভ্যন্তরেই একটা অসাধারণ কম্পন অনুভূত হচ্ছে। গুণ গুণ করে মৌমাছির চাকের মত শব্দ হচ্ছে যেন অদূরে কোথায় ঢাক বাজছে। কিছুক্ষণ পরে তিনি জ্যাসিণ্টোকে প্রশ্ন করলেন, তুমিও কি এমন আওয়াজ লক্ষ্য করেছ? এই গুহায় প্রবেশ করার পর শীর্ণ ইণ্ডিয়ান ছেলেটি এই প্রথম হাসল। একখণ্ড জলন্ত কাঠ মশালের মত তুলে নিয়ে সে পাদ্রীসাহেবকে ইঙ্গিত করল সুড়ঙ্গের পথে অনুসরণ করার জন্য। এই সুড়ঙ্গ পাহাড়ের ভিতর চলে গেছে, সেখানে ছাদ অনেক নিচে নেমে গেছে, যেন একেবারে ছাতে ধরা

যায়। পাথরের মেঝের একটা ফাটলে জ্যাসিণ্টো উঁচু হয়ে চলল, সেই ফাটল-টুকু মাটি দিয়ে বোজানো। হাতের ছুরিটা দিয়ে এই মাটির অংশবিশেষ খুঁড়ে কয়েক মিনিট কান পেতে কি বললো তারপর বিশপকেও অনুরূপ কর্ম করার জন্য ইঙ্গিত করল।

যদিও এই ফাঁক বেয়ে বেশ ঠাণ্ডা আসছিল তবুও ফাদার লাতুর অনেকক্ষণ ঐ ফাটলের মুখে কান পেতে রইলেন। তিনি মনে মনে ভাবলেন পৃথিবীর এক প্রাচীতম ধ্বনি তিনি শুনছেন। যে শব্দ তিনি শুনলেন তা এক বিরাট ভূগর্ভস্থ নদীর কলতান, সে একটা প্রতিধ্বনিময় গুহার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। জল অনেক অনেক দুরে, হয়ত একেবারে পাহাড়ের নিচে, একটা প্রবাহ গভীর অন্ধকারে অসমতল পাহাড়ের ওপর দিয়ে বয়ে চলেছে। এ একটা চাপের শব্দ নয়, প্রবল বন্যা অসীম শক্তি ও প্রতিপত্তিতে বিস্তারিত।

তিনি অবশেষে উঠে দাঁড়িয়ে বল্‌লেন "কি ভয়ংকর!"

জাসিণ্টো যে মাটি খুঁড়েছিল তার ওপর থুতু দিয়ে ভিজিয়ে সেই গর্তটি বুজিয়ে দিয়ে বলল: "হ্যাঁ, পাদ্রী সাহেব, সত্যি।"

উভয়ে যখন অগ্নিকুণ্ডের ধারে ফিরে এল তখন দিবালোকের আভাষ আরো ম্লান হয়ে এসেছে। বিশপ অনুশোচনা ভরে সেই আলোর বিলুপ্তি লক্ষ্য করলেন। জিনের ব্যাগ থেকে কফি-পাত্র, রুটির টুকরো আর ছাগল দুধ থেকে তৈরী পনীর বার করলেন। জাসিণ্টো প্রবেশ দ্বারের নিচের দিককার ফাঁকটুকুতে লাফিয়ে উঠে কফি পাত্রটি এবং একটি কম্বল কিছু টাটকা তুষারে পূর্ণ করল। প্রদর্শক যখন এই সব কর্মে ব্যস্ত তখন বিশপ পকেট থেকে টাওসের হুইস্কি বার করে একটু গলাটা ভিজিয়ে নিলেন। কোনো ইণ্ডিয়ানের সামনে মদ্যপান তিনি কদাপি করতে ভালোবাসেন না।

জাসিণ্টো বলল এমন ভাবে রুটি এবং কফি পেয়ে সে ধন্য। শূন্য টিনের কাপটি এই বলে সে বিশপের হাতে ফিরিয়ে দিল। আনন্দভরে সে তার সেই বিরাট শালটির প্রান্ত দিয়ে মুখ মুছে তৃপ্তির হাসি হাসল যার ফলে তার সাদা দাঁতগুলি দেখা গেল।

সে বলল, "আমাদের ভাগ্য ভালো যে আমরা এই গুহার কাছাকাছি পৌঁছেছিলাম। যখন অশ্বতরগুলি ছেড়ে এলাম তখন ভাবলাম যেন এই

জায়গাটা খুঁজে পাই। আমার মনে ভরসা ছিল কম, কারণ আমি এই অঞ্চলে বেশী আসিনি। আপনি ভয় পেয়েছিলেন পাদ্রী সাহেব?"

বিশপ একটু ভেবে বললেন, "তুমি কি আমাকে ভয় পাওয়ার অবসর দিয়েছিলে বাছা? বল তো?"

ইণ্ডিয়ান কাঁধ নেড়ে স্বীকার করল, "আমি ভেবেছিলাম এই শেষ, আর পেয়োয় ফেরা হবে না।"

আগুনের আলোয় ফাদার লাটুর প্রার্থনাগ্রন্থের সংক্ষিপ্তসার পড়লেন অনেকক্ষণ ধরে। সকাল থেকেই তাঁর মন আধ্যাত্মিক ভিন্ন অন্য চিন্তায় মগ্ন ছিল। অবশেষে তাঁর মনে হল এইবার ঘুম হতে পারে। তিনি জাসিণ্টোকে দিয়ে "Pater Noster" 'তুমি আমাদের পিতা' এই মন্ত্র উচ্চারণ করলেন, রাতের বেলায় শিবিরে বরাবরই এমনটি করা হয়। তারপর কম্বল মুড়ি দিয়ে আগুনের দিকে পা করে শুয়ে পড়লেন। ওঁর অবশ্য মনে হয়ে ছিল ঐ রহস্যময় গুহা যা প্রদর্শক এত যত্নে বন্ধ করে রাখল সেটি রাতের বেলায় উঠে একটু ভালো করে দেখবেন। কাদা চাপা দিয়ে জাসিণ্টো সেই গর্তের দিকে আর একবারও তাকায় নি। এ দেশীয় ভব্যতা পালনে সচেষ্ট হয়ে ফাদার লাতুরও আর সেদিকে তাকান নি।

ফাদার জেগে উঠলেন, সেই প্রকাণ্ড গথিক প্রকোষ্ঠে আগুন তখনও পরিপূর্ণ গরিমায় দ্যুতিমান। কিন্তু দেয়ালের গায়ে তাঁর প্রদর্শক কোন অদৃশ্য পাদপীঠে দাঁড়িয়ে আছে, হাতদুটি পাথরের ওপর ছড়ানো, শুনছে কান পেতে ভালো করে, অতি অনুভূতিশীল কানে শুনছে। এবং নৈঃশব্দের গভীরতায় পাহাড়ের গায়ে কোনো রকমে যেন খাড়া আছে। বিশপ এতটুকু শব্দ না করে চোখ বুজলেন আর ভাবতে লাগলেন যে প্রদর্শক যে ঘুমাবে একথা কেন তাঁর মনে হয়েছিল!

পরদিন প্রাতে ওঁরা সেই পাথরের পাহাড় বেয়ে বেরিয়ে এলেন, বাইরে শুভ্র শুচি জগৎ, তুষারাবৃত পাহাড়গুলি উদীয়মান সূর্যের ছটায় লাল হয়ে আছে। বিশপ নিচে তাকিয়ে দেখলেন হিমেল ফার বৃক্ষের ঝোপের পর ঝোপ, তাদের ওপর শীতল প্রভাত ভেঙে পড়ছে, তাদের তুষারাবৃত পত্র পল্লবে গোলাপি রঙ লেগেছে।

জাসিণ্টো বলল যে অশ্বতর দুটির খোঁজ করে আর লাভ নেই। তুষার গলে যাওয়ার পর জিন এবং লাগাম উদ্ধার করে দেবে। ওরা পদব্রজে প্রায়

আটমাইল গিয়ে একটা আবাসে পৌঁছলেন, সেখান থেকে ছুটি ঘোড়া ভাড়া করে সন্ধ্যা নাগাদ যাত্রা সম্পূর্ণ করলেন। ওঁরা যখন পৌঁছলেন ফাদার ভ্যালিয়েন্ট তখন ঘোষের চামড়ার বিছানায় উঠে বসে আছেন, জ্বর নেমে গেছে, তিনি এখন একটু করে সারবার মুখে। বিশপ আসার আগেই আর একজন সহৃদয় বন্ধু এসে পৌঁছেচেন। কিট কারসন ছুজন তাওস ইণ্ডিয়ান নিয়ে পাহাড়াঞ্চলে হরিণ শিকারে এসেছিলেন। তিনি যখন শুনলেন এই গ্রামে মহামারী লেগেছে এবং ভিকার (যাজক) এখানেই রয়েছেন তখন তাড়াতাড়ি তাঁকে ত্রাণ করার উদ্দেশ্যে এলেন এবং কিছু মৃগয়ার মাংস নিয়ে ঠিক ঝড়ের পূর্ব মুহূর্তে এখানে এসে পৌঁছেচেন। ফাদার ভ্যালিয়েন্ট জিনে বসার শক্তি অর্জন করতেই কারসন এবং বিশপ তাঁকে সাণ্টা ফে-তে ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন, রুগ্ন শরীরের কথা বিবেচনা করে ফাদার ভ্যালিয়েণ্টের অবশ্য এই যাত্রা চারদিনে রথে-বসে করতে হল।

বিশপ কথা রেখেছিলেন। জাসিণ্টোর এই গুহার কথা কারো কাছে বলেন নি। কিন্তু সেই গুহা সম্পর্কে তাঁর বিস্ময়ের অবসান ঘটেনি। সময়ে অসময়ে সেই গুহার কথা মনে পড়ত এবং সর্বদাই একটা অস্বস্তিকর শিহরণ মনে জাগত অথচ সেখানকার অভিজ্ঞতার পিছনে এই অস্বস্তির কোনো হেতু নেই। সেই আশ্রয় যতদূর সম্ভব অতিশয় স্বচ্ছন্দদায়ক। তবু পরে সেই ঝড় এমন কি তজ্জনিত শ্রান্তি সবই যেন কিঞ্চিৎ আনন্দের সঙ্গেই স্মরণে জাগত। কিন্তু যে গুহা হয়ত তাঁর জীবন দান করেছে সেই গুহার কথা মনে হলে অন্তরে আতংক জাগত। তিনি মনে মনে ভাবলেন, কোনো কিছু বিস্ময়কর কাহিনীর বিনিময়েও ঐ গুহায় আর তিনি প্রবেশ করবেন না।

বাড়িতে ফিরে, নিজের ঘরে এই গুহার এই উৎসবভূমি সম্পর্কে এবং জাসিণ্টোর রহস্যময় ব্যবহারের কথা ভেবে তাঁর মনে কৌতূহল জাগ্ত। এ যেন পেকোস অঞ্চলের ধর্ম সম্পর্কে সে সব কাহিনী প্রচলিত আছে তাতেই কিছু স্বর্ণ প্রলেপ দান করে। তিনি ইতিমধ্যেই বিশ্বাস করেছেন যে শ্বেত মানুষ কিংবা সাণ্টা-ফের মেক্সিক্যানরা ইণ্ডিয়ান বিশ্বাস এবং ইণ্ডিয়ান মনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে এতটুকু অবহিত নন।

কিট কারসন তাঁকে বলেছিলেন যে পেকোস পেব্লো এবং গ্লোরিয়েটা পাসের অত্যন্তরন্ধ্র বাণিজ্য কুঠির মালিক এই সব ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে প্রতিবেশী

হিসাবে গড়ে উঠেছেন। এবং আর কারো চাইতে ইণ্ডিয়ানদের সম্পর্কে তিনিই বেশী জানেন। তাঁর আগে তাঁর জনক-জননী এই বাণিজ্য কুঠির মালিক ছিলেন এবং তাঁর জননী এই অঞ্চলের প্রথম শ্বেতাঙ্গিনী রমণী। এই ব্যবসায়ীর নাম জেব অর্চার্ড। তিনি এই পাহাড়ে একাই থাকেন। লাল এবং সাদা মানুষদের কাছে লবণ, চিনি, হুইস্কি এবং তামাক বিক্রি করেন। কারসন বললেন, লোকটি সৎ এবং সত্যবাদী। ইণ্ডিয়ানদের প্রকৃত বন্ধু। এক সময় এক পেকোসের একটি মেয়েকেই বিয়ে করবেন ঠিক করেন, কিন্তু তাঁর বৃদ্ধা জননীর শ্বেতাঙ্গ হিসাবে অত্যন্ত গর্ব ছিল এ সব কথায় পাত্তা দেন নি। তাই তিনি আজো অকৃতদার, উদাসীন হয়েই আছেন।

ফাদার লাতুর স্থির করলেন যাত্রাপথে কোনো এক সময় এক রাত্রির জন্য এই ব্যবসায়ীর ওখানে থেকে তাঁর কাছে পেকোসের রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার সম্পর্কে কিছু জেনে নেবেন।

অর্চার্ড বললেন যে অনির্বাণ আগুনের কাহিনী নিঃসন্দেহে সত্য। তবে সে আগুন পাহাড়ে নয় ওদের পেব্লোতেই জ্বলছে। মাটির উনানে টিমে আগুন এবং এই পেব্লো বহু শতাব্দী আগে স্থাপিত হওয়ার সময় থেকেই জ্বলছে। সর্প কাহিনী সম্পর্কে তিনি নিঃসন্দেহ নন। পেব্লোতে চারপাশে তিনি র‍্যাটল্ স্নেক (ঝুমঝুমি সাপ) দেখেছেন, তবে এ সব জায়গায় সর্বত্রই এমন সাপ দেখা যায়। কয়েক বছর আগে পেকোসের একটি ছেলেকে সাপে কামড়ায়, সে হুইস্কির জন্য এসেছিল, সে ফুলে উঠেছিল, ছেলেটি অতি দুর্বল, আর সব বালকদের মতই।

বিশপ প্রশ্ন করলেন অর্চার্ডের কি মনে হয় যে ইণ্ডিয়ানরা কোনো এক জায়গায় বিরাট একটি সাপ লুকিয়ে রেখেছে। যেমন প্রায় শোনা যায়।

ব্যবসায়ী উত্তরে বললেন, "কিছু একটা বিস্ময় প্রাণী পাহাড়ে লুকানো আছে। ধর্মীয় উৎসবকালে সেটি ওরা নিয়ে আসে। তবে সেটি সাপ কি আর কিছু তা জানি না। কোনো শ্বেতাঙ্গ মানুষ ইণ্ডিয়ান ধর্ম সম্পর্কে কিছুই জানে না পাদ্রী সাহেব।"

আরো যখন কথা হল, অর্চার্ড স্বীকার করলেন, তিনি নিজে যখন ছোট ছিলেন তখন এই সাপ সম্পর্কে তাঁর অসীম কৌতূহল ছিল, একবার একটা উৎসবের সময়, তিনি এই পেকোসের লোকজনের ওপর গোয়েন্দাগিরি করেছিলেন। যদিও সে কার্য তেমন নিরাপদ ছিল না। তিনি পাহাড়ের

ওপর এক ঝোপে দু-রাত্রি লুকিয়ে ছিলেন, তিনি দেখলেন একদল ইণ্ডিয়ান একটি মশাল জেলে সিন্দুক বয়ে নিয়ে এল। মেয়েদের পেঁড়ার মত বড় সিন্দুক, কিন্তু এত ভারী যে কাঠের দুটি বাঁক যাতে ওটি ঝুলছে, একেবারে ভারে নুয়ে পড়েছে। তিনি বললেন, যদি দেখতাম শ্বেতাঙ্গরা অন্ধকারে এমন একটা সিন্দুক নিয়ে আস্ছে, আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারতাম যে তাতে কি আছে, "অর্থ হুইস্কি কিংবা আগ্নেয়াস্ত্র। কিন্তু ইণ্ডিয়ানদের দেখে কিছু বলা সম্ভব নয়। এমন কি হয়ত অদ্ভুত আকারের কয়েকটি পাথরখণ্ড হতে পারে হয়ত পুরুষানুক্রমে তার প্রতি এইভাবে শ্রদ্ধা জানানো হচ্ছে। ওদের নিজস্ব কুসংস্কার আছে। এইভাবেই শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত ওদের মন ঘুরে বেড়াবে।"

ফাদার লাতুর মন্তব্য করলেন যে প্রাচীন রীতির প্রতি ইণ্ডিয়ানদের যে এই শ্রদ্ধা এ তিনি অতিশয় পছন্দ করেন, তাঁর নিজের ধর্মমতেও এ জিনিসের দাম আছে।

ব্যবসায়ী বললেন যে হয়ত ওদের আপনি উত্তম ক্যাথলিক বানাতে পারবেন কিন্তু নিজস্ব বিশ্বাস থেকে ওদের বিচ্যুত করতে পারবেন না। ওদের যাজকদের নিজস্ব রহস্য আছে। এর কতখানি সত্য আর কতটুকু ভাল তা জানি না। আমি যখন ছোট ছিলাম, মনে আছে তখন একবার একটি ঘটনা ঘটে। এক রাত্রিতে একটি পেকেসের তরুণী ছোট্ট শিশু নিয়ে আমাদের একটি রান্না ঘরে এসে প্রার্থনা জানালো যে শিশুটিকে উৎসবকাল পর্যন্ত লুকিয়ে রাখতে হবে, সে এমন একটা দুশ্চিন্তা লক্ষ্য করেছে তাতে তার ধারণা যে তার শিশুটিকে সর্প দেবতার সেবায় দেওয়া হবে। সত্য কি মিথ্যা কে জানে, তবে সে একথা বিশ্বাস করেছিল, বেচারীর অবস্থা দেখে মা তাকে থাকতে দিয়েছিলেন।

সেইকালে এই ঘটনায় আমার মনে একটা গভীর ছাপ পড়ে গেল।

পঞ্চম খণ্ড

পাদ্রী মার্টিনেজ

॥ এক ॥

প্রাচীন রীতি

বিশপ লাতুর জ্যাসিণ্টোর সঙ্গে তাঁর প্রথম সরকারী পর্যটনে টাওসে চলেছেন—আলাবুকার্কের পর এই তাঁর যাজন ক্ষেত্রের মধ্যে এই অঞ্চলটি বৃহত্তর এবং অর্থ সম্পদে সমৃদ্ধ। এখানকার জনগণ এবং পুরোহিত উভয় পক্ষই আমেরিক্যানদের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন এবং কোনো রকম হস্তক্ষেপের বিরোধী। স্প্যানিয়ার্ড ছাড়া অন্য কোন য়ুরোপীয়-কে gringo বলা হয়, এই কথাটিতে আমোরিক্যানদের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশিত হয়। বিশপও এখানকার প্যারিস বা ধর্মক্ষেত্রকে এতদিন ঘাঁটান নি। ওঁদের বিরোধিতাকে শান্ত করার সুযোগ দিয়েছেন। কারসনের সাহায্যে এখানকার সকল সংবাদ সম্পর্কে তিনি ওয়াকিবহাল হয়েছেন, এখানকার শক্তিশালী প্রাচীন পুরোহিত এণ্টোনিওজোস্ মার্টিনেজের কথা শুনেছেন, তিনি এখানকার অধ্যাত্মজগৎ এবং জড় জগতের অধিকর্তা। প্রকৃত পক্ষে ফাদার লাতুরের আবির্ভাবের পূর্বে উত্তরাঞ্চলের নিউ মেকসিকোর সবকটি ধর্মক্ষেত্রের তিনিই একচ্ছত্র নিয়ামক ছিলেন এবং সাণ্টা ফের সমগ্র দেশোয়ালি পুরোহিত তাঁর হাতের মুঠোয় ছিল।

সবায়ের মুখেই শোনা যায়, পাঁচ বছর আগে টাওস-ইণ্ডিয়ানদের বিদ্রোহ পাদ্রী মার্টিনেজ কর্তৃক প্ররোচিত হয়েছিল, সেই কালে আমেরিক্যান গভর্নর বেণ্ট এবং প্রায় বারোজন শ্বেতাঙ্গকে হত্যাকরে নিশ্চিহ্ন করা হয়। সাতজন টাওস ইণ্ডিয়ানের সামরিক আদালতে বিচার হয় এবং হত্যার অপরাধে ফাঁসী দেওয়া হয় কিন্তু চক্রান্তকারী এই পুরোহিতের শাস্তির কোনো চেষ্টা হয় নি। প্রকৃত পক্ষে, এই ব্যাপারে ফাদার মার্টিনেজ বিশেষ ভাবে উপকৃত হয়েছিলেন।

যে সব ইণ্ডিয়ানরা মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিল তারা পাদ্রী সাহেবকে ডেকে এনে অনুনয় করে বলে যে বিপদে তিনি ফেলেছেন তার থেকে নিষ্কৃতি দিন। মার্টিনেজ তাদের জীবনরক্ষার প্রতিশ্রুতি দেন বিনিময়ে পেব্লোর সন্নিকটস্থ তাদের জমিজমা লিখে দিতে বলেন। তারা তা করেছিল, দলিল

পত্র বিধিবদ্ধ হওয়ার পর পাদ্রী এই বিষয়ে আর মাথা ঘামান নি, তিনি তখন এ্যবকুইয়ুতে তাঁর স্বগ্রামে বেড়াতে গেলেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে সাতজন ইণ্ডিয়ানকে ফাঁসী দেওয়া হল। মার্টিনেজ অতঃপর তাদের উর্বরভূমিতে চাষকরে এই ধর্মক্ষেত্রের সবচেয়ে বড় ধনী হয়ে উঠলেন।

ফাদার লাতুর মার্টিনেজকে বিনয়-নম্র পত্রাদি লিখেছেন, কিন্তু তাঁকে দেখেছেন মাত্র একবার। সেই অবিস্মরণীয় মুহূর্তে টাওস থেকে সাণ্টা ফের যাজককে নতুন বিশপকে অগ্রাহ্যকরার ব্যাপারে শক্তিদান করার জন্য গিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি তাকে দেখলেই বুঝবেন যেন গতকাল দেখেছেন। টাওসের পুরোহিতকে একবার দেখলে ভোলা শক্ত। তাঁর প্রচণ্ড শারীরিক শক্তি এবং রাশভারী ভঙ্গির জন্য পথে দেখলেও তাঁকে নজর পাশ কাটিয়ে যাওয়া যায় না। প্রকৃতপক্ষে বিশপের চেয়ে বেশী লম্বা নন, তবু তাঁকে দেখলে একটা বিরাট বপু মানুষ মনে হয়। তাঁর চওড়া কাঁধ যেন একটা মহিষের কাঁধের মত, তাঁর বড় মাথা উদ্ধত ভঙ্গীতে মোটা ঘাড়ের ওপর বসানো। পরিপূর্ণ গাল, তাতে রক্ত আছে, মুখখানি ডিম্বাকৃতি স্প্যানিসমুখ, কিন্তু সুস্পষ্ট-ভাবে বিশপ সেই মুখখানি মনে রেখেছেন। এমনই অ-সাধারণ মুখ যে আর একবার দেখলে খুশী হবেন। উঁচু, সংকীর্ণ কপাল, চমৎকার হলদে রঙের চোখ, সুদৃঢ় ভ্রূ যুগের মধ্যে বসানো, পরিপূর্ণ চোয়াল শুধু মসৃণ চামড়ায় ফাঁকা অঞ্চল নয়, (এ্যাংলোস্যাকসন মুখে তাই হয়ে থাকে) বরং পেশীবহুল সক্রিয়-তার ছাপ আছে তাতে, অতি দ্রুত মুখভাব পরিবর্তন করা যায়। তাঁর মুখে তীব্র আত্মম্ভরিতার ছাপ অসংযত ভাবাবেগ অত্যাচারীর ইচ্ছা শক্তি প্রকটিত। পরিপূর্ণ ঠোঁট সামনে এগিয়ে এসেছে, যেন জন্তু জানোয়ারের মাংস ভয় বা কামনায় উন্মুক্ত হয়েছে।

ফাদার লাতুর বিবেচনা করলেন যে বে-আইনি ব্যক্তিগত ক্ষমতার দিন একেবারে অবসান হয়েছে, এমন কি সীমান্তেও, এই আকৃতি তাঁর কাছে ছবির মত এবং মনেধরা মনে হয় তবু প্রকৃতপক্ষে এ মানুষ আজ অক্ষম, অতীতের আবর্জনা।

বিশপ এবং জ্যাসিন্টো পিছনের পর্বতগুলি ফেলে এগিয়ে চলেছেন—পথটি উপত্যকায় এসে পড়ল, এই পথ অতি প্রাচীন 'সেজ-ব্রাস' গাছের ঝোপে আচ্ছাদিত, গাছের গুঁড়িগুলি মানুষের পায়ের মত মোটা। জ্যাসিন্টো দেখলো একটা ধুলোর মেঘ ওদের দিকে দ্রুতগতিতে এগিয়ে আসছে—প্রায়

একশত বা ততোধিক মানুষের ইণ্ডিয়ান ও মেক্সিকান জনতার একটা মিছিল অভ্যর্থনা করার জন্য এগিয়ে এল, তারা জয়ধ্বনি করে, বন্দুকের আওয়াজ করে অভিনন্দন জানালো।

এই সব অশ্বারোহীরা এগিয়ে আসার সঙ্গে পাদ্রী মার্টিনেজকে সহজেই চেনা গেল—তাঁর পরনে বাকস্কিনের ব্রীচেস, উঁচু বুটজুতা তাতে রুপোর তৈরী ঘোড়া তাড়নার খোঁচা—মাথায় একটি প্রশস্ত মেকসিক্যান টুপি, কাঁধে প্রকাণ্ড কালো গলাবন্ধ কাঁধের ওপর মেষপালকের চাদরের মত ঝুলছে, তিনি বিশপের কাছে এগিয়ে গেলেন এবং তাঁর কালো ঘোড়াটিকে সংযত করে মাথার ওপর থেকে আবরণ উন্মুক্ত করে প্রণতি জানালেন, তাঁর সঙ্গীরা চার্চের লোকজনদের ঘিরে শূন্যে বন্দুকের আওয়াজ করল।

দুজন পুরোহিত পাশাপাশি অশ্বপৃষ্ঠে 'লস রানচোস ডি টাওসে' চললেন। অধিবাসীবৃন্দ সবাই চার্চের সামনের প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়াল। বিশপ যখন চার্চে প্রবেশ করার জন্য নামলেন, স্ত্রীলোকেরা ধূলিময় পথে তাদের শাল বিছিয়ে দিল বিশপ হেঁটে যাবেন বলে। তিনি যখন সেই অবনত জনতার ভীড় অতিক্রম করে যাচ্ছিলেন, নর-নারী তাঁর হাত টেনে আঙুলের ওপর যে ধর্মীয় অঙ্গুরি আছে সেটি চুম্বন করতে লাগল। স্বদেশে এ সমস্তই জাঁ মারি লাতুরের কাছে অত্যন্ত অরুচিকর মনে হত। এখানের এই অভিব্যক্তি এখানকার নিসর্গ দৃশ্যে এবং বাগানে জলন্ত ক্যাকটাস (মনসাজাতীয় গাছ) এবং জাঁকজমক পূর্ণ অলংকরণে সজ্জিত বেদী প্রভৃতিতে যে রঙ ছড়িয়েছে এ যেন তার অন্যতম অঙ্গ। এমনকি ভীত মন্ত্রপূত দল এবং কুমারীরা আর সাধুদের মানবিক মূর্তিতেও যেন সেই রঙের ছড়াছড়ি। তিনি ইতিমধ্যেই বুঝেছেন এইসব মানুষের কাছে ধর্ম কিঞ্চিৎ অভিনয় ঘেঁষা হয়ে গেছে।

লস রাঞ্চোস থেকে দলটি তাড়াতাড়ি টাওসের ধূসর উপত্যকায় পৌঁছে গেলেন, চার্চের অপরদিকেই যাজকের আবাস গৃহ, সেখানেও বেশ ভীড় জমেছে। সবাই যখন হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল, দশ বারো বছরের বেশ একটা মোটাসোটা ছেলে হাতে টুপি নিয়ে হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইল। পাদ্রী মার্টিনেজ সবায়ের মাথা ডিঙিয়ে ছেলেটির কাছে পৌঁছে টুপিটি কেড়ে নিলেন তারপর বেশ করে কান দুটি মলে দিলেন। ফাদার লাতুর যখন প্রতিবাদের গুঞ্জন তুললেন তখন তিনি সাহসভরে বললেন : "ও আমারই ছেলে বিশপ, এখনই ওর ভব্যতা শেখার সময় হয়েছে।"

বিশপ মনে মনে ভাবলেন, এই তাহলে এখানকার সুর। এই আস্ফালনে ভালো শিক্ষাপ্রাপ্ত সুরুচিসম্পন্ন বিশপের মুখাকৃতিতে পরিবর্তনের কোনো ছায়া পড়লো না, তিনি পাদ্রীর বাসভবনের দিকে এগিয়ে গেলেন। সোজা ওঁরা মার্টিনেজের পাঠকক্ষে গিয়ে ঢুকলেন, সেখানে জনৈক তরুণ গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হযে মাটিতে শুয়ে আছে। প্রকাণ্ড আকৃতির তরুণ, বেশ হৃষ্টপুষ্ট, চিৎ হয়ে একখানি বই বালিস হিসাবে মাথায় দিয়ে ঘুমাচ্ছে। নিঃশ্বাসের সঙ্গে তার দেহটির উত্থান-পতন দেখে মজা লাগে। তার পরিধানে ফ্রান্সিসক্যান বাদামি গাউন, মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা। নিদ্রায়ু মানুষটিকে দেখে ফাদার মার্টিনেজ একচোট হেসে নিযে তার পাঁজরায় লাথি মারলেন, তার তীব্রতা নেহাৎ মৃদু নয়। বেচারী দারুণ বিভ্রান্ত হযে সামনেব দরজা দিয়ে প্রাঙ্গণে পালিয়ে গেল।

পাদ্রী তার উদ্দেশে বললেন, "শোনো হে! যে সব তরুণ রাতে কঠোর পরিশ্রম করে তারাই দিনে ঘুমোতে চায়! তুমি বোধহয় বাতি জ্বালিযে অনেক পড়েছ। আমি তোমাকে ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কে একটা পরীক্ষা করব।" এই কথা-গুলিতে প্রাঙ্গণেব দিককার জানলা দিযে বামাকণ্ঠের খিলখিল হাসি শোনা গেল,—সেইখানে একটি শুখাতে-দেওযা কাপড়ের পাশে পলাতক লুকিযেছে। ছেলেটি তার দীর্ঘ দেহ অবনত করে ভিজা কাপড়ের আড়ালে আড়ালে পালিয়ে গেল।

মার্টিনেজ বললেন, "এটি আমার ছাত্র ত্রিনিদাদ, আরাইয়ো হোণ্ডোর—আমার পুরাতন বন্ধু ফাদার লুকেবোর ভাইপো। ছেলেটি যদিও সাধু; আমরা ওকে দিয়ে কাজকর্ম করাই, হুকুম শোনে। আমরা ওকে ডুরাঙ্গোর সেমিনারিতে পাঠিয়েছিলাম, তবে হয় বড় ঘর কুনো আর নয়ত একেবারে জরদ্গব, কিছুই শিখতে পারে না, তাই এখানেই ওকে শেখাচ্ছি। একদিন ওকে পুরোপুরি পুরোহিত করে তুলতে পারবো।"

ফাদার লাতুরকে এই গৃহটিকে তাঁর নিজের গৃহ হিসাবে বিবেচনা করতে অনুরোধ করা হল, সেই ইচ্ছা অবশ্য তাঁর ছিল না। এখানকার বিশৃঙ্খলা তাঁর খুঁতখুঁতে রুচির পক্ষে সহ্য সীমার বাইরে। পাদ্রী সাহেবের পাঠকক্ষের টেবিলটি লণ্ড ছড়ানো, আর এত বই উঁচু করে সাজানো যে পিছনকার দেয়াল গাত্রের ক্রুশচিহ্নটি প্রায় ঢাকা পড়ে গেছে। সারা বাড়িটায় চেয়ারে, টেবিলে বইতে একেবারে পাহাড় হয়ে আছে, আর মেঝে এবং বইগুলির ওপর ধুলি-ঝঞ্ঝ

জনিত ধুলা জমে আছে সাতপুরু। ফাদার মার্টিনেজের বুট আর হ্যাট এক কোণে পড়ে আছে, তাঁর কোট ,এবং আচকান আলনায় টাঙানো আর আসবাবপত্রের ওপরও ঝোলানো রয়েছে। অথচ, এই আবাসগৃহটি দাসীতে পরিপূর্ণ, বৃদ্ধা এবং তরুণী আর আছে হলদে রঙের বিরাট বেড়াল—বেশ নরম লোমওলা বেড়াল, বিশেষ জাতের হবে মনে হয়। তারা সব জানলার চৌকাটে বা প্রাঙ্গণের ধারে শুয়ে আছে, যেটা সবচেয়ে সাহসী সে একেবারে সোজা আহারের সময় টেবিলে এসে উঠল—প্রভু অসতর্কভাবে নিজের প্লেট থেকে এক-আধ টুকরো খাবার দিতে লাগলেন।

সবাই যখন নৈশভোজে বসলেন তখন গৃহস্বামী বিশপকে সেই দীর্ঘ দেহ যে ছেলেটি মেঝেতে ঘুমোচ্ছিল তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। তিনি আবার বললেন, ত্রিনিদাদ লুসেরো তাঁর কাছ থেকে পড়াশোনাই করছে, তাঁর সেক্রেটারি, কিন্তু সমস্ত দিন রান্নাঘরে মেয়েদের কাজকর্মে বাধাসৃষ্টি করে বেড়ায়।

তরুণটির সামনেই এই সমস্ত কথা বলা হল, কিন্তু তাতে ছেলেটি এতটুকু কুণ্ঠিত হল না। সে মটন-স্টুতে সমস্ত মন-প্রাণ সঁপে দিয়েছে এবং প্লেট সামনে পড়ার সঙ্গেই অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে তা গিলছে। বিশপ লক্ষ্য করলেন যে ত্রিনিদাদকে দরিদ্র আত্মীয় বা ভৃত্যের মতই ব্যবহার করা হয়। তাকে নানা রকম কাজে পাঠানো হয়। কোনো রকম ভূমিকা না করেই পাদ্রী সাহেবের বুটজুতো আনতে বলা হয়, 'আগুনের জন্য কাঠনিয়ে এসো', 'ঘোড়ায় জিন লাগাও' এই সব। ফাদার লাতুর এই মানুষটির ব্যক্তিত্ব এতই অপছন্দ করতে লাগলেন যে তার মুখের দিকে তাকাতে তাঁর ইচ্ছা হল না। তার গোলাকার মুখখানি বিরক্তিকর ভাবে নির্বোধের মত আর আকৃতিটা যেন নরম ধূসর রঙের তৈলাক্ত পনিরের মত স্থূলতার জন্য তার মুখের কোণ-গুলিতে গভীর কুঞ্চন রেখা, ছোট শিশুর পায়ের কুঞ্চনের মত। আহারের কালে সে একটিও কথা বলল না, যখন তার নজর প্লেট থেকে অন্যত্র ন্যস্ত, দেখা গেল সেও আহার্যের মতই লুব্ধ দৃষ্টি পরিবেশিকার ওপর। সে কিন্তু মানুষটিকে অসতর্ক তাচ্ছিল্যের ভঙ্গীতেই দেখছে। মনে হল, এই ছাত্রটিকে সর্বদাই একটি না একটি কামনাক্লিষ্ট ঘটনা সংঘাতে স্তম্ভিত হয়ে থাকতে হয়।

পাদ্রী মার্টিনেজ গলায় একটি তোয়ালে বেঁধেছেন আচকান রক্ষার জন্য এবং বেশ স্বাচ্ছন্দ্যসহকারে খাদ্য এবং পানীয় গ্রহণ করছেন। বিশপ দেখলেন

আহার্য তেমন উত্তম নয়। যদিচ অসংখ্য রাঁধুনি।' যদিও এল-পাসো-দেল-নর্‌ত্তে থেকে আনা মদ্য মন্দ নয়।

খাবার সময় গৃহকর্তা সোজাসুজি প্রশ্ন করে বসলেন যে, পুরোহিতের কর্মে ব্রহ্মচর্য কি অবশ্য পালনীয় ?

ফাদার লাতুর শুধু বললেন, "এই প্রশ্ন নিয়ে অনেক কাল আগেই বিচার করা হয়ে গেছে এবং চূড়ান্ত নিষ্পত্তিও হয়েছে।"

মার্টিনেজ তীব্র গলায় বললেন, "চূড়ান্ত নিষ্পত্তি কোনো কিছুরই হয় না, ব্রহ্মচর্য ফরাসী যাজকদের পক্ষে হয়ত ভালো, আমাদের পক্ষে নয়। স্বয়ং সেণ্ট আগস্টিন বলেছেন প্রকৃতির বিরুদ্ধে যেতে নেই। আমার তো তথ্য প্রমাণ দেখে মনে হয় বুড়ো বয়সে তিনি অনুতপ্ত হয়েছিলেন ব্রহ্মচর্য পালন করেছিলেন বলে।"

বিশপ বললেন, "কোন্‌খানে এই কথাটি আপনি পেয়েছেন এবং তার ফলে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছেচেন, জানি না, তবে সেটা দেখতে পেলে খুশী হব, আমার তো সেণ্ট আগস্টিন মোটামুটি ভালো করেই পড়া আছে।"

"আমার কাছে একেবারে প্রত্যক্ষ প্রমাণ লেখা আছে, কোথায় যেন রেখেছি আপনি যাওয়ার আগে খুঁজে দেখিয়ে দেব। আপনি হয়ত সংস্কারান্ধ দৃষ্টি নিয়ে সে অংশ পড়েছেন। ব্রহ্মচারী যাজকরা তাঁদের বিবেচনাশক্তি হারিয়ে ফেলেন। নিজে পাপে না জড়িয়ে পড়লে কোনো পুরোহিতই অনুতাপ বা পাপের ক্ষমা কি বস্তু তা ঠিক মত অনুভব করতে পারেন না। যৌন বুভুক্ষা সব চেয়ে ব্যাপক মোহ এই সম্পর্কে কিছু জানা যাজকের পক্ষে ভালো। আত্মা শুধু মাত্র উপবাস আর উপসনায় শুদ্ধ হয় না, সেই আত্মাকে জাগতিক পাপের চরম আঘাতকেও অতিক্রম করে আসতে হবে, তবেই মহতের মহিমায় পাপের ক্ষমা কি বস্তু তা উপলব্ধি করা যাবে। অন্যথায় ধর্ম একটা নিষ্প্রাণ তর্ক-বিজ্ঞান মাত্র।"

বিশপ শান্ত গলায় বললেন, "এই বিষয় আমরা পরে বিস্তারিত আলোচনা করব। আমার যাজনক্ষেত্রে (diocese) এই সব অভ্যাস এবং রীতিনীতি যত শীঘ্র সম্ভব আমি সংস্কার করব। অতি অল্পকালের মধ্যেই এমন পুরোহিত খুব কমই থাকবেন যিনি বেদীতে বসার সময় যে শপথ গ্রহণ করেছেন তা প্রতিপালনে অক্ষম।"

স্থূলদেহ পাদ্রী হেসে তাঁর আদরের বেড়ালটা গা থেকে ঠেলে ফেলে দিয়ে

বললেন, "এ কাজে আপনার অনেক সময় যাবে বিশপ। আপনার কাজ প্রকৃতিই এখানে করে যাবে, আর সেই কাজে আমাদের দেশীয় যাজকরা আপনাদের ফরাসী জেস্যুইটদের চাইতে অনেক বেশী নিষ্ঠা পরায়ণ। আমাদের এখানকার চার্চ জীবন্ত, এখানকার চার্চ য়ুরোপীয় চার্চের মৃত শাখা প্রশাখা মাত্র নয়, আমাদের ধর্মের সঙ্গে মাটির সংযোগ, এখনকার গভীরে তার মূল চলে গেছে। আমরা হোলি ফাদারের প্রতি অপত্য স্নেহ পরায়ণ এখানে রোমের কোনো কর্তৃত্ব নেই। আমরা ভ্যাটিকানের কোনো প্রচার-ব্যবস্থায় মুখাপেক্ষী নই, আমরা এর কোনোরকম হস্তক্ষেপ পছন্দ করি না। ফ্রান্সিসক্যান ফাদাররা যে চার্চ এখানে স্থাপনা করেছিলেন তার মূল ছিন্ন হয়েছে। এ হল দ্বিতীয় বৃদ্ধি, এ বৃদ্ধি ভূমিজ। এই পৃথিবীতে আমাদের এখনকার মানুষরা অত্যন্ত নৈষ্ঠিক ও ধর্ম পরায়ণ। আপনারা যদি য়ুরোপীয় আচার এবং আচরণ তাদের ওপর চাপিয়ে দেন তাহলে অধার্মিক এবং স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠবে।"

এই ওজস্বিনী বক্তৃতার পর বিশপ সংক্ষেপে বললেন, "আমি এখানকার জনগণকে তাদের ধর্মথেকে বঞ্চিত করতে আসিনি, তবে এখানকার পুরোহিতরা যদি তাঁদের জীবনের গতিপথ না পরিবর্তন করেন তাহলে তাঁদের যাজন ক্ষেত্রের কর্তৃত্ব থেকে বঞ্চিত করা হবে।"

ফাদার মার্টিনেজ তাঁর গ্লাসটি ভর্তি করে বেশ খুশীর ভঙ্গীতে বললেন, "আপনি আমার ক্ষেত্র থেকে আমাকে বঞ্চিত করতে পারবেন না বিশপ, চেষ্টা করে দেখুন। আমি আমার নিজস্ব চার্চ গড়ে নেব। আপনি আপনার টাওসের জন্য ফরাসী যাজক পাবেন আর আমি পাব আমার অনুগত জনগণ।"

এই কথা বলে পাদ্রী উঠে পড়ে অগ্নিকুণ্ডের কাছে গিয়ে কোমর পর্যন্ত আচকান তুলে আগুনের দিকে বললেন, "বিশপ, আপনার বয়স কম—" তারপর প্রচুর ধোঁয়া খাওয়া কড়িকাটের দিকে তাকিয়ে বললেন: "আর আপনি রেড-ইণ্ডিয়ান বা মেকসিক্যান সম্পর্কে কি-ই বা জানেন। আপনি যদি প্রাচীন প্রথা পরিবর্তন করে এখানে য়ুরোপীয় প্রথা প্রবর্তন করতে চান, রেড-ইণ্ডিয়ানদের গোপন নৃত্য প্রথা বন্ধ করতে চান, কিংবা অদ্ভুতগুদের রক্তক্ষয়ী প্রথা লোপ করতে চান, আমি ভবিষ্যদ্বাণী করছি আপনার অকাল-মৃত্যু ঘটবে। এখানে এসেছেন বর্বর মানুষের জগতে, হে ফরাসী বন্ধু, দু-দল অসভ্য মানুষ এখানে। আপনার চার্চের যে সব জিনিস নিষিদ্ধ এবং ঘৃণ্য

এখানে সেটি রেড ইণ্ডিয়ান ধর্মের অঙ্গ। এখানে আপনি ফরাসী ক্যাসান প্রবর্তন করতে পারেন না।"

এই সময়ে ছাত্র ত্রিনিদাদ নিঃশব্দে উঠে পড়ল, এবং বিশপের প্রতি অত্যন্ত সশ্রদ্ধ নমস্কার জানিয়ে, অতিশয় লঘু পদক্ষেপে রান্নাঘরের দিকে পলায়ন করল। তার বাদামী পোশাক যেই দরজার আড়াল হয়ে গেল, ফাদার লাতুর গৃহকর্তার দিকে অতিশয় তীক্ষ্ণ গলায় বললেন, "মার্টিনেজ, এইসব ছেলে-মানুষের সামনে, বিশেষতঃ যে পুরোহিত হওয়ার জন্য অধ্যয়ন করছে এই জাতীয় হালকা আলোচনা আমার মতে অত্যন্ত অশোভন। তাছাড়া আমি তো বুঝি না এই জাতীয় তরুণকে দিয়ে কেন হুকুম বরদারি করানো হয়। আমার যাজনক্ষেত্রে ও কোনো দিন কোনো ধর্ম মন্দিরের কর্তৃত্ব পাবে না।"

পাদ্রী মার্টিনেজ হেসে তাঁর বড় বড় হলদে রঙের দাঁত বার করলেন। হাসিটা ওঁর ভালো মানায় না, প্রকাণ্ড বড় বড় দাঁত, অতিশয় কুৎসিত দর্শন। তিনি বললেন: "ত্রিনিদাদ যাবে আরোয়িয়ো হন্‌ডো তার খুড়োর তত্ত্বধারক হয়ে। তিনি বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন। ত্রিনিদাদ ছেলেটি বেশ ধর্মপ্রাণ ওকে 'প্যাশন উইকে' দেখতে পাওয়া যায়। ও এ্যাবিকিউ পর্যন্ত যায় যেন অন্য মানুষ। সবচেয়ে ভারী ক্রুশটা ও বহন করে সবচেয়ে উঁচু পাহাড় পর্যন্ত। সবচেয়ে বেশী শাস্তি গ্রহণ করে। এখানে যখন ফিরে আসে শিরদাঁড়ায় কাঁটা বোঝাই, মেয়েদের মুরগীর পালক তোলার মত করে বেছে দিতে হয়।"

ফাদার লাতুর ক্লান্ত, আহারান্তে সোজা নিজের জন্য নির্দিষ্ট শয়নকক্ষে চলে গেলেন। নিরীক্ষণ করে দেখা গেল বিছানাটি পরিষ্কার এবং আরাম-দায়ক, কিন্তু তার পরিবেশ সম্পর্কে তিনি অনিশ্চিত। এখানকার আবহাওয়া তাঁর পছন্দ নয়। বিশ্রাম করার পর মেয়েদের হাসি এবং প্রাঙ্গণে বাসন-কোসন ধোওয়ার শব্দ অনেকক্ষণ তাঁকে জাগিয়ে রাখল, সে সব যখন থামল, তখন ফাদার মার্টিনেজ নিকটস্থ কক্ষ থেকে নাক ডাকা শুরু করলেন, নিশ্চয়ই প্রাঙ্গণের দিকের দরজা খোলা—কেন না এই বাসগৃহের দেয়ালগুলি বেশ পুরু, তাতে শব্দ রোধ করা যায়। পাদ্রী যেন ক্রুদ্ধ ষাঁড়ের মত গর্জন করছেন, বিশপ শেষ পর্যন্ত স্থির করলেন উঠে গিয়ে ওঁর দরজাটা বন্ধ করে দেওয়া যাক। তিনি উঠে পড়ে, বাতিটা জ্বেলে নিয়ে দরজাটা খুলে দোনা-মনা নিয়ে সঙ্কল্প সাধন করতে গেলেন। রাতের বাতাস ঘরে আসার সঙ্গে কি যেন দেয়াল থেকে উড়ে এসে গায়ে পড়ল, প্রথমটা ভাবলেন ইঁদুর। কিন্তু তা নয়,

এক গুচ্ছ স্ত্রীলোকের চুল। কোনো নোংরা স্বভাবের স্ত্রীলোক এই ঘরে চুল বাঁধার সময় ফেলে গেছে। এই আবিষ্কার বিশপকে অতিশয় বিরক্ত করে তুলল।

পরদিন সকাল এগারোটায় উপাসনা, এই যাজনক্ষেত্রের পুরোহিত কর্মাধ্যক্ষ এবং বিশপ যাজকের আসনে উপবিষ্ট। তাওসের এই গির্জা দেখে তিনি অত্যন্ত খুশী। ভবনটি পরিষ্কার এবং মেরামত করা, ভক্তিমান মানুষের বিরাট জন সমাবেশ। সূক্ষ্ম লেশ, তুষার-শুভ্র আচ্ছাদনী-বস্ত্র, মাজা-ঘষা পিতলের বাসনপত্র প্রভৃতি বেদীমূলে থাকায় বোঝা গেল বেদীর-সংরক্ষকগণ বেশ ধর্মপরায়ণ। যে সব বালকবৃন্দ বেদীতে কর্মরত তারা মূল্যবান হস্ত নির্মিত লেশ শোভিত লোহিত রঙের আচকান পরিধান করেছে। ফাদার মার্টিনেজের মত এমন আবেগভরে প্রার্থনা-সঙ্গীত গান করতে বিশপ আর কখনও শোনেন নি। লোকটির চমৎকার উদাত্ত কণ্ঠস্বর, গভীর আবেগময় ভক্তিপ্লুত ভাবধারা থেকে তিনি তাঁর প্রেরণা গ্রহণ করেছেন। এই উপাসনা-সভার কোনো কিছুকেই তুচ্ছ করা যায় না, প্রতিটি পদক্ষেপ, প্রতিটি ভঙ্গিমার পূর্ণ মূল্য আছে। এলিভেসন বা উন্নয়ন অনুষ্ঠানের সময় মলিনবর্ণ পুরোহিত যেন দেহের সর্বশক্তি দিয়ে, রক্ত দিয়ে, উন্নয়ন করলেন। বিশপের মনে হল এই মেকসিক্যান যোগ্যভাবে নিয়ন্ত্রিত হলে একজন মহাপুরুষ হতে পারতেন। ভদ্রলোকের প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব, এবং প্রগাঢ় রহস্যময় আকর্ষণী শক্তি আছে।

দীক্ষাদানের (কন্‌ফারমেশন) পর ফাদার মার্টিনেজ ঘোড়া আনিয়ে নিলেন এবং অশ্বপৃষ্ঠে উভয়ে খামার এবং খাটাল দেখতে গেলেন। সমস্ত খামার-বাড়ি দেখিয়ে এনে টাওস এবং ইণ্ডিয়ান পেব্লোর মধ্যে যে মূল্যবান নিচু কৃষিভূমি আছে তাও দেখালেন। ফাদার লাতুর জানতেন যে সাতজন ইণ্ডিয়ানের ফাঁসী হয়েছিল এ জমি তাদের। অশ্বপৃষ্ঠে চলার সময় বেন্‌টের হত্যাকাণ্ডের কথা প্রসঙ্গত মার্টিনেজ উল্লেখ করলেন। তিনি গর্বভরে বললেন নিউ মেকসিকোয় এমন কোনও গোলোযোগ ঘটেনি যার সূত্রপাত এই টাওসে নয়।

সূর্যাস্তের কিছু পূর্বে ওরা পেব্লোর পশ্চিম প্রান্তে দাঁড়ালেন—বিশপ এ পর্যন্ত যত পেব্লো দেখেছেন এ তার চেয়ে বিভিন্ন। দুটি প্রকাণ্ড সাম্প্রদায়িক ভবন। পিরামিডের মত আকৃতি। অপরাহ্নের আলোয় তার রঙ সোনালি

হয়েছে, ঠিক পিছন দিকে রক্তিম পর্বতশ্রেণী। সুবর্ণ রঙের মানুষ সিঁড়ির মত পাহাড়ের আলিসায় এসে প্রস্তরমূর্তির মত দাঁড়াল। মনে হল তারা যেন পাহাড়ের পরিবর্তনশীল রঙ লক্ষ্য করছে। সমগ্র অঞ্চলটি ঘিরে যেন একটা আধ্যাত্মিক স্তব্ধতা। কোনো শব্দ নেই, শুধু সোনালি ধুলোর মেঘের ওপর থেকে ছাগলের ডাক শোনা যাচ্ছে।

পাদ্রী বললেন, এই দুটি ভবন উপজাতিদের দ্বারা প্রায় সহস্রাধিক বছর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে অধিকৃত হয়ে আছে। কোলোরাডোর লোকজন ওঁদের এইখানে দেখে উচ্চশ্রেণীর ইণ্ডিয়ান বলে বর্ণনা করেছেন। এঁরা কুশলী, ভব্য, মর্যাদামণ্ডিত। য়ুরোপীয়দের মত মৃগচর্মের কোট এবং পাজামায় এঁরা সজ্জিত।

এই পর্বতশ্রেণী গাছপালায় ভর্তি তবু আলাবুকার্কের পর্বতশ্রেণীর মত নগ্ন পর্বতগাত্র কেমন প্রস্তরমূর্তির মত দেখায়। দুধারে চিরশ্যামল উর্বরতা। কিন্তু উপত্যকা এবং খাদ এ্যাসপেন বৃক্ষের জঙ্গলে পরিপূর্ণ। সেই কারণে সব রকম উঁচু নিচু অংশ পর্বতভাগে অঙ্কিত, কালোর পটভূমিতে মৃদু সবুজ, যেন প্রতীকচিহ্ন, সর্পিল, অর্ধবক্রাকৃতি, অর্ধবৃত্তাকার। পাদ্রী মন্তব্য করলেন, এই পর্বত এবং গভীর খাদ প্রাচীন ধর্মীয় উৎসবের পীঠস্থান ছিল, কোলাহল-হীন ইণ্ডিয়ান সমাজের মৌচাক, ইণ্ডিয়ান গুপ্ততথ্যের আধার হয়েছিল অনেক শতাব্দী ধরে।

"জানেন, ঐখানেই কোনো একজায়গায় ওরা পোপের 'উনান' (estufa) রেখেছে—কিন্তু কোনো শ্বেতাঙ্গ তা কখনো দেখতে পাবে না। আমি বলছি উনান, যেখানে পোপ আপনাকে লুকিয়ে রেখেছিলেন চার বছর ধরে, এবং ১৬৮০ খৃস্টাব্দের বিপ্লবের পরিকল্পনা গ্রহণকালে দিনের আলো দেখেন নি। বিশপ লাতুর, সে সব কথা নিশ্চয়ই জানেন আপনি।"

"কিছু অবশ্য জানি, শহীদনামায় যতটুকু পাওয়া যায় জানি। তবে সে সবের উৎপত্তিস্থল যে টাওস, তা জানতাম না।"

পাদ্রী গর্বভরে বললেন, "আপনাকে কি বলি নি যা কিছু গোলোযোগ ঘটেছে তার উৎপত্তিস্থল এই টাওস? পোপ্ স্যাঁ জুয়ান ইণ্ডিয়ান হিসাবেই জন্মগ্রহণ করেন। নেপোলিয়ান যেমন কর্সিকান হিসাবে জন্মগ্রহণ করে-ছিলেন। তাঁর কর্মপরিচালনার ক্ষেত্র এই টাওস।"

পাদ্রী মার্টিনেজ তাঁর স্বদেশ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল, এদেশের কোনো

লিখিত ইতিহাস নেই। ১৬৮০ খৃস্টাব্দের ইণ্ডিয়ান বিদ্রোহের যে সব বিবরণ তাঁর শোনা আছে তা তিনি বিশপকে বললেন।

'হ্যাওয়ার্লডের শহীদ নামায় (Martyrology) একটা সুদীর্ঘ পরিচ্ছেদ এই বিদ্রোহ কাহিনী। সেই কালে সমস্ত স্প্যানিয়ার্ডকে হয় হত্যা করা হয়েছে নয় বিতাড়িত করা হয়েছে আর এল্ পাসো ডেল্ নরতের উত্তরে কোনো য়ুরোপীয়কে জীবিত রাখা হযনি।

সেই রাতে আহারাদির পর, গৃহস্বামী যখন নস্য নিচ্ছেন তখন ফাদার লাতুর তাঁকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে প্রশ্ন করে তাঁর জীবনেতিহাস জেনে নিলেন।

টাওসের পশ্চিম প্রান্তে নির্জন নীল পাহাড়ের নিচে তাঁর জন্ম, সেই পাহাড়টি পিরামিডাকৃতি এ্যাবিকিউতে তার মাথাটি যেন কাটা। এই অঞ্চলের প্রাচীনতম মেকসিক্যান উপনিবেশ, এর চারপাশের খাদ এবং উপত্যকা এমন গভীর পর্বতমালা এমনই কঙ্কর-কঠিন যে প্রকৃতপক্ষে এই অঞ্চল বাহির-বিশ্বের সঙ্গে সংস্পর্শহীন। এমন নির্জন বলে এখানকার অধিবাসীরাও মনোভংগীতে গম্ভীর, ধর্মে ভয়ংকর এবং উগ্র, প্যাসন-সপ্তাহ এরা ক্রশ বহন করে, রক্ত দান করে পালন করে।

এণ্টোনিও জোসী মার্টিনেজ এইখানেই মানুষ হয়েছেন, লিখতে পড়তে শিখেছেন, কুড়ি বছর বয়সে বিবাহ করেছেন, তেইশ বছর বয়স হতে না হতেই স্ত্রী-পুত্রাদি বিয়োগ হযেছে। বিবাহের পর তিনি তাঁদের প্যারিসের (যাজন-ক্ষেত্র) পুরোহিতের কাছ থেকে পড়তে শেখেন এবং বিপত্নীক হওয়ার পর যাজকত্ব অধ্যয়ন করতে মনস্থ করেন। গার্হস্থ্য সম্পত্তি বিক্রয় করে যে সামান্য অর্থ পাওয়া গিয়েছিল তাই নিয়ে এবং বস্ত্রাদি গুছিয়ে নিয়ে তিনি প্রাচীন মেকসিকোর ডুরাঙ্গো অঞ্চলে অশ্বপৃষ্ঠে যাত্রা করলেন। যেখানে তিনি সেমিনারিতে ভর্তি হয়ে কঠোর পরিশ্রম করে অধ্যয়ন শুরু করলেন।

বিশপ বুঝলেন যে বয়ঃসন্ধিকাল পর্যন্ত যে তরুণের অক্ষর পরিচয় হয়নি তার পক্ষে কঠোর অধ্যয়ন শুরু করা কি পরিমাণ শ্রমসাধ্য। তিনি দেখলেন, ফাদার মার্টিনেজ শুধু যে চার্চ ফাদারদের সম্পর্কে অধ্যয়ন করেছেন তা নয়, লাতিন ও স্প্যানিস ক্লাসিকস্‌সেও তাঁর গভীর জ্ঞান। ছ-বছর কাল সেমি-নারিতে অধ্যয়ন করে মার্টিনেজ স্বগ্রাম এ্যাবিকিউতে ফিরে এসেছেন সেখানকার যাজনক্ষেত্রের গির্জায় পুরোহিত হিসাবে। এই পিরামিডাকৃতি পর্বত গাত্রস্থ গ্রামটির প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ। যতদিন তিনি টাওসে

আছেন মাঝে মাঝে অশ্বপৃষ্ঠে তীর্থ ভ্রমণে এসেছেন এ্যাবিকিউতে। যেন এই হরিদ্রাভ ভূমির সৌরভ তাঁর আত্মার সঞ্জীবনী সুধা। স্বাভাবিক কারণেই তিনি আমেরিক্যানদের ঘৃণা করেন। আমেরিক্যান অধিকার মানে তাঁর মত মানুষদের মৃত্যু। তিনি প্রাচীনপন্থী মানুষ, তিনি এ্যাবিকিউ-র সন্তান—তাঁদের দিন শেষ হয়েছে।

টাওস থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে বিশপ কিট কারসনের গোলাবাড়িতে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। তিনি অবশ্য জানতেন কিট কারসন সে সময় ভেড়া কেনার উদ্দেশ্যে অন্যত্র গেছেন, তবু বেচারী ম্যাগদালেনার প্রতি করুণা প্রদর্শনের জন্য সেনোরা কারসনকে ব্যক্তিগতভাবে ধন্যবাদ দানের উদ্দেশ্যে গেলেন। তাঁকে সাণ্টা ফে-তে সিসটারদের সঙ্গে ম্যাগদালেন কি আনন্দে তার ধর্মপরায়ণ জীবনযাপন করছে সে কথাও বলার প্রয়োজন ছিল।

সেনোরা তাঁকে মেকসিক্যান পরিবারের বৈশিষ্ট্যানুসারে যথাযোগ্য আতিথেয়তা এবং সৌজন্যের সঙ্গে অভ্যর্থনা করলেন। সেনোরা আকারে সুদীর্ঘ, ক্ষীণকায়, কাঁধ দুটি অবনত এবং চোখ ও চুলের রঙ গভীর কৃষ্ণবর্ণ। তিনি পড়তে জানেন না বটে তবে তাঁর মুখ এবং কথাবার্তা বেশ জ্ঞানীর মত। বিশপের মনে হল মহিলাটি সুন্দরী তাঁর মুখাকৃতিতে জীবন সম্পর্কে নিয়মানুবর্তিতার ছাপ আছে, বিশপ এই জিনিসটি পছন্দ করেন। তাঁর মূর্তি আনন্দময়ী, এবং বেশ রসজ্ঞান আছে। তাঁর সঙ্গে গোপন কথা বলা চলে। তিনি বললেন, পাদ্রী মার্টিনেজের বাড়িতে হয়ত যথোচিত স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করেছেন, বলার ভঙ্গীতে বোঝা গেল এ বিষয়ে প্রশ্নকর্ত্রীর মনে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। আর যখন পাদ্রী বললেন যে ত্রিনিদাদ লুসেরোর উপস্থিতিতে তিনি বিরক্ত হয়েছে। তখন সেনোরা হেসে ফেললেন।

তিনি কাঁধ নেড়ে বললেন, "কেউ কেউ বলে ও ফাদার লুসেরোর সন্তান, আমার অবশ্য তা মনে হয় না, বরং পাদ্রী মার্টিনেজেরই সন্তানাদির অন্যতম। প্যাশন-সপ্তাহে গত বছর এ্যাবিকিউতে ওঁর কি হয়েছিল জানেন? উনি ত্রাণকর্তা হতে চেয়েছিলেন এবং নিজেকে ক্রুশবিদ্ধ করেন। না না, গায়ে পেরেক বসান নি। একটি ক্রুশে নিজের দেহটাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে ছিলেন, সারারাত্রি সেটা ঝুলিয়ে রেখেছিলেন। এ্যাবিকিউতে ওরা মাঝে মাঝে ও রকম করে থাকে, জায়গাটা বড়ই প্রাচীনপন্থী। ওঁর শরীরটা এতই ভারী

কয়েক ঘণ্টা ও ভাবে ঝোলার পর—ক্রুশ তো ওঁকে নিয়েই পড়ল, উনি অতিশয় অপমানিত বোধ করলেন। তারপর নিজেকে একটা থামের সঙ্গে বেঁধে ঘোষণা করলেন ত্রাণকর্তার মত ততবার বেত্রাঘাত গ্রহণ করবেন—ছ-হাজার সেণ্ট বিজেটের মতে। কিন্তু একশ ঘা আঘাত গ্রহণ করার সঙ্গেই উনি অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। ওরা ওঁকে মনসার চাবুক দিয়ে মারল, তাতে ওঁর পিঠটা বিষিয়ে উঠল এবং বেশ কিছুদিন সেখানেই অসুস্থ অবস্থায় থাকতে হল। এ বছর ওরা বলে পাঠিয়েছিল এ্যাবিকিউতে ওঁর প্রয়োজন নেই, তাই এখানেই 'হোলি উইক' পালন করতে হয়েছে। আর সবাই ওঁকে নিয়ে হাসাহাসি করেছে।

ফাদার লাতুর এই মহৎ ভ্রাতৃত্বের কলংককর উচ্ছৃঙ্খলতা দূর করতে পারেন কিনা এই বিষয়ে সেনোরার অকপট অভিমত প্রার্থনা করলেন।

সেনোরা হেসে মাথা নেড়ে বললেন: "আমি আমার স্বামীকে মাঝে মাঝে বলি, আপনি এসব করার যেন চেষ্টা করবেন না। এতে এখানকার জন-সাধারণ আপনার বিরুদ্ধে যাবে। প্রাচীন মানুষদের প্রয়োজন প্রাচীন রীতির, আর যারা তরুণ তারা কালের গতিতে তাল মিলিয়ে চলবে।

বিশপের যাত্রাকালে সেনোরা তাঁর ঘোড়ার জিনে ম্যাগডালেনার জন্য একখণ্ড সুন্দর লেস উপহার দিয়ে বললেন, "সে নিজে হয়ত এটা ব্যবহার করবে না, সিস্টারদের উপহার দিয়ে আনন্দ পাবে। সেই পৈশাচিক মানুষটা ওর আর কিছু রাখেনি। ওর ফাঁসী হওয়ার পর একটা বন্দুক আর একটি গাধা ছাড়া আর কিছুই বিক্রি করার মত ছিল না। এই কারণেই সে দুটি অশ্বতরের জন্য দুজন পাদ্রীকে হত্যা করার তালে ছিল। হয়ত বা ধর্মের প্রতি বিরূপতাই এই মনোভাবের কারণ, হয়ত? ম্যাগডালেনা বলেছিল যে ও নাকি মাঝে মাঝে মোরার পুরোহিতকে হত্যা করবে বলে শাসাত।"

সাণ্টা ফে-তে পৌঁছে বিশপ দেখলেন ফাদার ভ্যালিয়েণ্ট তাঁর জন্য অপেক্ষা করছেন। ইস্টারের পর আর দুজনের মধ্যে দেখাশোনা হয়নি। অনেক কথা আলোচনা করার আছে। বিশপ লাতুরের প্রশাসন ব্যবস্থার দৃঢ়তা এবং আন্তরিকতা ইতিমধ্যেই রোমে স্বীকৃতি লাভ করেছে। আর সম্প্রতি তিনি প্রচার অধিকর্তা কার্ডিন্যাল ফ্রানসোনির কাছ থেকে একটি চিঠি পেয়েছেন তাতে বলা হয়েছে যে সাণ্টা ফে-র এই যাজনক্ষেত্রের মান উন্নত করে তাকে

একটি সম্পূর্ণ যাজনক্ষেত্রে (Diocese) পরিণত করা হয়েছে। সেই বহু-বিলম্বিত ডাকে কার্ডিন্যালের কাছ থেকে একটি আমন্ত্রণ লিপি এসেছে। ভ্যাটিকানে পরের বছর এক জরুরী সভায় উপস্থিতির আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। যদিচ এই সমস্তই একে একে যথাবিহিতভাবে আলোচিত হবে বিশপ এবং তাঁর ভিকার জেনারেলের মধ্যে, ফাদার যোসেফ নিঃসন্দেহে ঠিক এই সময় আলাবুকার্ক থেকে ছুটে এসেছেন বিশপ কি ভাবে টাওসে অভ্যর্থিত হয়েছেন সেই কথা জানার কৌতূহল নিবারণের উদ্দেশ্যে।

প্রাচীন আচকান পরিধান করে, পাঠকক্ষে, মোমবাতির মাঝামাঝি দুজনে বসে সুদীর্ঘ সন্ধ্যা অতিবাহিত করলেন।

ফাদার লাতুর বললেন, "উপস্থিত আমি টাওসের এই বিচিত্র অবস্থা পরিবর্তনের জন্য কিছুই করব না। এখনই কিছু হস্তক্ষেপ করার জরুরী প্রয়োজন নেই। ওখানকার চার্চ সুদৃঢ় আর জনগণও বেশ ভক্তিমান। যাজকের আচরণ যাই হোক না কেন তিনি এক শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান গঠন করেছেন, আর সেখানকার লোকজনও তাঁর প্রতি ভক্তিভরে অনুরাগী।

"তোমার কি মনে হয় ওঁকে নিয়মানুবর্তী করা সম্ভব?"

"নিয়মানুবর্তিতার কোনো কথাই নেই, সুদীর্ঘকাল ধরে উনি ওখানকার ক্ষুদে নবাব হয়ে আছেন। ওঁর অনুগামীরা নিশ্চয়ই ফরাসী বিশপের বিরুদ্ধে ওঁকেই সমর্থন করবে। উপস্থিত মত আমি ওখানকার যা কিছু পছন্দ করি না সেদিকে চোখ বুজেই থাকব।"

ফাদার জোসেফ উত্তেজিত হয়ে বললেন, "কিন্তু জঁা, ও লোকটার জীবন একেবারে স্পষ্ট কোন কেলেঙ্কারি, সর্বত্রই সে সব কথা শোনা যায়। মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে আমি জনৈক মেকসিক্যান মেয়েব করুণ কাহিনী শুনেছি। কস্‌টেলা উপত্যকার এক ইণ্ডিয়ান হানাদারদের অভিযানে তাকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়। যখন তাকে ধরে নিয়ে যায় তখন তার বয়স মাত্র আট বছর। যখন পনের বছর বয়স তখন তাকে আবিষ্কার করা হয় এবং তার মাথার ওপর মুনাফা ধরা হয়। এই দীর্ঘকাল সেই ধর্মশীলা কুমারী প্রায় ইন্দ্রজাল যোগে তার সতীত্ব অক্ষত রাখে। 'আওয়ার লেড়ী অব গুয়াদালুপে'র দেউলের একটি স্মারক পদক তার গলায় ছিল, আর যেটুকু প্রার্থনা মন্ত্র শিখেছিল তা উচ্চারণ করত। বহুবার তার সতীত্ব আক্রান্ত হয়েও অলৌকিক ভাবে অপ্রত্যাশিত উপায়ে রক্ষা পেয়েছে। তার সন্ধান পাওয়ার পর এরোইও

হোন্‌ডোর কোনো আত্মীয় গৃহে তাকে পাঠান হয়, মেয়েটি ভক্তিমতী তাই সে ধর্মের পথ গ্রহণ করতে ইচ্ছুক হয়। এই মার্টিনেজ তার ধর্ম নষ্ট করে এবং পরে নিজের এক পিওনের সঙ্গে তার বিবাহ দেয়। এখন ওঁরই এক গোলা-বাড়িতে ওরা থাকে।"

বিশপ কাঁধ নেড়ে বললেন, "হ্যাঁ, ক্রিসটোবল আমাকে সব বলেছেন। তবে পাদ্রী মার্টিনেজ এখন অনেক বৃদ্ধ হয়েছেন এসব ডনজুয়ানগিরির আর বেশী সামর্থ্য নেই। বন্ধু হে, পুরোহিতকে শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্যে আমি টাওসের যাজন ক্ষেত্র হাত ছাড়া করতে চাই না। ওঁর মত শক্তিশালী এমন কোনো পুরোহিত নেই যাঁকে ওখানে বসাতে পারি। একমাত্র তুমিই ওখানে উপযুক্ত হতে পারো, কিন্তু তুমি আছো আলাবুকার্কে। এখন থেকে বছর খানেক পরে আমি রোমে যাবো, সেখানে কোনো একজন স্প্যানিস মিশনারি এই টাওসের যাজনক্ষেত্রের জন্য পেতে পারি। আমার মনে হয়, শুধু স্প্যানিসরাই ওই অঞ্চলে অভ্যর্থিত ও গৃহীত হতে পারেন।"

ফাদার যোসেফ বললেন, "নিঃসন্দেহে তোমার কথাই ঠিক। আমার, বিচার-বিবেচনা একটু বেশী মাত্রায় হড়বড়ে। তুমি যখন য়ুরোপে যাবে আমি হয়ত তোমার স্থলাভিষিক্ত হয়ে খারাপই করে বসব। কারণ আমার মনে হয় আমার প্রিয় স্থান আলাবুকার্ক ত্যাগ করে তোমার অনুপস্থিতিতে এই সাণ্টা ফে-তে আসতে হবে, তাই নয়?"

"নিশ্চয়ই! ওরা তোমাকে কিছুদিন ছেড়ে থাকলে আরো বেশী করে ভালোবাসবে। আমি কয়েকজন শক্ত-সমর্থ অভারনাটস্‌ নিয়ে আসতে পারব আশা করি, আমাদের সেমিনারির কিছু সংখ্যক তরুণ নিয়ে আসব। আর ওদের একজনকে আলাবুকার্কে রাখব। তুমি ওখানে অনেকদিন ধরেই আছ। যা কিছু করার তা করেছ। আমি তোমাকে এখানেই চাই, ফাদার যোসেফ। এখন যা অবস্থা, তাতে কোনো কিছু আলোচনায় প্রয়োজন হলে আমাদের মধ্যে একজনকে সত্তর মাইল ঘোড়ায় চড়ে ছুটতে হবে।"

ফাদার ভ্যালিয়েণ্ট দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "আহা, তাই হোক। তুমি আমাকে যেমন সানডুস্‌কী থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিলে তেমনই ছিনিয়ে নেবে। যখন ওখানে গিয়েছিলাম, সবাই ছিল আমার শত্রু, এখন সবাই আমার মিত্র সুতরাং এখন ফেরার পালা।"

ফাদার ভ্যালিয়েণ্ট তাঁর চশমা খুললেন, মুছলেন তারপর সেটিকে খাপে

বন্ধ করলেন। এর অর্থ এইবার বিশ্রাম গ্রহণ করবেন, তারপর বললেন, "তা-হলে আর এক বছরের মধ্যে তুমি রোমে যাবে। আমি অবশ্য সত্য কথা বলতে কি, ঐ আলাবুকার্কের মানুষ জনের সঙ্গে থাকতেই পছন্দ করি। কিন্তু ক্লারমঁ—এইখানেই আমি তোমাকে ঈর্ষা করি। আমি আবার আমার সেই নিজস্ব পাহাড় দেখতে চাই। যাই হোক, তুমি আমার পরিবার-পরিজনদের সকলের সঙ্গে দেখা করে তাদের সংবাদ আনবে। আর আমার প্রিয় ভগ্নী ফিলোমেদি এবং অন্যান্য সিসটাররা গত তিন বছর ধরে আমার জন্য যে আচকান বানাচ্ছেন সেটি আনতে পারবে। ওটা পেলে আমি ভারী খুশী হব।" এই বলে তিনি উঠে পড়লেন। একটি মোমবাতি হাতে করে নিয়ে বললেন, "তুমি যখন যাবে জাঁ, তখন আমার জন্য দু-একটি পদার্থ পকেটে নিয়ে যেও।"

॥ দুই ॥

কৃপণ

বিশপ লাতুর ফেব্রুয়ারী মাসে আর একবার অশ্বপৃষ্ঠে সাণ্টা ফে-র পথে বেরিয়ে পড়লেন, এই যাত্রায় রোমই তাঁর লক্ষ্য। প্রায় বছর খানেক তিনি অনুপস্থিত ছিলেন, যখন ফিরলেন তখন তাঁর নিজস্ব সেমিনারী মঁতফেরাড্ থেকে চারজন পুরোহিত সঙ্গে নিয়ে এলেন। এর মধ্যে ফাদার তালাত্রিদকে রোমে পেয়েছিলেন, তাঁকেই সঙ্গে সঙ্গে পাঠালেন টাওসে। বিশপের প্রস্তাবানুসারে পাদ্রী মার্টিনেজ আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর যাজকক্ষেত্রের ভার ত্যাগ করলেন, কথা রইল যে মুখ্য উৎসবকালে তিনিই উপাসনার নেতৃত্ব করবেন। শুধু এই নয়, তিনি সব বিবাহ উৎসব, শেষকৃত্যানুষ্ঠান এবং যাজনক্ষেত্রের অধিবাসীদের দৈনন্দিন জীবন-যাত্রায় নির্দেশ পর্যও দান করতে লাগলেন। অতি শীঘ্রই তাঁর সঙ্গে ফাদার তালাত্রিদের সঙ্গে একেবারে সম্মুখ সমর বাধল।

বিশপ দুজনের বিরোধ মীমাংসা করতে না পেরে নতুন পুরোহিতকেই যখন সমর্থন করলেন তখন ফাদার মার্টিনেজ এবং তাঁর বন্ধু এরোইও হণ্ডোর ফাদার লুসেরো বিদ্রোহ করলেন। তাঁরা স্পষ্টই নতি স্বীকার করতে অস্বীকার করলেন এবং নিজেদের মতানুসারে চার্চ-সংগঠন করলেন। তাঁরা

ঘোষণা করলেন—এর নাম 'হোলি ক্যাথলিক চার্চ অব মেকসিকো'—আর বিশপের চার্চ একটি আমেরিক্যান প্রতিষ্ঠান মাত্র। উভয় শহরে জনসাধারণের অধিকাংশই এই বিভক্ত চার্চে যোগদান করতে লাগলেন আর কিছু ধর্মনিষ্ঠ মেকসিক্যান বিশেষ বিভ্রান্ত হয়ে দুটি চার্চেরই উপাসনা সভায় যোগদান করতে লাগলেন। ফাদার মার্টিনেজ এক পাণ্ডিত্যপূর্ণ সুদীর্ঘ ঘোষণা-পত্র মুদ্রিত করলেন (তাঁর যাজনক্ষেত্রের অতি কম মানুষই তা পড়তে পারল)। এই ঘোষণায় বিচ্ছেদের স্বপক্ষে যুক্তিদান করা হল এবং পৌরোহিত্য বৃত্তি অবলম্বনকারীদের পক্ষে ব্রহ্মচর্য যে পালনীয় তা অস্বীকার করলেন। তিনি এবং ফাদার লুসেরো উভয়ই বয়সে প্রাচীন তাই এই যুক্তি তাঁদের নবীন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে তেমন উপযোগী নয়, ত্রিনিদাদ ছাড়া। দুজন প্রাচীন পুরোহিত মূল চার্চ থেকে পৃথক হয়ে পড়ার পর তাঁদের সর্বপ্রথম করণীয় কর্ম হল ফাদার লুসেরোর ভাইপোটিকে পৌরোহিত্যে অভিষিক্ত করা। সে উভয়েরই তন্ত্রধারকের (curate) কাজ করছিল। টাওস এবং এরোইও হোন্‌ডোয় যাতায়াত করতে লাগল।

এই বিভক্ত চার্চ অন্ততঃ এদের চূড়ামণি দুই বৃদ্ধ পুরোহিতের নব যৌবন দান করেছিল আর চারদিকে এঁদের সম্পর্কে মানুষের আগ্রহ বর্ধিত হয়েছিল— যদিচ এইসব মানুষকে আলোচনা করার মত অনেক খোরাক এঁরা দিয়ে দিতেন। পাশাপাশি যাজনক্ষেত্রে উভয়েই তরুণ বয়স থেকে আছেন, বন্ধু ভাবে, প্রতিযোগী হিসাবে, কখনও বা তীব্র শত্রুতার সঙ্গে। কিন্তু ওঁদের এই কলহ কদাচ ওঁদের বেশীদিন দূরে সরিয়ে রাখতে পারেনি।

বুড়ো মারিনো লুসেরোর মার্টিনেজের সঙ্গে এতটুকু মিল কোনোদিক থেকেই ছিল না। শুধু কর্তৃত্বের নেশা ছাড়া। যৌবনকাল থেকেই তিনি ছিলেন কৃপণ। এবং এরোয়িইও হোন্‌ডোর গহনে ন্যূনতম দারিদ্র্যের মধ্যে দিন যাপন করেছেন; অথচ তাঁর প্রচুর অর্থ সম্পদ ছিল। উনি গর্ব করে বলতেন আমার ঘরদোর গাধার আস্তাবলের মত দীন। তাঁর বিছানা ক্রুশ চিহ্ন এবং রন্ধনপাত্র তাঁর প্রধানতম আসবাব। তাঁর একটি সামান্য অশ্বতর ভিন্ন তাঁর আর কোনো পোষা প্রাণী ছিল না। সেইটিতে চড়ে বন্ধুবর ফাদার মার্টিনেজের সঙ্গে কলহ করার জন্য টাওসে আসতেন। কিংবা ক্ষুধার্ত হলে ভূরিভোজের উদ্দেশ্যেও আসতেন, তাঁর বাসায় প্রতিদিনই শুক্রবার, অর্থাৎ মাংসহীন দিবস। কখনো-সখনো কোনো প্রতিবেশী গৃহিণী

যদি মুরগী রান্না করে অনুগ্রহভরে দান করতেন তাহলে অবশ্য ব্যতিক্রম ঘটত। ওঁকে সবাই ভালোবাসত। তিনি গ্রহণ করতেন তবে অত্যাচারী ছিলেন না। এ্যারোমিরো সেকো এবং ক্যেস্টা থেকে তিনি অধিকতর অর্থ আদায় করতেন, নিজের অঞ্চল থেকে নয়। সঞ্চয় মেকসিক্যান চরিত্রে দুর্লভ, তাই তাদের কাছে এসব বেশ চমকপ্রদ মনে হত। ওঁর লোকজনরা বলাবলি করত উনি যেমন কখনো কিছু কেনেন নি। এমন কি গৃহিণীরা ফেলে দেওয়ার পর পুরাতন ঝাড়ুটাও কুড়িয়ে নিতেন। পাদ্রী মার্টিনেজ যে সব জামাকাপড় আর পরবেন না তিনি সেই সব সংগ্রহ করে পরতেন, সেগুলি তাঁর গায়ে ঢিলে হত, অনেক বড়ো। একবার দারুণ কলহ হল, কারণ মার্টিনেজ তাঁর কিছু পুরাতন কাপড়চোপড় মেকসিকোর এক সাধুকে দান করেছিলেন, সে ওঁর কাছে পড়াশোনা করতে এসেছিল। উপযুক্ত শীতবস্ত্র না থাকার জন্য মার্টিনেজ তাঁকে বস্ত্রাদি দিয়েছিলেন।

দুজন পুরোহিত সর্বদাই নির্লজ্জের মত পরস্পরের সম্পর্কে কথা বলতেন। মার্টিনেজের সমস্ত ভালো গল্প লুসেরো সম্পর্কে আর লুসেরোর মার্টিনেজকে নিয়ে।

বিবাহ-সভায় পাদ্রী লুসেরো তরুণদের বলতেন, "ব্যাপারটি কি জানো, আমার অবস্থাটা মার্টিনেজের চেয়ে বরং অনেক ভালো। ওঁর নাক আর চিবুক ক্রমশঃই ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী হয়ে পড়ছে। পেটিকোট আর পোষায় না। আর আমি এখনও একটা ডলার দেখতে পেলে খাড়া হয়ে দাঁড়াতে পারি। হাতে একখণ্ড নতুন মুদ্রা এলে আমি সবচেয়ে সুখী হই। সুন্দরী একটা মেয়ে নিয়ে আপসোস ছাড়া ও আর কি পায়?"

সঞ্চয়ের নেশা, তিনি বলতেন, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে কঠিন ও মধুরতর হয়ে ওঠে। ওঁর টাকার নেশা, মার্টিনেজের মেয়ে মানুষের নেশার সমতুল্য। উভয়ে কোনোদিন কেউ কারো সুখভোগের প্রতিদ্বন্দ্বী হন নি। ত্রিনিদাদ যখন দীক্ষান্তে খুড়োর কাছেই থাকার জন্য ফিরে গেল তখন ফাদার লুসেরো অভিযোগ করতেন যে মার্টিনেজের সঙ্গে বসবাস করে স্বভাব একেবারে বিগড়ে গেছে, যা ছিল, মায় ঘরবাড়ি পর্যন্ত খেয়ে শেষ করল। ফাদার মার্টিনেজ সানন্দে বলে বেড়াতেন ত্রিনিদাদ কিভাবে আন্তোনিও হোসের ধর্মমন্দির চুষে খাচ্ছে, দিন রাত ছোঁক-ছোঁক করে বেড়াচ্ছে।

বিশপের কাছে এসব যখন একেবারে অসহ্য হয়ে উঠল, তিনি ফাদার

ভ্যালিয়েণ্টকে বিজ্ঞাপন সহ টাওসে পাঠালেন, তিন সপ্তাহের মধ্যে দুজন পুরোহিতকেই তাঁদের এই বিরোধী মনোভাব ত্যাগ করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হল। ফাদার যোশেফ বরাবর অভিযোগ করতেন, আমাকে ঝাড়ুদারের কর্মে পাঠান হয়, তিনি চতুর্থ রবিবার যে চিঠিতে বিশপ ফাদার মার্টিনেজকে পুরোহিতের সকল অধিকার ও কর্তৃত্ব থেকে বঞ্চিত করলেন, সেই চিঠিখানি পড়লেন। সেইদিন অপরাহ্নে সেখান থেকে আঠার মাইল দূরে আরোইও হোন্ডোয় অশ্বপৃষ্টে ছুটলেন এবং ফাদার লুসেরোর বহিষ্করণ সম্বন্ধে অনুরূপ পত্র পাঠ করলেন।

ফাদার মার্টিনেজ তাঁর সেই বিভক্ত চার্চের প্রধান হয়েই রইলেন। কিছু-দিন পরে সামান্য অসুস্থতার পর তাঁর মৃত্যু ঘটল এবং ফাদার লুসেরোই এই বিভক্ত চার্চে তাঁর অন্ত্যেষ্টিকর্ম সম্পাদন করলেন। এর কিছুকাল পরে ফাদার লুসেরোরও শরীর খারাপ হয়ে পড়ল। তিনি কিন্তু এই অসুস্থ শরীরেও এমন এক কাণ্ড করলেন যা গ্রামাঞ্চলে কিংবদন্তী হিসাবে রটে গেছে। এক মধ্য-রাত্রে ধস্তাধস্তির মধ্যে তিনি একটি দস্যুকে হত্যা করেছিলেন।

ট্রেনের ওয়াগন থেকে চুরির অপরাধে জনৈক সর্দারকে বরখাস্ত করা হয়, সে এই এই টাওসে জীবিকা অর্জন করে বেড়াচ্ছিল, ফাদার লুসেরোর গুপ্ত-ধনের সংবাদ তার কানে যায়, এরোইও হোন্ডোতে এই বৃদ্ধের সম্পত্তি অপহরণের উদ্দেশ্যে সে এসেছিল। ফাদার লুসেরোর ঘুম ছিল খুব সজাগ, মধ্যরাত্রে খুটখাট শব্দ শুনে, গদির তলায় যে মাংস কাটা ছুরি লুকানো থাকতো সেইটি হাতে নিযে তিনি আগন্তুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। অন্ধকারে পরস্পরের মধ্যে সংঘর্ষ হল এবং যদিও চোর বয়সে নবীন এবং সশস্ত্র, বৃদ্ধ পুরোহিত তাকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করলেন, তারপর রক্তাপ্লুত অবস্থায় সারা শহরকে জাগিয়ে তুললেন। প্রতিবেশীরা এসে দেখলেন পাদ্রী সাহেবের কক্ষটি যেন গোথানা। পাদ্রী সাহেবের শিকার যে সিঁদ কেটেছিল তার পাশেই মৃত অবস্থায় পড়ে আছে। বৃদ্ধের এই শক্তি দেখে সবাই তাজ্জব হয়ে গেল।

ফাদার লুসেরো কিন্তু সেদিনকার সেই আতংক থেকে আর মুক্ত হতে পারলেন না। এত দ্রুত তাঁর শরীরের অবনতি ঘটতে লাগল যে তাঁর অনুচরগণ টাওস থেকে ঘোড়ার ডাক্তার ডেকে নিয়ে এলেন তাঁকে দেখার জন্য। এই পশুচিকিৎসক একজন ইয়াঙ্কি, মানুষ এবং পশু উভয়ের চিকিৎসায়

তিনি পারদর্শী, ফাদার লুসেরোকে দেখে কিন্তু তিনি বললেন আমার আর কিছু করার নেই। তাঁর ধারণা ফাদার লুসেরোর শরীরের অভ্যন্তরে হয় টিউমার বা কর্কট (ক্যানসার) রোগ হয়েছে।

পাদ্রী লুসেরো অনুতপ্ত অবস্থায় মারা গেলেন, আর যে ফাদার ভ্যালিয়েন্ট তাঁকে বহিষ্কার করেছিলেন তিনি আবার তাঁকে চার্চে পুনর্গ্রহণ করলেন। ভিকার টাওসে গিয়েছিলেন বিশপেরই কাজে, কিটকারসনও সেনোরার সঙ্গে তখন বাস করছিলেন। একদিন প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি, ওঁরা নৈশভোজে বসেছেন, এমন সময় একজন অশ্বারোহী দেউড়িতে এসে দাঁড়াল। কারসন তাঁকে অভ্যর্থনা জানিয়ে ভেতরে আনলেন। এই অতিথি ত্রিনিদাদ লুসেরো, সে রবারের জামা খুলে ফেলল, তার গায়ে এরোইও হন্ডোর তৈরী আচকান, গলায় ক্রুশচিহ্ন, আকার এবং অভিব্যক্তিকে সে একাই যেন ঘরটি অধিকার করল। সেনোরাকে যথাযোগ্য অভিবাদন জানিয়ে ফাদার ভ্যালিয়েন্টকে তার নিজস্ব চোস্ত ইংরাজীতে অতি ধীরে ধীরে এবং গম্ভীর কণ্ঠে বলল :

"আমি পাদ্রী লুসেরোর একমাত্র ভাইপো। আমার খুড়ো ভারী অসুস্থ এবং শীঘ্রই মারা যাবেন। তাঁর রক্তবমি হচ্ছে।" এই বলে সে দৃষ্টি আনত করল।

ফাদার যোশেফ বললেন, "তোমার নিজের ভাষাতেই সব খুলে বল, আমি তোমার ঐ ইংরাজীর চাইতে স্প্যানিসটা ভালো বুঝতে পারব। তোমার খুড়োর শরীর সম্পর্কে কি বলতে চাও বল।"

ত্রিনিদাদ তার খুড়োর শরীরের কথা বিস্তারিতভাবে জানালো। বারবার বলল 'She has vomit the blood—(তিনি রক্তবমন করেছেন)। তার ধারণা এই উক্তিটাই কেন গুরুত্বপূর্ণ এবং লাগসই। রোগী ফাদার ভ্যালিয়েন্টের দর্শনপ্রার্থী এবং অনুরোধ জানিয়েছেন যে তিনি যেন স্বয়ং এসে পবিত্র মন্ত্র এবং তীর্থ সলিল দান করেন।

কারসন ভিকারকে বোঝালেন যে সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। কারণ হোন্ডোর পথ এখন বৃষ্টিতে ধুয়ে এই অন্ধকারে বিপজ্জনক হয়ে আছে। কিন্তু ফাদার ভ্যালিয়েন্ট বললেন, পথ যদি সংকটময় হয় তাহলে তিনি না হয় পদব্রজেই যাবেন। সেনোরা কারসনের কাছে মার্জনা ভিক্ষা করে তিনি পাশের ঘরে গিয়ে ঘোড়ায় চড়ার পোশাক এবং জিনে চাপানোর ব্যাগটি নিয়ে এলেন। ত্রিনিদাদ এই অবসরে অনুরুদ্ধ হয়ে তাঁর শূন্যস্থানে বসে আতিথ্যের সুযোগ

গ্রহণ করল। গৃহস্বামী ফাদার ভ্যালিয়েণ্টের অশ্বতরটিকে সাজ পোশাব পরিয়ে দিলেন, ভিকার তার পিঠে উঠলেন, আর ত্রিনিদাদ তাঁকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল।

আরোইও হোন্‌ডো যাওয়ার জন্য তাঁর কোনো পথপ্রদর্শকের প্রয়োজ ছিল না। এই অঞ্চলটি তাঁর প্রিয়, কোনো অছিলায় সেখানে যেতে পারলে তিনি খুশীই হতেন। কতবার সুন্দর গ্রীষ্মদিনে তিনি সেখানে গেছেন, কিংব প্রথম বসন্ত দিনে, তখন ধরা তেমন শ্যামলা হয়ে ওঠেনি—সারা দেশটি যে এক বহুবর্ণ মানচিত্র, গোলাপী, নীল, হলুদ।

উপত্যকার ওপর দিয়ে গেলে মনে হবে যেন অখণ্ড পথ একেবারে সুদূ পর্বত গাত্রে গিয়ে পড়েছে, তারপর একরকম বিনা-হুঁশিয়ারীতে দেখা যাবে শিখরের শেষ প্রান্তে এসে পড়েছেন। দুশো ফিট নিচে মাটি দুধারে নিভাঁজ চূড়াদেশ, পাথরের নয়, মাটির। সেই শেষ ধাপে পৌঁছে দেখা যাবে চমৎকা সবুজ মাঠ আর বাগান, গোলাপী রঙের শহরের বাসাবাড়ির চিহ্ন, সে সব এই বিরাট খাদের তলদেশে। যে সব মানুষ এবং অশ্বতর সেই নিচের মাঠে কাজ করছে এখান থেকে তাদের মনে হয় যেন ছেলেখেলার নোয়ার নৌকার পুতুল। আরোইওর মধ্যদেশে এই গোচারণ ভূমি এবং জলামাঠের মধ্য দিয়ে একটি নদী বেগে প্রবাহিত, পর্বতগাত্রে তার উৎপত্তি। এর মূল উৎস এতই উচ্চে যে মেকসিক্যানরা সহজেই একটা কাঠের ডোঙা করে জল তাদের সুউচ্চ কৃষিভূমিতে উন্মুক্ত খাদে নিয়ে আসতে পারে। ফাদার ভ্যালিয়েণ্ট অনেক সময় দাঁড়িয়ে পড়ে জীবন্ত পদার্থের মত জলকে টেনে আনা লক্ষ্য করেছেন, ঠিক এখান থেকেই হোন্‌ডো যাবার উৎরাই পথ আরম্ভ। যেটুকু জল এইভাবে আসে সে একটি ক্ষীণ সূত্রবৎ—মূল জলধারা আরোইওর ওপর পর্বতগাত্র থেকে প্রবাহিত। তার দুপাশে সবুজ উইলো গাছ, ঘন ঘাসের পুঞ্জ এবং সুন্দর পার্বত্য কুসুমের রাশি। বিরাটাকায় সন্ধ্যামণি, আগুনে আগাছা বা প্রজাপতি আগাছায় চারদিক ভরে আছে।

ফাদার ভ্যালিয়েণ্ট এই সর্বপ্রথম অন্ধকার রাত্রি হোন্‌ডোর অবতরণ করছেন, শিখরের প্রান্তে এসে তিনি স্থির করলেন যে তাঁর অশ্বতর কন্‌টেন্‌টোকে আর নিষ্ঠুর পরীক্ষায় ফেলবেন না। তিনি ত্রিনিদাদকে বললেন, "ও অবশ্য নামতে পারে, তবে আমি আর ওকে কষ্ট দেব না।" তিনি তার

•পিঠ থেকে নেমে পড়লেন এবং সেই ঘুরান পথ ধরে পদব্রজে নামতে লাগলেন।

প্রায় মধ্যরাত্রির আগে ওঁরা ফাদার লুসেরোর বাসায় পৌঁছলেন। শহরের প্রায় অর্ধেক প্রাণী মনে হল এখানে এসে জমায়েত হয়েছে এবং সমস্ত অঞ্চলটি উৎসব রজনীর মত আলোকিত। রোগীর কক্ষটি মেকসিক্যান স্ত্রীলোকে পরিপূর্ণ। তারা মাটিতে মেঝের উপর বসে আছে, গায়ে কালো শাল জড়ানো, সামনে বাতি জ্বলছে, সবাই প্রার্থনা জানাচ্ছে। এত মোম-বাতি চারদিকে যে সেখানে পদব্রজে অগ্রসর হওয়া দায়।

ফাদার ভ্যালিয়েন্ট তাঁর পূর্ব পরিচিত একটি মহিলা কনসেপসিয়ো গোঞ্জালেসকে কাছে ডেকে প্রশ্ন করলেন এ সবের অর্থ কি! তিনি ফিস-ফিস করে বললেন, মুমূর্ষু পাদ্রী সাহেবের অন্তিম বাসনা এই। ওঁর চোখের দৃষ্টি কমে আসছে, উনি আরো আলো চান। কনসেপসিয়ো দীর্ঘশ্বাস ফেলে আরো বললেন, সন্ধ্যার পর আলো না জ্বেলে উনি জ্বালানি কাঠের আলোতেই সারা জীবন কাটিয়েছেন।

ঘরের এক কোণে বিছানায় শুয়ে ফাদার লুসেরো ছটফট করছেন আর গোঁয়াচ্ছেন। একজন তাঁর পা টিপে দিচ্ছে। আর একজন গরমজলে বস্ত্রখণ্ড ভিজিয়ে নিঙড়ে নিয়ে পেটের যন্ত্রণা কমানোর জন্য পেটের ওপর রাখছে। সেনোরা গোঞ্জালেস চুপি চুপি জানালেন যে রোগী যন্ত্রণায় বিছানার চাদর চিবিয়ে ফেলছেন। উনি সবচেয়ে ভালো চাদর এনেছিলেন তার ওপরকার লেসের কাজ চিবিয়ে একেবারে নষ্ট করে দিয়েছেন।

ফাদার ভ্যালিয়েন্ট বিছানার কাছে এসে বললেন, "তোমরা বিছানার কাছ থেকে একটু সরে যাও বাছারা। সবাই দেয়ালের ধারে গুছিয়ে বোসো, তোমাদের বাতির আলোয় আমার চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে।"

কিন্তু যেই তারা উঠেপড়ে বাতি সরিয়ে নিতে গেল, রোগী চীৎকার করে উঠলেন, "না, না, আলো সরিয়ে নিও না, চোর আসবে, আমার যথাসর্বস্ব নিয়ে যাবে।"

মেয়েরা কাঁধ নেড়ে ফাদার ভ্যালিয়েন্টের দিকে অভিযোগভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে আবার সেই ভাবেই বসে পড়ল।

পাদ্রী লুসেরো কঙ্কালসার হয়ে পড়েছেন। তাঁর গাল ভেঙে পড়েছে, তাঁর বাঁকানো নাক মৃত্তিকা বর্ণ এবং যেন মোমের, চোখ দুটি জ্বরের ঘোরে

আচ্ছন্ন। সেই চোখ ফাদার যোসেফের প্রতি জলন্ত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। এই শেষ যাত্রার রাত্রে ফাদার লুসেরোকে মেকফিক্যানের চাইতে বেশীমাত্রায় স্প্যানিস বলেই মনে হল। তিনি ফাদার যোসেফের হাতদুটি আশ্চর্যজনক দৃঢ়তার সঙ্গে চেপে ধরলেন, এবং যে লোকটা তাঁর পা টিপছিল তার বুকে এক লাথি বসিয়ে দিলেন।

"আর পদসেবার প্রয়োজন নেই, এই সব ভিজে কাপড় নিয়ে যাও। এখন ভিকার এসে গেছেন ওঁকে কিছু বলতে চাই, তোমরা সবাই শোন।"

ফাদার লুসেরোর কণ্ঠস্বর বরাবরই ক্ষীণ এবং চড়া, ওঁর যাজনক্ষেত্রের সবাই বলত যেন ঘোড়া কথা বলছে। লুসেরো বললেন, "সেনর ভিকারিও, আপনার পাত্রী মার্টিনেজকে মনে আছে? নিশ্চয়ই মনে থাকার কথা, আমার সঙ্গে যেমন তেমনই তাঁর সঙ্গেও আপনি খারাপ ব্যবহার করেছেন। এখন শুনুন!"

ফাদার লুসেরো বললেন যে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে ফাদার মার্টিনেজ তাঁকে কিছু অর্থ দিয়েছিলেন, তাঁর আত্মার সদ্গতির জন্য এই অর্থ ব্যবহৃত হবে, তার স্বগ্রামে অ্যাবিকিউ-র চার্চে এই টাকা দিতে হবে। লুসেরো প্রতিজ্ঞামত অর্থটি ব্যয় করেন নি, সেই টাকা এই ঘরের মেঝেতে পুঁতে রেখেছেন, দেয়ালগাত্রের কাছে যে বিরাট ক্রশ আছে, ঠিক তার নিচে।

ঠিক এই সময় ফাদার ভ্যালিয়েণ্ট আবার স্ত্রীলোকদের সরে যেতে ইঙ্গিত করলেন, কিন্তু তারা যেই উঠে যাবে, ফাদার লুসেরো তাঁর রাতের পোশাক পরা অবস্থায় উঠে বসে চীৎকার করে উঠলেন, "যেমন আছ তোমরা, তেমনই থাকো সব, তোমরা কি এই আগন্তুকের হাতে আমাকে ফেলে পালাবে? তোমাদের চেয়ে বেশী আমি তাঁকে বিশ্বাস করি না। ঈশ্বর কেন মৃত্যুর পর মানুষের নিজস্ব সব কিছু সংরক্ষণের একটা ব্যবস্থা করেন না? জীবিত অবস্থায় এত বুড়োহলেও আমি আমার ছুরিতে সব দিক সামলাতে পারি। কিন্তু পরে—?"

সেনোরা গোঞ্জালেস ফাদার লুসেরোকে ঠাণ্ডাকরে অনেক অনুনয় করে তাঁকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে জানতে চাইলেন, তিনি তাদের ওপর কি আদেশ করেন। তিনি বললেন, মার্টিনেজ যে টাকা তাঁর কাছে বিশ্বাস করে রেখে গেছেন সেই টাকা এ্যাবিকিউতে পাঠিয়ে দিয়েপাত্রীর অন্তিম-ইচ্ছানুযায়ী যেন ব্যয় করা হয়। ক্রশচিহ্নেরতলায় এবং যে বিছানায় তিনি শুয়ে আছেন

তার নিচে মাটির তলায় তাঁর নিজস্ব সঞ্চিত অর্থ আছে। তার একতৃতীয়াংশ পাবে ত্রিনিদাদ আর বাকী অর্থ তাঁর আত্মার সদগতির জন্য প্রার্থনায় ব্যয়িত হবে। সেই উপাসনা অনুষ্ঠিত হবে সাণ্টা কে-র প্রাচীন গির্জায়। সান মিগুয়েলে।

ফাদার ভ্যালিয়েণ্ট তাঁকে কথা দিলেন যে তাঁর সকল বাসনা যথাযথ প্রতিপালিত হবে। এখন জাগতিক চিন্তা ত্যাগ করে তাঁর মনকে অন্তিম আশীর্বাদ গ্রহণের জন্ম প্রস্তুত হতে হবে।

"সবই ঠিক সময়ে হবে। এত সহজে মানুষ পৃথিবী ছেড়ে যায় না। কোথায় কনসেপসিয়ো গোঞ্জালেস। এস মেয়ে, আমার কাছে এস মা। আমার দেহ শীতল হওয়ার আগে, আমি এই কামরায় থাকতে থাকতেই যেন টাকাটা নিয়ে নেওয়া হয় দেখো। যে সব স্ত্রীলোক এইখানে উপস্থিত আছেন তাঁদের সামনেই যেন টাকাটা গণনা করা হয় এবং অঙ্কটা লিখে রাখা হয়।"

এই পর্যন্ত বলে বৃদ্ধ যেন একটা নতুন আশায় সঞ্জীবিত হয়ে বলতে শুরু করেন, "আর ক্রিস্টোবল। ঐ আসল লোক। ক্রিস্টোবল কারসন এসে টাকাটা গুণে লিখে রাখুক। একেবারে পাকালোক! ওরে মূর্খ ত্রিনিদাদ! তাকে সঙ্গে করে নিয়ে এলি না কেন?"

ফাদার ভ্যালিয়েণ্ট অতিমাত্রায় তিক্ত হয়ে বললেন, "ফাদার লুসেরো আপনি যদি শান্ত না হন, মনটাকে ঈশ্বরোভিমুখী না করেন তাহলে আমি আপনাকে অন্তিম আশীর্বাদ দেব না। আপনার এই বর্তমান মানসিক অবস্থায় যে একটা অধর্ম হবে।"

বৃদ্ধ এইবার সম্মতিজ্ঞাপন করে হাত জোড় করলেন। চোখ বন্ধ করলেন। ফাদার ভ্যালিয়েণ্ট সংলগ্ন কক্ষে ঢুকে আচকান এবং যথাযোগ্য পোশাকাদি পরিবর্তন করতে গেলেন, তাঁর অনুপস্থিতিতে কনসেপসিয়ো গোঞ্জালেস শয্যাপার্শ্বে একটি ছোট্ট টেবিলে তাঁর নিজের একটি তোয়ালে ঢাকা দিয়ে তার ওপর দুটি মোমবাতি রাখলেন। পুরোহিতের হস্ত প্রক্ষালনের একটি পাত্রে জল রাখলেন। ফাদার ভ্যালিয়েণ্ট তাঁর যাজকের পোশাক পরে হাতে পবিত্র বারি নিয়ে ফিরে এলেন, তারপর সেই পুণ্য সলিল শয্যায় এবং উপস্থিত সকলের গায়ে ছড়িয়ে দিলেন, মন্ত্র উচ্চারণ করতে লাগলেন বার বার—

'Asperges me, Domine, hyssopo, et mundabor' মেয়েরা বাতিগুলি রেখে ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ফাদার লুসেরো

স্বীকারোক্তি করলেন, তাঁর বিরুদ্ধাচরণ ত্যাগকরে দুঃখ প্রকাশ করে অন্তিম আশীর্বাদ গ্রহণ করলেন।

এই অনুষ্ঠানের পর অশান্ত [illegible] হলেন, অতিশয় শান্তভাবে বুকের ওপর হাত দুটি রেখে চুপ করে পড়ে রইলেন। মেয়েরা ফিরে এসে আগের মত আবার প্রার্থনামন্ত্র উচ্চারণ করতে লাগল। জানলার গায়ে বৃষ্টির ফোঁটা পড়তে থাকে। গভীর আরোইওর উন্মত্তবাতাসে একটা কেমন ফাঁকা শব্দ শোনা যায়। কয়েকজন প্রহরী শ্রান্তিতে ঢুলে পড়ছে কিন্তু একজনও বাড়ি চলে যাওয়ার জন্য উৎসুক নয়। মৃত্যুশয্যার পাশে প্রহরী হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা তাদের কাছে ক্লেশ নয়, একটা বিশেষ অনুগ্রহ, বিশেষতঃ মুমূর্ষু পুরোহিতের ক্ষেত্রে এত একটা বিশেষ মর্যাদা।

সেইকালে য়ুরোপীয় দেশ সমূহেও মৃত্যুর একটা গভীর সামাজিক মূল্য ছিল। এই কালটিকে এমন এক মুহূর্ত মনে করা হত না যখন শারীরিক যন্ত্রাদি বিকল হয়ে যায়। মনে করা হত এ এক নাটকীয় চরম পরিণতি, এই মুহূর্তে আত্মা মরজগৎ ত্যাগ করে অন্য জগতে প্রবেশ করছেন, সকালে ছোট্ট একটি দরজা দিয়ে এক অকল্পনীয় দৃশ্যে গমন করছেন। যাঁরা এই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেন তাঁদের এই আশা যে মুমূর্ষু মানুষটি এখন কোনো কিছুর কথা বলবেন যা শুধু তিনিই দেখতে পাচ্ছেন, তাঁর ঠোঁট যদিও না কিছু বলে তাঁর মুখভাবে তা প্রকাশ পাবে। আর মরদেহে ওপারের আলো বা ছায়া এসে পড়বে। মহৎ লোকজনের শেষ বাণী (যেমন নেপোলিয়ন বা লর্ড বাইরনের), উপহার পুস্তকে উদ্‌ধৃত থাকে। সব সাধারণ নর-নারীর মৃতুকালীন উক্তি তাঁদের আত্মীয় বা প্রতিবেশীরা স্মরণ করে রাখেন। এই সমস্ত বাণী, মূল্যবান বা তুচ্ছ হোক, এদের একটা স্বর্গীয় মর্যাদা আছে এবং একদিন এই পথে যাঁদের যেতে হবে তাঁরা সেই বাণী সর্বদা স্মরণ করেন।

মৃতের সেই কক্ষের নৈঃশব্দ্য সহসা ভঙ্গ হল ত্রিনিদাদ লুসেরো যখন ক্রুশ চিহ্নের তলায় হাঁটুমুড়ে বসে প্রার্থনা শুরু করল। এতক্ষণ সবাই মনে করেছিল ওর খুড়ো ঘুমিয়ে পড়েছেন, তিনি এখন চীৎকার করতে শুরু করলেন। "চোর! চোর! বাঁচাও!" ত্রিনিদাদ যখনই ক্ষান্ত হল, কিন্তু তারপর বৃদ্ধ একটি চোখ খুলে রেখে শুয়ে রইলেন এবং কেউ আর ক্রুশচিহ্নের কাছে যেতে সাহস করলেন না।

প্রত্যুষের ঘণ্টাখানেক আগে পাদ্রীসাহেবের নিঃশ্বাস এতই বেদনাদায়ক হয়ে উঠল যে দুজন এগিয়ে গিয়ে তাঁর বালিশটা তুলে ধরল (মেয়েরা ফিস্ ফিস্ করে বলল, ওঁর মুখের রঙ বদলাচ্ছে। তারা বাতিগুলি এগিয়ে নিয়ে এল, বিছানার কাছে এসে হাঁটুমুড়ে বসল। ওঁর চোখ দুটি তখনও সজীব এবং সে চোখে বোধ রয়েছে। একপাশ ফিরে মাথাটি রেখে মোমবাতির আলোর দিকে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন, একবারও চোখের পাতা ফেললেন না। এদিকে তাঁর মুখভাব ক্রমেই তীক্ষ্ণ হয়ে আসছে। কয়েকবার ওঁর ঠোঁট দাঁতের ওপর চাপা পড়ল। দর্শকরা নিঃশ্বাস রোধ করে আছে, তারা নিশ্চিত যে মৃত্যুর পূর্বে উনি নিশ্চয়ই কিছু বলবেন—তিনি বললেনও। মুখে একটু আক্ষেপের ভাব আসার সঙ্গে মনে হল, মৃদু হাসি ফুটে উঠেছে, গলায় নিঃশ্বাসের একটা ঘড় ঘড় আওয়াজ। তারপর পাদ্রী শেষবারের মত অশ্বের মত হ্রেষারব করলেন : "Comete tu cola, Martinez, Comete tu cola" নিজের লেজ চিবিয়ে খাও, মার্টিনেজ, লেজ চিবিয়ে খাও। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তিনি অচৈতন্য অবস্থায় দেহত্যাগ করলেন।

প্রভাত হতেই ত্রিনিদাদ ঘোষণা করতে শুরু করল যে (মেকসিক্যান স্ত্রীলোকরা তার কথা সমর্থন করলেন) মৃত্যুকালে ফাদার লুসেরো অন্য জগতে তাকিয়ে মার্টিনেজকে যন্ত্রণাকাতর অবস্থায় দেখেছেন। সেই মৃত্যু শয্যার কাছে যে সব ক্রীশ্চান ছিলেন তাঁরা যতদিন বেঁচেছিলেন ততদিন এই কাহিনী অ্যারোইও হোন্‌ডোয় প্রচারিত হয়েছে।

•

শেষ ইচ্ছানুসারে পুরোহিতের ভবনের মেঝে যেদিন খনন করা হল, সেদিন টাওস,' সাণ্টাক্রুজ এবং মোরা থেকেও দলে দলে লোক এসে দেখল যে ছাগচর্মের থলিতে বোঝাই কত স্বর্ণ-রৌপ্য মুদ্রা মাটি খুঁড়ে বার করা হল। স্পানিস, ফরাসী, আমেরিকান ও ইংরাজী মুদ্রা এবং তার মধ্যে কিছু আবার অতিশয় প্রাচীন। পরে যখন সরকারী ট্যাকসালে সংবাদ গেল, তাঁরা এসে দেখে হিসাব করে বললেন আমেরিক্যান মুদ্রামান হিসাবে এই অর্থের পরিমাণ বিশ হাজার ডলার। এই গভীর গাড্ডায় একজন সামান্য গ্রাম্য পুরোহিতের পক্ষে জীবনের এই সঞ্চয় অভাবনীয় বলা যেতে পারে।

ষষ্ঠ খণ্ড

ডনা ইসাবেলা

॥ এক ॥

ডন এন্‌টোনিও

বিশপ লাতুর একটি মাত্র প্রবল সাংসারিক আকাঙ্ক্ষা ছিল ঃ সাণ্টা-ফে-তে একটি ক্যাথিড্রাল তৈরী করা, প্রাকৃতিক পরিবেশের যা যোগ্য হবে। এই বাসনা এবং তাই নিয়ে চিন্তা করে তিনি ভাবতেন যে এই ক্যাথিড্রাল ভবনটি যেন তাঁর আত্মার পুনরাবৃত্তি,—তাঁর সকল চিন্তাধারার, উদ্দেশ্য এবং অভীপ্সার পরিপূর্তি—দৃশ্য পট থেকে অন্তর্হিত হওয়ার পরেও তাঁর স্বপ্ন সফল করার মতো এক শারীরিক প্রতিষ্ঠান। তাঁর ব্যর্থজীবনের শুরু থেকেই ক্যাথিড্রাল তহবিলে তিনি তাঁর স্বল্প আয় থেকে কিছু কিছু সঞ্চয় করে এসেছেন। এই কর্মে তাঁকে কিছু কিছু মেক্‌সিক্যান জোতদার সাহায্য করেছেন। তবে ডন এন্‌টোনিও ওলিভারেসের মত সাহায্য কেউ করেনি।

এন্‌টোনিও ওলিভারেস জেঠতুত, খুড়তুত ভাই সমন্বিত এক বিরাট বর্ধিষ্ণু পরিবারের সবচেয়ে বুদ্ধিমান ব্যক্তি। তাঁর অভিজ্ঞতা অত্যন্ত সুদূর-প্রসারী, তিনি বিশ্ব-সচেতন মানুষ। তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময় তিনি নিউ অরলিনস এবং এল্‌-পাশো-ডেল্‌-নর্‌টেতে কাটিয়েছেন তবে বিশপ লাতুর এই অঞ্চলের কর্তৃত্বভার গ্রহণের কয়েক বছর পর তিনি সাণ্টা ফে-তে বসবাস করতে এসেছেন। সঙ্গে এনেছেন তাঁর আমেরিক্যান স্ত্রী আর এক ওয়াগন ট্রেন ভর্তি আসবাব-পত্র। শহরের পূর্বপ্রান্তে যে খামার বাড়িতে তিনি জন্ম গ্রহণ করেছিলেন এবং মানুষ হয়েছেন সেইখানেই জীবনের শেষ কটা দিন কাটানোর জন্য এলেন। তখন তাঁর বয়স ষাট। যৌবনের প্রারম্ভে তাঁর প্রথমা স্ত্রী বিয়োগ হয়। নিউ অরলিনস-এ যাওয়ার পর দ্বিতীয় বার বিবাহ করেন, মেয়েটি কেণ্টাকির লুইসিয়ানায় তার আত্মীয়বর্গের মধ্যে মানুষ। মেয়েটি সুন্দরী, শিক্ষিতা এবং কর্মশীলা। ফরাসী কন্‌ভেণ্টে লেখাপড়া শিখেছেন। স্বামীকে য়ুরোপীয় ভঙ্গীতে মানুষ করে তোলার জন্য সবিশেষ চেষ্টা করেছেন। তাঁর ভব্য পোশাক, আচার ব্যবহার, জীবন যাত্রার সচ্ছল স্বাচ্ছন্দ্য প্রভৃতি তাঁর প্রতি তাঁর ভাই বন্ধুগণের মনোভাবকে আধা-অবজ্ঞায় পরিণত করেছিল।

ওলিভারের স্ত্রী ডনা ইসাবেলা একজন ভক্তিমতী ক্যাথলিক, তাঁদের ভবনে ফরাসী পুরোহিত সর্বদাই সাদরে সম্বর্ধিত এবং অত্যন্ত সমাদরের সঙ্গে অভ্যর্থিত। সেনোরা ওলিভারেস প্রাচীন বাসভবনটিকে অতি চমৎকারভাবে গড়ে তুলেছেন, সামনে প্রকাণ্ড উঠান, সুন্দর প্রবেশ পথ, কড়ি বরগা সব সুন্দর খোদাই করা, ছাদটি হেরিং মাছের কাঁটার আকৃতিতে অংকিত, আরাম দায়ক অগ্নিকুণ্ড। তিনি মনোরমা গৃহস্বামিণী, যদিচ এখন আর তেমন কম বয়স নেই, তাঁকে দেখতে ভালো লাগে, পাতলা চেহারা, গতিভঙ্গী দ্রুত, মেজাজ চমৎকার, গায়ের রঙ হালকা-গৌর, এই প্রতিকূল আবহাওয়া সত্ত্বেও সেই রঙ তিনি অটুট রেখেছেন। মাথার চুল সুন্দর, কিঞ্চিৎ রূপোলী, মুখের বহিঃরেখা তীক্ষ্ণ করার জন্য অনেক জায়গায় কোঁচকানো। তিনি ভারী চমৎকার ফরাসী বলেন, স্প্যানিস ভাঙা ভাঙা, হার্প বাদ্যযন্ত্র বাজাতে পারেন, এবং মোটামুটি গানও গাইতে পারেন।

ফাদার লাতুর এবং ফাদার ভ্যালিয়েণ্টের পক্ষে এ এক সৌভাগ্য বলা যায়। যাঁরা পিওন, ইণ্ডিয়ান বা দুর্ধর্ষ সীমান্ত বাসীদের সঙ্গে দিন কাটান তাঁদের পক্ষে সংস্কৃতি সম্পন্ন স্ত্রীলোকের সঙ্গে মাতৃভাষায় কথাবার্তা চালানো রীতিমত ভাগ্যের কথা। আতিথেয়তাপূর্ণ অগ্নিকুণ্ডের ধারে বসে সুরুচিসঙ্গত গৃহসজ্জায় ভূষিত কক্ষে বসাটাও সৌভাগ্য, বাসনাধারে উত্তম বেলজিয়ান তৈজসপত্র, জানলায় পরিষ্কার পরদা, ঘরের চারদিকে সুন্দর আয়না সব জড়িয়ে একটা পরিচ্ছন্ন পরিবেশ। বহির্বিশ্বে কি ঘটছে তা জানার জন্য আগ্রহান্বিত এমন এক দম্পতির সঙ্গে অপরাহ্ণ কাটানো অতিশয় তৃপ্তিকর। এখানে উত্তম আহার ও পানীয় ও সেই সঙ্গে সঙ্গীত শোনা গেল। ফাদার যেশোফের চরিত্র নানা ব্যতিক্রমে পরিপূর্ণ, কিন্তু তার কণ্ঠস্বর 'টেনর' সুরের উপযোগী, তবে খুব চড়া নয়। মাদাম ওলিভারেস তাঁর সঙ্গে প্রাচীন ফরাসী সঙ্গীত গান করতে আনন্দ পেলেন। মাদামের কিঞ্চিৎ বাড়াবাড়ি ছিল, একথা স্বীকার করতে হয়, তারপর যখন তিনি শেষ পর্যন্ত গান করলেন, সে গান তিনটি বিভিন্ন ভাষায় এবং যে সুরগুলি স্থানীয় প্রিয়, যথা লা পালোমা (ঘুঘু), লা গোলোনড্রিনা (বাবুই) 'মাই নেলি ওয়াজ এ লেডী' প্রভৃতি গাইলেন। স্টীফেন ফস্টারের নিগ্রো সঙ্গীত এই সীমান্ত অঞ্চলেও পৌঁছেছে, নদীর ধারের রাজপথ বেয়ে ছাপা না হলেও মুখে মুখে সুর এক গায়ক থেকে অন্য গায়কে ছড়িয়ে পড়েছে।

ডন এনটোনিয়ো বিরাট পুরুষ, ভারী, কোমরের বেল্টের কাছে একেবারে পরিপূর্ণ আকার, মাথার চুল কিছু হালকা, আর কথা বলেন অতি ধীরে ধীরে। তাঁর চোখদুটি কিন্তু অতিশয় সজীব, যখন তিনি একেবারে নীরব তখন তাঁর চোখের হরিদ্রাভ ঝিলিক বেশ চোখে পড়ে। আহারের পর তাঁকে লক্ষ্য করতে মজা লাগে। নিউ অরলিনসের বিরাট চেয়ারে বসে, সোনালি বাদামি আঙুলে একটি চুরুট ধরে, হার্প-বাদিনী স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে আছেন।

সাণ্টা ফে-তে এই মহিলাটিকে নিয়ে কিছু কানাকানি আছে অবশ্য, এতদিন সুন্দর বর্ণ সংরক্ষণ করা এবং স্বামীর আনুগত্য লাভই তার কারণ। আমেরিক্যানরা এবং ওলিভারেজ ভ্রাতৃবৃন্দ বলতেন তিনি বড় যৌবনোচিত পোশাক পরেন, নিউ অরলিনস এবং এল্-পাশো-ডেল-নরটেতে তাঁর প্রেমাস্পদ আছে। তাঁর দেওরপোরা এমন কথা পর্যন্ত বলতেন যে ব্যাঞ্জো বাজাবার জন্য সান্ এন্টোনিও থেকে ওলিভারেজ যে মেকসিক্যান ছেলেটিকে এনেছেন তার প্রতি সেনোরার আসানাই আছে, ওঁরা দুজনেই সঙ্গীত ভালোবাসেন আর এই ছেলেটি, অর্থাৎ পাবলো, যন্ত্রের যাদুকর। রান্নাঘর থেকে নানারকমের মজাদার কাহিনী প্রচারিত হত, যেমন ডনা ইসাবেলার একটি ঘরে এমন চমৎকার চমৎকার পোশাক-পরিচ্ছদ আছে যা তিনি এখানে পরেন না; স্বামীর পকেট থেকে সোনা নিয়ে তিনি মাটিতে পুঁতে রাখেন; তিনি তাঁকে বশীকরণের মায়া রসায়ন এবং মন্ত্রপূত-শিকড়ের চা পান করিয়েছেন, স্বামীর অনুরাগ বর্ধনের উদ্দেশ্যে। এই রঙদার কাহিনীর অর্থ এই নয় যে তাঁর দাস-দাসীরা প্রভুভক্তিহীন বরং এই কাহিনীর উদ্দেশ্যে যে তারা তাদের মনিবানী সম্পর্কে গর্বান্বিত।

ওলিভারেজ সংবাদপত্র পড়বেন, যদিচ যখন পেতেন তখন তা এক সপ্তাহেরও বাসি। সিগারেটের চাইতে সিগার পছন্দ করতেন, হুইস্কির চাইতে ফরাসী মদ্য তাঁর অধিকতর প্রিয়, তাঁর অনুজদের সঙ্গে তাঁর অতি সামান্যই মিল ছিল। তাঁর পুরাতন বন্ধু ম্যানুয়েল স্যাভেজের পরই তিনি সাণ্টা ফে-তে এই দুজন ফরাসী যাজকের সঙ্গ অধিকতর পছন্দ করতেন। বিশপের বাস-ভবনে গিয়ে তাঁকে কিভাবে বাগান রক্ষা করতে হবে সেই বিষয়ে পরামর্শ দিতেন, কিংবা ফাদার যোসেফের জন্য ঘরে-তৈরী এক বোতল বেরী ব্রাণ্ডি রেখে যেতেন। এই ওলিভারেজই ফাদার লাতুরকে রৌপ্য নির্মিত আচমন পাত্র,

কলস, প্রসাধনী তৈজসপত্র দান করেছিলেন, এর জন্য তাঁর বাকী জীবনটার অতিশয় স্বস্তি ভোগ করেছেন। সান্টা ফে-র মেকসিক্যানদের মধ্যে অনেক উত্তম রৌপ্যকার ছিল, ডন এন্‌টোনিও তাঁর নিজস্ব তৈজসপত্রের অনুকরণেই রৌপ্য তৈজস বানিয়ে তাঁর বন্ধুকে দান করেছিলেন। ডনা ইসাবেলা বলতেন তাঁর স্বামী সর্বদাই ফাদার ভ্যালিয়েন্টকে উদরের উপযোগী দ্রব্য, উত্তম দ্রব্যাদি দান করেন আর ফাদার লাতুরকে দেন নয়ন-লোভন সামগ্রী।

এই দম্পতির একটি মাত্র সন্তান, মেয়েটির নাম সেনরিটা আইনেজ, অনেক আগে জন্মগ্রহণ করেছে, এখনও অবিবাহিত। সবাই জানে, সে কখনও বিয়ে করবে না। যদিও সে ওড়না গ্রহণ করেনি, তবু সে এক রকম সন্ন্যাসিনী রমণীর জীবনই যাপন করছে। সে অতি সাধারণ এবং সরলভাবে থাকে, আর সামাজিক চাকচিক্যের এতটুকু তার মধ্যে নেই, তবে তার চমৎকার সুরেলা কণ্ঠস্বর আছে। নিউ অরলিনসের ক্যাথিড্রালের সমবেত সঙ্গীতের দলে সে গান করে, এবং সেখানকার এক কনভেন্টে গান শেখায়। সান্টা ফে-তে বাপ-মা এসে বসবাস করার পর সে একবার মাত্র দেখতে এসেছিল— এই উজ্জ্বল গৃহপরিবেশে সে যেন এক বিষাদ প্রতিমা। ডনা ইসাবেলা তাকে অতিশয় ভালোবাসেন মনে হয়, কিন্তু তাকে অসন্তুষ্ট করতে চান না। আইনেজ যখন এখানে ছিল, তখন জননী অতি সাধারণ পোশাক পরতেন ডান কানের কাছে যে সব চুলের ঝুরি নেমে আছে সেগুলি পিছনে আঁটা থাকত, এবং ওঁরা দুজনেই সারাদিন ধরে একত্রে চার্চে যেতেন।

এন্‌টোনিও ওলিভারেজ বিশপের ক্যাথিড্রাল প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে অতিশয় আগ্রহান্বিত। তার কারণ, তিনি বুঝেছিলেন ফাদার লাতুর ক্যাথিড্রাল প্রতিষ্ঠায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং ওলিভারেজ বন্ধুকে তাঁর অন্তরের বাসনা পূর্ণ করার ব্যাপারে সাহায্য করতেই ভালোবাসতেন। এ ছাড়া এই নিজস্ব শহরের ওপর তাঁর গভীর মমতা। তিনি ভ্রমণকালে অনেক সুন্দর গির্জা দেখেছেন, তাঁর বাসনা ছিল, একদিন সান্টা ফে-তেও এমনই একটা চার্চ গড়ে উঠুক। অনেক রাত্রিতে ফাদার লাতুর এবং তিনি এই বিষয়ে অগ্নিকুণ্ডের ধারে বসে আলোচনা করতেন—স্থান, নকসা, বাড়ি নির্মাণের পাথর অর্থ, এবং অর্থ সংগ্রহের অসুবিধা এই সব আলোচনা হত। বিশপের আশা ছিল ১৮৬০-এ বাড়িটি প্রতিষ্ঠা করা, অর্থাৎ তাঁর বিশপের পদ গ্রহণ করার ঠিক দশ বছর পরে। ওঁদের বাড়িতে এক চিরস্মরণীয় নববর্ষের পার্টিতে ওলিভারেজ ঘোষণা

করলেন যে ক্যাথিড্রাল তহবিলে যথেষ্ট অর্থ দেবেন যাতে ফাদার লাতুর তাঁর মনোবাসনা পূর্ণ করতে পারেন।

ওলিভারেজের ভবনের সেই নৈশভোজ-পার্টি স্মরণীয়, তার কারণ এই ঘোষণা এবং এই ভোজসভায় পুরাতন বন্ধুদের বিদায় দান। ডনা ইসাবেলা এই অঞ্চলের দু'জন অফিসারকেও আমন্ত্রণ করেছিলেন, তাদের অন্যত্র বদলীর হুকুম এসেছে, সাণ্টা ফে ছেড়ে তাদের যেতে হবে। জনপ্রিয় কম্যাণ্ডাণ্টকে ওয়াসিংটনে ডাকা হয়েছে, অশ্বারোহীবাহিণীর তরুণ লেফটেন্যাণ্ট আইরিশ ক্যাথলিক সম্প্রতি বিবাহ করেছেন আর ফাদার লাতুরের অতিশয় প্রিয়পাত্র, তাঁকে আরো পশ্চিমাঞ্চলে যেতে হবে (পরবর্তী নববর্ষের দিনের আগেই তিনি আরিজোনার উপত্যকায় ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে যুদ্ধ-বিগ্রহে নিহত হন)।

কিন্তু সেই রাত্রে ভবিষ্যতের ভাবনা কাউকে পীড়িত করেনি, ভবনটি আলো আর সঙ্গীতে মুখরিত ছিল। সীমান্ত প্রদেশের সেই সহজ এবং অনাড়ম্বর আতিথেয়তায় আবহাওয়ায় সরগরম আবেশ ছিল। এখানে মানুষ আত্মীয়-পরিজন ছেড়ে এক রকম নির্বাসন-বাস করে। এখানকার জীবন কঙ্কর কঠিন, আনন্দ উৎসবে মেলামেশার সুযোগ কদাচিৎ মেলে।

কিট কারসন মাদাম ওলিভারেজকে অতিশয় সমাদর করেন তিনি এই উৎসব-রজনীতে উপস্থিত হওয়ার জন্য দু-দিনের পথ অতিক্রম করে টাওস থেকে এসেছেন, সঙ্গে এনেছেন তাঁর দোঁ-আসলা কন্যাটিকে, সে সেণ্ট লুইসের এক কনভেণ্টে পড়াশোনা করে। এই উপলক্ষে তিনি এক চমৎকার ছাগ-চর্মের কোট পরেছেন, তার ওপর রূপোর সূচীকর্ম। তার হাতা এবং গলায় ভেলভেট বসানো। কেল্লার অফিসাররা পূর্ণ পোশাক পরে এসেছেন—গৃহস্বামী যথারীতি একটা ফ্রককোট পরেছেন। তাঁর স্ত্রী পরে নিউ অরলিন থেকে আনানো ফরাসী পোশাক হুপ-স্কার্ট পরেছেন, তাঁর সর্বাঙ্গে সাটিনের তৈরী গোলাপী রঙের গোলাপ ফুল। বিশপের অঙ্গে বেগুনি আচকান, এ পোশাক তিনি কদাচিৎ পরেন, ফাদার ভ্যালিয়েণ্ট একটা তাজা নতুন আচকান পরেছেন, রিয়সকে থেকে ভগ্নী ফিলোমেনে তৈরী করে পাঠিয়েছেন।

ফাদার ল্যাতুর এই ভেবে আগে আগে লজ্জা বোধ করতেন যে জোসেফ তাঁর ভগ্নী এবং অন্যান্য সন্ন্যাসিনীদের এই রকম আচকান প্রভৃতি প্রস্তুতের কর্মে ব্যস্ত রাখেন। কিন্তু শেষবার যখন তিনি ফ্রান্সে এসেছিলেন তখন

এই সব অন্ত চোখে দেখেছেন। মাদার ফিলোমেনের কনভেণ্টে যখন গিয়েছিলেন তখন একজন তরুণী সিসটার বলেছিলেন সুদূরস্থ মিশনের কর্মীদের জন্ত এই রকম কাজ করে তাঁরা অন্তরে প্রচণ্ড প্রেরণা লাভ করেন। তিনি একথাও বলেছিলেন ফাদার ভ্যালিয়েণ্টের সুদীর্ঘ পত্রাবলী তাঁদের কাছে কত মূল্যবান, সেই সব চিঠিতে তিনি বিদেশ, ইণ্ডিয়ান, ধর্মপ্রাণা মেকসিক্যান রমণী এবং প্রাচীনকালের স্প্যানিস শহীদদের কথা লিখতেন। তিনি বলেছিলেন, সন্ধ্যার দিকে মাদার ফিলোমেনে এই সব পত্র উচ্চকণ্ঠে পাঠ করতেন। এই সন্ন্যাসিনী ফাদার লাতুরকে একটি জানলার ধারে নিয়ে গিয়ে সঙ্কীর্ণ গলিপথ দেখালেন, সেইখানে প্রাচীরটা কোণে গিয়ে মিশেছে,—আর দূরের দৃশ্ত দেখা যায় না। তিনি বললেন: "দেখুন, মাদার তাঁর ভাইয়ের লেখা এই রকম চিঠি পড়ে শোনাবার পর, আমি এই জানলার ধারে এসে দাঁড়াই, এই এই মোড়টুকু পার হলেই যেন নিউ মেকসিকো ঐ লাল মরুভূমি, নীল পাহাড়, বিরাট উপত্যকা, বাইসনের ঝাঁক, আর গভীর খাদের কথা শুনে মনে হয় আমিও যেন সেইখানেই আছি,—যেন একটি সামান্ত মহূর্ত মাত্র মনে হয় ঘণ্টার আওয়াজে আমার স্বপ্ন ভঙ্গ হয়।"

বিশপ এই বিশ্বাস নিয়ে ফিরলেন যে ফাদার যোশেফের জন্ত একটু কাজ করা এই সব সিস্টারদের পক্ষে ভালোই।

আজ রাতে মাদাম ওলিভারের ফাদার ভ্যালিয়েণ্টকে যখন তাঁর পপলিন আর ভেলভেটের পোশাকের প্রশংসা করছিলেন তখন ফাদার লাতুরের মন এক মুহূর্তের জন্ত সেই বাতায়ন-পথে চলে গেল, সেই মেয়েটির সাদা মুখ, জলন্ত চোখ মনে পড়ল, তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

রাতের আহারের পর,—যখন মদ্যপান শেষ হল, সেই পাবলোকে ডাকা হল বাজনা বাজাবার জন্ত, পুরুষরা ধূমপান শুরু করলেন। ফাদার লাতুরের কাছে ব্যাঞ্জো বরাবরই একট বিদেশী যন্ত্র। তাঁর কাছে এটা তেমন ভব্য বাজনা নয়। এই আশ্চর্য পীতবর্ণের বালকটি যখন বাদ্যযন্ত্র বাজাচ্ছিল তখন তার কোমলতা, এবং তারের স্বপ্ন মাধুরী সারা ঘরটিতে পরিব্যপ্ত হল—তবে এর মধ্যে একরকম উন্মত্ততাও ছিল। এই সুরের মধ্যে অরণ্য অঞ্চলের উদ্দাম জীবনের আহ্বান এই সব মানুষরা কোনো-না-কোনো ভাবে অনুভব করছিলেন। সিগারের ধূমের মাঝে বসে স্কাউট এবং সোলজার, মেকসিক্যান গোলদার, পুরোহিত প্রভৃতি সকলে নীরবে এই ব্যাঞ্জো-বাদকের আনত

স্কন্ধ, এবং তাঁর উত্থান-পতন, শীতল পীত রঙের হাত লক্ষ্য করছিল—এক এক সময় এই হাতের সব আকার লুপ্ত হয়ে যাচ্ছিল—যেন গতিবেগে ঘূর্ণ্যমান এক চক্রমাত্র—যেন ধূলি-ঝঞ্ঝার একটা অংশ।

বিশ্রামরত ওঁদের এইভাবে চিন্তাকুল লক্ষ্য করে ফাদার লাতুর মনে মনে ভাবতে লাগলেন এই সব মানুষের শুধু-যে একটা কাহিনী আছে তা নয়। মনে হচ্ছে এরা যেন ওঁরই কাহিনীর এক একটি অংশ। কারসনের এই সুদূর-প্রসারী দৃষ্টি এমনই পর্যটক এবং স্কাউট ছাড়া কার হওয়া সম্ভব? ডন ম্যানুয়েল সাভেজ এই জমায়েতের সবচেয়ে সুপুরুষ মানুষ। ভেলভেট এবং প্রশস্ত বস্ত্রে চমৎকার দেখাচ্ছেন। পোশাকের ছাঁটও ভালো, আকৃতিরও বৈশিষ্ট্য আছে। ঘরটুকু অতিক্রম করার ভঙ্গীটুকু লক্ষ্য করার মত। ঠিক পাশেই ডিনারে বসেছেন। তাঁর প্রশান্ত গাম্ভীর্যের একটা বৈদ্যুতিক প্রভাব আছে; আছে কোন তিক্ততার হিংস্রতা, বিপত্তির প্রতি আসক্তি।

সাভেজ গর্ব করে বলতেন যে ১১৬০-এ মুরদের কাছ থেকে সাভেজ শহর যে দুজন ক্যাস্টিলিয়ান নাইট মুক্ত করেছিলেন তিনি তাঁদের বংশধর। পিকোস এবং সান্-মাটিও পর্বতে তাঁর সম্ভতি ছিল, সাণ্টা ফে-তে একটি বাড়ি—সেখানে সুন্দর বাগান এবং চমৎকার গাছের আড়ালে তিনি নিরালয়ে আত্মগোপন করে থাকতেন। তাঁর স্বদেশের স্বাভাবিক সৌন্দর্য তিনি বিশেষ পছন্দ করতেন, যে সব আমেরিক্যানরা এই প্রাকৃতিক সম্পদের প্রতি অন্ধ তাদের তিনি ঘৃণা করতেন। ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে যুদ্ধ ব্যাপারে কারসনের যে খ্যাতি আছে তার প্রতি তাঁর ঈর্ষা আছে। তিনি বলতেন—কুড়ি বছর বয়স হওয়ার আগেই তিনি যা ইণ্ডিয়ান যুদ্ধ-বিগ্রহ দেখেছেন, কারসন তা হয়ত সারা জীবনেও দেখবে না। পিস্তল ছোড়ার ব্যাপারে তিনি কারসনের অতি সহজ প্রতিদ্বন্দ্বী। তীর-ধনুতে তাঁর কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী নেই, তিনি আজো অপরাজেয়। কোনো ইণ্ডিয়ান তীরন্দাজ সাভেজের মত দূর পাল্লায় তীর ছুড়তে পারে না। প্রতি বছর ইণ্ডিয়ানরা বাজী রেখে এখানে তীর ছুড়তে আসে। সাভেজের ঘর এবং আস্তাবল নানাবিধ উপহারদ্রব্যে বোঝাই, ইণ্ডিয়ানদের ঘোড়া, কিংবা রৌপ্য কিংবা যা কিছু তাদের সম্পত্তি সব এইভাবে। কেড়ে নেওয়ার মধ্যে একটা স্নিগ্ধ আনন্দ অনুভব করতেন। ইণ্ডিয়ান অস্ত্র এই দক্ষতার জন্য মনে আনন্দ ছিল, এ সব তিনি স্কুলে শিখেছিলেন।

ষোলো বছর বয়সে ম্যানুয়েল স্যাভেজ একদল মেকসিক্যান ছেলেদের

সঙ্গে নাভাজোতে শিকারে গিয়েছিলেন। সেইকালে, আমেরিক্যান অধিকারের আগে—'নাভাজোর শিকার' কথাটির জন্ত কোনো অজুহাতের প্রয়োজন ছিল না, এ এক ধরনের খেলা ছিল। একদল মেকসিক্যান নাভাজো অঞ্চলের পশ্চিমদিকে যাবে, কিছু ভেড়ার পাল আক্রমণ করবে, তারপর কিছু ভেড়া, টাট্টু ঘোড়া এবং একপাল বন্দী নিয়ে ফিরবে, প্রত্যেকে মেকসিক্যান সরকারের কাছে মোটা পুরস্কার পাবে। এই রকম একটা শিকারী দলের সঙ্গে বালক সাভেজ শিকার এবং দুঃসাহসিক অভিযানের আগ্রহে গিয়েছিল।

ঐ অঞ্চলে কোনো ইণ্ডিয়ান না দেখে এরা আরো গভীরে প্রবেশ করল, অতদূর যাওয়ায় পরিকল্পনা ছিল না। ওরা জানতো না যে এই ঋতুতে ক্যানিয়ন ডি চিলিতে ধর্মীয় সমাবেশে সমগ্র ভ্রাম্যমাণ নাভোজো দল সমবেত হয়। ওরা ঘোড়া ছুটিয়ে এসে পড়ল সেই রহস্যময় এবং ভয়ংকর পার্বত্য খাতে—সেটি তখন ইণ্ডিয়ানদের ভীড়ে পরিপূর্ণ। ওদের তারা তৎক্ষণাৎ এমনভাবে ঘেরাও করে ফেলল যেখান থেকে পালানো অসম্ভব। ওরা নগ্ন পাহাড়ী স্তরে দাঁড়িয়ে লড়াই করল। ম্যানুয়েলের বড় ভাই ডন ডাসে সাভেজ, এই দলের সর্দার ছিলেন, তিনিই সর্বপ্রথম নিহত হলেন। দলের পঞ্চাশজন নিহত হল একে একে, ম্যানুয়েল একান্নতম ব্যক্তি, সে বেঁচে গেল। তার গায়ে সাতটি তীরের ক্ষত, একটি একেবারে দেহ ভেদ করে গেছে, এক গাদা মৃতদেহের মধ্যে ওকেও তারা মৃত মনে করে ফেলে গিয়েছিল।

সেই রাত্রে, নাভাজোরা যখন তাদের উৎসবে মত্ত, তখন এই বালক পাহাড়ের ওপর হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে সেখানটায় পৌঁছাল, সেখানে শত্রু এবং তার মধ্যে প্রকাণ্ড প্রস্তর খণ্ডের ব্যবধান। তারপর পদব্রজে পূর্বদিকে চলতে লাগল। তখন গ্রীষ্মকাল, সেই লাল পাথরের দেশের উত্তাপ অসহনীয়। ওর আঘাতগুলি যেন আগুনে পুড়ছে, তবে ওর দেহে ছিল প্রথম যৌবনের অফুরন্ত প্রাণশক্তি—দুদিন দু-রাত্রি এক ফোঁটা জল না পেয়েও ও হেঁটেছে।—প্রায় ষাট মাইলের মত হেঁটেছিল। পাহাড় ও উপত্যকার ওপর দিয়ে—এই ভাবে এসে পড়ল পরে যেখানে 'ফোর্ট ডিফায়েন্স' নামের দুর্গ তৈরী হয়েছে একটি প্রসিদ্ধ ঝরনার কাছে। সেখানে জলপান করে, শরীরের ক্ষতগুলিকে ধুইয়ে সে ঘুমিয়ে পড়ল। লড়াইয়ের আগেকার সকালে সেই যা খেতে পেয়েছিল, তা ছাড়া আর এতটুকু আহার জোটেনি। এই ঝরনার কাছে সাভেজ কয়েকটি বিরাট মনসা জাতীয় গাছ দেখল, সেই গাছের ডাল কেটে

নিয়ে, তার ওপরকার ছাল ছুরি দিয়ে বাদ দিয়ে ভেতরকার রসাল শাঁসটুকু খেয়ে তার পেট ভর্তি হল।

এখনও পর্যন্ত কোনো মানুষের সঙ্গে তার দেখা হয়নি, কোনো রকমে খোঁড়াতে খোঁড়াতে সে লাগুনার উত্তরে সান-মাতিও পাহাড়ের ধারে গিয়ে পৌঁছাল। একটা পার্বত্য উপত্যকায় কিছু মেকসিক্যান মেষ পালকের সামনে এসে অজ্ঞান হয়ে পড়ল। মেষ পালকরা গাছপালার ডাঁল দিয়ে আর তাদের মেষচর্মের জামা দিয়ে একটা ডুলি বানিয়ে কেবোলেটা গ্রামে তাকে নিয়ে গেল। সেখানে অনেকদিন সে বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়ে রইল।

অনেক বছর পরে সাভেজ যখন উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পত্তি লাভ করল তখন সান-মাতিও পর্বতের এই চমৎকার উপত্যকাটুকু কিনে ছিল। এইখানেই দুটি ভব্য ওক গাছের তলায় অনেকদিন সে অচৈতন্য অবস্থায় কাটিয়ে-ছিল। এই দুই যমজ ওক গাছের মধ্যভাগে একটি সুন্দর বাড়ি তৈরী করে—এইখানে সে চমৎকার একটা বাগিচা ও সম্পত্তি বানিয়েছিল।

আমেরিক্যান অধিকার কোনোদিন মেনে না নিয়ে সাভেজ সাণ্টা ফে-তে থাকাকালে আত্মগোপন করে থাকত। দূরে কিংবা নিকটে কোনো রকম ইণ্ডিয়ান সংঘর্ষের সংবাদ পেলেই, সে ঘোড়া ছুটিয়ে যেত এবং কয়েকটা রেড-ইণ্ডিয়ানের মস্তকের ত্বক সংগ্রহ করে আনত। নতুন বিশপকে সে অবিশ্বাস করে, কারণ ইণ্ডিয়ান এবং ইয়াঙ্কিদের প্রতি তিনি বন্ধুভাবাপন্ন। তা ছাড়া সাভেজ মার্টিনেজ-পন্থী মানুষ, আজ সে এখানে এসেছে শুধু সেনোরা ওলি-ভারেজের খাতিরে, মার্কিন ইউনিফর্মওলা লোকজনের সঙ্গে একটা সন্ধ্যা অতিবাহিত করতে তার ঘৃণা হয়।

ব্যাঞ্জো-বাদক যখন শ্রান্ত হয়ে পড়লো, ফাদার যোশেফ বললেন—তাঁর নিজের দিক থেকে বলছেন যে একটু বৈঠকী সঙ্গীত শুনলে তিনি খুশী হবেন। এবং মাদাম ওলিভারেজকে তাঁর হার্পযন্ত্রের কাছে নিয়ে গেলেন। যন্ত্রের সামনে তিনি মনোহারিণী। ক্যানারি পক্ষীতুল্য মাথা, ছোট্ট পা দু-খানি এবং শুভ্র বাহুলতা নিয়ে যথার্থও তাঁর দেহভঙ্গিমা অপরূপ।

এই শেষবার বিশপ তাঁর কণ্ঠ তাঁর স্বামীর প্রীত্যর্থে গাওয়া—'লা পালোমা' শুনলেন, ডন ওলিভারেজের চোখে হাসির আভাস, যদিও তাঁর মুখখানি যেন নিদ্রার আবেশে আচ্ছন্ন মনে হচ্ছে।

ওলিভারেজ মারা গেলেন 'সেপ্টুয়া-জেসিমা রবিবার' দিনে (ইস্টার উপলক্ষে উপবাসের শুরু হয় 'এ্যাস্ ওয়েডনেস ডে' থেকে, তার তিন সপ্তাহ আগের রবিবারের নাম সেপ্টুয়া জেসিমা)। রাতের আহারের পর বাতি ধরাতে গিয়ে নিজের অগ্নিকুণ্ডের ওপর পড়ে যান,—ব্যাঞ্জোবাদক দৌড়ে বিশপকে সংবাদ দিতে গেল। মধ্যরাত্রের আগে ওলিভারেজদের দুটি ভাই উত্তেজনা এবং ব্রাণ্ডিতে অর্ধোন্মত্ত হয়ে সাণ্টা-ফে থেকে আলবুকার্কের পথে বেরিয়ে পড়লেন একাই আমেরিক্যান উকীলের সন্ধানে।

॥ দুই ॥

ভদ্র মহিলা

এনটোনিও ওলিভারেজের শেষকৃত্য অতিশয় চমকপ্রদ এবং অতিশয় শান্ত-ভাবে অনুষ্ঠিত হল। সাণ্টা ফে-তে এমনটি আর কেউ দেখেনি। তবে ফাদার ভ্যালিয়েণ্ট ওখানে ছিলেন না। তিনি দক্ষিণাঞ্চলে এক মিশনারী অভিযাত্রায় বেরিয়েছিলেন। যখন ঘরে ফিরলেন, তখন মাদাম ওলিভারেজ কয়েক সপ্তাহ পূর্বেই বিধবা হয়েছেন। ঘোড়ায় চড়ার জুতাটি খুলতে না খুলতেই ফাদার লাতুরের পাঠগৃহে তাঁর উকীলের সঙ্গে দেখা করার জন্য তাঁকে ডাকা হল।

ওলিভারেজ তাঁর বিষয়-সম্পত্তির ভার দিয়েছিলেন আইরিশ ক্যাথলিক বয়েড ও'রিলিকে। এই নতুন অঞ্চলে তিনি বোস্টন থেকে এসেছেন আইন ব্যবসার জন্য। সে সময় সাণ্টা ফে তে লোহার সিন্দুক ছিল না, কিন্তু ও'রিলি ওলিভারেজের উইল তাঁর কাছে একটা 'স্ট্রং বাক্সে' রেখেছিলেন। দলিলটা সংক্ষিপ্ত এবং পরিষ্কার। এনটোনিও-র সম্পত্তির পরিমাণ আমেরিক্যান টাকায় দুশো হাজার ডলার (তখনকার হিসাবে বেশ মোটা টাকা)—তার যা উপসত্ব তা ভোগদখল করবেন—"আমার স্ত্রী ইসাবেলা এবং তাঁর কন্যা আইনেজওলিভারেজ", যতদিন তাঁরা জীবিত থাকবেন। তাঁদের মৃত্যুর পর এই সমস্ত অর্থ চার্চে বর্তাবে। 'ধর্ম বিশ্বাস-বিবর্ধন সমিতি'তে ন্যস্ত হবে। দুঃখের বিষয়, ক্যাথিড্রাল তহবিলের কথা কডিসিলে সংযুক্ত করা হয়নি।

তরুণ আইনজীবী ফাদার ভ্যালিয়েণ্টকে বললেন যে, ওলিভারেজ ভ্রাতৃবৃন্দ আলাবুকার্কের সবচেয়ে বড় উকীলকে নিযুক্ত করেছেন এবং তাঁরা এই উইলের বিরোধিতা করবেন। ওদের যুক্তি এই যে সেনোরিটা আইনেজ সেনোরা ওলিভারেজের মেয়ে হতে পারেন না, কারণ তাঁর অনেক বয়স। ডন এনটোনিও যৌবনে উচ্ছৃঙ্খল লম্পট ছিলেন, তাঁর ভ্রাতৃবৃন্দের বিশ্বাস, আইনেজ, কোনো অস্থায়ী প্রেমিকার সন্তান এবং ডনা ইসাবেলা কর্তৃক দত্তক হিসাবে গৃহীতা। ও'রিলি নিউ-অরলিনসে ওলিভারেজ দম্পতির বিবাহের সার্টিফিকেটের কপি এবং সেনোরিটা আইনেজের জন্ম সার্টিফিকেট আনার জন্য পাঠিয়েছেন। কিন্তু কেণ্টাকি শহরে যেখানে সেনোরিটা জন্মগ্রহণ করেছেন সেখানে জন্ম-সার্টিফিকেট রাখার নিয়ম ছিল না, ইসাবেলার বয়স প্রমাণ করার উপযুক্ত কোনো দলিল নেই। প্রকৃত বয়স বলার জন্য তাঁকে রাজীও করা যায় না। সাণ্টা ফে-র মানুষদের বিশ্বাস, তাঁর বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। তাহলে আইনেজের জন্মকালে তাঁর বয়স ছয় কিংবা আট বছর দাঁড়ায়। আসলে মহিলার বয়স পঞ্চাশার্ধে, কিন্তু ও'রিলি যখন আদালতে তাঁকে এই কথা বলার জন্য অনুরোধ করলেন, তখন তিনি তা পালন করলেন না। বিশপ এবং ভিকারকে অতঃপর তিনি অনুরোধ করলেন সেনোরিটাকে রাজী করার জন্য।

ফাদার লাতুর এমন একটা সূক্ষ্ম ব্যাপারে মাথা গলাতে রাজী হলেন না। তবে ফাদার ভ্যালিয়েণ্ট দেখলেন এই দুটি মহিলাকে রক্ষা করা তাঁদের কর্তব্য। বেশী বাক্যব্যয় না করে তাঁর প্রাচীন আচকান পরে রাঙামাটির পথ ধরে ওলিভারেজ ভবনে চললেন, সেই বাড়ি শহরের পূর্বপ্রান্তের পর্বত গাত্রে।

সেই নববর্ষের পার্টির পর ফাদার ওলিভারেজ এই বাড়িতে আর আসেন নি, বাড়ির সামনে পৌঁছেই তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। ইতিমধ্যেই অবহেলার চিহ্ন চারিদিকে। বিরাট দরজাটিতে একটি কাঠের ঠেকো দেওয়া, কারণ হুকটা খুলে গেছে। প্রাঙ্গণে ছেঁড়া ন্যাকড়া আর মাংসের হাড় পড়ে আছে, কুকুরে এনেছে, কেউ পরিষ্কার করেনি। বারান্দায় ঝোলানো বিরাট কাকাতুয়ার খাঁচাটি নোংরা হয়ে আছে, পাখিগুলি অপরিচ্ছন্ন হয়ে আছে। বাইরের গেটে ও'রিলি ঘণ্টা বাজাতেই ব্যাঞ্জোবাদক পাবলো দৌড়ে এল, দরজা খুলতে, তার মাথার চুল উড়ছে, জামাটা অপরিচ্ছন্ন। বিরাট বসবার ঘরে ওঁদের নিয়ে গেল, ঘরটি শূন্য এবং স্যাঁৎসেঁতে, অগ্নিকুণ্ড অন্ধকার, তার আশ-

পাশ অপরিষ্কৃত। চেয়ার এবং জানলার চৌকাঠ ধুলোয় বোঝাই, মাঝে মাঝে দু-একটা দাগ, যেন চোখের জল পড়েছে। লেখার টেবিলে শূন্য বোতল, অপরিষ্কার গ্লাস আর সিগারের শেষাংশ, একপাশে সবুজ ঢাকনায় আচ্ছাদিত যন্ত্রটি পড়ে আছে!

পাবলো ফাদারদের বসতে অনুরোধ জানালো। কর্ত্রী বিছানায় শুয়ে আছেন, রাঁধুনীর হাত পুড়ে গেছে, অন্যান্য দাসীরা অলস। সে নিজেই কাঠ এনে আগুন জ্বালাল।

কিছুক্ষণ পরে ডনা ইসাবেলা এলেন, গায়ে শোকের পোশাক, কালো পোশাকের ওপর তাঁর মুখখানি অতিরিক্ত সাদা দেখাচ্ছে, চোখ দুটি লাল। তাঁর কান এবং গলার কাছের সেই কুঞ্চিত কেশদাম একেবারে যেন ছাই রঙের।

ফাদার ভ্যালিয়েন্ট সম্ভাষণ ও সান্ত্বনার বাণী উচ্চারণ করার পর, তরুণ উকীল তাঁর অসুবিধার কথা আর একবার ভদ্রভাবে নিবেদন করলেন। ওলিভারেজ পরিবারের চক্রান্ত ভাঙার জন্য কি করা কর্তব্য তাও জানালেন। তিনি বিনীত ভঙ্গীতে বসে রইলেন। মাঝে মাঝে চোখ এবং নাক তাঁর লেস বসানো ছোট্ট রুমালে মুছতে লাগলেন, এবং মনে হল এইসব কথার এক বর্ণও তিনি বুঝতে পারছেন না।

ফাদার যোসেফ ধৈর্য হারিয়ে স্বয়ং বিধবার কাছে গিয়ে সোজাসুজি বললেন, "তুমি তো সব বোঝো মা, তোমার স্বামীর ভায়েরা তাঁর ইচ্ছা পালন করতে অনিচ্ছুক, তোমার কন্যা এবং তোমাকে ঠকাতে চায়, এবং শেষ পর্যন্ত চার্চকেও। বালকোচিত অভিমানের কাল এ নয়। তোমার স্বামীর স্মৃতির প্রতি এই অপমানকে রোধ করা চাই। আদালতকে বিশ্বাস করাতে হবে যে মাদামোজেল আইনেজের জননী হওয়ার উপযুক্ত বয়স তোমার। তোমার প্রকৃত বয়স বলতে হবে, তিপাম্র, নয় কি?"

ডনা ইসাবেলার মুখ ভয়ে পাংশুবর্ণ হয়ে গেল। সেই গদীআঁটা সোফার ভেতর তিনি কুঁকড়ে বসে পড়লেন। কিন্তু তাঁর নীল চোখ জ্বলতে লাগল, তিনি যেন হঠাৎ চঞ্চল হয়ে পড়লেন। ভয়চকিত বিস্ময়-বিমূঢ় কণ্ঠে বললেন, তিপাম্র! এর চেয়ে আপত্তিকর কিছু শুনিনি কোনোদিন। বিগত জন্মদিনে আমার আমার বয়স ছিল বেয়াল্লিশ। সে তো ডিসেম্বরে, চার তারিখের ডিসেম্বর। এনটোনিও থাকলে সেই আপনাদের বলত, তিনি আপনাদের

এভাবে ভর্ৎসনা করতে দিতেন না, সাংসারিক কথাও বলতে দিতেন না, ফাদার যোশেফ", এই কথা বলে তিনি কাঁদতে লাগলেন।

ফাদার লাতুর তাঁর ভিকারকে সংযত করে মাদাম ওলিভারেজের পাশের সোফায় বসে পড়লেন। তাঁর জন্য ওঁর মনে বেশ দুঃখ হচ্ছিল, তিনি অতি ভদ্রভাবে বললেন, "আপনার বন্ধুদের কাছে বিয়াল্লিশ মাদাম ওলিভারেজ, আর জগৎ সংসারের কাছে। হৃদয়ে এবং মুখে আপনি তার চেয়েও কম। কিন্তু আইন আর চার্চের কাছে ঠিক-ঠিক হিসাব চাই। আদালতে একটা কথা বললে আপনার বন্ধুদের কাছে আপনি বৃদ্ধ হয়ে যাবেন না, আপনার আপনার মুখে একটিও রেখা বৃদ্ধি পাবে না—স্ত্রীলোককে যেমন দেখায় তেমনই তাঁর বয়স।"

কম্পিত কণ্ঠে ভদ্রমহিলা বললেন, "বিশপ লাতুর, এ আপনার অতি মধুর কথা।" তাঁর চোখে জল ভরে এসেছে, "কিন্তু আমি যে আমার মাথা আর তুলতে পারবো না। ওলিভারেজরা সব টাকা নিক, ও আমার চাই না।"

ফাদার ভ্যালিয়েণ্ট উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। যেন এইভাবে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে থাকলেই তাঁর মাথায় বুদ্ধি প্রবেশ করবে। তিনি চীৎকার করে বললেন, "চারশো হাজার পেসোস সেনোরা ইসাবেলা! আপনি এবং আপনার সারাজীবনের সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, শান্তি, স্বস্তি। আপনার মেয়েকে কি ভিখারিণী করতে চান? ওলিভারেজরা সব গ্রাস করবে।"

ভদ্রমহিলা বললেন, "কি করবো আইনেজকে আমি সাহায্য করতে পারছি না, আইনেজ কন্‌ভেণ্টে যেতে চায়, সে যাবেই, আর আমি টাকা চাই না। Ah, mon pe're, je voudrais mieux e'tre jeune et mendiante, que n'e'tre que vieille et riche, certes, oui?"

(আ, আমার ফাদার, আমি বরং অল্পবয়সী হয়ে ভিখারিণী হয়ে বেঁচে থাকব, তবু ধনী বৃদ্ধা রমণী হতে চাই না, কখনই নয়।)

ফাদার যোশেফ তাঁর হিমশীতল হাতটি ধরে বললেন, "তোমার কি অধিকার আছে চার্চকে তার প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হতে দেবার, বলতে পার? এই প্রবঞ্চনার পরিণাম তোমার পক্ষে কি হবে তা তুমি ভেবে দেখেছ?"

ফাদার লাতুর ভিকারের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে শান্তগলায় বললেন, "Assez"—(যথেষ্ট হয়েছে)। ফাদার যোশেফ যে ক্ষুদ্র হাতটি এতক্ষণ

ধরেছিলেন তার ওপর অবনত হয়ে সসম্ভ্রমে চুম্বন করলেন, বললেন, "আর আমরা পীড়াপীড়ি করব না, মাদাম ওলিভারেজ এবং তাঁর বিবেকের ওপর আমরা সব ছেড়ে দিচ্ছি। মা, আমার বিশ্বাস তোমার এই অহমিকা ত্যাগ করলে তোমার আত্মা তৃপ্তি পেত। এই ব্যাপারের অপরদিক বাদ দিলেও, দারিদ্র্য তুমি সহ্য করতে পারবে না। ওলিভারেজদের দাক্ষিণ্যের ওপর বেঁচে থাকতে হবে তোমাকে, তাই নয় কি? আমি তা দেখতে চাই না। আমার একটু ব্যক্তিগত স্বার্থ আছে। আমি যতক্ষণ আছি তোমার মাধুরীমণ্ডিত মূর্তি দেখতে চাই, আমাদের জীবন তুমি কবিতায় পূর্ণ করে দাও। আমাদের যে তা নেই।"

মাদাম ওলিভারেজের কান্না থেমে গেল। তিনি মাথা তুলে চোখ পুঁছলেন। সহসা তিনি বিশপের আচকানের একটি বোতাম ধরলেন, এবং কম্পিত আঙুলে সেটি ঘোরাতে লাগলেন, তারপর ভীরু গলায় বললেন, "ফাদার আইনেজের মা হলে আমাকে ঠিক কত বয়স বলতে হবে?"

বিশপ ঠিক সে কথা বলতে পারলেন না, তিনি ইতঃস্তত: করলেন, তাঁর মুখ লাল হয়ে উঠল, তারপর তাঁর সুন্দর শুভ্র হাতের ইঙ্গিত করলেন ও'রিলির দিক।

তরুণ উকীল সসম্ভ্রমে বললেন, "সেনোরা ওলিভারেজ, বলতে হবে বাহান্ন। আপনি যদি একথা দৃঢ়কণ্ঠে বলেন, এবং ধরে থাকেন, তাহলে এ মামলা আমরা জিতবই।"

মাথা অবনত করে তিনি বললেন, "তথাস্তু, মিঃ ও' রিলি।" অতিথিরা চলে যাওয়ার জন্য যখন উঠে দাঁড়ালেন তখন তিনি ধূলিধূসরিত কম্বলের দিকে তাকিয়ে আত্মগতভাবেই গুঞ্জন করলেন, "সকলের সামনে তাই বলব।"

বাড়ি ফেরার পথে ফাদার যোশেফ বললেন, "তাঁর পক্ষে একটা সমগ্র ইণ্ডিয়ান পেবলোর পুঞ্জীভূত কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়া বরং সহজ, কিন্তু একটি শ্বেতাঙ্গ রমণীর অহমিকা দূর করা কঠিন।"

বিশপ ভ্রূভঙ্গী করে বললেন: "আমি আর যা কিছু করতে হয় করব, কিন্তু এমন কাজ আর নয়। এতখানি নিষ্ঠুর কোনো কর্মে সহায়তা আর কখনো আমি করিনি।"

বয়েড ও' রিলি ওলিভারেজ ভ্রাতৃবৃন্দকে হারিয়ে দিয়ে মামলা জিতলেন। বিশপ আদালতে শুনানীর সময় যাননি। ফাদার ভ্যালিয়েন্ট অবশ্য ছিলেন, সেই দুর্গন্ধময় জনতার মধ্যে দাঁড়িয়ে দীর্ঘক্ষণ (আদালত কক্ষে কোনো চেয়ার ছিল না)। তরুণ আইনজীবী তাঁর মক্কেলের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে যখন প্রশ্ন করলেন, "সেনোরা ওলিভারেজ, আপনার বয়স বাহান্ন, কেমন তাই নয়।" তখন তাঁর হাঁটু দুটি ভয়ে কাঁপছিল।

মাদাম ওলিভারেজ শোকমগ্না। তাঁর কালো ওড়নার মধ্য থেকে শুধু তাঁর সাদা মুখখানি দেখা যাচ্ছিল।

অতিকষ্টে তাঁর মুখ থেকে বেরোল, "হ্যাঁ মহাশয়।"

রায় প্রকাশ হওয়ার পরদিন রাত্রে ম্যানুয়েল সাভেজ এনটোনিও কয়েকজন পুরাতন বন্ধু সঙ্গে নিয়ে বিধবা মহিলাকে অভিনন্দন জ্ঞাপনের জন্য এলেন। তাঁদের এই অভিপ্রায় শহরে ছড়িয়ে পড়ায় আরো কিছু লোককে উদ্বুদ্ধ করল দীর্ঘদিন যে গৃহের দ্বার রুদ্ধ হয়েছে সেই গৃহে উপস্থিত হতে। সেই সন্ধ্যায় অনেকে এসে হাজির হলেন। তার মধ্যে কিছু সামরিক কর্মচারী, এবং ওলিভারেজ ভ্রাতৃবৃন্দের কিছু শত্রুও ছিল।

রাঁধুনী বিরাট বৈঠকখানা ঘর দীর্ঘদিন পরে লোকজনে পূর্ণ দেখে দ্রুত নৈশ ভোজ প্রস্তুত করে ফেলল। পাবলো একটা সাদা সার্ট এবং ভেলভেট জ্যাকেট পরে ফেলল এবং মনিবের মদ্যভাণ্ডার থেকে তাঁর উৎকৃষ্ট হুইস্কি, সেরী এবং সাম্পেন বার করে এনে পরিবেশন করতে শুরু করল। (মেকসিক্যানরা ফেনিল মদ্যপানের অনুরাগী। মাত্র কয়েক বছর আগে জনৈক আমেরিক্যান ব্যবসায়ী গুরুতর রাজনৈতিক বিপদে বিজড়িত হয়ে সাণ্টা ফে-র মেকসিক্যান সামরিক কর্তৃপক্ষকে বিরাট ওয়াগনপূর্ণ সাম্পেল উপহার দিয়ে বন্ধুত্ব ও বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন—তিন হাজার তিন শ বিরানব্বইটি বোতল!)।

এই ভবনে যেন আতিথেয়তার আমেজ অকস্মাৎ এসে গেল। আগে থেকে কিছুই স্থির ছিল না। মদ্যপাত্রগুলি ধূলিময় ছিল, পাবলো যে সার্টটি ছেড়েছিল তাই দিয়ে সেগুলি পরিষ্কার করল, আর কারো নির্দেশ না নিয়েই মদ্যপূর্ণ ট্রে হাতে ঘুরে বেড়াতে লাগল। সাইডবোর্ডের ধারে দাঁড়িয়ে বারবার গ্লাসগুলি পূর্ণ করে নিল। এমন কি ডোনা ইসাবেলাও কিঞ্চিৎ স্যাম্পেন পান করলেন। ভার্জিয়ার ক্যাপ্তেনের সঙ্গে এক গ্লাস স্যাম্পেন পান করার পর, স্বামীর প্রকৃতবন্ধু তাঁর পার্শ্ববর্তী ফার্ডিন্যাণ্ড সাঞ্চেজের কাছ থেকে আর এক

পাত্র মত্ত প্রত্যাখ্যান করতে পারলেন না। সকলেই বেশ আনন্দোজ্জ্বল, দাসদাসীরা, অতিথিরা সবাই বর্ষাবিধৌত উত্থানের মত উজ্জ্বলকান্তিময়।

ফাদার লাভুর এবং ফাদার ভ্যালিয়েন্ট এই স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দোৎসবের কিছুই জানতেন না। তাঁরা আটটার সময় এই সাহসিকা বিধবাকে অভিনন্দন জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে এলেন। প্রাঙ্গণ অতিক্রম করেই গৃহভ্যন্তরে সঙ্গীতের সুর শুনে তাঁরা বিস্মিত হলেন—অলিন্দের পাশে সুদীর্ঘ বাতায়ন শ্রেণীতে আলোক সজ্জাও লক্ষ্য করলেম। দরজায় আঘাত না করেই তাঁরা একেবারে বৈঠকখানা ঘরে ঢুকে পড়লেন। অনেক বাতি জ্বলছে। পুরুষরা সব দাঁড়িয়ে আছেন তাঁদের দীর্ঘ আচকান-সদৃশ পোশাক পরে। ও'রিলি এবং দুর্গের সামরিক একদল অফিসার সাইডবোর্ডের ধারে যেখানে পাবলো সাদা তোয়ালে পরে স্যামপেন ঢালছে সেইখানে দাঁড়িয়ে আছেন। ঘরের অপর প্রান্তে হার্প বাজানোর টুং টাং শব্দ শোনা যাচ্ছে, সেই সঙ্গে ডনা ইসাবেলার কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হচ্ছে :

"Listen to the mocking-bird
Listen to the mocking-bird !"

পুরোহিতরা গানখানি শেষ না হওয়া পর্যন্ত দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে রইলেন তারপর গৃহস্বামীনীকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের জন্য এগিয়ে গেলেন।

শোক কালানুসারে যতটুকু সাদা পরা যায় ডনা ইসাবেলা সেইরকম পোশাক পরেছেন, তাঁর চূর্ণকুন্তলদাম পুরাতন দিনের মতই সুবিন্যস্ত—ডান কানের তলায় তিনটি, একটি করে দুটি কানের ওপরে এবং ঘাড়ের পিছন দিকে একসারি। তিনি যেই দেখলেন কালো আচকান পরা দুটি মূর্তি এগিয়ে আসছে তিনি হার্প-যন্ত্র ছেড়ে, তার পা দানি থেকে পা দুটি তুলে নিয়ে দুহাত বাড়িয়ে এঁদের অভ্যর্থনা জ্ঞাপনের জন্য এগিয়ে এলেন। তাঁর চোখ দুটি উজ্জ্বল, এবং এই ধর্মপিতৃতুল্য সাধু দুটির প্রতি মমতায় তাঁর মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। কিন্তু তাঁর এই সম্বর্ধনায় ছদ্ম ভৎ‍সনার সুর এমনই জোর গলায় বেজে উঠল যে কথোপকথনরত ঘরের সবাই শুনতে পেলেন :

"আমি আপনাদের কোনোদিন ক্ষমা করব না, ফাদার যোসেফ, কিংবা ফাদার লাভুর, আপনাকেও—আমার বয়স সম্বন্ধে এই বেয়াড়া মিথ্যা কথা আদালতে বলতে আপনারাই আমাকে বাধ্য করেছেন।"

দুজন ধর্মযাজক হাসি এবং উল্লাসের মধ্যে মাথা অবনত করে এই তিরস্কার-মিশ্রিত মধুর অভিবাদন গ্রহণ করলেন।

সপ্তম খণ্ড

বিরাট যাজকক্ষেত্র

॥ এক ॥

মেয়ীর মাস

বিশপের কাজকর্ম কখনো-সখনো বাইরের ঘটনায় সহায়তা লাভ করেছে, আবার ব্যাহতও হয়েছে।

ফাদার লাতুর সাণ্টা ফে-তে আসার তিন বছর পরে 'গ্যাডসডেন পারচেজ' ব্যবস্থানুসারে এখন যে অংশটুকু দক্ষিণ নিউ মেকসিকো ও আরিজোনা হয়েছে সেই বৃহৎ অঞ্চল মেকসিকোর কাছ থেকে যুক্তরাষ্ট্র নিয়ে নেন। রোম থেকে কর্তৃপক্ষরা ফাদার লাতুরকে নির্দেশ দিলেন যে এই নতুন অঞ্চলটিও তাঁর যাজকক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। কিন্তু যেহেতু জাতীয় সীমারেখা অনেক সময় যাজনাঞ্চলকে দুখণ্ডে বিভক্ত করে, চার্চের অধিকারভুক্ত সীমানা চিহুয়াহুয়া এবং সোনোরার মেকসিক্যান বিশপের সঙ্গে যোগসাজসে স্থির করে নিতে হবে। এই সম্মেলন এবং বোঝাপড়ার জন্য প্রায় চার হাজার মাইল পরিভ্রমণ করতে হবে। ফাদার ভ্যালিয়েণ্ট মন্তব্য করলেন যে রোমে বসে ওঁরা বুঝতেই পারেন না যে দুজন মিশনারীর পক্ষে এইভাবে অশ্বপৃষ্ঠে ইতিহাসের পিছন পিছন ধাওয়া করা সহজসাধ্য নয়।

এই প্রশ্ন কয়েক বছর ধরে ঝুলে রইল, প্রচুর চিঠিপত্র চালাচালি হল। অবশেষে ১৮৫৮ খৃস্টাব্দে ফাদার ভ্যালিয়েণ্টকে মেকসিক্যান বিশপদের সঙ্গে বিতর্কমূলক সীমারেখা স্থির করবার জন্য পাঠান হল। তিনি শরৎকালে যাত্রা করলেন এবং সমস্ত শীতকাল পথে পথেই কাটালেন। টাকসনের পশ্চিমে এল পাসো-ডেল-নরটে থেকে শুরু করে সাণ্টা ম্যাগডালেনা এবং গুয়ায়মাস যেতে হল, শেষোক্ত অঞ্চল কালিফোর্নিয়া উপসাগরস্থ একটি বন্দর-নগরী। এর পর ঘরে ফেরার পথে তাঁকে কিছুদিন সমুদ্রপথে প্রশান্ত মহাসাগরে পাড়ি দিয়ে আসতে হল।

ফেরার পথে তিনি ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হয়ে ছিলেন। ঠাণ্ডা লেগে এবং খারাপ আবহাওয়ার জন্যই অসুখ করেছিল। গুরুতরভাবে পীড়িত হয়ে আরিজোনার এক ক্যাকটাস মরুভূমিতে তাঁকে পড়ে থাকতে হয়েছে।

তাঁর অসুস্থতার সংবাদ একজন ইণ্ডিয়ান হরকরা সাণ্টা ফে-তে নিয়ে আসে—কাদার লাতুর এবং আসিণ্টো নিউ মেকসিকো দিয়ে প্রায় অর্ধেক আরিজোনা অতিক্রম করে ফাদার ভ্যালিয়েণ্টকে পেলেন এবং স্থানে স্থানে থেমে তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে এলেন।

তিনি বিশপের ভবনে প্রায় দু-মাস অসুস্থ হয়ে পড়ে রইলেন। এই প্রথম বসন্ত যা ওঁরা দুজনে এক সঙ্গে একত্রে যাপন করলেন, সাণ্টা ফে-তে এসেই ওঁরা যে উদ্যান রচনা করেছিলেন সেই উদ্যান শোভা উপভোগ করলেন।

সেটা ছিল মেরীর মাস—এবং মে মাস। ফাদার ভ্যালিয়েণ্ট একটি বাগানের দ্রাক্ষাকুঞ্জে, সামরিক খাটে শুয়ে আছেন। গায়ে কম্বল চাপানো। এখান থেকে বিশপ এবং তাঁর মালীকে সবজির ক্ষেতে কাজ করতে দেখা যায়। আপেল গাছে ফুল ধরেছে, চেরী ফুল ঝরে গেছে। আকাশ-বাতাস-ধরাতল বসন্তের উষ্ণ আমেজে পরিপূর্ণ। মৃত্তিকা সূর্যকিরণে ঝলমল। সূর্যকিরণ লাল ধুলায় ভরা। যে বাতাসের ঘ্রাণ নেওয়া যায় সে বাতাসে মাটির গন্ধ, আর পায়ের তলায় ঘাসে ঘাসে যেন আকাশের নীলের ছায়া।

এই বাগান ছ' বছর আগে রচিত, বিশপ এইসব ফলের গাছ (তখন শুধনো শাখামাত্র) সেণ্ট লুই থেকে ওয়াগনে করে এনেছিলেন, সঙ্গে ছিলেন লরেটোর সিসটাররা, 'একাডেমি অব আওয়ার লেডী অব লাইট' প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁদের আগমন। স্কুল এখন সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত, প্রোটেস্টাণ্ট এবং ক্যাথলিক দুই সম্প্রদায়ই এটি তাঁদের পক্ষে হিতকরী তা বোঝেন। গাছগুলিতেও ফল ধরেছে। এইসব গাছের কলম থেকে তৈরী গাছ অনেক মেকসিক্যান উদ্যানে ফল দান করছে। বিশপ যখন তাঁর বালটিমোরের প্রথম পাড়িতে গিয়েছিলেন, ফাদার যোশেফ তাঁর বহু অতিরিক্ত কর্ম সত্ত্বেও, তাঁদের মেকসিক্যান গৃহকর্ত্রী ফ্রাকটোসাকে রন্ধন শিল্প শিখিয়েছেন। এর পরে বিশপ ফ্রাকটোসার স্বামী ট্রাঙ্কুইলিনোকে মালীর কাজ শিখিয়েছেন। তাঁরা ভবিষ্যতের জন্য বলিষ্ঠ পরিকল্পনা করেছেন, চার্চের পিছনকার জমি, বিশপের গৃহ এবং একাডেমির মধ্যকার জমিতে প্রশস্ত দ্রাক্ষাকুঞ্জ এবং সবজি বাগান তৈরী হয়েছে। তারপর থেকে বরাবরই বিশপ সেখানে কাজ করেছেন, গাছ বসিয়েছেন, ডালপালা ছেঁটেছেন—এই তাঁর একমাত্র অবসর যাপনের বিলাস ছিল।

ধর্মাধ্যক্ষের প্রাঙ্গণ এবং স্কুলকে সংযুক্ত করেছে এক সার চারা পপলার গাছ। দক্ষিণে মাটির প্রাচীরের ধারে একসার গাছ বসানো আছে, এই গাছ এখানে এসে এঁরা প্রথম দেখেছিলেন—এগুলি অতি প্রাচীন পাকুড় গাছ, গুঁড়িগুলো দোমড়ানো। এরা নিতান্ত অবহেলিত, এই কঠিন, সূর্যতপ্ত গর্দভ-বিচরিত মাটিতে জীবন সংগ্রামে বিক্ষত হয়ে ধুঁকছিল—কিন্তু এদের গুঁড়িতে ছিল সাইপ্রেস গাছের কঠিনতা। এগুলি অতি প্রাচীন খুঁটির মত দেখতে। রোদ জল খেয়ে কাঠিণ্য লাভ করেছে এবং পালিশ করা মনে হচ্ছে। আশ্চর্য-জনকভাবে সেগুলি পত্র-পুষ্পে বিকশিত হয়ে উঠেছে—তার কুঁড়ির রঙ ল্যাভেণ্ডার-গোলাপী।

ফাদার যোশেফ পাকুড় গাছগুলি সবচেয়ে ভালোবাসতেন। এই গাছ-গুলি তাঁর ভ্রমণের সহচর। বরাবর নিউ মেকসিকো এবং আরিজোনার মরুভূমি অঞ্চলের সর্বত্র যখনই তিনি কোনো মেকসিক্যন গৃহস্থালীতে পৌঁছেচেন, তখনই রৌদ্র-দগ্ধ মাটি বা রৌদ্র-দগ্ধ মাটির দেয়াল গাত্রের পাশে এই পাকুড় গাছের নীল-সবুজ পালক সদৃশ পত্রপুঞ্জ আন্দোলিত হয়েছে। গৃহপালিত গর্দভ তার গুঁড়িতে বাঁধা, তলায় মুরগী চরছে, কুকুর তার ছায়ায় শুয়ে ঘুমাচ্ছে, ধৌত-বস্ত্রাদি তার ডালে শুকোতে দেওয়া হয়েছে। ফাদার লাতুর মাঝে মাঝে বলতেন, এই গাছ বিশেষ করে যেন এই পল্লী কুটিরগুলির জন্যই সৃষ্ট হয়েছে। কুঁড়ি ফুটলে যে রঙ ধরত সে ঐ লাল মাটির দেওয়ালেরই আরেক রঙ আর গুঁড়ির রঙ সোনালি ল্যাভেণ্ডার মাখা। ফাদার যোশেফ এসব ব্যাপারে বিশপের নজরের তারিফ করতেন আর নিজে ভালোবাসতেন গাছগুলিতে, তার কারণ এ গাছ জনগণের গাছ—এ যেন প্রতিটি মেকসিক্যান গৃহে পরি-বারেরই আরেকজন।

ফাদার ভ্যালিয়েণ্টের কাছে এ অতি আনন্দের ঋতু। অনেক বছর ধরে এই পবিত্র মাসটি তিনি যথাযোগ্যভাবে পালন করতে পারেননি, বাল্যকালে এই মাসটিকেই তিনি তাঁর পক্ষে পবিত্র মাস বলে নির্বাচন করেছিলেন, তাঁর মহীয়সী রক্ষাকর্ত্রীর উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত মাস। গ্রেটলেকস্ অঞ্চলে যখন তিনি মিশনারী জীবনযাপন করতেন, তখনকার দিনে তিনি বরাবর এই ঋতুতে বিশ্রামে চলে যেতেন। এখন এখানে আর সে অবসর নেই। গত বছর এই সময় তিনি হোপি-ইণ্ডিয়ানের পথে, দিনে ত্রিশ মাইল করে অশ্বপৃষ্ঠে ছুটেছেন, বিবাহ দিয়েছেন, জন্মাভিষেক, স্বীকারোক্তি গ্রহণ প্রভৃতি করে রাতে বাসি

পাহাড়ে শিবির রচনা করে বিশ্রাম করেছেন। তাঁর উপাসনা সর্বদাই নানা ব্যবহারিক প্রয়োজনে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে।

এই বছর অসুস্থতার জন্য মেরীর মাসটি জননী মেরীর জন্যই তিনি পালন করতে পারছেন—তাঁকেই তাঁর জাগ্রত সমস্ত সময়টুকু তিনি উৎসর্গ করেছেন। রাতে তাঁরই স্নেহাঞ্চলের নিরাপদ আশ্রয়ে তিনি নিদ্রাগত হয়েছেন। প্রভাতে, চোখ খোলার আগেই বাতাসে একটা বিশেষ মধুরিমা অনুভব করেছেন—মেরী এবং মে মাস। "Alma Mater redemptoris!" (মোক্ষদায়িনী জননী)। তরুণ বয়সে ধর্ম একটা ব্যক্তিগত ভক্তির ব্যাপার, মিশনারীর কাজ বা অন্য কোনো কিছু এসে বাধা দেয় না, সেই তারুণ্যের ভক্তি দিয়েই তিনি তাঁর দেবীর পূজা করতে পারবেন। আর একবার এই তাঁর মাস, তাঁর রক্ষয়িত্রী দেবী এই মাসটি তাঁকে দান করেছেন—এই ঋতুর তাঁর ধর্ম-জীবনে অনেক কিছু।

পুরানো দিনের একটা কথা মনে পড়ায় মুখে হাসি ফুটে উঠল, উনি তখন সেন্-ড্রে-উপ-পুরোহিত (curate)। সেনড্রের শহরটি পয়-ডি ডোনে, তিনি তখন এই মাসটি পুণ্যবতী ভার্জিন মেরীর স্মরণে কি ভাবে পালন করবেন তার পরিকল্পনা করেছিলেন, আর সেইখানকার বৃদ্ধ পুরোহিত, যাঁর তিনি সহকারী তিনি সব বানচাল করে দিলেন, তিনি অনুমতি দিলেন না। বৃদ্ধ 'টেররের' মধ্য দিয়ে এসেছেন, যাজকদের যে সময় অনেক রকম অত্যাচার সহ্য করতে হতো তিনি সেই কৃচ্ছ্রসাধনের মধ্য দিয়ে শিক্ষালাভ করেছেন, 'জানসেনবাদ' থেকেও তিনি মুক্ত ছিলেন না। তরুণ ফাদার যোসেফ সেদিন তাঁর ভর্ৎসনা নম্রভাবে সহ্য করেছিলেন, ম্লান মুখে নিজের ঘরটিতে চলে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি জপমালা হাতে করে সারাদিন প্রার্থনায় কাটিয়েছিলেন। "আমার বাসনানুসারে নয়, তোমার যদি এই ইচ্ছা হয়, হে মাতা মেরী, হে আমার আশা, আমাকে সেই বর দান করো।"

সেইদিন সন্ধ্যায় বৃদ্ধ পুরোহিত তাঁকে ডেকে পাঠিয়ে কিছু না বলতেই তাঁর প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন, অথচ সকালবেলা তিনিই কঠোর কণ্ঠে ভর্ৎসনা করেছিলেন। অতিশয় আনন্দ সহকারে তিনি তাঁর ভগ্নী ফিলোমেনেকে এই সংবাদ জানিয়েছিলেন, তিনি তখন স্বগ্রাম রিওমে ভিসিটেশনের নানদের ছাত্রী, তাঁকে তিনি অনুরোধ জানিয়েছিলেন 'মে' বেদিকা সাজানোর জন্য কৃত্রিম ফুল তৈরী করে পাঠাতে। তিনিও এই অনুরোধ পরিপূর্ণভাবে রক্ষা করেছিলেন।

এই যে উৎসব বহুজন সমাগমে অনুষ্ঠিত হয়েছিল এই সংবাদে তিনি তাঁর চেয়ে অনেক বেশী আনন্দ লাভ করেছিলেন। সে উৎসবে যাজনক্ষেত্রের যারা অল্প বয়সী অধিবাসী তারা বিশেষ করে যোগদান করেছিল, ভক্তিভাব তাদের মধ্যে পরিস্ফুট হয়েছিল। ফাদার ভ্যালিয়েণ্টদের সংসার ঠাস বুনানীর পরিবার—ওঁরা যখন শিশুমাত্র তখনই মাতৃহারা হন, তার ফলে ভাইবোনরা পরস্পরের প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হন—আর এই ভগ্নী ফিলোমেনের সঙ্গে তিনি অনেক আশা ও বাসনা এবং সুগভীর ধর্মীয় জীবনের অংশ গ্রহণ করেছেন।

সেই থেকে তাঁর জীবনের সব কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনা এই মাসেই ঘটেছে এই যে মাসেই এই পাপপূর্ণ কলুষিত পৃথিবীর শুভ্র শুচিরূপ দেখা যায় খৃস্টা-বতরণের দিনটিকে পালন করার জন্য এবং প্রকৃতই খৃস্টের উপযোগী হয়ে ওঠে। এই যে মাসেই জীবনের কঠিনতম কাজ করার সুযোগ পেয়েছেন; দেশ ত্যাগ করে, প্রিয়তমা ভগ্নী এবং পিতার সঙ্গে কি বিষাদময় বিচ্ছেদ ঘটে এই মাসে, সেদিন নিউ-ওয়ার্লডে মিশনারী কর্মে যাত্রা করেন। এই বিদায়—বিদায় নয়, এ এক পলায়ন—মুখ ফিরিয়ে চলে আসা, উচ্চতর কর্মের উদ্দেশ্যে পারিবারিক কর্ম ত্যাগ—পারিবারিক জীবনের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা। এখন আর সে কথা মনে পড়লে মুখে হাসি আসে না, কিন্তু সেই সময় এক ভয়ঙ্কর অবস্থার উদ্ভব হয়েছিল। বিশপ সবজি ক্ষেতে গাজরের গাছ পাতলা করছেন, ওঁর ঠিক মনে আছে। সেইকালে ফাদার লাতুর যা করেছেন, তার ফলেই আজ এখন ফাদার যোশেফ সাণ্টা ফে-র বাগানে বসে আছেন। নবনিযুক্ত বিশপ যখন তাঁকে ক্লেশকর জীবনের অংশভাগী হতে অনুরোধ জানিয়েছিলেন তিনি কখনই তখন তাঁর প্রিয় সানডুস্কী ত্যাগ করে আসতেন না, তখন তাঁর মনে হয়েছিল: "এখন উনিই গোলকধাঁধায় পড়ে কষ্ট পাচ্ছেন, সেদিন পথের ধারে উনি যা করেছেন আজ আমিও তাই করব। ওঁর জন্য, সেদিন আমার মতলব ভেঙে গিয়েছিল,—উনিই আমাকে বাঁচিয়ে দিলেন।"

সেদিনকার কথা এমনই স্পষ্টভাবে মনে পড়ল যে ফাদার যোশেফের চোখ আর্দ্র হয়ে এল, (রোগীদের পক্ষে যা স্বাভাবিক, একটুতেই এখন উনি বিচলিত হয়ে পড়েন), চশমা জোড়া মুছে উনি বললেন:

"ফাদার লাতুর, এইবার একটু বিশ্রামের সময় হয়েছে। অনেকক্ষণ ধরে খাটছো।"

বিশপ এগিয়ে এসে লতাকুঞ্জের ধারে রাখা ফাদার যোশেফের পাশে একটি চাকা লাগানো চেয়ারে বসে বললেন :

"আমি ভাবছিলাম তোমার এই দ্রুত আরোগ্যের জন্ম আর প্রার্থনা জানাবো না, যোশেফ, আমার ভিকারকে ঘরে রাখার একমাত্র উপায় তাঁকে রুগ্ন রাখা।"

ফাদার যোশেফ হাসলেন, বললেন :

"সাণ্টা ফে-তে তুমি তো আর বেশীদিন থাকবে না বিশপ!"

"আমি এই গ্রীষ্মকালটা আছি, আশা করি তোমাকেও আমার কাছে রাখতে পারব। এ বছর আমার পদ্মফুল ফুটবে। ট্রান্সুইলিনো আজই সন্ধ্যায় আমার লেকে জল দিয়ে দেবে।"

বাগানের মধ্যভাগে একটি ছোট্ট পুষ্করিণী বিশপের লেক, সব মেকসিক্যান-দের মত ট্রান্সুইলিনো জলের ব্যাপারে বেশ কুশলী কারিগর, সে সাণ্টা ফে-র ঝরনা থেকে পাইপ যোগে জল এনে ফেলছে।

বিশপ বলতে থাকেন : "গত গ্রীষ্মকালে তুমি তো ছিলে না, এই ছোট্ট লেকে প্রায় একশটার বেশী পদ্মফুল ফুটেছিল। আর এর উৎপত্তি হল রোম থেকে আসার সময় যে পাঁচটি মূল আমার পু্টলিতে রেখেছিলাম তার থেকে।

"কোন্ সময়টা এই ফুল ফোটে?"

"জুন মাসে শুরু, তবে জুলাই-এ একেবারে পর্পূর্ণ বিকাশ।"

"তাহলে এবার তাড়াতাড়ি করুন, বিশপের অনুমত্যনুসারে আমি জুলাই-এ চলে যাব।"

"এত তাড়াতাড়ি কেন?"

ফাদার ভ্যালিয়েণ্ট অস্বস্তিভরে কম্বলের ভিতর নড়ে বসলেন, বললেন : "পতিত ক্যাথলিকদের সন্ধানে জাঁ, একেবারে পতিত ক্যাথলিক, তোমারই ছদ্দোর মধ্যে টাকসনের দিকে। ওখানে প্রায় শতাধিক দরিদ্র পরিবার আছে যারা কোনোদিন পুরোহিত দেখেনি। এইবার আমি বাড়ি বাড়ি যাব, প্রতিটি পাড়ায় যাব। এদের ধর্ম বিশ্বাস এবং ভক্তি আছে কিন্তু ভ্রান্ত কুসংস্কার তাদের সব কিছুর মূলে। প্রার্থনা মন্ত্র যা জানে তা সব ভুল। ওরা পড়তে জানে না, আর শিক্ষা দেওয়ার কেউ না থাকলে কোন্‌টা ঠিক আর কি বেঠিক ওরা কি করে জানবে। ওরা যেন বীজ, অঙ্কুরিত হওয়ার অসীম শক্তি ওদের মধ্যে কিন্তু এতটুকু আর্দ্রতা নেই। সামান্য যোগাযোগ ঘটালেই ওরা গির্জায় জীবন্ত

অংশ হয়ে উঠবে। মেকসিক্যানদের সঙ্গে যতই কাজ করছি ততই আমার বিশ্বাস হচ্ছে যে ওদের কথা স্মরণ করেই প্রভু বলেছিলেন "Unless ye become as little children", তিনি এদের কথাই ভেবেছিলেন যারা এই সংসারের ব্যাপারে তেমন চালাক নয়, লাভ বা সাংসারিক অগ্রগতির দিকে ওদের তেমন ঝোঁক নেই। এই দরিদ্র ক্রিশ্চানরা আমাদের দেশের মানুষদের মত তেমন কঞ্জুষ স্বভাবের নয়; ধনসম্পত্তি সম্পর্কে এদের এতটুকু আগ্রহ নাই, পার্থিব মূল্য সম্পর্কে কোনো জ্ঞান নেই। আমি কয়েক ঘণ্টার জন্য একটি গ্রামে দাঁড়াই, স্বীকারোক্তি শুনি, পবিত্র বারি সিঞ্চন করি। প্রতিটি গৃহে রাখি একটা ধর্মীয় স্মৃতিচিহ্নরেখা, একটা জপমালা বা একটি ছবি। আমি বেশ বুঝি, অপরিমেয় আনন্দ আমি রেখে এলাম যে সব অবহেলিত আত্মার বিশ্বস্ত আত্মার কাছে ঈশ্বরের দ্বার রুদ্ধ ছিল তাদের দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়ে এসেছি।

"টাকসনের কাছে একজন পিমা-ইণ্ডিয়ান ধর্মান্তরিত ক্রিশান আমাকে একবার বলল, তার সঙ্গে যদি মরুভূমির দিকে যাই, সে আমাকে কিছু দেখাতে পারে। এমন এক দুর্গম অঞ্চলে সে আমাকে নিয়ে গেল যে এইসব ব্যাপারে যে কোনো অনভিজ্ঞ ব্যক্তি প্রাণভয়ে পালিয়ে আসতেন। আমরা কালো পাথরের এক ভয়ংকর খাতে অবতরণ করলাম, তারপর সেখানে এক গুহাভ্যন্তরে তিনি আমাদের স্বর্ণ নির্মিত পেয়ালা, শেষ ভোজনের মদিরা পাত্র এবং আচকান প্রভৃতি দেখালেন। মাস উপাসনার উপযোগী সব রকম টুকিটাকি। এই সব পবিত্র বস্তু ওঁদের পূর্বপুরুষ ওখানে লুকিয়ে রেখেছিলেন এপ্যাচের (Apache—একজন বেদিয়া জাতার-ইণ্ডিয়ান, দক্ষিণ-পশ্চিম নর্থ-আমেরিকার বসতি ছিল) অত্যাচারে যখন ওদের গির্জা ধ্বংস পায় সেই কালে, সে যে ক-পুরুষ আগেকার ঘটনা তা জানা নেই। এই পারিবারিক গুপ্ত সংবাদ বংশানুক্রমে চলে আসছে, এবং আমিই সেই সর্বপ্রথম পুরোহিত যিনি ঐশ্বর্যের জিনিস ঈশ্বরের কাছেই দিতে পারলেন। আমার কাছে এ এক রূপকথা হয়ে আছে। ঐ মরুপ্রান্তরে ধর্ম বিশ্বাসও অমনি মাটির নিচে পোঁতা আছে, প্রোথিত ঐশ্বর্যের মত, ওরা সযত্নে তা পাহারা দেয়। কিন্তু আত্মার মুক্তির জন্য কিভাবে তা ব্যবহার করতে হবে তা তাদের জানা নেই। শুধু একটি কথা, একটি প্রার্থনা, উপাসনা সভা এই সব বন্দী আত্মার ত্রাণের জন্য প্রয়োজন। আমি স্বীকার করছি, আমি এই দায়িত্ব অত্যন্ত পছন্দ করি।

এইসব হারানো সন্তানদের ঈশ্বরের হাতে সমর্পণ করতে চাই। এ তোমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ আনন্দ।"

এই আবেদনের জবাব বিশপ তৎক্ষণাৎ দিলেন না। অনেক পরে তিনি গম্ভীর গলায় বললেন : "তোমার বোঝা উচিত আমার কাছে তোমার কতখানি প্রয়োজন ফাদার যোসেফ। আমার দায়িত্ব একটি মানুষের পক্ষে অনেক বেশী।"

"—কিন্তু আমাকে ওদের প্রয়োজন যতখানি, তোমার প্রয়োজন ততখানি নয়।" এই বলে ফাদার যোশেফ গাত্রাবরণ খুলে ফেলে আচকান পরিহিত অবস্থায় উঠে দাঁড়িয়ে পড়লেন—"আর আমাদের মঁফেরাণ্ডের যে কোনো উত্তম ফরাসী পুরোহিত তোমাকে সহায়তা করতে পারে। এখানকার কাজ বুদ্ধি দিয়ে করা করা যায়। কিন্তু ওখানে প্রয়োজন হৃদয়ের। বিশেষ রকমের সহৃদয়তা। আর আমাদের নতুন পুবোহিতরা ও বেচারীদের প্রকৃতি আমার মত জানে না। আমি একরকম মেকসিক্যানই হয়ে গেছি। আমি এখন কোলোরাডোর লঙ্কা ঝাল এবং মাংসের চর্বি খেতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। ওদের নির্বোধ কাজকর্ম আব আমাকে বিরক্ত করে না, ওদের ত্রুটী আমার প্রিয়। আমি ওদেরই মানুষ।"

"কোনো সন্দেহ নেই, সে বিষযে কোনো সন্দেহ নেই। তবে উপস্থিত আমি তোমাকে শুয়ে থাকতে অনুরোধ করি।"

উত্তেজিত ফাদার ভ্যালিয়েন্ট রক্তিমমুখে আবার তাঁর বালিশের ওপর ভর দিয়ে পড়লেন, আর বিশপ বাগানের দিকে ফিরে চললেন—সেই পাকুড় গাছের সার যেখানে দাঁড়িয়ে সেইখানে। তিনি অতি ধীরে ধীরে চলেছেন। তাঁর গতিভঙ্গী স্বচ্ছন্দ এবং পদক্ষেপ দ্বিধাহীন। তিনি মাথা উঁচু করে বলেছেন। এই ভঙ্গীটুকুর জন্ত সর্বদাই মনে হয় যে-কোন পরিস্থিতি তাঁর আয়ত্তাধীন। কেউ ভাবতে পারে না যে তাঁর মনের মধ্যে একটা তীব্র দ্বন্দ্ব উপস্থিত। ফাদার যোশেফের এই আবেদন তাঁর এক পূর্ব পরিকল্পিত সংকল্প নষ্ট করে দিল, এবং তার ফলে ফাদার লাতুর ব্যক্তিগতভাবে বিশেষ ক্ষুব্ধ হলেন। একটা কাজ করা যায়—পাকুড় গাছের কাছে পৌঁছানোর আগে তিনি তাই করলেন। একটা শুখনো লাইলাক-রঙের ফুলের গুচ্ছ ভেঙে নিয়ে তিনি তাঁর কোটে [illegible] করলেন। তারপর সেই সহজ অথচ সুদৃঢ় পদক্ষেপে যান্ত্রিক গাড়িখানির পাশে এসে দাঁড়িয়ে বললেন : "তোমার অন্তঃপ্রেরণাই এই ব্যাপারে পথনির্দেশ

করবে, যোশেফ। আমি তোমার কর্মপথে কোনো বাধা দেব না। আমি শুধু এই বলব যে শরীরটার প্রতি একটু নজর দিও। তারপর যখন বেশ সেরে উঠবে তখন যে কর্তব্য তোমাকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করবে তারই আহ্বানে সাড়া দিও।"

উভয়েই ক্ষণকাল নীরব রইলেন। ফাদার যোশেফ সূর্যালোকের দিকে চেয়ে চোখ বন্ধ করলেন। আর ফাদার লাতুর চিন্তার গভীরে মগ্ন হয়ে পাকুড় গাছে পল্লব তাঁর শীর্ণ এবং চঞ্চল আঙুল দিয়ে অন্যমনস্কভাবে ছিঁড়তে লাগলেন। ওঁর হাতটির যেন এক অদ্ভুত ব্যক্তিত্ব, কিন্তু পুরোহিতদের যে শান্তভঙ্গী থাকে তা তাতে নেই। সর্বদাই সে হাত যেন জিজ্ঞাসু এবং দৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে ব্যস্ত।

দুই বন্ধুর চিন্তধারা বাধাগ্রস্ত হল পাখির তীব্র ডানা ঝাপটানিতে। এক ঝাঁক উজ্জ্বল পায়রা ওঁদের মাথার ওপর দিয়ে উড়ে বাগানের প্রান্তে চলে গেল, সেদিকে একটি স্ত্রীলোক গেট দিয়ে সেই মুহূর্তেই প্রবেশ করছিল ; সে ম্যাগ-ডালেনা, প্রতিদিন পায়রাদের খাওয়াতে এবং ফুল সংগ্রহ করতে সে আসে। এই মাসের জন্য সিসটাররা স্কুলের চ্যাপেলের মঞ্চ অলংকরণের ভার তাকে দিয়েছেন। বিশপের আপেল ফুল এবং ড্যাফোডিল সে নিতে এসেছে। সঞ্চরণশীল ঝকঝকে ডানার ঘূর্ণ্যাবর্তের মাঝ দিয়ে সে এগিয়ে গেল। আর ট্রান্থুইলিনো তার কোদাল ফেলে দিয়ে তাকে দেখতে লাগল। সহসা সেই উড়ন্ত পায়রার ঝাঁকের উপর এমনই আলো এসে পড়ল, যেন মনে হল তারা সব অদৃশ্য হয়ে গেছে। জলের ভিতর লবণ যেমন মিলিয়ে যায় আলোর মধ্যে তাপ তেমনি মিলিয়ে গেল। আবার পর মুহূর্তেই রোদের আভায় কালো এবং রুপোলি হয়ে তাদের ঘুরতে দেখা গেল। ম্যাগডালেনার বাহু এবং কাঁধে তারা বসে পড়ল, তার হাত থেকে খাবার খেতে লাগল। সে যখন তার ঠোঁটে এক টুকরো রুটি ধরে রইল তখন দুটি পায়রা তার মুখের কাছে হাওয়ায় ডানা মেলে উড়তে লাগল আর খাবারটুকুতে ঠোকরাতে লাগল। এতদিনে ম্যাগডালেনা বেশ সুন্দরী হয়ে উঠেছে। তার দেহভঙ্গিমা শান্ত, গালে সোনালি আভা লেগেছে।

ফাদার ভ্যালিয়েন্ট মৃদুগলায় আপন মনে বললেন : ওকে এখন দেখে কে বলবে যে ওকে আমরা যেখান থেকে এনেছি তা সব রকমের পাপ, নিষ্ঠুরতা এবং কামের লীলাভূমি ছিল। খৃস্টধর্মের গোড়ার দিক থেকে চার্চ যা করতে পারেনি তা এখানে পেয়েছে।"

বিশপ চিন্তামগ্ন হয়ে বলতে লাগলেন : "ওর বয়স এখন সাতাশ ' কিংবা আটাশ। আমার মনে হয় ও আবার বিয়ে করতে পারে। যদিও বেশ সুখে আছে মনে হয়, তবু আমি ওর চোখে বিষাদের ছায়া দেখেছি। তোমার মনে আছে, কী সাংঘাতিক দৃষ্টি ওর চোখে সেই প্রথম দিন দেখেছিলাম?"

"কোনোদিন ভুলতে পারি! কিন্তু ওর দেহ পরিবর্তিত হয়েছে। তখন ও এক আকারসৌষ্ঠবহীন প্রাণী ছিল। আমার ধারণা ছিল ও জড়বুদ্ধি। না, না, ওর ওপর দিয়ে পৃথিবীর কত ঝড়-ঝাপটা বয়ে গেছে। এখানে ও নিরাপদ এবং সুখে আছে।" ফাদার ভ্যালিয়ান্ট সোজা হয়ে উঠে বসে তাকে ডাকলেন : "ম্যাগডালেনা, ম্যাগডালেনা, একবার এদিকে এসো তো মা, কথা আছে। নিজেদের ছাড়া কাউকে না দেখে আমরা দুজনে নিঃসঙ্গ হয়ে আছি।"

॥ দুই ॥

ডিসেম্বরের রাত্রি

মধ্য-গ্রীষ্মকাল থেকেই ফাদার ভ্যালিয়াণ্ট আরিজোনায় আছেন এখন তো ডিসেম্বর মাস। বিশপ লাতুরের মনে এখন সেই বিষাদ শীতলতা এবং সন্দেহ জেগেছে। বাল্যকাল থেকেই এই রকম মনোবেদনা মাঝে মাঝে জাগে, তখন যেখানেই থাকেন নিজেকে কেমন বিক্ষিপ্ত অনাত্মীয় মনে হয়। চিঠিপত্রের জবাব দিচ্ছেন; দৈনন্দিন কর্মসূচী হিসাবে যাজনক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত পুরোহিত-দের কাছে যাচ্ছেন; যে সব মিশনে পুরোহিত নেই সেখানে স্বয়ং উপাসনা করছেন; সিস্টারদের স্কুলের যে নতুন সংযোজন হচ্ছে তা দেখা শোনা করছেন। কিন্তু তার মন ঠিক এই সব বস্তুতে পড়ে নেই।

ক্রিসমাসের প্রায় তিন সপ্তাহ পূর্বে এক রাত্রে তিনি বিছানায় শুয়ে আছেন, চোখে ঘুম নেই, কেমন একটা পরাজয়ের অনুভূতি মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। প্রার্থনা যেন শূন্যগর্ভ বাণী, মনে কোনো আনন্দ আনে না। চিত্ত যেন অনুর্বর ভূমি। নিজের মধ্যে এমন কিছুই নেই যা পুরোহিতদের বা সাধারণ মানুষকে দিতে পারেন। তাঁর সমস্ত কর্ম যেন প্রাণহীন; যেন

বালির উপর ঘর বাঁধা হচ্ছে। তাঁর বিরাট যাজনক্ষেত্র আজো ধর্মবেদীতে পরিপূর্ণ। ইণ্ডিয়ানরা তাদের চিরপ্রোথিত ভীরুতা নিয়ে অন্ধকার পথ ধরে চলেছে, অশুভ সংস্কার আর অতীতের ছায়ার সঙ্গে লড়ছে। মেকসিক্যানরা যেন শিশু, ধর্ম তাদের কাছে খেলা।

রাত্রি যত গভীর হয়, বিশপের শয্যা যেন কণ্টক শয্যা হয়ে ওঠে, আর যেন তা সহ্য হয় না। অন্ধকারে উঠে তিনি জানলা দিয়ে বাইরে তাকালেন। দেখে বিস্মিত হলেন যে তুষার বর্ষণ হচ্ছে, মাটি ইতিমধ্যেই হালকা তুষারে ছেয়ে গেছে। পূর্ণ চন্দ্র, মেঘের ওড়নায় ঢাকা, আকাশ থেকে এক শুভ্র বিবর্ণ জ্যোতি বিস্তার করছে। গির্জার তোরণ রুপোলি পটভূমিতে কালো ছায়ার মত দাঁড়িয়ে। গির্জায় গিয়ে প্রার্থনা করার বাসনা ফাদার লাতুর মনে মনে অনুভব করলেন। কিন্তু তা না করে আবার কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লেন। তারপর মনে হল, শীতের ভয় তাঁকে গির্জায় যেতে দিচ্ছে না। মনে হবামাত্রই তিনি নিজের উপর বিরক্ত হয়ে আবার উঠে পড়ে তাড়াতাড়ি পোশাক পরলেন ও প্রাঙ্গণে বেরিয়ে গেলেন। আচকানের ওপর পুরাতন দিনের ক্লোকটি চাপিয়ে নিলেন। এই ক্লোক এবং ফাদার ভ্যালিয়েন্টের ক্লোক যমজ। একই সঙ্গে তৈরী।

অনেকদিন আগে প্যারীতে এই কোটের কাপড় দুজনে একসঙ্গে কিনেছিলেন। তখন রু দ্যু বাকের ফরেন মিশনের সেমিনারীতে ওঁরা দুই যুবক একসঙ্গে থাকতেন। নিউ ওয়ার্লডের মিশনে কাজ করার উদ্দেশ্যে দুজনে প্রথম সমুদ্র যাত্রার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। সেই কাপড় দিয়ে অশ্বপৃষ্ঠে ভ্রমণের উপযোগী ক্লোক তৈরী করে দিয়েছিল ওহায়োর একজন জার্মান দরজী, ভেতরে শিয়ালের লোমের লাইনিং দিয়েছিল। অনেক বছর পরে ফাদার লাতুর যখন তাঁর বিশপের পদ গ্রহণ করে যাজনক্ষেত্রের সন্ধানে বেরুলেন তখন সেই দরজী আবার নতুন করে সেই ক্লোকটাই কাঠবিড়ালীর লোম দিয়ে পালটিয়ে বানিয়ে দিল। মৃদু আবহাওয়ার অধিকতর উপযুক্ত পোশাক। দীর্ঘদিনের সঙ্গী বিশ্বস্ত এই পোশাকটি পরে প্রাঙ্গণটুকু গির্জার বিরাট চাবী হস্তে পার হতে হতে এই স্মৃতি এবং আরো অনেক কথা বিশপের মনে জাগতে লাগল।

প্রাঙ্গণটি তুষারে সাদা হয়ে গেছে, প্রাচীর এবং গৃহগুলির ছায়া বাষ্পাচ্ছন্ন ম্লান চন্দ্রালোকে বেশ তীক্ষ্ণ ভাবে ফুটে উঠেছে। গির্জার যে কক্ষে তৈজসপত্রাদি

রাখা হয়, সেই কক্ষের গভীর দ্বার প্রান্তে তিনি লক্ষ্য করলেন জড় সড় একটি নারী মূর্তি, এবং সে অতি করুণভাবে কাঁদছে। তিনি তাকে তুলে ধরে ভিতরে নিয়ে গেলেন। বাতি জ্বালতেই তিনি তাকে চিনতে পারলেন এবং তার উদ্দেশ্যও অনুমান করে নিলেন।

এ সেই মেকসিক্যান রমণী সাদা, জনৈক মার্কিন পরিবারে সে ক্রীতদাসী। মার্কিন পরিবার প্রোটেস্টান্ট, রোমান চার্চের প্রতি তারা ঘোরতর বিরোধী, তারা ওকে সমবেত উপাসনায় যোগ দিতে বা পুরোহিতের সঙ্গে দেখা করতে দেয় না। বাড়িতে ওর ওপর কড়া নজর—কিন্তু শীতকালে যখন উত্তপ্ত ঘরগুলি পারিবারিক প্রয়োজনে লাগে, তাকে কাঠের চালায় শুতে দেওয়া হয়। সেখানে প্রচণ্ড শীতে সে ঘুমুতে পারেনি এবং সাহস সঞ্চয় করে আস্তাবলের পেছন দরজা দিয়ে পালিয়ে এসেছে—ভগবানের মন্দিরে প্রার্থনা ও উপাসনা করবে বলে। গির্জার প্রধান দরজা বন্ধ দেখে বিশপের বাগানের ভিতর দিয়ে পথ করে সে এই ভাবে তৈজসাগারের দরজায় এসে পৌঁছেচে, সেখানে এসেও দেখল তা বন্ধ।

বিশপ বাতিটি তুলে ধরে তার সঙ্গে দু'চার কথা বলার সময় তার মুখের পানে লক্ষ্য করলেন। ঘন-কৃষ্ণ-বাদামী রঙের মুখ, জীবনযুদ্ধ এবং দুঃখের দাহনে তা জীর্ণ এবং তীক্ষ্ণ হয়ে গেছে। তাঁর মনে হল মানবিক আকৃতি থেকে এর মত এতখানি পবিত্রতা যেন আর কখন দেখেন নি। তিনি দেখলেন তার পায়ে জুতার সঙ্গে মোজা নেই,—জুতো প্রভুর পরিত্যক্ত কাঁচা চামড়ার জুতো। তার জীর্ণ শালের ভিতর সামান্য ছিটের একটি তাও অসংখ্য তালি বসানো। কম্পন প্রতিরোধ করার চেষ্টায় তার দাঁতে দাঁত লেগে যাচ্ছে। যে হাতটি খালি ছিল সেই হাত দিয়ে বিশপ নিজের অঙ্গ থেকে ক্লোকটি খুলে নিয়ে তার গায়ে দিয়ে দিলেন। এইবার স্ত্রীলোকটি ভীত হয়ে বলে ওঠে :

"না, না পাদ্রী, করেন কি।"

"তুমি তোমার পাদ্রীর কথা শোনো না, শুনতে হয়। ঐ ক্লোকটি ভালো করে গায়ে জড়িয়ে নাও। আমরা এবার গির্জায় গিয়ে প্রার্থনা করবো।"

গির্জার অভ্যন্তরে একেবারে অন্ধকার, কেবল উঁচু বেদীমূলে প্রজ্বলিত আলোর লাল আভা দেখা যাচ্ছিল। স্ত্রীলোকটির হাত ধরে এবং তার সামনে বাতিটি ধরে তাকে তিনি লেডী চ্যাপেলের দিকে নিয়ে গেলেন। সেখানে, ভার্জিনের সম্মুখস্থ বাতিগুলি জ্বেলে দিলেন। বৃদ্ধা সাদা বসে পড়ে, মাটিতে

চুম্বন করে, সে হোলি মাদার যীশু জননীর চরণ চুম্বন করল, যে পাদপীঠে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন সেই পাদপীঠেও চুম্বন করল, আর সারাক্ষণ কাঁদতে লাগল। কিন্তু তার মুখের ভঙ্গিমা, সেই মুখের চমৎকার কম্পন ইত্যাদি লক্ষ্য করে তিনি বুঝলেন এ চোখের জল আনন্দের, উত্তেজনার—দুঃখের নয়।

"উনিশ বছর! ফাদার শেষবার পবিত্র বেদী দর্শনের পর উনিশ বছর কেটে গেছে।"

"সাদা, সে সব অতীতের কথা, পবিত্র কথা সব তোমার হৃদয়ে আছে। এসো, আমরা একত্রে প্রার্থনা করি।"

বিশপ তার পাশে হাঁটু মুড়ে বস্‌লেন তার পর ওঁরা উচ্চারণ করলেন :—

O Holy Mary, Queen of Virgins .....ইত্যাদি।

ফাদার ভ্যালিয়েণ্ট একাধিকবার এই বৃদ্ধা বন্দিনীর কথা বলেছেন। এই যাজনক্ষেত্রের ভক্তিমতী মহিলাদের মধ্যে এই রমণীর করুণ কাহিনী নিয়ে অনেক কানাকানি হয়ে গেছে। যে স্মিথ পরিবারে এই স্ত্রীলোকটি বাস করে তারা জর্জিয়ারে আধিবাসী। এঁরা এক সময় এল্‌-পাশো-ডেল-নরটেতে বাস করতেন, এবং এই রমণীটিকে তাঁদের সঙ্গে স্বদেশে নিয়ে গিয়েছিলেন। বেশীদিনের কথা নয়, এই পরিবাব জর্জিয়ার একটা কলংককর অবস্থার মধ্যে পড়ে যায়, সমস্ত নিগ্রো ক্রীতদাসদের বিক্রি করে ওরা সেই রাষ্ট্র থেকে পালিয়ে আসতে পথ পায় না। এই মেকসিক্যান রমণীটিকে বিক্রি করতে পারেনি। কারণ এব নামের কোন উপযুক্ত দলিল পত্র ছিল না। তার অস্তিত্ব ঠিক আইন সংগত নয়। এখন ওরা মেকসিক্যান দেশে ফিরে এসেছে তাই স্মিথ পরিবারের ভয় যে ওদের এই দাসীটি পালিয়ে গিয়ে স্বজাতিদের মধ্যে আশ্রয় নেবে, সুতরাং তারা ওর ওপর কড়া নজর রেখেছে। নিজেদের বাড়ি ছেড়ে কোথাও ওকে যেতে দেয় না, এমন কি তার মনিব-গিন্নীর সঙ্গে বাজারে পর্যন্ত নয়।

বেদী সঙ্ঘের দুজন স্ত্রীলোক সাহসভরে একদিন ওদের বাসায় গিয়ে সাদার সঙ্গে কথা বলে, সাদা তখন কাপড় কাচছিল, কিন্তু গৃহিনী ওদের দূর করে দেন। মিসেস স্মিথের পোশাক সম্পূর্ণ পরা ছিল না, তিনি তাঁর বৈঠকখানা থেকে হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে এসে ওদের বললেন—"যদি প্রয়োজন থাকে তো, সদর দরজা দিয়ে এসো, বৃদ্ধা বোকা রমণীকে ভয় দেখানোর জন্ম এইভাবে পিছনের দরজা দিয়ে এসো না।" ওরা যখন জানালো যে সাদাকে মাস

উপাসনায় যোগদানের জন্ত ডাকতে এসেছে, তখন তিনি বললেন, "একবার ওকে পুরোহিতদের হাত থেকে বাঁচিয়েছি, আর তাদের খপ্পরে পড়তে দিচ্ছি না।"

এই তিরস্কারের পরেও জনৈক ধর্মিষ্ঠা প্রতিবেশীনী রমণী, আস্তাবলের একটি খিড়কির দরজা দিয়ে সাদার সঙ্গে দু-একটি কথা বলতে গিয়েছিলেন, সাদা সেখানে গাধার পিঠ থেকে কাঠ নামাচ্ছিল, কিন্তু বৃদ্ধা দাসী ঠোঁট আঙুল দিয়ে ইশারা করে তাঁকে চলে যেতে বলল। সেই সময় তার মুখে এমন এক আতংককর ভঙ্গী লক্ষ্য করেছিলেন যে তিনি তাড়াতাড়ি চলে এলেন, তিনি বুঝেছিলেন যদি সে এই রকম কারও সঙ্গে আলাপরত অবস্থায় ধরা পড়ে তা হলে তাকে অসীম লাঞ্ছনা ভোগ করতে হবে। সেই সদাশয় রমণী তখনই ছুটে গিয়ে ফাদার ভ্যালিয়েণ্টকে এই ঘটনা জানালেন। তিনি তখন বিশপের সঙ্গে পরামর্শ করলেন, এই বন্দিনী রমণীর জন্ত এবং ধর্মের মর্যাদা রক্ষার জন্ত অবিলম্বে কিছু করা প্রয়োজন। কিন্তু বিশপ বললেন, "সময় এখনও আসেনি। উপস্থিতমত সহসা এতগুলি মানুষকে বিরোধী করে লাভ নেই।" স্মিথরা একটা নিম্ন শ্রেণীর একদল প্রোটেস্টাণ্টের নেতা, এরা ক্যাথলিকদের বিরুদ্ধে যত রকম গোলমাল সৃষ্টি করে। উৎসবের দিনে তারা চার্চের দরজায় দাঁড়িয়ে উচ্চৈস্বরে হাসে, ঠাট্টা করে, পথে সন্ন্যাসীনীদের দেখলে অসভ্য কথা বলে, 'কর্পাস ক্রিসটি সানডে'র শোভাযাত্রার দিনে তারা পথে দাঁড়িয়ে ইয়ারকি করে, অভব্যতা করে। স্মিথ পরিবারে পাঁচটি ছেলে আছে, তাদের স্বভাব এবং কথাবার্তা ইতরশ্রেণীর। এমন কি দুটি ছোট ছেলে, তাদের বয়স এখনও কম, তাদেরও আচরণ অতিশয় অভদ্র। ট্রাঙ্কুইলিনো বারবার এই দুটো ছেলেকে বিশপের বাগান থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। তারা তাদের ইতর সঙ্গীদের সঙ্গে নাসপাতি চুরি করতে বা বিশপকে কুৎসিত গালাগাল দিতে আসত।

উত্তর উঠে দাঁড়াবার পর ফাদার লাতুর সাদাকে বললেন, সে যে এমন ভাবে প্রার্থনা বাক্য মনে রেখেছে তা দেখে তিনি আনন্দিত।

বৃদ্ধা রমণী আবেগভরে বলল—"আ! পাদ্রীসাহেব প্রতি রাত্রে আমার পবিত্র জননী মেরীর প্রার্থনা বাক্য উচ্চারণ করি।" এই কথা বলার সময় সে বিশপের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল এবং নিজের বুকে তার শিরাবহুল হাত দুটি চেপে রইল।

তিনি যখন তাকে প্রশ্ন করলেন যে জপমালা তার সঙ্গে আছে কিনা

তখন মুদ্রা বিপাকে পড়ল, কারণ দেহাভ্যন্তরে তা অতিশয় গোপনে রাখা আছে, কারণ শুধু সেই ভাবেই তা নিরাপদে রাখা সম্ভব।

বিশপ শান্ত স্বরে তাকে বললেন: "মনে রেখো দাদা, সামনের বছর এবং ক্রিসমাসের আগে নভেম্বর আমি মাস উপাসনায় যখন উৎসর্গ করবো তখন তোমার হয়ে প্রার্থনা করতে ভুলব না। তুমি নিশ্চিন্ত থাক, আমি আমার ভগ্নী, এবং ভাগ্নীদের সম্পর্কে যেমন মনে মনে বেদীমূলে প্রার্থনা জানাই, তেমনই তোমার কথাও আমার নীরব প্রার্থনায় স্মরণ করব।"

পরে তিনি ফাদার ভ্যালিয়েন্টকে বলেন যে সেই ডিসেম্বর রাত্রির পর স্বর্গীয় আনন্দের এমন পরিপূর্ণ প্রকাশ আর তাঁর দেখার সৌভাগ্য হয় নি। তার পাশে হাঁটুমুড়ে বসে তিনি অনুভব করেছেন, সেই নিঃস্ব রমণীর কাছে ঐ বেদীমূলের কি অপরিসীম মর্যাদা! ক্ষুদ্র মোমবাতি, ভার্জিন মেরীর মূর্তি, সন্তদের মূর্তি, দুঃখ দুর্দশার মধ্য থেকে সকল অমর্যাদাকে মুছে দিয়েছে যে ক্রুশ চিহ্ন, এই সব বস্তু তার সমস্ত নির্যাতন এবং দারিদ্র্যকে খৃস্টের সহযাত্রী করেছে। তরুণ বয়সে যেমন পবিত্র রহস্য অনুভব করেছিলেন এই বন্দিনী রমণীর পাশে হাঁটু মুড়ে সেই আনন্দ আবার তিনি আবার অনুভব করলেন। এই পৃথিবীতে নিষ্ঠুর মানুষের অত্যাচার থাকলেও স্বর্গে যে এক করুণাময়ী রমণী আছেন এই কথা মনে করার অর্থ যে ওর কাছে কত গভীর তা যেন তিনি বুঝতে পারলেন। যারা প্রাচীন, যারা ক্লেশে ও দুঃখ সহ্য করেছে এবং পার্থিব নির্যাতন ভোগ করেছে ছোট ছেলের চেয়েও বেশী করে তারা জানে রমণীর কোমলতার অর্থ কি। দেবী রমণীরাই বুঝতে পারেন আর একজন মহিলা কতখানি সহ্য করতে পারে।

জাঁ মেরী লাতুর সেইরাত্রে লেডী চ্যাপেলে ঈশ্বরের করুণাময়ী মূর্তির যে আবির্ভাব উপলব্ধি করেছিলেন এমনটি আর জীবনে করেননি। নারীগর্ভে জন্ম যাঁর এমন কোনো পুরুষ এই করুণা-ধারা থেকে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করতে পারেন না। এই করুণা ফাঁসীর মঞ্চের হত্যাকারী বা মুমূর্ষু সৈনিক বা শহীদের বা যার জন্যই হোক। জননী মেরীর করুণাময়ী মূর্তি সে রাত্রে যেন পুরোহিতের হৃদয়ে তরবারির মত বিদ্ধ হয়েছিল।

তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে স্ত্রীলোকটি উচ্চারণ করেছিল—'O Sacred Heart of Mary!' তিনি অনুভব করলেন এই নামই তার কাছে প্রকৃত অন্ন, বস্ত্র, বন্ধু এবং জননী। তার হৃদয়ের অলৌকিক রহস্য তিনি স্বয়ং নিজের অন্তরে

অনুভব করেছিলেন। ওর চোখ দিয়েই যেন তিনি দেখলেন, বুঝলেন ওর দারিদ্র্য কত নিদারুন। স্বর্গরাজ্য যেন এই পৃথিবীতে সর্বপ্রথম আবির্ভূত হল, নিষ্ঠুর পৃথিবী, এই প্রভু আর ক্রীতদাসের পৃথিবীতে যিনি তা এনেছিলেন তিনি বলেছিলেন, "And whosoever is least among you, the same shall be first in the Kingdom of Heaven." এই গির্জা দাদারই, নিজস্বভবন, আর উনি সেই ভবনের সেবক মাত্র।

মনে পড়তে লাগল বিশপ সেদিন সেই বৃদ্ধার স্বীকারোক্তি শুনলেন। তিনি তাকে আশীর্বাদ জানালেন তার মাথার ওপর দুটি হাত রাখলেন। তিনি যখন তাকে গির্জা থেকে বার করে বিদায় দিতে গেলেন তখন দাদা তাঁর সেই ক্লোকটি খুলে দিতে গেল, তিনি তাকে বাধা দিলেন। তিনি বললেন, "ওটি রেখে দাও, গায়ে দিয়ো, রাতে গায়ে দিয়ে শোবে।" কিন্তু সে তাড়াতাড়ি সেটি খুলে ফেলল, এই চিন্তাই তাকে আতংকিত করে তুলল—"না, না, ফাদার। ওরা যদি দেখে এটা আমার গায়ে!" এর বেশী আর সে তার অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে একটিও কথা বলেনি। জামাটি খুলে ফেলে সে সেটি জীবিত প্রাণীর মত হাত বুলিযে আদর- জানালো, কারণ এই জামা তার প্রতি সদয় ব্যবহার করেছে।

সুখের বিষয়, ফাদার লাতুরের একটি রুপোর পদকের কথা তখন মনে পড়ল। সেটিতে ভার্জিন মেরীর মূর্তি আঁকা, পকেটেই ছিল। তিনি সেটি তাকে উপহার দিয়ে বলেছিলেন—স্বয়ং হোলি ফাদার পোপ এটিকে শুভাশীষ-দান করেছেন। এখন ও এই সম্পত্তি লাভ করল, সেটিকে পাহারা দিতে হবে, ওর প্রহরীরা ঘুমালে সেটিকে আদার জানাবে। আহা! তিনি ভাবলেন যে পড়তে জানে না, চিন্তা করতে পারে না তার কাছে এই প্রতিমূর্তি যেন প্রেমের মূর্ত বিগ্রহ।

তিনি বিরাট চাবিটি তালায় লাগালেন, কাঠের কবজায় বসানো দরজা খুলে গেল। বাহিরের শান্তিময় পরিবেশ তাঁর হৃদয়ের শান্তির সঙ্গে একাকার। তুষারপাত বন্ধ হয়েছে, বিচ্ছিন্ন মেঘগুলি এখন একটি নরম কুয়াশার মিশে সান্গ্রে-ডি-ক্রিস্টো পর্বতের গায়ে গিয়ে এলিয়ে পড়েছে। পূর্ণচন্দ্র নিঃসঙ্গ, মর্যাদামণ্ডিত ভঙ্গীতে নীল নির্জনে দেদীপ্যমান। বিশপ চার্চের দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে রইলেন। গভীর চিন্তামগ্ন হয়ে নিশীত-রাতের অতিথি পথে যে ক্ষুদ্র পদচিহ্ন রেখে গেছে সেই দিকে তিনি তাকিয়ে রইলেন।

॥ তিন ॥

নাভাজো অঞ্চলে বসন্ত

সারা শীতকালটা ফাদার ভ্যালিয়েন্ট আরিজোনায় কাটালেন। বাতাসে বসন্তের যেই প্রথম চরণধ্বনি শোনা গেল বিশপ আর জ্যাসিন্টো নিউ মেক-সিকোর ওপর দিয়ে এক সুদীর্ঘ যাত্রায় বেরিয়ে পড়লেন 'পেন্‌টেড ডেজার্ট' ও 'হোপি' গ্রামগুলির দিকে। ওরাইবি ছেড়ে বিশপ ক-দিন ধরে দক্ষিণে চললেন একজন নাভাজোর বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে। তাঁর একমাত্র পুত্রের সদ্য মৃত্যু হয়েছে। বিশপকে এই মৃত্যু সংবাদ তিনি সাণ্টা ফে-তে জানিয়েছিলেন।

ফাদার লাতুর দীর্ঘ দিন ধরেই ইউসাবিওকে জানতেন। যাজনক্ষেত্রে প্রথম আগমনের পরই তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। সেই সময় নাভাজো সাণ্টা ফে-তে ছিল। তাঁর লোকজন এবং হোপিদের সঙ্গে বিরাম বিহীন কলহ দমনে সামরিক কর্তৃপক্ষকে সহায়তা করছিল। সেই থেকেই বিশপ এই ইণ্ডিয়ান সর্দারের মধ্যে এক ক্রমবর্ধমান পারস্পরিক প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। ইউসাবিও তাঁর পুত্রটিকে এতদূরে সাণ্টা ফে পর্যন্ত এনেছিলেন জন্মাভিষেকের উদ্দেশ্যে—সেই একমাত্র প্রিয়তম পুত্রটিই বিগত শীতের সময় মারা গেছে।

যদিচ তিনি ফাদার লাতুরের চেয়ে দশ বছরের ছোট ইউসাবিও নাভাজো বাসীদের মধ্যে বেশ প্রভাবশালী ব্যক্তি, মেষ এবং অশ্ব সম্পদে তিনি বিশেষ ধনী। সাণ্টা ফে এবং আলাবুকার্কে বুদ্ধি এবং কর্তৃত্বের জন্য সবাই তাঁকে শ্রদ্ধা করে। তাঁর মনোহর ব্যক্তিত্ব সকলের কাছে সমাদৃত। বেশ দীর্ঘাকৃতি শরীর। নাভাজোর পক্ষেও দীর্ঘাকার। মুখখানি রিপাবলিকান যুগের রোমান জেনারেলের মত। সর্বদাই তিনি ভেলভেট এবং বাকস্কিন পোশাকে সুসজ্জিত থাকতেন, তার টাউজারে মালাগুটিকা এবং পাখির পালকের সাজ, রুপোর কোমরবন্ধ, আর সর্বশ্রেষ্ঠ পশম এবং অলংকরণ শোভিত একটি কম্বল কাঁধে ফেলা থাকত। ঢিলাহাতা শার্টের ভিতর বাহুমূলে রুপোর ব্রেস-লেটে মোড়া। বুকে ঝুলত কড়ি নির্মিত গুটিকা এবং প্রবালের প্রাচীন কণ্ঠহার—

এ ভূমধ্যসাগরের প্রবাল। নাভাজো অঞ্চলে কোলোরাডোর ক্যাপ্টেনরা হোপি-পল্লী এবং গ্রাণ্ড ক্যানিয়ন আবিষ্কার কালে এই পথে যাওয়ার সময় ওদের দিয়ে গেছেন।

ইউসাবিও থাকতেন তার আত্মীয় এবং তার প্রতি নির্ভরশীল অনেককে নিয়ে কোলোরাডো চিকুইটোর একটা পল্লীতে; তার পশ্চিম, দক্ষিণ, ও উত্তরপ্রান্তে ওঁর স্বজাতিরা তাঁর বিরাট মেষ পাল চরাত।

ফাদার লাতুর আর জাসিন্টো বিপুল ধূলি-ঝঞ্ঝা মধ্যে সেই গুমটি-ঘরের মত অস্তানায় এসে হাজির হলেন। ধূলি-ঝঞ্ঝা তুষার ঝঞ্ঝার তুষারের মত চক্রাকারে ওঁদের এবং অশ্বতর দুটিকে ঘিরে ফেলেছিল এবং সম্মুখের দৃশ্যও আচ্ছন্ন করে দিয়েছে। নাভাজোবাসী তার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে এঞ্জেলিকাকে তার লাগাম ধরে টেনে নিলেন। প্রথমটায় তিনি মুখ খুললেন না, ফাদার লাতুরের অতি সুন্দর হাত তার নিজের সুন্দর কৃষ্ণবর্ণ হাত দিয়ে ধরে নীরবে দাঁড়িয়ে রইলেন, এবং তার মুখের দিকে বিষাদ ভরা চাহনী নিয়ে ঈগল পাখির মতো গভীর চোখ মেলে তাকিয়ে রইলেন। তার সে ব্রোঞ্জ-সদৃশ মূর্তিতে একটি আবেগ তরঙ্গায়িত হয়ে উঠল যখন তিনি বললেন:

"আমার বন্ধু এসেছেন।"

এইটুকুই সব, কিন্তু এর মধ্যেই সব, অভ্যর্থনা, বিশ্বাস, গুণগ্রাহিতা। থাকার জন্য বিশপকে একটি নিরালা কুটির দেওয়া হল, পত্তনি থেকে একটু দূরে। ইউসাবিও অতি দ্রুত সেই কুটির উৎকৃষ্ট চর্ম এবং কম্বলে সজ্জিত করলেন এবং অতিথিকে অনুরোধ করলেন কিছুকাল এইখানে বিশ্রাম করে শরীরের ক্লান্তি লাঘব করতে। ইণ্ডিয়ানটি আরও বললেন, অশ্বতরগুলি ক্লান্ত, স্বয়ং পাদ্রীকেও অত্যন্ত শ্রান্ত দেখাচ্ছে এবং সাণ্টা ফে-র পথও অনেকদূর।

বিশপ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বললেন, আমি তিনদিন থাকব, চিন্তার সুবিধার জন্য এই বিশ্রামটুকু প্রয়োজন। বাড়ি ছাড়ার পর থেকে মনটা ব্যবহারিক নানাবিধ ব্যাপারে ভরে আছে। মানুষের বিচ্ছিন্ন চিন্তাসূত্রকে একত্রে গাঁথার এই উপযুক্ত স্থান। নদীটিতে বছরের এই সময়টা প্রচণ্ড তরঙ্গ। বালিয়াড়িগুলিকে ভেঙে-গড়ে সে চলেছে, আর হালকা বালি দুরন্ত বসন্ত বাতাসে সারাদিন ধরে উড়ছে। বিশপ যে কুটিরটি অধিকার করে আছেন তার ওপর বালি এসে পড়ছে, দেয়ালের ফাঁক দিয়ে ভিতরে এসে জড়ো হচ্ছে। দেয়ালগুলি সব গাছের ডালপালার ওপর মাটির প্রলেপ দিয়ে তৈরী।

নদীর ধারে একটা লম্বা কটন-উডের কুঞ্জ আছে,—এই গাছ অতি প্রাচীন, বিরাট তার আকার এবং সে আকৃতি এমনই বিশাল যে গাছগুলিকে সুদূর অতীতের গাছ বলেই মনে হয়। গাছগুলি বেশ ছাড়া ছাড়া হয়ে জন্মেছে, তবে মনে হয় উদ্দাম ঝড়ো হাওয়ায় এবং বালির স্পর্শে তাদের ডালগুলিকে পূর্বদিকে দুমড়ে-মুচড়ে একটা অদ্ভুত আকার দান করেছে। তা ছাড়া এ গাছ অতি অল্পই জল পায়—নদীতে প্রায় সারা বছর অতি অল্পই জল থাকে। গাছগুলি মাটি থেকে কিঞ্চিৎ হেলে উপরে উঠেছে, মাটি থেকে চল্লিশ-পঞ্চাশ ফিট ওপরে উঠে এই সমস্ত সাদা শুকনো ডালের দিক পরিবর্তন ঘটে—তারা আবার মূল রেখা ধরে বেড়ে চলে। কেউ কেউ মধ্যখান থেকে ভেঙে পড়ে আবার উঠেছে। যেন মাটিতে একটা তোরণ গড়ে উঠেছে। কোনো গাছ আবার মোটেই বিভক্ত হয় না, তবে মূল শাখা একেবারে নিচের দিকে চক্রাকারে নেমে আসে, যেন ধনুর জ্যাতে বাঁধা। আবার কোনও গাছটার পরিণতি বাঁকাচোরা পাম গাছের মত বিরাট এবং গড়ে উঠেছে ঘন-উদ্ভাসিত প্রাচুর্যে। এরা সব জীবন্ত গাছ, তবু দেখাচ্ছে যেন মৃত, পুরাতন, শুখনো ডালপালা, পত্র বিরল। বিভক্ত সেই চূড়ায় কিংবা তলদেশে হয়ত ক্ষীণ সূক্ষ্ম সবুজ পত্রের আভাস। এই কুঞ্জবন বিরাট বৃক্ষের শীতকালীন রূপের মত, নিরাভরণ শাখায় কিছু পরগাছার ফুল ফুটে আছে।

নাভাজো আতিথেয়তা তেমন গায়েপড়া নয়। ইউসাবো বিশপকে অনুভব করার সুযোগ দিলেন যে তাকে পেয়ে তিনি সুখী হয়েছেন, তবু তাঁকে একা থাকতেই দিলেন। ফাদার লাতুর তিন দিন ধরে নিরন্তর ধূলি ঝঞ্ঝার মধ্যেই কাটালেন। এই ক্ষুদ্র ইণ্ডিয়ান শিবির থেকে যেন চলমান বালির প্রাচীর দ্বারা বিচ্ছিন্ন হয়ে রইলেন। তিনি ঘরে বসে বাতাসের শব্দ শুনতেন, কিংবা সেই সব বাত্যাহত প্রাচীন বৃক্ষের নিচে ঘুরে বেড়াতেন। গায়ে থাকত ইণ্ডিয়ান কম্বল, একেবারে নাকের কাছ পর্যন্ত কম্বলটা চাপা থাকত। এখানে এসে অবধি তিনি চিন্তা করছিলেন ফাদার ভ্যালিয়েন্টকে টাসকান থেকে ডেকে আনবেন কি না। ভিকারের চিঠিপত্র মাঝে মাঝে পর্যটকদের মারফত এসে পৌঁছাত। সে চিঠি পড়ে মনে হত তিনি সেখানে বেশ সুখে আছেন, সেন্ট জেভিয়ার ডেল বাকের পুরাতন চার্চের পুনর্গঠনের কাজে ব্যস্ত আছেন, তাঁর মতে দু'শ'বছর ধরে অবহেলিত হলেও এই মহাদেশের মধ্যে এইটি সব চেয়ে সুন্দর চার্চ।

ফাদার ভ্যালিয়েন্ট যাওয়ার পর বিশপের কাজের চাপ ক্রমশঃই বেড়ে

উঠছিল। অভারেনের নতুন যাজকরা সবাই ভালো মানুষ, বিশ্বাসী, অক্লান্ত কর্মী হিসাবে তার নির্দেশ পালন করেন, তবে তাঁরা এদেশে নতুন কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে ভয় পান, সবরকম অসুবিধার কথা বিশপকে জানান। ফাদার লাতুর তাই ভিকারের সহায়তার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন, স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে তাঁর সব চেয়ে বেশী ঘনিষ্ঠতা, তাদের ত্রুটি বা শিথিলতা সম্পর্কে তিনি সহানুভূতিশীল। দুজনে একত্রে থাকেন। তিনি ফাদার ভ্যালিয়েন্টের হঠকারিতা প্রতিরোধ করেছেন—কিন্তু একা একা সেই শক্তি যেন তাঁর অন্তর্হিত হয়। তা ছাড়া ফাদার ভ্যালিয়েন্টের সাহচর্যেরও অভাব তিনি অনুভব করেন সে কথা স্বীকার করতেই বা দোষ কি?

পাশাপাশি যাজনক্ষেত্রে পয়-দি-গেমে জঁা মেরী লাতুর ও জোসেফ ভ্যালিয়েন্ট জন্ম গ্রহণ করলেও, ছোট বয়সে ওঁদের মধ্যে জানাশোনা ছিল না। লাতুররা এক বিদ্বান ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ভুক্ত আর ভ্যালিয়েন্টরা প্রাদেশিক সমাজের অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরের মানুষ। তা ছাড়া, শিশু যোশেফ বেশীর ভাগ সময় বাড়ি থেকে বাইরে থাকতেন, তাঁর পিতামহের সঙ্গে ভলভিক পর্বতে খামার বাড়িতে সময় কাটত, সেখানকার বাতাস ছিল বিশেষ নির্মল, এবং দুর্বল চিত্তের শিশুর পক্ষে সেই পল্লী অঞ্চল বেশ শান্ত। দুই শিশু যখন ক্লার মোঁর মঁফেরাণ্ডে সেমিনারীতে প্রথম ভর্তি হলেন তখন প্রথম দেখা।

জঁা মেরী তখন দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে, উদ্বোধনী কালে তিনি একদিন খেলার মাঠে দাঁড়িয়ে উৎসুক নেত্রে নতুন ছাত্রদের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। সেই দলে তিনি একটি ছেলেকে লক্ষ্য করলেন, তার চেহারাটি বিশেষ সম্ভাবনাময় নয়, উনিশ বছরের ছেলে, মাথায় বেশ খাটো, বিবর্ণ, একটু ঘোরো চেহারা, গালে একটা আঁচিল, চুলের রং বাদামী, দেখলে মনে হয় যেন জার্মান। ছেলেটিও যেন তার প্রতি এই নজরটুকু লক্ষ্য করল। সে সোজা ওঁর দিকে এগিয়ে এল, যেন তাকে ডাকা হয়েছে। নিজের এই ঘোরো ভাব সম্বন্ধে ছেলেটি তেমন সচেতন নয়, এতটুকু লজ্জাভাব নেই, তবে এই নতুন পরিবেশ সম্পর্কে গভীর ভাবে আগ্রহশীল।

সে এসে জঁা লাতুরকে তার নাম জিজ্ঞাসা করল। কোথা থেকে সে এসেছে, বাবা কি করেন ইত্যাদি। তারপর সহজ সারল্যের সঙ্গে বলল:

"আমার বাবা, রুটি তৈরী করেন। রিয়মের তিনি শ্রেষ্ঠ রুটি-শিল্পী। সত্যি কথা বলতে কি রুটি তৈরীর ব্যাপারে উনি একেবারে আশ্চর্য কারিগর।"

ছোট্ট লাভুরের বেশ লাগল। নম্রভাবে এই কথাগুলি শুনে সে খুশীর ভাব প্রকাশ করল। অদ্ভুত ছেলেটি তারপর তার ভাই, দিদি এবং অত্যন্ত ধীমতী ছোট্ট বোন ফিলোমেনের কথা বলতে লাগল। লাভুর কতদিন এই সেমিনারীতে আছে জানতে চাইল।

"আচ্ছা, তোমার কি বরাবর আদেশ পালন করার এমনই ঝোঁক ছিল? আমারও ছিল, আমি তো প্রায় সামরিক কর্মে ভর্তি হতে বসেছিলুম।"

আগের বছর এলজিয়ার্সের আত্মসমর্পণের পর ক্লার মোঁ তে একটা সামরিক প্রদর্শনী হয়। ফরাসী সেনাবাহিনী সম্পর্কে উত্তেজক বক্তৃতা দেওয়া হয়। ছোট্ট ভ্যালিয়েন্ট সেই বক্তৃতা শুনে উত্তেজনায় আকুল হয়ে উঠে। তার বাবাকে না জিজ্ঞাসা করেই সেনাদলে নাম লেখানোর জন্য দরখাস্ত করে। এমনি করে লাভুরকে তার দেশ-প্রেমাবেগের এক সুস্পষ্ট বিবরণ দান করল, পিতার অসন্তোষের কথা, এবং তারপর মনকষ্টের কথাও বলল। তার মার ইচ্ছা ছিল সে পুরোহিত হয়। ওর যখন তের বছর বয়স তখন তিনি গত হন, আর তখন থেকেই মার ইচ্ছা পূরণের অভিলাষ তার মনে। সে জননী মেরীর সেবায় জীবন উৎসর্গ করেছে। কিন্তু সেদিনকার সামরিক সাজ পোশাক এবং বাদ্য-ভাণ্ডের মধ্যে সব ভুলে গিয়ে ফ্রান্সের সেবায় আত্মোৎসর্গের কথা মনে জাগে।

সহসা ছোট্ট ভ্যালিয়েন্ট যেতে উদ্যত হল, বলল, এক ঘণ্টার মধ্যে একটি চিঠি লিখতে হবে, তারপর গাউনটা তুলে ধরে দ্রুতপদে প্রস্থান করল। লাভুর তার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। স্থির করলেন, এই নতুন ছেলেটিকে নিজের নিয়ন্ত্রণাধীনে রক্ষা করবেন। এই রুটিওলার ছেলের মধ্যে এমন কি ছিল যা এই প্রথম দর্শনকে একটি অভিযাত্রার রঙ দিয়ে এই দিনটিকে পুনরাবর্তিত করার ইচ্ছা জাগাল? সেই প্রথম দর্শনেই, এই প্রাণবান্ অথচ কুদর্শন ছেলেটিকে তিনি বন্ধু হিসাবে নির্বাচন করলেন। এই ঘটনা এক মুহূর্তেই ঘটল। লাভুর নিজে স্বভাবে বেশ স্থিরধীর এবং চরিত্রে বিচারশীল, সহজে সন্তুষ্ট হওয়ার নয়, মাঝে মাঝে মেজাজটাও গম্ভীর হয়ে পড়ত।

সেমিনারীতে থাকার কালে তিনি সহজেই তাঁর বন্ধুকে পড়াশোনায় ছাড়িয়ে গেলেন, কিন্তু তিনি সর্বদাই জানতেন যে যোসেফ তাঁকে বিশ্বাসের গভীরতায় অতিক্রম করে গেছে। দুজনে মিশনারী হওয়ার পর, যোসেফ ওঁর চেয়ে তাড়াতাড়ি আগে ইংরাজী এবং পরে স্প্যানিস ভাষা শিক্ষা করেছে। ঠিক বলতে গেলে দুটি ভাষাই প্রথরটা অজস্র বলত, কিন্তু ব্যাকরণ বা শব্দ-শুদ্ধি

সম্পর্কে তার কোনো দম্ভ ছিল না। পিওনদের সঙ্গে কথা বলার সময় সে ঠিক তাদের মতই ভাষা ব্যবহার করতো।

যদিচ তাঁর সঙ্গে আজ পঁচিশ বছর এক সঙ্গে কাজ করছেন তবু যোশেফের চরিত্রের বৈপরীত্য তিনি ঠিক খাপ খাইয়ে নিতে পারেন নি। তিনি তা গ্রহণ করে মেনে নিয়েছিলেন, আর যোশেফ যখন দীর্ঘকাল দূরে থাকত, তখন তাঁর মনে হত তার সবই তাঁর ভালো লাগত। তাঁর এই ভিকার পরিচিতদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ধর্মপ্রাণ মানুষ, অথচ সাংসারিক বহু ব্যাপারেও তাঁর অসীম আগ্রহ আছে। উত্তম আহার, পানীয় প্রভৃতির প্রতি আগ্রহ থাকা সত্বেও ধর্মীয় উপবাসগুলি তিনি নিয়ম করে পালন করেন, কখনো তাঁর সুদীর্ঘ মিশনারী অভিযাত্রার ক্লেশ বা খন্ন-পাথের সম্পর্কে কোনোদিন অভিযোগ করেন নি। উত্তম মদ্য সম্পর্কে ফাদার যোশেফের আগ্রহ অন্য মানুষের পক্ষে হয়ত দোষে দাঁড়াত। তার তনু কৃশ, কল্পনায় ও উদ্দেশ্যে অবগাহনের জন্য সেই কৃশ দেহের পক্ষে উত্তেজক দ্রব্যের প্রয়োজন তাঁর ছিল। অনেক সময় বিশপ লক্ষ্য করেছেন, উত্তম ডিনারও এক বোতল ক্লারেট তাঁর চোখের সামনে ওঁর মধ্যে একটা আধ্যাত্মিক প্রেরণা সঞ্চার করেছে। সামান্য ভোজের পরও অনেক মানুষের শরীর ভার হয়, বিশ্রামের বাসনা মনে জাগে, ফাদার ভ্যালিয়ান্টের কিন্তু তাতে পুনরুজ্জীবন এবং দশ বা বারো ঘণ্টা তারপর তিনি এখন পরিশ্রম করবেন যার ফল হবে দীর্ঘস্থায়ী।

বিশপ ভিকারের মাঝে স্থানীয় চার্চ, বা ক্যাথিড্রাল ফণ্ড কিংবা দূরের কোনো মিশনের পক্ষে ভিক্ষাবৃত্তির জন্য জেদ থেকে বিব্রতবোধ করেছেন। অথচ নিজের জন্য ফাদার যোশেফ শালীনতা ও ভব্যতার প্রয়োজনাতিরিক্ত কিছুই গ্রহণ করতেন না। সংসারে এই কন্টেন্টো অশ্বতরটি ব্যতীত আর কোনো সম্পত্তি তাঁর ছিল না। রিয়মের ভগ্নীর কাছ থেকে যদিও বহু মূল্যবান পোশাক উপহার পেতেন তবু কর্কশ এবং নোংরা পোশাক তিনি পরে থাকতেন। বিশপের গৃহে একটা মূল্যবান পাঠাগার ছিল এবং আরো অনেক সুখ-সুবিধা। ইউঁসাবিও এবং অন্যান্য ইণ্ডিয়ান প্রদত্ত অনেক সুন্দর চর্ম এবং কম্বল ছিল। মেকসিক্যান মহিলারা সূচীকর্মে বিশেষ পারদর্শী, লেস তৈরী, পাড় বোনা প্রভৃতি কর্মে তাঁরা কুশলী. বিছানা, টেবিল বা ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য তাঁরা অনেক উত্তম বস্ত্র দান করেছিলেন। ওলিভারেজ বা ঐ রকম ধনী যাজমানরা কিছু রুপোর বাসন পত্র দান করেছিলেন।

কিন্তু ফাদার ভ্যালিয়েন্ট প্রাচীনকালের চার্চের পুরোহিতদের মত তাঁর নিজের জন্ত কোনো কিছুই থাকত না।

যৌবনে, যোশেফের বাসনা ছিল নির্জনে, নিরালায় ধ্যান ধারনায় সময় কাটাবেন; কিন্তু আসলে দীর্ঘকাল মানবিক সংযোগ না থাকলে তাঁর মন ঠেঁকে না। আর প্রায় সবাইকে তিনি ভালোবাসেন। ফাদার লাতুর লক্ষ্য করেছেন যে ওহায়ো শহরে যখন ওঁরা চৌঘুড়ি তাড়া করে পথ চলতেন তখন সর্বদাই কোন না কোন নতুন যাত্রী এসে বোঝাই-গাড়িতে উঠে বসত, আর আর যোশেফ তাতে সুখী হতেন, যেন এই বৃদ্ধির বন্দোবস্ত আগে থাকতেই হয়েছিল। প্রকাশ না করলেও তিনি কিন্তু বেশ বিরক্ত হতেন। ওহায়ো শহরের জীবন যাত্রার কদর্যতা কোনোদিন যোশেফকে বিস্মিত করেনি। কুৎসিত বাড়িঘর চার্চ অপরিচ্ছন্ন গোলাবাড়ি আর বাগান, শহরের ও গ্রামের নোংরা পরিবেশ তিনি যেন মোটেই অনুভব করতেন না। এসব দেখেশুনে মনে হতে পারে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে তাঁর কোনো অনুভূতি নেই। অথচ সঙ্গীত তাঁর অতিশয় প্রিয়। সানডুসকীতে সন্ধ্যা পর সন্ধ্যা তিনি জার্মান গানের মাস্টারের কাছে অতিবাহিত করতে ভালোবাসতেন। তিনি তরুণ শ্রোতাদের বাচের-সঙ্গীত শিক্ষাদান করতেন।

ফাদার ভ্যালিয়েন্ট সম্পর্কে যত কিছুই বলা হোক তাঁর কথা শেষ হবে না। মানুষটা অনেক বড়, তাঁর নিজের সমস্ত গুণাবলী জড়ো করেও তার পরিমাপ হয় না। যে কোনো ধরনের মানবিক সমাজে তিনি উপস্থিত থাকলেই তা উজ্জল হয়ে উঠত। নাভাজো কুটির কিংবা অতিদরিদ্র ধরনের ক্ষুদ্র মেকসিক্যান চালা কিংবা মনসিনারি বা রোমের কার্ডিন্যালদের কোনো সমাবেশ—তাঁর কাছে সব সমান।

শেষবার যখন বিশপ রোমে গিছলেন তখন মঁসিয় মৎসুচি সম্পর্কে একটি মজার কাহিনী শুনেছিলেন, ইনি ছিলেন ষোড়শ গ্রেগরীর সেক্রেটারি, সেই সময় ফাদার ভ্যালিয়েন্ট ওহায়ো শহরে থেকে পুণ্যনগরীতে সর্বপ্রথম তীর্থ ভ্রমণে গেছেন।

যোশেফ তিনমাস রোমে ছিলেন, প্রতিদিন খরচ চল্লিশ সেন্টের মত, অথচ দ্রষ্টব্য কোনো কিছুই দেখতে বাকী রাখেন নি। মৎসুচিকে কয়েকবার অনুরোধ করেছিলেন পোপের দর্শন লাভের ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্ত। সেক্রেটারির ওহায়োর এই মিশনারীকে ভালো লেগেছিল, তাঁর মধ্যে

কেমন একটা খোলাখুলি, সোজাসুজি, স্পষ্টাস্পষ্টি ভাব। যে সব পুরোহিতরা ঝাঁক বেঁধে রোমে আসেন তাঁদের মাঝে এই সতেজ ভাব লক্ষ্য করা যায় না। তিনি তাই একটা ব্যবস্থা করে ছিলেন, সেই দর্শনের আসরে হোলি ফাদার, ফাদার ভ্যালিয়েন্ট আর মৎস্থচিই শুধু উপস্থিত রইলেন।

মিশনারি প্রবেশ করলেন। সঙ্গে একজন পরিচারক তাঁর হাতে একটি পাত্র নানাবিধ দ্রব্যাদিতে পরিপূর্ণ, সেগুলিকে পোপের আশীর্বাদপূত করা হবে, অথচ নিয়ম একটি মাত্র দ্রব্য আশিস লাভ করতে পারে। তাঁকে অভ্যর্থনা করে গ্রহণ করার পর ফাদার যোশেফ তাঁর নিজের মিশন এবং সহকর্মীদের মিশনাদির এমনই সুস্পষ্ট বর্ণনা দিতে শুরু করলেন যে হোলি ফাদার তাঁর সেক্রেটারি সময়ের কথা একেবারে বিস্মৃত হলেন। আর সাধারণতঃ এই সব দর্শনে যে সময় লাগে এইটিতে তার তিনগুণ সময় দেওয়া হল। ষোড়শ গ্রেগরী ছিলেন অত্যন্ত অভিজাত এবং একনায়কত্বে বিশ্বাসী ধর্মগুরু। য়ুরোপীয় রাজনীতির বাঁকা রাস্তাটাই তিনি নিয়মকরে ধরে থাকতেন স্বাধীন ইতালীর তিনি শত্রু ছিলেন, কিন্তু পৃথিবীর সুদূর অঞ্চলে ধর্মপ্রচারের জন্য তিনি পূর্বসুরীদের চাইতে অনেক বেশী কাজ করে গেছেন। ফাদার ভ্যালিয়েন্ট তাঁর সহ যাজকদের জন্য, তাঁর বিশপের জন্য আশীর্বাদ প্রার্থনা করলেন। তিনি তাঁর বিরাট থলিটি উন্মুক্ত করলেন, সে যেন ফেরিওয়ালার থলি, তাতে অজস্র ক্রসচিহ্ন, জপমালা, প্রার্থনা গ্রন্থ, পদক, নিত্যপাঠ্য সংক্ষিপ্তসার প্রভৃতি এবং এই সব দ্রব্যের জন্য তিনি বিশেষ করে সাধারণের চাইতেও বেশী করে আশীর্বাদ প্রার্থনা করলেন। বিস্মিত পরিচারক কয়েকবার এলো আর গেল এবং শেষ পর্যন্ত মৎস্থচি হোলি-ফাদারকে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে আরো অনেকগুলি কর্মসূচী আছে। পরিচারক সেই সময় ঘরে না থাকায় ফাদার ভ্যালিয়েন্ট নিজেই তাঁর দুটি বিরাট থলি হাতে করে সেই অবস্থায় পোপকে প্রণতি জানাতে জানাতে পিছু হঠতে লাগলেন, পোপ চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে আশীর্বাদ নয়, যোসেফকে নমস্কার জানালেন, বিদায় রত মিশনারীকে উচ্চস্বরে বললেন, যেমন সাধারণতঃ একজন অপরকে বলে থাকে সেই ভঙ্গীতে—"Coraggio, Americano !"

বিশপ লাতুর তাঁর নাভাজোস্থ এই বাসাটি চিন্তার পক্ষে বেশ উপযোগী মনে করলেন। এইখানে বসে অতীতকে স্মরণ করো, আর ভবিষ্যতের জন্য

পরিকল্পনা করো। এই কুটিরটা এমনই নির্জন যেন সমুদ্রপথে জাহাজের কেবিন, চারিদিকে কেবল অরণ্যের মর্মর ধ্বনি। শুধু দরজাটি ছাড়া ঘরে আর এটুকু উন্মুক্ত পথ নেই সেই দরজা দিনরাত খোলা। তিনি তাঁর ভাই এবং ফ্রান্সের পুরাতন বন্ধুদের দীর্ঘ পত্র লিখলেন। সারাদিন ধরে ঘরের ফাঁক দিয়ে বালি ঝরে পড়ে এবং ঘরের মেঝেতে ছোট পাহাড় জমে যায় এমনই ভঙ্গুর আশ্রয় যে সর্বদাই মনে হয় যেন ধুলো মাটি আর ঘূর্ণ্যমান হাওয়ায় গড়া পৃথিবীর মধ্যে বসে আছি।

॥ চার ॥

ইউসাবিও

ইউসাবিওর কাছে অবস্থানের তৃতীয় দিবসে বিশপ তাঁর ভিকারকে একটি সরকারি চিঠি লিখে ডেকে পাঠালেন, তারপর মরুভূমিতে দৈনন্দিন ভ্রমণে বেরোলেন। প্রায় সূর্যাস্ত পর্যন্ত বাইরে রইলেন, তারপর ঝড় বন্ধ হয়ে গেল এবং বাতাস একেবারে স্ফটিকের মত স্বচ্ছ হয়ে উঠল। ফেরার পথে, তখন নদীর পথ ধরে প্রায় একমাইল যেতে হবে, এমন সময় কটন উডের ঢাকের বাদ্য শোনা গেল,গভীর আওয়াজ মৃদুভাবে বাজান হচ্ছে। তাঁর ধারণা হল আওয়াজটা ইউসাবিওর বাড়ির দিক থেকে আসছে—তাঁর বন্ধু বাড়ি ফিরে এসেছেন।

উপনিবেশের দিকে ফিরে ফাদার লাতুর দেখলেন যে ইউসাবিও দোর গোড়ায় বসে নাভাজো ভাষায় গান করছে এবং তার বিরাট ঢাকের একটি দিক মৃদুভাবে বাজাচ্ছে। তার সামনে দুজন ছোট্ট ইণ্ডিয়ান বালক কঠিন মৃত্তিকায় দাঁড়িয়ে নৃত্য করছে সঙ্গীতের তালে তালে। কঠিন মৃত্তিকায় সেই ঘন গোধূলিতে দুজন স্ত্রীলোক, ইউসাবিওর স্ত্রী এবং ভগ্নী এই দৃশ্য ঘরের ভিতর থেকে লক্ষ্য করছে।

ছোট ছেলেদুটি আগন্তুকের আগমন লক্ষ্য করেনি। তারা তাদের কর্মে সম্পূর্ণ ডুবে আছে, তাদের মুখভাব গম্ভীর, তাদের চকোলেট রাঙা চোখ দুটি অর্ধ মুদ্রিত। বিশপ তাদের বাহুর লীলায়িত ভঙ্গিমা লক্ষ্য করতে লাগলেন, তাদের ছোট্ট পা দুটি কটন-উডের পাতার চেয়ে বড়ো নয়, সেই দুটি পায়ে

মোকাসিন জুতা পরা, অদ্ভুত অনিয়মিত সুরের সঙ্গীতের সঙ্গে তারা তাল রেখে নেচে চলেছে। ইউসাবিওর মুখে ধর্মীয় গম্ভীর্য। দুটি হাঁটুর ভিতর ঢাকটা রেখে ইউসাবিও বসে আছে, তার প্রশস্ত কাঁধ দুটি সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। তার কপালে বা কিংশুক রঙের একটা পট্টি বাঁধা, তার কালো চুলগুলিকে এঁটে রেখেছে। যখনই কাঠি দিয়ে আঙুল দিয়ে ঢাকটা বাজাচ্ছে তখনই তার কালো কব্জিতে বাঁধা রুপো ঝলসিত হচ্ছে। গান শেষ হতেই তার ভাইপো সেই ছোট ছেলে দুটিকে তাদের ইণ্ডিয়ান নামানুসারে পরিচয় করিয়ে দিল ইউসাবিও, তাদের একজনের নাম 'ঈগলের পালক' আর একটির নাম 'ঔষধের পর্বত'। তাদের এইবার মাথা নেড়ে জানাল হল ছুটি হয়েছে, চলে যাও। তার বাড়ির ভেতর মিলিয়ে গেল। ইউসাবিও ঢাকটি স্ত্রীর হাতে দিয়ে অতিথির সঙ্গে বেরিয়ে পড়লেন।

বিশপ বললেন "ইউসাবিও, ফাদার ভ্যালিয়েণ্টকে একটি পত্র দিতে চাই, তিনি টাকসনে আছেন। আমি জাসিণ্টোকে সেই সঙ্গে পাঠাতে চাই, যদি অবশ্য সাণ্টা ফে-তে ফিরে যাওয়ার জন্য তুমি আমার সঙ্গে কাউকে দিতে পার।

ইউসাবিও বললেন, "আমি নিজেই আপনার সঙ্গে 'ভিলা' পর্যন্ত যাব।" নাভাজোরা রাজধানীকে আজো সেই প্রাচীন নামেই ডাকে।

এই ব্যবস্থামত, পরদিন প্রাতে জাসিণ্টোকে দক্ষিণ দিকে পাঠানো হল আর ফাদার লাতুর এবং ইউসাবিও অশ্বতর নিয়ে পুব দিকে চললেন।

সাণ্টা ফে-তে ফেরার পথ প্রায় চারশো মাইলের মত। আবহাওয়াতে মাঝে মাঝে চোখ ধাঁধানো ঝঞ্ঝা এবং কখনও উজ্জ্বল সূর্যালোক। উপরের আকাশে নিয়তই গতিশীলতা এবং পরিবর্তনশীলতা অথচ পরের নিচের মরুভূমি একেবারে বৈচিত্র্য-বিহীন, স্থির ধীর। আর আকাশ কত বড় সমুদ্রে বা পৃথিবীর কোথাও এমনটি দেখা যায় না। সমতল ভূমি আছে পায়ের তলায়, কিন্তু চারদিকে তাকালেই চমৎকার সুনীল জগৎ, সেখানে বাতাস আর চলমান মেঘের মেলা। এমন কি পাহাড়গুলিও যেন তার নিচে পিঁপড়ার ঢিবি মাত্র। অন্যত্র আকাশ পৃথিবীর ছাদ মাত্র, আর এখানে মাটি হল আকাশের মেঝে। দূরে থেকে এই দৃশ্যপটই মানুষ দেখতে চায়, সব জড়িয়ে শুধু এক, যে পৃথিবীতেই মানুষ প্রকৃত বাস করে। সে এই আকাশ, আকাশ আর আকাশ।

ইউসাবিওর সঙ্গে ভ্রমণ করা যেন মানবান্বিত দৃশ্যপটের সঙ্গে ভ্রমণ। এই দেশ যে ভাবে আবহাওয়াকে গ্রহণ করে ইউসাবিও তেমনই গভীর

আনন্দে তা গ্রহণ করেন। তিনি কথা বলেন কম, আহার করেন অল্প, শয়ন যত্র-তত্র, আর মুখভঙ্গীতে উন্মুক্ত সজীবতা, আর জাসিণ্টোর মত তার শালীনতা অপূর্ব। বিশপ অবাক হয়ে লক্ষ্য করলেন যে সে মাঝে মাঝে থেমে কিছু ফুল সংগ্রহ করছে। একদিন সকালে তিনি অশ্বতরগুলিকে নিয়ে এক গুচ্ছ কিংশুক রঙের ফুল হাতে করে এসে দাঁড়ালেন—ফলগুলি লম্বা, একটা লম্বা ডাঁটার ওপর ঘণ্টার মত ঝুলছে, বাতাসে কম্পমান।

সেই লাল ফুলগুলিকে প্রকম্পিত করে উনি বললেন, "ইণ্ডিয়ানরা এই ফুলকে বলে রামধনু-ফুল। এখনও অবশ্য ঠিক ফোটার সময় আসেনি।"

যখন ওঁরা কোনো পাহাড় বা গাছে কিংবা বালিয়াড়িতে রাতটুকু বাস করে ছেড়ে চলে আসতেন তখন সেই সাময়িক আশ্রয়স্থলে বসবাসের সব রকম চিহ্ন এই নাভাজোবাসী সযত্নে মুছে দিতেন। পোড়া কাঠের টুকরা, আহার্যের উদ্বৃত্ত বা উচ্ছিষ্ট মাটিতে পুঁতে, যদি পাথরের টুকরো একত্র জড়ো করা হয়ে থাকে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে তাহলে সেগুলি আবার ছড়িয়ে দিয়ে সব গর্তগুলি বালি দিয়ে বুজিয়ে চলে আসতেন। জাসিণ্টো ঠিক এমনই করত। ফাদার লাতুর ভাবলেন, য়ুরোপীরা যেমন যেখানে যায় সেখানকার সব কিছু বদলে, সেখানকার দৃশ্যপট পরিবর্তিত করে, একটা কিছু স্মরণ চিহ্ন সেখানে রেখে আসে, ইণ্ডিয়ানদের রীতি সব মুছে সব চিহ্ন লুপ্তকরে চলে যাওয়া সেখানকার কোনো কিছু ব্যবস্থা নড়চড় না করাই তাদের ধর্ম। মাছেরা যেমন জলে, কিংবা পাখিরা যেমন বাতাসের মুখে, ঠিক তেমনি।

ইণ্ডিয়ান রীতি হল নিসর্গের সঙ্গে মিশে যাওয়া, তার পটভূমিতে দাঁড়িয়ে থাকা নয়। হোপি পল্লীগুলি পাহাড়ের গায়ে বসানো এবং সেগুলি এমন ভাবে তৈরী যে পাহাড়েই তারা মিশে আছে দূর থেকে আলাদা করে বোঝা যায় না। বালি এবং হোগলের মধ্যেই সাজানো কুটিরগুলি বালি এবং হোগলেই তৈরী। কোনো পেরোবাসী তাদের বাসাবাড়িতে কাঁচের জানলা বসাবে না। সূর্যের প্রতিফলন তাদের কাছে কুৎসিত এবং অস্বাভাবিক এমন কি ভয়ংকর। তা ছাড়া এই সব ইণ্ডিয়ানরা নতুনত্ব এবং পরিবর্তন পছন্দ করে না। তাদের পূর্বপুরুষদের চরণ চিহ্ন অনুশরণ করে তারা পুরাতন পায়ে-চলা পথেই চলে, প্রাচীন কালের স্বাভাবিক সোপান সদৃশ পাহাড়ে পথই ব্যবহার করে, প্রাচীন ঝরনার জলপান করে, শ্বেতাঙ্গরা কূপ খনন করলেও তারা তা ব্যবহার করে না।

রূপো বা ফিরোজা (turquoise) মণিতে সূক্ষ্ম কারুকার্য করার সময়

তারা অফুরন্ত ধৈর্যের পরিচয় দান করে, তাদের কম্বল, কোমরবন্ধ বা উৎসবের পোশাকাদিতে তারা তাদের শিল্প কুশলতা ও পরিশ্রমের ছাপ রেখে দেয়। কিন্তু তাদের অলংকরণের মনোবৃত্তি নিসর্গ দৃশ্য পরিবর্তনে ব্যবহৃত হয় না। য়ুরোপীয়দের মতো প্রকৃতিকে পরাভূতকরার বাসনা তাদের নেই। নূতন ধরনে বিন্যাস বা সাজানোর দিকে তাদের কোনো চেষ্টা নেই। তাদের উদ্ভাবনী শক্তি তারা অন্য দিকে ব্যবহার করে, যে দৃশ্যপটে তারা সংশ্লিষ্ট তার মধ্যে নিজেদের খাপ খাইয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। এর মধ্যে এতটুকু ঔদ্ধত্য নেই, এর মধ্যে যে সতর্কতা ও শ্রদ্ধা আছে তা তারা উত্তরাধিকার-সূত্রে লাভ করেছে। যেন এই বিরাট মহাদেশ নিদ্রিত, তারা তাকে জাগরিত না করেই নিঃশব্দে জীবন যাপন করতে চায়, কিংবা মাটি, বাতাস, জল প্রভৃতির আত্মা তাদের কাছে এমন পবিত্র যে তাকে বিরক্ত না করা, জাগ্রত না করাই মঙ্গলকর বলে বিশ্বাস করে। যখন ওরা শিকার করে তখনও এই ধারা, এই বিচার ব্যবস্থা। ইণ্ডিয়ান শিকার মানে জবাই করা নয়। নদী বা বন তারা ধ্বংস করে না। যদি জল সেচন করে তা হলে ঠিক যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই গ্রহণ করে। জমি এবং জমিতে যা ফসল ফলে তা অতিশয় বিবেচনার সঙ্গে গৃহীত হয়, তার উন্নয়নের কোনো চেষ্টা নেই, যেন তা কিছুতেই অশুদ্ধ করা চলে না।

ফাদার লাতুর এবং ইউসাবিও যখন আলাবুকার্কের দিকে এগিয়ে আসছেন তখন মাঝে মাঝে সঙ্গী জুটছে। ইণ্ডিয়ানরা এদিক-সেদিক যাচ্ছে দীর্ঘ ঘোরানো পথ অতিক্রম করে সমতলভূমি পার হয়ে চলেছে, কিংবা সান্‌দিয়া পাহাড়ে চলেছে। ওদের সকলের সেই এক শান্ত ভঙ্গী পথ চলার, দ্রুত গেলেও যা ধীরে চললেও তাই, আর ভঙ্গীমাও সেই বশংবদ। গায়ে উজ্জ্বল কম্বল, অশ্বতর পৃষ্টে উপবিষ্ট কিংবা তার পাশ ঘেঁষে চলেছে, ধূসরবর্ণ নবোন্নত ঝোপের পাশ দিয়ে, তরঙ্গান্বিত বালিয়াড়ি ভেঙে চলেছে ইণ্ডিয়ানরা, যেন বসন্তের স্পর্শে সদ্য জাগরিত অঞ্চলটুকু অদৃশ্য অশ্রুত অবস্থায় পার হওয়াই তার কর্ম।

লাগুনার উত্তরে দুজন 'জুনি' হরকরা ওদের অতিক্রম করে গেল, পূর্ব দিকে কোথায় চলেছে 'ইণ্ডিয়ান' কর্মব্যাপদেশে। তারা করতল উন্মুক্ত করে একটা বিশেষ ভঙ্গীতে ইউসাবিওকে অভিবাদন জানালো। কিন্তু দাঁড়াল না। মৃগশিশুর মতো দ্রুতগতিতে তারা বালিয়াড়ি ভেঙে চলেছে, ঈগলরা যেমন তাদের কঠিন ও ধীর গতিতে উড়ে চলার ছায়া মাটিতে ফেলে যায়, এরাও ছায়ার মত চলেছে।

অষ্টম খণ্ড

পাইক-শিখরের নিচে সোনা

॥ এক ॥

ক্যাথিড্রাল

ফাদার ভ্যালিয়েন্ট প্রায় তিন সপ্তাহ সাণ্টা ফে-তে এসেছেন তবু জানতে পারেন নি টাকসান থেকে বিশপ কেন তাকে ডেকে এনেছেন। একদিন প্রাতে ফ্রাকটোসা বাগানে এসে তাঁকে জানিয়ে গেল যে আজ অন্য দিনের চাইতে একটু তাড়াতাড়ি লাঞ্চ খাওয়া হবে, অপরাহ্নে বিশপ কোথায় নাকি বেরিয়ে যাবেন। আধ-ঘণ্টা পরে তিনি তাঁর ওপর ওলার সঙ্গে ডাইনিং রুমে মিলিত হলেন।

বিশপ কদাচিত একাকী ভোজন করতেন। এই একটি মাত্র সময় যখন তিনি সুদূরস্থ চার্চের পুরোহিত, সামরিক অফিসার, আমেরিক্যান ব্যবসায়ী, কিংবা ক্যালিফোর্নিয়া বা ওলড মেকসিকোর কোনো অতিথিকে আপ্যায়ন করতে পারেন। তাঁর কোনো বৈঠকখানা নেই ডাইনিং রুমই সেই অভাব পূরণ করে। ঘরটি বড় এবং ঠাণ্ডা। শুধু পশ্চিম প্রান্তে জানলা আছে, একেবারে বাগানের দিকে খোলা। সবুজ রঙের চিকের ভেতর দিয়ে ঘরে মৃদু আলো আসছে। রবিরশ্মি সাদা এবং গোলাকার দেয়াল গাত্রে পড়ে খেলা করছে, এবং সাইড বোর্ডের কাঁচ এবং রুপোর পাত্রে পড়ে চকচক করছে। মাদাম ওলিভারেজ যখন সাণ্টা ফে ছেড়ে নিউ অরলিনসে চলে গেলেন তখন তাঁর জিনিসপত্র নীলামে চড়িয়েছিলেন, ফাদার লাতুর তাঁর সাইড বোর্ডটি, এবং ডাইনিং টেবিল (যে ডাইনিং টেবিলে বন্ধুরা বহুবার একত্রিত হয়েছেন) কিনে নেন। ডনা ইসাবেলা তাঁর রুপোর কফি সেট এবং বাতিদানগুলি স্মারক হিসাবে তাঁকে উপহার দেন। এই কঠিন, কঠোর, এবং ছায়াময় ঘরটির এই একমাত্র আসবাব।

ফাদার যোশেফ প্রবেশ করে দেখ্‌লেন, বিশপ ইতিমধ্যেই এসে গেছেন। তিনি বললেন: "ফ্রাকটোসা তোমাকে বলেছে তো কেন আজ তাড়াতাড়ি খাওয়া সেরে নিচ্ছি। অপরাহ্নে আমরা একত্রে বেরোব। তোমাকে কিছু দেখতে চাই।"

"নিশ্চয়ই, বেশ তো। তবে তুমি বোধ হয় লক্ষ্য করেছ আমি একটু অশান্ত হয়ে পড়েছি। দু'সপ্তাহ ধরে জিন না চড়িয়ে বসে আছি। এমনটি আর হয়েছে মনে হয় না। আমি যখন কনটেনটোকে আস্তাবলে দেখতে যাই, ও আমার দিকে তিরস্কারের ভঙ্গীতে তাকিয়ে থাকে। ওর গায়ে মেদ বৃদ্ধি হবে।"

বিশপ হাসলেন, তাঁর নিচের ঠোঁটে বিদ্রূপের ছাপ। যোশেফকে তিনি বেশ চেনেন। একটু অন্যমনস্ক ভাবে তিনি বললেন : "তা, বেশ। সামান্য একটু বিশ্রাম ওর পক্ষে ভালো, ক্ষতি করবে না, টাকসান থেকে দু'শো মাইল অতিক্রম করে এসেছে। তুমি ওকে আজ বার করো, আমি এঞ্জেলিকাকে নিয়ে বেরোব।"

দুই পুরোহিত মধ্যাহ্নের কিছু পরে পশ্চিম দিকে যাত্রা করলেন। বিশপ তাঁর উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেন নি আর ভিকারও কোনো প্রশ্ন করেন নি। কিছুক্ষণ পরেই ওঁরা ওয়াগনের পথ ছেড়ে দক্ষিণ দিকে ঘেঁষে যে-পথ গিয়েছে সেই পথে চললেন একটি জনহীন গ্রীজ্‌উড অঞ্চল অতিক্রম করে নীউ সানডিয়া পর্বতের দিকে।

প্রায় চারটে নাগাদ ওঁরা রাইও গ্রাণ্ডে উপত্যকার ওপর একটি রিজে (ছোট পাহাড়) এসে পৌঁছলেন। পথটি এই জায়গায় এসে নেমে গেছে এবং এখান থেকে ঘুরে একেবারে সানডিয়া পর্বতের গা ঘেঁষে আলাবুকার্কে চলে গেছে প্রায় ষাট মাইল। এই রিজটার ওপর ছোট্ট পাহাড আর তার ওপর পাতলা গাছপালার ঝোপ—সবুজ রঙটা অদ্ভুত রকমের সমুদ্রের মত সবুজ এবং জলপাই রঙ মেশানো। কাঁকর ঘেরা পাতলা মাটি আসলে আবহাওয়ার খেয়ালে পাথরের এই অবস্থা, তার মধ্যেও একটা সবুজ ছায়া। ফাদার লাতুর রিজের পশ্চিম প্রান্তের এক ধারে একটি নিরালা পাহাড়ের দিকে চললেন, সূর্যের দিকে মুখ করে এবং নীল সানডিয়ার দিকে তাকিয়ে সে একা দাঁড়িয়ে আছে। আরো কাছে যেতে ফাদার ভ্যালিয়েণ্ট লক্ষ্য করলেন পশ্চিম দিকের মাটি সরে গেছে, আর রুক্ষ এক পাথরে পাহাড় বেরিয়ে আছে, "আশপাশের পাহাড়ের মত সবুজ নয়, একেবারে হলদে—যেন সুবর্ণ গৈরিক। ঠিক যেন এই গোধূলি বেলার সূর্যালোক, যা ওর গায়ে প্রতিফলিত। কাছাকাছি শাবল গাঁতি পড়ে আছে, পাথর এখান থেকে সন্ত ভেঙে নেওয়া হয়েছে।

বিশপ মন্তব্য করলেন, "বিচিত্র নয় কি। এই সবুজের মেলায় এমন পীত

রঙ? আমি এই সব পাহাড়ের চার দিকেই বেড়িয়েছি, কিন্তু এ পাহাড় এক মেবাদ্বিতীয়ম্।" হাতে একখণ্ড হরিদ্রাভ প্রস্তরখণ্ড নিয়ে উনি দেখতে লাগলেন। যে জিনিস পবিত্র তা দেখার একটা বিশেষ ভঙ্গী ওঁর আছে, এ সেই ভঙ্গিমা, সুন্দরকে দেখা আর পবিত্র দ্রব্যকে স্পর্শ করা একই ব্যাপার। কয়েক মুহূর্ত নিঃশব্দতার পর সেই স্বর্ণাভ পাথরের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন, "এই পাহাড়, জানো ব্লানচেট, এই আমার ক্যাথিড্রাল।"

ফাদার যোশেফ বিশপের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন, তারপর পর্বত শিখরে তাকিয়ে বললেন: "Vraiment?" (ঠিক বলছ?) এই পাথর কি তেমন কঠিন হবে? রঙটা অবশ্য চমৎকার! যেন সেন্ট পিটারের থামগুলির মত।"

বিশপ বুড়ো আঙুল দিয়ে সেই প্রস্তরখণ্ড পুঁছে নিলেন, বললেন: "বরং বাড়ির কাছের জিনিসের মত, অর্থাৎ আমি বলছি ক্লারমোর কাছাকাছি। এই পাথরের দিকে তাকিয়ে আমার মনে হয় যেন রোন আমার পিছনেই রয়েছে।"

"অর্থাৎ তুমি বলতে চাপ অ্যাভিগননে পোপের পুরাতন প্রাসাদের মত! হ্যাঁ, ঠিক বলেছ, ঠিক সেই রকম। ঠিক এই মুহূর্তে সেই রকমই মনে হচ্ছে।"

শিখরের পানে সেই রকম তাকিয়ে বিশপ একটি প্রস্তর খণ্ডের ওপর বসে পড়ে বললেন: "এই পাথরই চিরদিন চেয়ে এসেছি। খানিকটা ভাগ্যক্রমে এটা পেয়েছি। আমি আইলেটা থেকে ফিরছিলাম, বৃদ্ধ পাদ্রী যেশাস তখন মৃত্যু শয্যায়, তাঁকে দেখে ফিরছিলাম, আমি কখনো এই পথে আসিনি, কিন্তু সাণ্টো ডোমিন্‌গো পৌঁছে দেখলাম, প্রচণ্ড বর্ষায় সব পথ একেবারে ডুবে আছে। আমি সেদিক থেকে ফিরে বাড়ি যাওয়ার জন্য এই পথটা দিয়েই চেষ্টা করা যাক স্থির করলাম। অপরাহ্ণ শেষে পশ্চিম প্রান্ত থেকে এখানে এসে পড়লাম। এই শৈলশিখর আমাকে আজ যেমন বিহ্বল করেছে সেদিনও তেমনই করেছিল। তখনই মনে হয়েছিল, এই আমার ক্যাথিড্রাল।

"এ সব ব্যাপার আকস্মিক নয় জাঁ, তবে ক্যাথিড্রাল নির্মাণ করার কল্পনা এখনও সুদূরপরাহত।"

"তেমন দেরী নেই, আশাকরি। মৃত্যুর আগে ওটা শেষ করতে চাই, অবশ্য ঈশ্বরের যদি তাই ইচ্ছা হয়। আমি কিছুই ভাগ্যের ওপর ছেড়ে দিতে চাইনে, কিংবা মার্কিন গৃহনির্মাতাদের ওপর। বরং আমাদের যে প্রাচীন

বাসা বাড়ির চার্চ এখন আছে তাই থাকবে তবু ঐ ওয়াহো শহরে যে সব বিশ্রী কিম্ভূতকিমাকার বাড়ি ওরা ওঠাচ্ছে তেমনটি করতে দেব না। আমি চাই সাদা-সিদে চার্চ, তবে তা চমৎকার হওয়া চাই। লাল ইটের একটা কুৎসিত কিছু ইংরেজের আস্তাবলের মত বানাবার জন্য আমি হস্ত কলুষিত করব না। আমাদের নিজস্ব 'মিডি রোমানেস্ক' এই দেশের পক্ষে উপযুক্ত স্টাইল হবে।"

ফাদার ভ্যালিয়েণ্ট ভালো করে চশমাটি মুছলেন। বললেন: "হ্যাঁ, তুমি স্থাপত্য কৌশল এবং গঠন পদ্ধতির কথা ভাবছো। কিন্তু মার্কিন স্থপতি ছাড়া, আর কাকে পাবে শুনি!"

"তুলোসে আমার এক পুরাতন বন্ধু আছেন, চমৎকার স্থাপত্য-বিশারদ। গেলবার যখন দেশে গিয়েছিলাম, তাঁর সঙ্গে এ বিষয় কথা বলেছি। তিনি নিজে আসতে পারবেন না, সুদীর্ঘ জলযাত্রার আতংক আছে; তা ছাড়া ঘোড়ায় চড়া তাঁর চলে না। তবে তাঁর একটি অল্পবয়সী পুত্র আছে, এখনও সে পড়ছে, সে এই কাজের ভার নিতে আগ্রহশীল। ওর বাবা আমাকে লিখেছেন যে এই নবীন মহাদেশে প্রথম রোমানেস্ক চার্চ তৈরী করার জন্য সেই ছেলেটির অসীম আগ্রহ। কে উপযুক্ত মডেল দেখাশোনা করছে। তার ধারণা ফ্রান্সে আমাদের পুরাতন 'মিডি' গির্জাই সর্বশ্রেষ্ঠ। আমরা প্রস্তুত হলেই সে দু-একজন ভালো ফরাসী পাথর-কাটা মিস্ত্রী নিয়ে আসবে। সেণ্ট লুই-এর মিস্ত্রীদের চেয়ে এমন কিছু বেশী খরচ পড়বে না। এখন যখন উপযুক্ত পাথর পেয়ে গেছি, আমার ক্যাথিড্রাল এক রকম তৈরী হয়ে গেছে। এই পাহাড় সাণ্টা ফে থেকে পনের মাইল, একটা চড়াই আছে, কিন্তু তা আস্তে আস্তে উঠেছে। পাথর আনা আমরা যতটা ভাবছি তার চেয়ে অনেক সহজ হবে।"

ফাদার ভ্যালিয়েণ্ট তাঁর বন্ধুর দিকে সবিস্ময়ে তাকিয়ে বললেন "ও কত আগে থেকে তুমি সব ভেবে রাখ। বিশপের তো এই উপযুক্ত কাজ। আর আমি, যা চোখের সম্মুখে তাই শুধু দেখি। তবে তুমি এত ভালো কিছু করবে বা করতে পার তা ভাবিনি, বিশেষ করে আমাদের প্রতিবেশীরা যখন এত দরিদ্র, আর আমরাও এমন কিছু বড়লোক নই।"

"কিন্তু ফাদার যোশেফ, ক্যাথিড্রাল তো আমাদের জন্য নয়। আমরা ভবিষ্যতের জন্য কাজ করছি, আমরা যদি শেষ না করতে পারি তাহলে একটিও পাথর মাটিতে পুঁতবো না। ফ্রান্সের সর্বশ্রেষ্ঠ স্থপতি-সমৃদ্ধ অঞ্চল থেকে আমরা এসেছি, আর আমরা এই মহাদেশে যে দেশে কুৎসিত চার্চের

সংখ্যাই বেশী সেখানে আর একটি কুতসিত চার্চ বানিয়ে যাব এ যে লজ্জার কথা।"

"তোমার কথাই হয়ত ঠিক। আমি এত কথা আগে ভাবিনি। আমি তো কোনোদিন মনে করিনি যে এখানে আর একটি ওয়াহো চার্চের বেশী কিছু তৈরী করে যেতে পারব। আমার মনে আছে, তোমার পূর্বপুরুষরা ক্লারমো ক্যাথিড্রাল বানাতে সাহায্য করেছিলেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে দুজন স্থপতি বিশপ ছিলেন। ফলে সবই বিস্মৃতিতে তলিয়ে যায় একথা ঠিক। আমার মনেই হয়নি, তুমি এসব কথা গভীরভাবে ভাবছ।"

ফাদার লাতুর হেসে বললেন: "ক্যাথিড্রাল কি এমন বস্তু যে লঘুভাবে তার কথা ভাবা যায়?"

ফাদার ভ্যালিয়েন্ট অস্বস্তিভরে ঘাড় নেড়ে বললেন—"না, না, নিশ্চয়ই নয়।" কিন্তু তিনি নিজে বুঝছেন না কেন এই ব্যাপারে তাঁকে ডাকা হয়েছে।

যে পাহাড়ের প্রান্তে তাঁরা দাঁড়িয়ে, তার ওপর ছায়া নেমে এসেছে, রঙটা গাঢ় হরিদ্রা মাটির মত হয়েছে কিন্তু চূড়া তখনও যেন গলানো সোনার মত, সূর্যের পড়ন্ত রশ্মিতে রঙটা আরো জ্যোতির্ময় হয়ে উঠেছে। বিশপ অবশেষে গভীর স্বস্তিভরে মুখ ফিরিয়ে বললেন, "এই পাহাড়েই বেশ কাজ হবে, এখন চলো বাড়ি ফেরা যাক। এখানে আসি যতবার, তত বেশী করে যেন পাথরকেই ভালোবাসি। আমি কোনোদিন ভাবিনি ঈশ্বর আমার ব্যক্তিগত রুচি, আমার অহঙ্কার-ই বলতে পারো, এইভাবে পরিতৃপ্ত করবেন কোনোদিন। আমি তোমাকে বলছি, ব্লাঙ্কেট, দান ধ্যানে ব্যয় করার মত অজস্র ধনরত্ন পাওয়ার চেয়ে এই পাহাড়ের সন্ধান পাওয়া আমার কাছে অনেক বেশী। এই ক্যাথিড্রাল আমার প্রাণের জিনিস, অন্তরের বস্তু, তার অনেক কারণ আছে। তুমি আমাকে তেমন বিষয়াসক্ত ভাবছ না আশা করি।"

সেই চন্দ্রালোকিত ঢোপ পার হয়ে ওঁরা যখন ফিরে আসছেন ফাদার ভ্যালিয়েন্ট তখনও ভাবছেন আমাকে কেন আরিজোনা থেকে ডেকে আনা হল। সেখানে তো আমি বহু আত্মার সংকট মোচন করছিলাম। আর এই দরিদ্র মিশনারী, আমাদের এই বিশপ ভবন নির্মাণেই বা এত উৎসাহী কেন। তাঁর নিজেরও অবশ্য ক্যাথিড্রাল ভবন নির্মাণে আগ্রহ ছিল, কিন্তু তা মিড্‌ল রোমানেস্ক হোক বা ওহায়ো জার্মান ভঙ্গীতে গঠিত হোক, তাতে কি এসে যায়!

॥ দুই ॥

লিভেনওয়ার্থের চিঠি

যেদিন বিশপ এবং তাঁর ভিকার সেই হলদে পাহাড় থেকে বেড়িয়ে এলেন তারপর দিন সাণ্টা ফে-তে সাপ্তাহিক ডাক এসে পৌছাল। বিশপের বহু চিঠিপত্র এসেছিল, তিনি অনেকক্ষণ সকালের দিকে তাঁর পাঠ ভবনে আটক রইলেন। লাঞ্চ খাওয়ার সময় তিনি ফাদার ভ্যালিয়েণ্টকে বললেন যে লিভেনওয়ার্থের বিশপের কাছ থেকে একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পত্র এসেছে, সেটির বিষয়ে সন্ধ্যার সময় দুজনে বসে আলোচনা করতে হবে।

এই চিঠিখানি বেশ কয়েক পৃষ্ঠাব্যাপী। কোলোরাডো শহরে যা ঘটছে তার ইতিহাস। এই অঞ্চলটি রকি মাউণ্টেনের কাছে এবং অল্পখ্যাত। যদিও জায়গাটি সাণ্টা-ফে থেকে কয়েক শত মাইলের মধ্যে, তবু এই অঞ্চল থেকে সাণ্টা ফে-তে সংবাদ পৌঁছতে অনেক সময় লাগে, বরং পাইক'স পীকের চাইতে, য়ুরোপ ঘুরে তাড়াতাড়ি সংবাদ এসে যায়, সাণ্টা ফে-তে। এই পর্বত শিখরের ছায়ায় বহুমূল্য স্বর্ণখনির সন্ধান পাওয়া গেছে গেল এক বছরের ভেতর, তবু সেই সংবাদ ফাদার ভ্যালিয়েণ্ট সর্বপ্রথম পেলেন ফ্রান্স থেকে পাওয়া এক চিঠির সূত্রে। এই সংবাদ পৌঁছেচে এ্যাটল্যানটিক উপকূলে, সেখান থেকে য়ুরোপে তারপর সেখান থেকে ঘুরে এসে এই দক্ষিণ পশ্চিম 'সাউথ ওয়েস্টে'। পাঁচশো মাইল পাহাড, খাদ, তরাই অঞ্চলের অনাবিষ্কৃত অঞ্চল পার হয়ে চেরী ক্রীক থেকে সাণ্টা ফে-তে খবর পৌঁছাতে যে সময় লাগবে তার কম সময়েই খবর এসে গেল। ফাদার ভ্যালিয়েণ্ট যখন টাকসাসে ছিলেন তখন অভারেন থেকে তাঁর ভাই মরিয়স কোলোরাডোর এই স্বর্ণভাণ্ডারের সংবাদ সম্পর্কে পত্র যোগে অনুসন্ধান করে পাঠানোয় তিনি খুব বিরক্ত বোধ করেছিলেন, কারণ তিনি এর কিছুই জানতেন না, অথচ মরিয়স ইতালীয় যুদ্ধের সম্পর্কে সামান্য সংবাদই দিতে পেরেছিল, সে খবর অপেক্ষাকৃত বাড়ির অনেক কাছের সংবাদ এবং তার গুরুত্বও অনেক বেশী।

রকি মাউণ্টেনের শ্রেণীভুক্ত এই পাইকস পীক এই সময়ে পশ্চিম মহাদেশে

এক শূন্য স্থান হিসাবে পরিগণিত ছিল। এমন কি ক্বয়ে ফার সংগ্রাহকরা, ওয়াইয়োমিং থেকে টাওসে যারা আসত, তারাও এই পথ পরিহার করে আসত, গ্রানাইটের এই ঢিবি স্পর্শ করতো না। কয়েক বছর মাত্র আগে ফ্রেমোঁ কোলোরাডো রকিসের ভেতর প্রবেশের চেষ্টা করেন, তাঁর দলবল প্রায় অর্ধ-অনশনে অবশেষে টাওসে ফিরে আসেন। খাদ্যাভাবে নিজেদের অশ্বতরদের অধিকাংশই তাঁদের পেটে গিয়েছিল। কিন্তু বিগত বারো মাসে সব উলটিয়ে গেছে। ভ্রাম্যমাণ ব্যবসায়ীরা এই চেরী ক্রীকে বিরাট স্বর্ণ-সম্ভারের সন্ধান পেয়েছেন ; আর যে সব পাহাড় এক বছর আগে ছিল নির্জন বনভূমি. এখন তা জনাকীর্ণ। মিশৌরী নদীর দিক থেকে ওয়াগন ট্রেন প্রেইরী পার হয়ে সার বেঁধে আসছে এইখানে।

লেভেন ওয়ার্থের বিশপ ফাদার লাতুরকে লিখেছেন যে তিনি স্বয়ং সম্প্রতি কোলোরাডো ভ্রমণ করে এলেন। পাইকস পীকের ঢাল অঞ্চলগুলি ছাউনিতে ছেয়ে গেছে দেখে এসেছেন, আর খাদগুলি খনি শ্রমিকে বোঝাই। হাজার হাজার লোক তাঁবু এবং ছাউনীতে বাস করছে, ডেনভার শহর সেলুন আর জুয়ার আড্ডায় বোঝাই ; আর এই সব ভবঘুরে, ভ্যাগাবণ্ডের মধ্যে অনেক সজ্জনও আছেন। শত শত ভদ্র ক্যাথলিক আছেন, কিন্তু একজনও যাজক নেই। তরুণরা এক বে-আইনী শৃঙ্খলাহীন সমাজে আধ্যাত্মিক নির্দেশের অভাবে নোঙরহীন নৌকার মত ভেসে বেড়াচ্ছে। বৃদ্ধরা ঠাণ্ডা লেগে পার্বত্য নিউমোনিয়ায় মারা যাচ্ছে। তাদের চার্চের রীতিসঙ্গত শেষকৃত্য করবার কেউ নেই।

কনসাসের বিশপ লিখছেন এই নতুন এবং জনবহুল মানব সম্প্রদায় উপস্থিতমত ফাদার লাতুরের যাজন সীমানাভুক্ত করা হোক। তাঁর বিরাট যাজন ক্ষেত্র দক্ষিণ পশ্চিমে হাজার হাজার স্কোয়ার মাইল জুড়ে বিস্তৃত হয়েছে—এখন উত্তরে এই অ-নির্ধারিত কিন্তু সহসা গুরুত্ব প্রাপ্ত কোলোরাডো রকিসকেও সীমানাভুক্ত করতে হবে। লিভেনওয়ার্থের বিশপ যতশীঘ্র সম্ভব সেইখানে একজন পুরোহিত পাঠানোর জন্য অনুনয় জানিয়েছেন। শুধু ধর্মপ্রাণ হলেই চলবে না। বেশ কর্মঠ, বুদ্ধিমান এবং চতুর হওয়া চাই, অর্থাৎ এমন মানুষ হওয়া চাই যিনি সকল শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে পারবেন। সঙ্গে শয্যাদ্রব্য, শিবিরের সরঞ্জাম, সব রকমের দ্রব্যাদি, ঔষধ এবং আহার্য নিয়ে যেতে হবে আর নিদারুণ শীতের উপযোগী, শীতবস্ত্র। ক্যাম্প ডেনভারে এক

তামাক আর হুইস্কি ছাড়া আর কিছুই কিনতে পাওয়া যায় না। এ অঞ্চলে একটিও স্ত্রীলোক নেই, আর রান্নার উনান নেই। খনি মজুররা অর্ধ-দগ্ধ রুটি আর মদ খেয়ে বেঁচে আছে। পার্বত্য জলটাও ওরা পরিষ্কার রাখেনি। তাই জ্বরে মারা যায়। বসতবাসের সব ব্যবস্থাই অবর্ণনীয়।

সন্ধ্যার পর ডিনার শেষে পাঠভবনে বসে ফাদার লাতুর পত্রখানি চেঁচিয়ে পড়লেন। পড়া শেষ হওয়ার পর সেই ঘন-টাইপ করা চিঠিখানি মুড়েরেখে বললেন:

"কাজ নেই, কাজ নেই বলে অনুযোগ করছিলে ফাদার যোশেফ, এই তোমার কাজের সুযোগ এসেছে।"

ফাদার যোশেফ এই পত্রপাঠ কালে ক্রমশই অশান্ত হয়ে উঠছিলেন। তিনি শুধু বললেন: "তাহলে এবার থেকে আবার শুধু ইংরাজী বলতে হবে! যদি অনুমতি করো কালই যাব।"

বিশপ মাথা নাড়লেন, "ধীরে বন্ধু ধীরে! এই যাত্রাশেষে কোনো অতিথি পরায়ণ মেকসিক্যান তোমাকে অভ্যর্থনা করার জন্য দাঁড়িয়ে থাকবে না। তোমার সব কিছুই সঙ্গে নিতে হবে। আমরা ওয়াগন তোমার জন্য তৈরী করে নেব তোমার আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সযত্নে নির্বাচন করতে করতে হবে। ট্রাঙ্কুইলিনোর ভাই সাবিনো হবে তোমার ড্রাইভার। আমার তো ভয় হচ্ছে এ হবে তোমার জীবনের কঠিনতম মিশনারী ব্রত।"

দুজন পুরোহিত অনেক রাত্রি পর্যন্ত আলোচনা করলেন। আরিজোনার কথাও ভুললে চলবে না। ফাদার ভ্যালিয়াণ্টের আরও কর্ম চালিয়ে যাওয়ার জন্য কাউকে চাই কত দেশ তিনি জানেন, তার মধ্যে এই মরুভূমি আর তার পীত মানুষগুলি তাঁর প্রিয়তম। তাঁর জীবনের নিয়তিই হচ্ছে বন্ধনের পর বন্ধন ছিন্ন করা, উপস্থিতকে বিদায় জানিয়ে অজানার উদ্দেশ্যে পাড়ি দেওয়া।

সেই রাত্রি শোবার আগে ফাদার যোশেফ তাঁর বুট জুতায় চর্বি লাগিয়ে নিলেন, পায়ের কড়াগুলি একটি পুরাতন খুর দিয়ে কেটে নিলেন। ট্রচাস পর্বতের গায়ে মেকসিক্যান গ্রাম সিমায়ো সেখানকার সৎ মানুষগুলি বিশেষ করে তাদের চার্চের অশ্বারোহী সানটিয়াগো মূর্তির পূজারী, তারা ওঁকে কয়েক মাস অন্তর এক জোড়া করে নতুন বুট করে দেয়। তারা বলে, রাতে ওঁকে বাইরে যেতে হয়, আর ঘোড়ায় চড়ে বেড়ালেও জুতা নষ্ট হয়। ওখানে থাকার সময় ফাদার যোশেফ ওদের বলতেন আমার মনে হয় হায় দুটি শুদ্ধিকরণের বদলে

পরম পিতা যদি মিশনারীদের পদযুগলের জন্ত বিশেষ আশিস দান করতেন তো তালো হ'ত।

সিমায়োর এই স্যান্টিয়াগো সম্পর্কে একটি বিশেষ ঘটনা ওঁর মনে এল। কয়েক বছর আগে সিমায়োর এক নরহত্যাকারীকে দেখার জন্ত সাণ্ট-ফে-র কালাবুজোয় (জেলখানায়) যেতে হয়েছিল। বন্দীটির বয়স মাত্র কুড়ি বছর, মুখখানি বেশ সুন্দর এবং ভদ্রোচিত। ছেলেটির নাম র‍্যামন আর্মাজিলো ছেলেটা মোরগের লড়াই-এর খুব ভক্ত। তাই তার কাল হল। সে একটি মোরগ পুষেছিল, সেটা কোনোদিন লড়াই-এ হারেনি, বরং কাছাকাছি ছোট শহরগুলির সব মোরগের ঘাড় মট্‌কে দিয়েছে। অবশেষে র‍্যামন সেই মোরগটা সাণ্টা ফে শহরের একটা বিখ্যাত মোরগের সঙ্গে লড়ায়ের জন্ত নিয়ে এসেছিল, প্রায় আধ ডজন সিমায়োর ছোঁড়ার দল ওর সঙ্গে এসে তাদের যা ছিল সব র‍্যামনের মোরগের উপর বাজী ধরেছিল। উভয় পক্ষেই মোটা টাকা বাজী ধরা হয়েছিল, যা প্রবেশমূল্য তাও বিজয়ীর প্রাপ্য। কিঞ্চিৎ সন্দিগ্ধ শুরুর পর র‍্যামনের মোরগ বিরোধীর মোরগের টুঁটি টিপে জিতে গেল। কিন্তু পরাজিত পক্ষীর মালিক, কেউ তাকে থামানোর পূর্বেই, রিং-এ ঢুকে বিজয়ী মোরগের গলা টিপে ধরল, পাখিটার গলার পালক সে ছাড়ল যখন তখন র‍্যামনের ছুরি তার বুকে বসে গেছে। এ সবই এক লহমায় ঘটে গেল। কোনো সাক্ষী বলল, পাখি এবং মানুষটার মৃত্যু এক সঙ্গেই ঘটেছে সবাই বলল, কব্জী ঘোরানোর জন্ত দম নেওয়ার মধ্যেই ছুরি বসানো কারো পক্ষে সম্ভব নয়। দুঃখের বিষয়, মার্কিনী জজসাহেব অতি নির্বোধ ছিলেন মেকসিক্যানদের তিনি অপছন্দ করতেন, আর মোরগের লড়াই বন্ধ করাও তাঁর ইচ্ছা ছিল। নিহত মানুষটির বন্ধুদের সাক্ষ্যই তিনি বিশ্বাস করলেন, যারা বলেছিল র‍্যামন বার বার লোকটিকে হত্যার ভীতি প্রার্থনা করেছিল।

ফাদার ভ্যালিয়েন্ট তাকে যখন তার ফাঁসির কয়েকদিন আগে তার সেলে দেখতে গেলেন, তখন দেখলেন, ছেলেটি দুটি ছোট্ট বুট বাক-স্কিন দিয়ে তৈরী করছে, যেন পুতুলের জুতা। র‍্যামন তাঁকে বলেছিল, এ জুতো জোড়া তার স্বগ্রামের চার্চের সান্টিয়াগো মূর্তির জন্ত তৈরী করছে। ওর পরিবারবর্গ ফাঁসীর দিন সাণ্টা-ফে শহরে আসবে। এই জুতা জোড়া তারা সিমায়ো-তে' নিয়ে যাবে। আর হয়ত ক্ষুদ্র সন্ত মূর্তি র‍্যামন সম্পর্কে ভালো কথাই বলবেন।

বাতির আলোকে নিজের বুট জুতো জোড়া ঘষতে ঘষতে ফাদার ভ্যালিয়ান্ট দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তিনি মনে মনে ভাবলেন, কোলোরাডোয় যে সব অপরাধী তাঁর আওতায় আসবে তারা হয়ত এমনটি হবে না।

॥ তিন ॥

অস্‌পিসে মারিয়া

ফাদার ভ্যালিয়েন্টের ওয়াগন তৈরী করতে এক মাস লেগে গেল। এ ওয়াগনের পরিকল্পনা বিচিত্র, অনেক কিছুই তাতে বোঝাই হবে, অথচ বেশ হালকা এবং সরু হবে, পেব্লো পার হয়ে পার্বত্য খাদের সংকীর্ণ পথ অতিক্রম করে যাওয়ার উপযুক্ত। এখানে কোনো পথই নেই, পার্বত্য নদী বসন্তকালে পরিপূর্ণ বেগে গিয়ে একটু পথ তৈরী করেছে, এখন শরতে সেগুলি শুকিয়ে আছে। এদিকে ওয়াগন তৈরী হচ্ছে, ফাদার যোশেফ সযত্নে তাঁর প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র গোছাচ্ছেন, ছোট্ট উপাসনা-মন্দিরের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র, সেখানে গাছপালার ভেতর ক্যানভাস দিয়ে এমনই একটা উপাসনালয় গড়তে হবে ডেনভার ক্যাম্পে পৌছানোর সঙ্গে সঙ্গেই। তা ছাড়া মেডাল, ক্রুশচিহ্ন, জপমালা, রঙীন ছবি এবং ধর্মীয় পুস্তিকায় বোঝাই থলি-ঝুলি। নিজের জন্য একমাত্র শাস্ত্র-সংক্ষিপ্তসারখানি ভিন্ন তাঁর আর কিছুই চাই না।

বিশপের প্রাঙ্গণে তিনি তার মালপত্র বাছাই করছেন বারবার, সর্বদাই সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় মনে হচ্ছে যেটা সেটা রাখতে অপেক্ষাকৃত অপ্রয়োজনীয় দ্রব্য বর্জন করছেন। ফ্রাকটোসা এবং ম্যাগডালেনাকে বারবার ডাকা হচ্ছে তাঁকে সাহায্য করার জন্য, তারপর একটি বাক্স চূড়ান্তভাবে বন্ধ হলে ফ্রাকটোসা সেটি কাঠের ঘরে রেখে দিচ্ছেন। সে লক্ষ্য করে দেখছে যে অলিন্দে এবং ডাইনিং রুমে এই ধরনের বাক্স পেঁটরার ভীড় দেখে বিশপ কিঞ্চিৎ ভ্রূকুঞ্চন করেন। সাবাইনো প্রাচীন মেকসিক্যান বাসিন্দাদের কাছ থেকে বাছুরের চামড়ার যে সব থলি কিনেছিল তাতে বিছানাপত্র এবং কাপড় চোপড় ভর্তি করা হল। এ সব ইতিমধ্যেই ফ্যাসন-বহির্ভূত হয়ে পড়েছে। কিন্তু সেই প্রাচীনকালে এ সব দরিদ্রের পেটিকা ছিল।

বিশপ লাতুরও এই সময় অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলেন। ক্লারমোঁর এক নতুন পুরোহিতকে তালিম দিচ্ছিলেন। তাঁর সঙ্গে দূর অঞ্চলের যাজনক্ষেত্রে গিয়ে স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে বোঝাপড়া করছিলেন। বিশপ হিসাবে তিনি শুধু ফাদার ভ্যালিয়েন্টের যাওয়ার এই আগ্রহ এবং যে উৎসাহে তিনি এই নতুন ধরনের কৃচ্ছ্রসাধনে রত হয়েছেন তা অনুমোদন করতে পারেন। কিন্তু মানুষ হিসাবে তিনি আহত হয়েছেন এই ভেবে তাঁর বন্ধু এতটুকু দুঃখ প্রকাশ না করে তাঁকে ছেড়ে এইভাবে চলে যেতে পারেন। তাঁর কেমন মনে হচ্ছিল, যেন তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল যে এই ওঁদের শেষ দেখা, এখানেই ওঁদের জীবনের শেষ, আর কখনো ওঁরা পাশাপাশি কাজ করতে পারবেন না। তাঁর নিজের বাড়িতেই গোছগাছের এই ধরনের কর্মব্যস্ততা তাঁর কাছে বেদনাদায়ক, তাই যাজনক্ষেত্রে ঘুরে বেড়াতেই তাঁর আনন্দ।

একদিন বিশপ সবে আলাবুকার্ক থেকে ফিরেছেন। ফাদার ভ্যালিয়েন্ট অত্যন্ত খোস মেজাজে লাঞ্চ খেতে এলেন। তিনি তাঁর নতুন ওয়াগনে বেড়াতে বেরিয়েছিলেন। বললেন, এতদিনে ওয়াগনটা একেবারে ঠিকমত হয়েছে। সাবাইনো তৈরী এবং তার ইচ্ছা পরশুদিন যাত্রা করেন। টেবিলক্লথের ওপরই তিনি পথের একটা ছক কাটলেন, আর তাঁর জিনিসপত্রের একটা তালিকাও পড়ে শোনালেন। বিশপ ক্লান্তি বোধ করছিলেন, তিনি আহার্য প্রায় স্পর্শই করলেন না। কিন্তু ফাদার যোশেফ বেশ খেলেন। নতুন কোনো পরিকল্পনায় মাতলে এই তাঁর রীতি।

ফ্রাকটোসা কফি নিয়ে আসার পর তিনি চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে বন্ধুকে বললেন: "আমি মাঝে মাঝে ভাবি জঁ, তুমি যখন আমাকে টাকসান থেকে ডেকে পাঠালে, তখন অজান্তে ঈশ্বরের ইচ্ছাই পূর্ণ করেছ। তুমিই জানতে না কি কারণ, আমিও জানতাম না। আমরা অন্ধকারে ঘুরে মরেছি। স্বর্গরাজ্যে কিন্তু সাড়া পড়ে গিয়েছিল চেরী ক্রীকের ব্যাপারে, আর দাবাখেলার ছকের খুঁটির মতো অদৃশ্য হস্ত আমাদের পরিচালিত করেছে। যখন আহ্বান এল-আমি হাজির, এ যেন সত্যি এক অলৌকিক কাণ্ড!"

ফাদার লাতুর তাঁর রুপোর কফি-পাত্রটি নামিয়ে রাখলেন। বললেন: "অলৌকিক কাণ্ড অবশ্য ভালো যোশেফ, তবে এখানে কিছুই অলৌকিক নেই। আমি তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম, কারণ তোমার সান্নিধ্যের প্রয়োজনানুভব করেছিলাম। আমার ব্যক্তিগত খেয়াল চরিতার্থ করার জন্য

বিশপের অধিকার প্রয়োগ করেছিলাম। তুমি বলতে পারো যে সেটা স্বার্থপরতা, তাহলেও তা স্বাভাবিক। আমরা উভয়ে এক দেশের মানুষ, এক সঙ্গেই এসেছি, একসঙ্গেই আবার বিচ্ছিন্ন হয়ে চলে যাব, সেই তো স্বাভাবিক নিয়ম। না, আমার মনে হয় না এর ভেতর অলৌকিক কিছু আছে।"

ফাদার ভ্যালিয়েন্ট 'স্বর্ণ শিবিরে'র নিপীড়িত আত্মার পরিত্রাণের জন্ম মন-প্রাণ ঢেলে দিয়েছিলেন, আর সব দিকে তিনি চোখ বুজে আছেন। এখন সহসা তাঁর মনে এল, বিশপ তাঁর এই সব কার্যকলাপ থেকে কেমন নিস্পৃহ নিরাসক্ত হয়ে আছেন। তাঁকে এইভাবে যেতে দেওয়া ফাদার লাতুরের পক্ষে অতিশয় কষ্টকর, তাঁর সঙ্গীহীন অবস্থার বেদনাটুকু এ তিনি এতক্ষণে যেন বুঝতে পারছেন।

হ্যাঁ, শান্ত চরণে নিজের ঘরে যেতে যেতে তিনি উপলব্ধি করলেন, উভয়ের মধ্যে বিরাট প্রকৃতিগত ব্যবধান আছে। যেখানেই তিনি গেছেন সহজেই সেখানকার মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব বিস্তার করেছেন। কিন্তু জঁা, যিনি যে কোনও সমাজে বেশ সহজ এবং ভদ্রতার এক চূড়ান্ত নিদর্শন, নতুন বাঁধনে আপনাকে বাঁধতে পারে না কিছুতেই। বার বার এই রকম ঘটেছে। বাল্যকাল থেকেই এই তাঁর প্রকৃতি, সকলের প্রতি সহৃদয়, সদয়, কিন্তু কম মানুষই তাঁকে ঠিক-ঠিক জানত। সাধারণ বুদ্ধিতে মনে হতে পারে যে ফাদার লাতুরের মত বিশেষ গুণসম্পন্ন মানুষ, পৃথিবীর যে অঞ্চলে পাণ্ডিত্য, সুদর্শন আকৃতি এবং সূক্ষ্ম রসানুভূতির সমাদর আছে সেইখানেই ভালো মানাত। আর অধিকতর স্থূল এবং কর্কশ ধরনের কোনো মানুষ এই নিউ মেকসিকোয় প্রথম বিশপ হলে বেশ ঈশ্বরের সেবা যথোপযুক্তভাবে হত। নিঃসন্দেহে বিশপ লাতুরের যাঁরা পরবর্তী হবেন তাঁদের গঠন অন্য ধাতুর হবে। ফাদার যোশেফের মনে হল, ভক্তির সঙ্গে তিনি বিশ্বাসও করেন, ঈশ্বরের এইরূপই ইচ্ছা ছিল। হয়ত তাঁর উদ্দেশ্য ছিল যে এই বিরাট যাজনক্ষেত্রের এবং নবযুগের সূত্রপাত করবেন যে বিশপ চরিত্রে এবং গুণে তিনি সর্বোত্তম হবেন। আর হয়ত দীর্ঘকাল ধরে একটা কিছু থেকে যাবে,—একটা আদর্শ, পবিত্র স্মৃতি অথবা জনশ্রুতি।

পরদিন অপরাহ্ণ।

ওয়াগন বোঝাই শেষ হয়েছে, প্রাঙ্গণে সব প্রস্তুত। ফাদার ভ্যালিয়েন্ট বিশপের ডেস্কে বসে ফ্রান্সে চিঠি লিখছেন; একটি সুদীর্ঘ চিঠি স্নেহাস্পদা

ফিলোমেনকে, তাঁকে এই অজানার আহ্বানে ঝাঁপ দিতে হচ্ছে সে কথা বিস্তারিত জানালেন এবং সেই স্বর্ণ-বুভুক্ষু মানুষের দেশে তাঁর সাফল্যের জন্য প্রার্থনা জানাতে অনুরোধ করলেন। তিনি অত্যন্ত দ্রুতগতিতে এবং কম্পনের বেগে পত্র লিখে গেলেন। তাঁর ঠোঁট এবং অঙ্গুলি দুই-ই নড়ছিল। বিশপ যখন পাঠকক্ষে প্রবেশ করলেন তখন তিনি উঠে দাঁড়িয়ে পড়লেন, হাতে সেই লিখিত কাগজগুলি নিয়ে।

বিশপ বললেন: "তোমাকে বাধা দিতে আসিনি যোশেফ, তা তুমি কি কোলোরাডোয় কনটেনটোকে সঙ্গে নিয়ে যাবে স্থির করেছ?"

ফাদার যোশেফ চোখটা কুঁচকে বললেন, "কেন, নিশ্চয়ই নিয়ে যাব। ওর পিঠেই ঘুরে বেড়ানোর ইচ্ছা আমার। তবে তোমার এখানে যদি কোনো প্রয়োজন থাকে—"

"আরে না না, তা নয়। তবে তুমি যদি কনটেনটোকে নিয়ে যাও তাহলে ওর সঙ্গে এঞ্জেলিকাকেও নাও। ওদের দুজনের মধ্যে ভারী ভাব, পরস্পরের প্রতি ভীষণ টান। কেন ওদের অনিশ্চিত কালের জন্য বিচ্ছেদের মধ্যে রাখা? কেউ তা আর ওদের বোঝাতে পারবে না। এক সঙ্গে দীর্ঘদিন ওরা কাজ করেছে।"

ফাদার ভ্যালিয়েন্ট কোনও উত্তর দিলেন না। তিনি তাঁর চিঠিগুলির দিকে গভীর মনোযোগ ভরে তাকিয়ে রইলেন। বিশপ লক্ষ্য করলেন চিঠির বেগুনী রঙের কালিতে এক ফোঁটা জল পড়ে লেখাগুলো ধেবড়ে গেল। তিনি তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে খিলান দেওয়া পথ অতিক্রম করে বেরিয়ে গেলেন।

পরদিন প্রভাতে ফাদার ভ্যালিয়েন্ট যাত্রা করলেন। সাবাইনো ওয়াগনটি চালিয়ে নিয়ে চলেছে, তার সব চেয়ে বড় ছেলেটা এঞ্জেলিকার পিঠে চেপেছে আর ফাদার যোশেফ স্বয়ং কনটেনটোর পিঠে চেপেছেন। তারা উত্তর পূব দিকের প্রাচীন পথ ধরে চলল। সে পথে তীক্ষ্ণ লাল পাথরের পাহাড় তার উপর জুনিপার গাছের বুটি। বিশপ পথের বাঁক পর্যন্ত যেখানে পথ পাহাড়ের ওপর গিয়ে লুপ্ত হয়েছে সেই পর্যন্ত গেলেন যেখান থেকে অভিযাত্রী সাণ্টা ফে-র দিকে শেষবারের মত তাকাতে পারেন। সেই প্রভাত সূর্যালোকিত অরুণাভ শহরের দিকে একবার তাকিয়ে ফাদার যোশেফ বল্গায় টান দিলেন। শহরের পিছনের পাহাড় আর কাছের শৈলশ্রেণী যেন দুটি বাহুলতার মত তাঁকে

তখনও ঘিরে আছে। 'Auspice Maria !—' (মেরী-মাতা যাত্রা শুভ করুন.), তিনি পরিচিত পরিমণ্ডলের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে মৃদু গলায় উচ্চারণ করলেন—অস্পিসে মারিয়া।

বিশপ নিঃসঙ্গ নৈঃশব্দ্যের মধ্যে বাড়ি ফিরলেন। এখন তাঁর বয়স সাতচল্লিশ বছর—এই নতুন দেশে নব-মহাদেশে কুড়ি বছর ধরে মিশনারী ব্রত উদ্‌যাপন করছেন, তার মধ্যে দশ বছর নিউ মেকসিকোয়। উনি যদি স্বদেশের যাজনক্ষেত্রে একটি সামান্য পুরোহিত হয়ে থাকতেন তাহলে ভাইপোরা লাটিন শিক্ষার বই নিয়ে পড়া বুঝে নেওয়ার জন্য বা কিছু হাত খরচের জন্য ছুটে আসত মাঝে মাঝে; ভাইঝিরা বাগানে ছুটে আসত সেলাইয়ের জিনিস হাতে নিয়ে ঘরকন্নার টুকিটাকি কর্মে সহায়তা করত। সারাপথ ধরে তিনি এই সব কথাই ভাবতে লাগলেন। পঞ্চাশের সীমানার পৌঁছে অকৃতদারের মনে হয়ত এমনি ভাবনাই জাগে।

কিন্তু পাঠকক্ষে পৌঁছেই তিনি যেন বাস্তব জগতে ফিরে এলেন, একটি বর্তমান তাঁর জন্য অপেক্ষমান। খিলানগুলা পথের শেষে এসে দাঁড়াতেই মনে হল, সেই ব্যক্তিগত নিঃসঙ্গতার দুঃখ আর নেই, তোরানোর দুঃখ কিছু একটা পাওয়ার আনন্দে যেন মুছে গেল। ডেস্কের সামনে গভীর চিন্তাকুল মন নিয়ে তিনি বসে পড়লেন। প্রেমের এই নিঃসঙ্গতা জীবনটাকে একেবারে প্রভুর মত করে তুলতে পারে। এ নিঃসঙ্গতা অচেতনের নয়, নেতি বাচক নয়, এ নিঃসঙ্গতা নিরন্তর কুসুমোৎসবের। জীবন নিরানন্দ হওয়ার প্রয়োজন নেই, বা সংসারিক রীতিতে মাধুরী হীন হওয়ার প্রয়োজনও নেই, যদি তা সেই কুমারী কন্যা, যিনি সকল মাধুরীর আধার যিনি মানুষের কন্যা আর স্বর্গের মহারানী—le reve supreme de la chair (যিনি সর্বোত্তম তাঁর স্বপ্নই তাকে প্রাণবন্ত করে তোলে)। রূপকথা সরলতায় তাঁর সমকক্ষ নয়; বিজ্ঞ পরমার্থ তাত্ত্বিকরাও তাঁর অখণ্ডানুভূতির সঙ্গে তুলনীয় নন।

এই সাণ্টা ফে-তে তাঁর নিজের চার্চেই এমনই একটি কুমারী প্রতিমা আছে ছোট্ট কাঠের মূর্তি, অতি প্রাচীন এবং এখানকার মানুষের কাছে অতি সমাদরের বস্তু। ডি ভারগাস যখন দু-শ' বছর আগে স্পেনের পক্ষে এই শহরটি অধিকার করেন এঁর সম্মানে বছর বছর শোভাযাত্রার অনুষ্ঠান অঙ্গীকার করেন। সাণ্টা-ফে-র এ এক বিশিষ্ট বাৎসরিক অনুষ্ঠান। এটি একটি ছোট্ট কাঠের মূর্তি উচ্চতায় প্রায় তিন ফিট, অতি রাজকীয় ভঙ্গী, মুখখানি সুন্দর যদিচ

গম্ভীর স্প্যানিশ মুখাকৃতি। তাঁর জামাকাপড়ের পেটিকাও মূল্যবান, একটা সিন্দুকে লেস আর পোশাক বোঝাই, আর আছে বহু সুবর্ণ এবং রৌপ্য মুকুট। রমণীরা তাঁর জন্য সেলাই করতে ভালো বাসে, আর স্বর্ণকাররা তাঁর জন্য হার এবং ব্রুচ তৈরী করে দেয়।

ফাদার লাতুর এই সব দ্রব্যাদির রক্ষকদের এই কথা বলে আমোদ করেন যে তাঁর ধারনা ইংলণ্ডের রানী, বা ফ্রান্সের সম্রাজ্ঞীরও এত পোশাক পরিচ্ছদ নেই। এই মূর্তি ওদের পুতুল এবং মহারানী, একে আদর যত্ন করা যায়। মেরীর পুত্র যেমন তার আদরের বস্তু ছিল, এ দ্রব্যটিও এদের কাছে তাই।

তিনি ভাবলেন এই দরিদ্র মেকসিক্যানরাই যে শুধু এমনই সরল উপলক্ষে তাদের প্রেম ঢেলে দিয়েছে তা নয়। র‍্যাফায়েল এবং টিসিয়ান তাঁদের কালে এমনই ভাবে এই দেবীর জন্য পরিচ্ছদ প্রস্তুত করেছেন আর বিখ্যাত স্থপতিরা তাঁর মন্দির নির্মাণ করেছেন; ওস্তাদি সঙ্গীতবিদরা তাঁর নামে গান বেঁধেছেন। পৃথিবীতে তাঁর আবির্ভাবের অনেক আগে, পতন (Fall) এবং উত্থানের (Redemption) মধ্যবর্তীকালীন যে বিরতির সুদীর্ঘ প্রদোষকাল, সেই কালেও পেগান ভাস্কররা এমন এক দেবীর মূর্তি গঠনের প্রচেষ্টা করেছে, যিনি নারী এবং দেবী।

বিশপ লাতুরের যা মনে হয়ে ছিল তা ঠিকই, ফাদার ভ্যালিয়েণ্ট নিউ মেকসিকোয় তাঁর ব্রত উদ্‌যাপনে অংশ গ্রহণের জন্য আর ফিরে এলেন না। মাঝে মাঝে পুরাতন বন্ধুদের দেখতে এসেছেন, যখনই কর্মব্যস্ত জীবনে সময় পেয়েছেন। কিন্তু তাঁর নিয়তি নিরানন্দ, লৌহকঠিন কোলোরাডোর পার্বত্য অঞ্চলেই সার্থকতা লাভ করল, অথচ নীল পাহাড়ের দক্ষিণাঞ্চলের মত এই দেশকে তিনি ভালোবাসতে পারেন নি কোনোদিন। সাণ্টা ফে-তে তিনি শরীর সারানোর জন্য, আকস্মিক দুর্ঘটনার চিকিৎসা করতে মাঝে মাঝে এসেছেন, আর সেরকম ব্যাপার লেগেই ছিল। বিশপ লাতুর যখন আর্চ বিশপত্বে অভিষিক্ত হলেন তখন তখন পোপের দূতবৃন্দের সঙ্গে এসেছিলেন। কিন্তু তাঁর কর্ম জীবন সেই রুক্ষ পাহাড়ে খনি মজুরদের মধ্যে আরাম বিহীন শিবিরেই কেটে গেল, হারান ভেড়ার সন্ধানেই দিনে দিনে দিন তাঁর কেটে গেল।

সেই রুক্ষ এবং কর্কশ কঠিন গ্রানাইট জগৎ—ক্রীডে, ডুরাঙ্গো, সিলভার

সিটি, সেন্ট্রাল সিটি, উটার কনটিনেণ্টাল ডিভাইড। সর্বত্র তাঁর এই বিচিত্র ধর্মীয় রথ বা ওয়াগনটি অতি পরিচিত ছিল।

গাড়িটা বন্ধ গাড়ি, স্প্রীং-এর ওপর বসানো, আর তাঁর পক্ষে রাত্রে শোবার জন্য উপযুক্ত রকমের লম্বা। ফাদার যোসেফ ছিলেন বেঁটে ধরনের মানুষ। পিছনে একটি লাগেজ বাক্স, সেটিকে পাইন গাছের নিচে উন্মুক্ত স্থানে মাস উপাসনার উপযোগী বেদীতেও পরিণত করা যায়। তিনি বলতেন, পার্বত্য নদীগুলি সর্বপ্রথম রাস্তা-নির্মাতার কাজ করেছে। তারা যেখানে পথ খুঁজে পেয়েছে তিনিও সেখানে পথের সন্ধান পাবেন। ড্রাইভারের পর ড্রাইভার বিদায় হয়েছে, আর এই গাড়িখানি এতবার এতরকম ভাবে মেরামত করা হয়েছে যে শেষ পর্যন্ত সেটি যখন পরিত্যক্ত হযেছিল তখন আর তার আসল গঠনের কিছুই ছিল না।

ভাঙা চাকা, বা স্প্রীং, বা ধুলা প্রভৃতি তাঁর কাছে অতি অকিঞ্চিৎকর ব্যাপার। দু-বার প্রাচীন গাড়িটা পার্বত্য পথে পিছলে পড়ে একেবারে খাদে পড়েছে, তার ভেতরে পুরোহিত বসে। এই ধরনের প্রথম দুর্ঘটনায় ফাদার যোসেফের পা সামান্য মচকে গেল। তিনি বিশপকে পত্র দিলেন যে আর্ক্য-জেওল র‍্যাফায়েলের করুণায় তিনি এই যাত্রা বেঁচে গেলেন, কারণ সেদিন প্রাতে তাঁর ধ্যান তিনি অসাধারণ ভক্তিভরে করে ছিলেন। দ্বিতীয় বার যখন পার্বত্য টেরাই-এ পড়লেন সেণ্ট্রাল সিটির কাছাকাছি, তাঁর পায়ের হাঁটুর হাড় ভেঙে গেল ঠিক সন্ধিস্থলে। যথাকালে অবশ্য তা জোড়া হল। কিন্তু তিনি জীবনের মত পঙ্গু হয়ে গেলেন, এরপর আর কখনো অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করতে পারেন নি।

এই দুর্ঘটনাটি ঘটার আগে তিনি অবশ্য সাণ্টা-ফে এবং আলাবুকার্কে তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে দীর্ঘকাল ধরে বেড়িয়ে এসেছেন এবং পুরাতন বন্ধুত্ব ঝালিয়ে এসেছেন, এ যেন তাঁর জীবনে' 'ইণ্ডিয়ান সামার'—বসন্তকাল। যখন ডেনভার ত্যাগ করেন, তখন তাদের বলেছিলেন, মেকসিক্যানদের কাছে অর্থ ভিক্ষা করতে যাচ্ছেন। ডেনভারের গির্জার ছাদ আছে কিন্তু জানলা অনেক কাল ধরেই হয়নি, তার কারণ কেউ তার কাঁচ কেনার জন্য টাকা দিচ্ছে না। তাঁর এই ডেনভার যজমানদের মধ্যে এমন অনেক ব্যক্তি আছে যারা খনি মালিক বা করাত কলের মালিক। বেশ চালু ব্যবসা। কিন্তু তাদের সব টাকাই এই ব্যবসার উন্নতি খাতে ব্যয়িত হয়।

কিন্তু মেকসিক্যানরা অন্যরকম। যাদের সম্পত্তির মধ্যে আছে শুধু কাদার বাড়ি আর একটি গর্দভ, সেখানে সহজে চাঁদা পাওয়া যায়। তাদের যদি সামান্যতম কিছু থাকে তাও তারা দান করে দেয়।

তাঁর এইসব যাত্রার নাম ভিক্ষাবৃত্তির অভিযান, আর তাঁর সেই রথে চড়ে তিনি যা কিছু সংগ্রহ করতে পারেন নিয়ে আসেন। একবার যখন টাওস পর্যন্ত গেলেন, তখন তাঁর আইরিশ ড্রাইভার বিদ্রোহ করল। সে বলল, এই রাস্তায় আমি আর এক মাইলও যেতে পারব না। সেই অঞ্চল অবশ্য তার পরিচিত ছিল, তবে নিজের এবং পাদ্রী সাহেবের গলাটা বাঁচানোর জন্যই সে বিপদের ঝুঁকি নিতে চায়নি। যে সময় টাওস থেকে সাণ্টা ফে পর্যন্ত কোন ওয়াগন চলাচলের উপযোগী পথ ছিল না। প্রায় এক পক্ষ কেটে গেল, কাউকে সেই পার্বত্য পথে ওয়াগন চালিয়ে নিয়ে যাওয়ায় জন্য রাজী করতে পারা গেল না। অবশেষ একজন বৃদ্ধ ড্রাইভার, ওয়াগন ট্রেনের ব্যাপারে বেশ কুশলী, সেই আপনা থেকে এগিয়ে এল। তারপর কুড়ুল, সাবল, কোদালের সাহায্যে সে সেই ধর্মীয় রথ একেবারে নিরাপদে সাণ্টা ফে-তে বিশপের প্রাঙ্গণে এনে হাজির করল।

পুনরায় আপনজনদের কাছে (তিনি তখনও মেকসিক্যানদের তাই বলতেন) ফিরে আসার পর ফাদার যোশেফের ভিক্ষা আন্দোলন শুরু হল। দরিদ্র মেকসিক্যানরা তাদের সার্টের পকেট, বুট জুতার অভ্যন্তর প্রভৃতি যে যে সব স্থানে টাকা-কড়ি লুকিয়ে রাখে সেই সব জায়গা থেকে টাকা বার করে ডেনভারের গির্জার জানলার খরচ মেটানোর জন্য চাঁদা দিল। কিন্তু তাঁর আবেদন শুধু মাত্র জানলার কথা বলে শেষ হল না, এক হিসাবে সেই হল সূত্রপাত। তিনি সাণ্টা ফে এবং আলাবুকার্কের সহৃদয়া রমণীদের বললেন, ডেনভারের জীবন যাত্রার অস্বাচ্ছন্দ্য মুখে৾চিত এবং অপ্রয়োজনীয়। সে অস্বাচ্ছন্দ্য একেবারে অশোভন। বুনো পশ্চিমীদের মনোভংগীটাই এমন যে জীবনের শোভন এবং সুরুচি সঙ্গত দিকটা তারা উপেক্ষা করে। তিনি বললেন, উত্তম মেকসিক্যান বিছানায় আর একবার শোবার সুযোগ পেয়ে তাঁর কি আনন্দ হয়েছে। ডেনভারে তিনি একটা খড়ের গাদার গদিতে শুয়ে থাকেন। একজন ফরাসী যাজক তাঁর কাছে এসেছিলেন, তিনি পাতলা টিকিনের ভেতর থেকে ফুটে বেরোন একটা লম্বা ঘাসের পাতায় টুকরো বার করে বললেন এ বুঝি মার্কিনী পালক। তাঁর ভোজের টেবলটি খু-চায়খাসা তক্তার

ওপর অয়েলক্লথ মোড়া। তাঁর নিজের এতটুকু লিনেন নেই। বিছানার চাদর নেই, আহারকালীন তোয়ালে নেই, পুরাতন সার্ট ছেঁড়া দিয়ে মুখ মোছার তোয়ালের কাজ চালিয়ে নেন। এই সব দুঃখের কাহিনী মেক্সিক্যান রমণীদের শুনতে অসহ্য লাগে। ফাদার ভ্যালিয়েন্ট বললেন, কোলোরাডোর বাগানে ফুলগাছ বসাবে না কেউ। কেউ মাটিতে সাবল চালাবে না, যদি চালায় সে শুধু স্বর্ণ আহরণের জন্য অন্য কিছুর জন্য নয়। এতটুকু মাখন নেই, দুধ নেই, ডিম নেই, ফল নেই। তিনি শুধু ময়দার তাল আর শুকরের মাংস খেয়ে থাকেন।

ফাদার ভ্যালিয়েন্টের আগমনের কয়েক সপ্তাহ মধ্যে তাঁর জন্য বিশপের বাড়িতে দু-খানি পালকের বিছানা এসে গেল। এক ডজন লিনেন সীট, ফুলতোলা বালিশের ওয়াড় এবং তোয়ালে, শুকনো লঙ্কা, বরবটি এবং নানাবিধ ফলমূল। ছোট্ট সিমায়ো শহর থেকে একটি উৎকৃষ্ট কম্বল এসে গেল।

জিনিসপত্র যেমন যেমন থাকে ফাদার যোসেক সেগুলি কাঠের গুদামে রেখে আসেন। তিনি জানেন তার এই উপহার গ্রহণের আগ্রহ ফাদার লাতুরকে বিব্রত করে। কিন্তু একদিন সকালে কি প্রয়োজনে সেই গুদাম ঘরে গিয়ে ফাদার লাতুর স্বচক্ষে দেখলেন সব।

তিনি বললেন, "ফাদার যোশেফ, তুমি কি করে এসব ডেনভারে নিয়ে যাবে? পারবে না কিছুতেই। এর জন্য বলদ টানা গাড়ি চাই একটা।

ফাদার যোশেফ উত্তরে বললেন, "বেশ তাই হবে, ঈশ্বর আমাকে একটা বলদ টানা গাড়িই পাঠাবেন।

তাই তিনি করলেন, পেব্লো পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার জন্য একটি গাড়ি গাড়োয়ান সুদ্ধ পাওয়া গেল।

ফিরে যাওয়ার দিন ভোরে গাড়ি যখন প্রস্তুত, গাড়িতে তেরপল চাপানো হল, বলদ জোড়া হল—ফাদার ভ্যালিয়েন্ট, যিনি প্রথম সূর্যালোকের সঙ্গেই সবাইকে তাড়া দিচ্ছিলেন, সহসা যেন যাত্রায় অমনোযোগী হয়ে গেলেন। তিনি বিশপের পাঠকক্ষে ঢুকে তাঁর সঙ্গে নানা অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা বলতে লাগলেন। যেন এখনও কত কাজ বাকী এমনি ভাব দেখিয়ে দেরী করতে লাগলেন।

তারপর কিছুক্ষণ থেমে হঠাৎ বললেন, "তাহলে আমরাও বুড়া হলাম জাঁ।

বিশপ হেসে বললেন, "তাই বটে, আর আমরাও তরুণ নই। এই ধরনের যাত্রা একদিন শেষ যাত্রা হবে।"

ফাদার ভ্যালিয়েন্ট মাথা নাড়লেন, "ঈশ্বরের যা ইচ্ছা তাই হোক আমি প্রস্তুত।" তিনি উঠে দাঁড়িয়ে মেঝেতে পায়চারি করতে লাগলেন, বন্ধুর সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন তাঁর দিকে না তাকিয়েই; "তবে কি জানো, জাঁ, তেমন মন্দ কাটল না কি বল? আমরা যখন সেমিনারীতে তখন যা যা করার পরিকল্পনা ছিল তা আমরা করেছি অন্তত তার কিছু কিছু। যৌবনের স্বপ্ন পরিপূর্ণ করতে পারাই হচ্ছে মানুষের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সার্থকতা। কোন সাংসারিক সাফল্য তার সমকক্ষ নয়।"

বিশপ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "ব্রাঞ্চেট, তুমি আমার চেয়ে অনেক মহৎ, তুমি মানবআত্মার মহৎ ফসলদার সাফল্যের গর্ব বা অসাফল্যের লজ্জা কিছুই তোমার নেই। আর আমি সর্বদাই তোমার ভাষায় un pedant কিঞ্চিৎ নির্জীব প্রকৃতির। অতঃপর আমাদের মাথার মুকুটে যদি তারকা শোভা পায়, তোমার মুকুটে শোভা পাবে তারকাপুঞ্জও। আমাকে তোমার আশীর্বাদ দাও।"

তিনি হাঁটু মুড়ে বসলেন আর ফাদার ভ্যালিয়েন্ট তাঁকে আশিস জানিয়ে আবার তাঁর কাছ থেকে আশীর্বাদ গ্রহণ করলেন। উভয়ে উভয়কে আলিঙ্গন করলেন। অতীতের জন্য আর ভবিষ্যতের জন্যও।

নবম খণ্ড

আর্চ বিশপের মৃত্যু

॥ এক ॥

ভক্তিমতী সন্ন্যাসিনী মাদার সুপিরিয়র ফিলোমেন যখন অনেক বয়সে তাঁর রিয়মস্থ স্বগ্রামে লোকান্তরিত হলেন, তখন তাঁর চিঠিপত্রের মধ্যে আর্চ বিশপ লাতুরের লেখা একটি চিঠি পাওয়া গেল। চিঠিখানি মৃত্যুর কয়েক মাস আগে ডিসেম্বর ১৮৮৮-তে লিখেছিলেন আর্চ বিশপ। তিনি লিখেছেন :

"তোমার ভাই স্বর্গধামে অন্তিম পুরস্কারের জন্য আহূত হওয়ার পর থেকেই মনে হয় আমি যেন আগের চেয়ে তাঁর অধিকতর নিকটে এসেছি। দীর্ঘদিন কর্তব্য আমাদের বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল, কিন্তু মৃত্যু আমাদের আবার মিলিত করেছে। তাঁর সঙ্গে মিলিত হওয়ার সময় আমার আসন্ন। উপস্থিত, আমি পরিপূর্ণ ভাবে তন্ময় চিন্তার মধ্যে ডুবে আছি। কর্মময় জীবনের এই হচ্ছে সর্বোত্তম পরিসমাপ্তি।"

আর্চ বিশপ এইভাবে চিন্তায় মগ্ন হয়ে দিন কাটিয়েছেন তাঁর পল্লীভবনে, সান্টা ফে থেকে চার মাইল দূরে। যাজনক্ষেত্রের দায়িত্ব থেকে মুক্ত হওয়ার অনেক আগে থেকেই ফাদার লাতুর টেসুকে পেস্লোর সন্নিকটে লাল বালি পাহাড়ের ধারে এই কয়েক একর জমি কিনে রেখেছিলেন, সেখানে একটি বাগিচা তৈরী করেছিলেন, সে বাগিচা তাঁর অবসর জীবনের সময়েই ফলপ্রসূ হবে এই আশায়। বন্ধুদের উপদেশের বিরুদ্ধে, জুনিপার বৃক্ষ সম্বলিত এই লাল পাহাড়ের জমিটি নির্বাচিত করেছিলেন, কারণ, তাঁর বিশ্বাস ছিল, এই স্থানটি আশ্চর্য রকম ফল ফলাবে।

একবার টেসুকে মিশন পরিদর্শন কালে, নদীর তীর অনুসরণ করে এই জায়গাটিতে এসে পৌঁছান। সেখানে একটি ছোট্ট মেকসিক্যান বাড়ি আর এপ্রিকটের ছায়া ঘেরা একটি বাগান লক্ষ্য করেন। এত বিরাটাকারের এপ্রিকট বৃক্ষ তিনি আগে আর দেখেন নি। এর দুটি শাখা, দুটিই একটা মানুষের শরীরের চাইতেও মোটা। আর দেখতে বহুদিনের প্রাচীন গাছ হলেও, ফলে একেবারে পরিপূর্ণ। এপ্রিকটগুলি বড় বড়, সুন্দর তার রঙ, আর গন্ধটি চমৎকার। গাছটি পাহাড়ের দিকে জন্মেছে, আর্চ বিশপ বুঝলেন—

এখানকার জলবাতাস ফলের পক্ষে অত্যন্ত অনুকূল। তিনি ভাবলেন সূর্য-কিরণের জন্য পাহাড়ের উত্তাপ ঠিকমত এসে এই গাছে প্রতিফলিত হওয়ায়, ফলের ওপর একটা সুষম তাপ বিতরণ করে। দু-দিক থেকে এইভাবে তাপ পেয়ে ফলগুলি এমন সুন্দর হয়েছে। ফ্রান্সের 'ওয়াল-পীচ'ও এমনই ভাবে রূপে-রসে নিটোল হয়ে ওঠে।

যে বৃদ্ধ মেকসিক্যান সেখানে থাকত, সে বলল, গাছটি দু'শ বছরেরও প্রাচীন, ওঁর পিতামহ যখন বালক তখনও গাছটা এমনই ছিল, আর চিরদিনই এমনই রসভরা এপ্রিকট ফলেছে। বৃদ্ধ এই জায়গাটা খুশী মনেই বিক্রি করে সাণ্টা ফে চলে যাবে একথা জানতে পেরে কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই বিশপ জায়গাটি কিনে নিলেন। বসন্তকালে তিনি উদ্যান রচনায় হাত দিলেন এবং কয়েক সার একেসিয়া গাছ বসিয়ে দিলেন। কয়েক বছর পরে তিনি একটি ছোট্ট বাসাবাড়ি তৈরী করলেন, তাতে একটি উপাসনা মন্দিরও একেবারে পাহাড়ের ওপর, বাগানের দিকে মুখ করে তৈরী করা হল। সেইখানে তিনি বিশ্রাম এবং বিশেষ উপাসনা ও ধ্যান-ধারণার সময় যেতেন। তাঁর অবসর গ্রহণের পর, তিনি সেখানেই বাস করতে গেলেন, তার পাঠকক্ষ কিন্তু নতুন আর্চ বিশপের বাসস্থান থেকে স্থানান্তরিত করলেন না।

অবসরকালে ফাদার লাতুরের সর্বপ্রধান কর্ম ছিল ফ্রান্স থেকে আগত নবীন যাজকদের শিক্ষা দান করা। তাঁর উত্তরাধিকারী দ্বিতীয় আর্চ বিশপও অভারণের মানুষ, তিনি ফাদার লাতুরের নিজের কলেজেই পড়েছেন, আর উত্তর মেকসিকোর যাজকরা সব প্রধানতঃ ফরাসী দেশবাসী। যখন একদল নতুন পুরোহিত আসতেন, (তাঁরা কদাচ একা আসতেন না) আর্চ বিশপ 'এস্' ফাদার লাতুরের সঙ্গে কয়েক মাস কাটানোর জন্য তাদের পাঠিয়ে দিতেন। স্প্যানিশ ভাষায় উপদেশ গ্রহণ করার জন্য, যাজন ক্ষেত্রের ভৌগোলিক অবস্থান, আর বিভিন্ন পেব্রোর বৈশিষ্ট্য এবং ঐতিহ্য সম্পর্কে তিনি তাঁদের ওকাকিবহাল করতেন।

ফাদার লাতুরের অবসর বিনোদনের ক্ষেত্র ছিল তাঁর এই উদ্যান। তিনি এমন সব ফসল ফলাতেন যা কালিফোর্নিয়ার প্রাচীন বাগানগুলিতেও পাওয়া যেত না; চেরী, এপ্রিকট, আপেল, নাশপাতি এবং ফ্রান্সের অতুলনীয় পীয়ার। অতি সুকুমার জাতের ফল সব ফলানো হত। তিনি নবীন

যাজকদের অনুরোধ করতেন—যেখানেও যাও, ফল গাছ রোপণ করবে, আর মেকসিক্যানদের বলবে, তাদের শ্বেতসারবিশিষ্ট আহার্যের পরিমাণ কমিয়ে কিছু কিছু ফল খেতে। যেখানেই ফরাসী পুরোহিত, সেখানে ফলের, সবজির এবং ফুলের বাগান থাকবে। তিনি এইসব ছাত্রদের কাছে তাঁর অভারেনের সহাধ্যায়ী প্যাসকালের বাণী উদ্ধৃত করতেন—বাগানেই মানুষের প্রথম পত্তন হয়েছিল, আবার বাগানেই সে ত্রাণলাভ করেছিল।

তিনি নানা রকমের স্থানীয় বন্য ফুল এনে বাগানে বসিয়েছেন। পাহাড়ের একটা দিক শুধু বেঁটে ধরনের রক্তিম ভারবেনা গাছে বোঝাই করেছেন। নিউ মেকসিকোর শৈলশিখরে এই গাছ প্রচুর। এ যেন প্রকাণ্ড ভেলভেট আবরণ সূর্যকিরণে বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। ইতালী ও ফ্রান্সের শালকর ও তাঁতীরা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে যে সব রঙ তৈরী করেছে সবই এখানে আছে, গোলাপ রঙে পূর্ণ ভায়োলেট অথচ তা ল্যাভেণ্ডার নয়, এমন নীল যা প্রায় গোলাপী বলা যায় আবার তা সমুদ্রের গাঢ় রঙে মিশে যায়। এ যেন খাঁটি ধর্মযাজকীয় রঙ, আর তার সংখ্যাহীন শ্রেণী।

১৮৮৫ খৃস্টাব্দে নিউ মেকসিকোয় একজন সেমিনারীর ছাত্র এল, তাঁর নাম বার্নার্ড ডুকরো, তিনি ফাদার লাতুরের পুত্রোপম হয়ে গেলেন। বৃদ্ধ আচ বিশপের জীবন-কথা মঁফেরাণ্ডের পাঠ ভবনে, বাসায় আলোচনা হত, তখন বার্নার্ডের শিশুমনে তা রূপকথার মত গেঁথে গিয়েছিল। দীর্ঘকাল ধরে এখানে আসার সে সুযোগ খুঁজছিল। বার্নার্ড অতি সুকুমারকান্তি মানুষ আর মানসিকতার দিক থেকেও অসাধারণ। যা কিছু এই পরম শ্রদ্ধেয় গুরুর চরিত্রে ছিল তাকে শ্রদ্ধা জানানোর মত সুসংস্কৃত শালীনতা বার্নার্ডের চরিত্রে ছিল। ফাদার লাতুরের সব রকমের বাসনা তিনি অনুমান করতে পারতেন তাঁর চিন্তায় তিনি অংশভাগী, তাঁর স্মৃতি চিত্রণ স্মরণ এবং মনন করে আনন্দ পেতেন।

বিশপ পুরোহিতদের বলতেন: "নিশ্চয়ই স্বয়ং ভগবান এইসব তরুণদলকে পাঠিয়েছেন আমার কাছে আমার এই শেষ জীবনে সহায়তা করার জন্য।"

॥ দুই ॥

১৮৮৮-র সারা বছরটি বিশপের শরীর ভালোছিল। তাঁর বাড়িতে তখন পাঁচজন ফরাসী পুরহিত, তিনি এখনও তাদের সঙ্গে অশ্বপৃষ্টে সন্নিকটস্থ মিশনে যাতায়াত করেন। ক্রিসমাস ইভের দিন তিনি সাণ্টা ফে-র ক্যাথিড্রালে মাস উপাসনা সম্পন্ন করালেন। জানুয়ারী মাসে সাণ্টাক্রুজে বার্নার্ডের সঙ্গে গিয়ে সেখানকার অসুস্থ আবাসিক পুরোহিতকে দেখে এলেন। ফেরার পথে আবহাওয়া সহসা পরিবর্তিত হল, একটা প্রচণ্ড ঝড় বৃষ্টির মধ্যে ওঁরা পড়লেন। একটা উন্মুক্ত বগী গাড়িতে করে ওঁরা ফিরছিলেন। কোনও মেকসিক্যান ভবনে আশ্রয় নেওয়ার আগেই ওঁরা একেবারে আপাদমস্তক ভিজে গেলেন।

বাড়ি ফিরেই ফাদার লাতুর তৎক্ষনাত শয্যা নিলেন। রাত্রিকালে তাঁর ভালো নিদ্রা হল না এবং জ্বরভাব অনুভব করলেন। বাড়ির কাউকে ডাকলেন না, প্রভাতে একেবারে সূর্যোদয়ের সঙ্গেই নিয়মমত উঠলেন, উপাসনা মন্দিরে গিয়ে প্রার্থনা করলেন। প্রার্থনা কালে প্রবল শৈত্যানুভব করলেন। রান্নাঘরে গেলেন পুরাতন রাঁধুনী ফ্রাকটোসা তখনই ভয়পেয়ে ওঁকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে একটু ব্রাণ্ডি পান করতে দিল। এই শীত শীতভাব তাঁকে জ্বর অবস্থায় ত্যাগ করল, এবং বেশ কষ্টকর কাশি শুরু হল। বিছানায় কয়েকদিন শান্তভাবে কাটিয়ে একদিন সকালে বিশপ তরুণ বার্নার্ডকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন: "বার্নার্ড, একবার সাণ্টা ফে-তে গিয়ে আমার হয়ে আর্চ বিশপের সঙ্গে দেখা করবে। তাঁর কাছে জানাবে যে আমি যদি কয়েকদিনের জন্য তাঁর ভবনে গিয়ে আমার পাঠকক্ষটি ব্যবহার করি তাহলে তাঁর অসুবিধা হবে কিনা। Je Voudrais mouorir a Santa Fe" (আমি একবার সাণ্টা ফে যাত্রা করতে ইচ্ছা করি)।"

"আমি এখনই যাচ্ছি, কিন্তু ফাদার, আপনি নিরুৎসাহ হবেন না। কেউ ঠাণ্ডা লেগে মারা যায় না।"

বৃদ্ধ হেসে বললেন: "আমি ঠাণ্ডা লেগে মারা যাবো না, বৎস, আমি এতকাল বেঁচেছি সেইজন্যই মারা যাব।"

সেই মুহূর্ত থেকে, তাঁর কাছাকাছি সকলের সঙ্গে তিনি শুধু ফরাসী

ভাষাতেই কথা বললেন, অন্য কিছুর চেয়ে এই আকস্মিক পরিবর্তনে বাড়ির লোকেরা তাঁর অবস্থার জন্য চিন্তিত হলেন। যখন কোনো পুরোহিত অসুস্থ হতেন বা বাড়ি থেকে কোনো দুঃসংবাদ পেতেন তখন বিশপ তাঁদের সঙ্গে ফরাসীতে কথা বলতেন, তাছাড়া অন্য সব সময়েই তাঁর নিয়ম ছিল বাড়ির সকলে শুধু স্প্যানিস কিংবা ইংরাজীতেই কথাবার্তা বলবে।

বার্নার্ড সেই সন্ধ্যায় ফিরে এসে জানালেন যে বিশপ বলেছেন ফাদার লাতুর যদি বাকী শীতকালটা তাঁর সঙ্গেই কাটান তাহলে তিনি খুসী হবেন। ম্যাগডালেনা ইতিমধ্যেই তাঁর পাঠকক্ষ পরিষ্কারে লেগে গেছে। তাঁর উপস্থিতি কালে সেই তাঁর তত্ত্বাবধান করবে। আর্চ বিশপ তাঁর নতুন গাড়ি পাঠিয়ে তাঁকে নিয়ে আসবেন, কারণ ফাদার লাতুরের গাড়িটি উন্মুক্ত বগী।

বিশপ বললেন, "আজ নয়—mon fils, (হে আমার বৎস!) গায়ে একটু জোর পেলেই একটা দিন স্থির করব। একটা বেশ উজ্জ্বল পরিষ্কার দিন। সেদিন আমার নিজের বগী গাড়িটা চড়েই যাব, তুমি চালিয়ে যাবে। একটু বিকালের দিকে যেতে চাই, সূর্যাস্তের পর।"

বার্নার্ড বুঝলেন। তিনি জানতেন একদিন, অনেকদিন আগে, দিনের ঠিক ঐ সময়টিতে জনৈক তরুণ বিশপ আলাবুকার্ক থেকে অশ্বপৃষ্ঠে এসে সর্বপ্রথম সাণ্টা ফে দেখেছিলেন..... অনেক সময় উভয়ে যখন একত্রে শহরে যেতেন বিশপ বার্নার্ড সহ ঐ পাহাড়ের চুড়ায় গাড়ি থামাতেন, যেখানে থেকে ফাদার ভ্যালিয়েণ্ট কোলোরাডো যাওয়ার সময় সাণ্টা ফে-র দিকে তাকিয়ে ছিলেন। কোলোরাডোয় সেদিন যে ব্রত তিনি শুরু করেছিলেন তাঁর বাকী জীবনটাই তাতে ব্যয়িত হয় এবং শেষ পর্যন্ত তিনি বিশপত্বে উন্নীত হন।

সেইকালে প্রাচীন শহরটা দেখতে বেশ ছিল, ফাদার লাতুর সে কথা প্রায় দীর্ঘশ্বাস ফেলে বার্নার্ডকে বলতেন। প্রাচীনকালে তার একটা বৈশিষ্ট্য ছিল, একটা নিজস্ব ভঙ্গী ছিল; ক্ষুদ্র বাসাবাড়িওলা শহর আর কয়েকটি মাত্র সবুজ গাছ, অর্দ্ধবৃত্তাকারে গঠিত লাল পাহাড়ের ধারে গড়েওঠা শহর—এইটুকুই আর কিছু নয়। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে শুরু হল অসমান আমেরিক্যান ঘরবাড়ি। এখন প্ল্যাজা স্কোয়ারের অর্দ্ধেক সেই বাসাবাড়িতেই পূর্ণ, বাকী অর্দ্ধেক কাঠের বাড়ি, ডবল বারান্দা, থামগুলি রঙ করা আর সিঁড়ির রেলিং-এ সাদা রঙ। ফাদার লাতুর বলতেন, এইসব কাঠের বাড়ি গুহায়ো শহরে তাঁকে পীড়িত করেছে আর এইখানেও তাঁর পিছু নিয়েছে। এইসবই যে ক্যাথিড্রাল গড়ে

তুলতে এত সময় ব্যয় হয়েছে তার পক্ষে খারাপ—এই ক্যাথিড্রাল তাঁর জীবনে ফাদার ভ্যালিয়েণ্টের স্থান গ্রহণ করেছে, সেই বিশিষ্ট মানুষটির চলে যাওয়ার পর এই তার জীবনটি অধিকার করেছে।

ফাদার লাতুর উজ্জ্বল এক ফেব্রুয়ারী দিনের শেষে সাণ্টা ফে-তে শেষ যাত্রা করলেন; বার্নার্ড সূর্যাস্তের জন্য সুদীর্ঘ পথটির প্রান্তে ঘোড়া দাঁড় করিয়েছিলেন।

ইণ্ডিয়ান কম্বলে দেহটি মুড়ে বৃদ্ধ আর্চ বিশপ তাঁর ক্যাথিড্রালের সোনালী সম্মুখভাগের দিকে তাকিয়ে কিছুকাল বসে রইলেন। তরুণ ফরাসী স্থপতি মোলনি তিনি ঠিক যেমনটি চেয়েছিলেন সেইরকম করেই ক্যাথিড্রালটি গড়েছেন। এমন কিছু যুগান্তকারী ব্যাপার এর মধ্যে নেই, সাধারণ সুন্দর ভবন, সুন্দর পাথর কেটে তৈরী, অত্যন্ত অনাড়ম্বর ভঙ্গীতে গঠিত মিডি-রোমানেস্ক। এমন কি এখনও এই শীতকালে দ্বারপ্রান্তের একেসিয়া বৃক্ষ যখন পত্রহীন, এই গির্জার দক্ষিণী সুর কি সুন্দর পরিস্ফুট। বিশপ আর মোলনি ছাড়া আর কেউ কি এই ভবনটির চমৎকার পরিবেশটি উপভোগ করেছেন? হয়ত আর কেউই তা করবে না। কিন্তু ওঁরা দু-জনে অনেক সময় এই ভবনটির দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়েছেন। খাড়া লাল পাহাড় চার্চের পিছনে এত কাছে এসেছে যে তার পাদপীঠের স্বল্পসংখ্যক পাইন গাছ প্রায় দেখাই যায় না। পথের প্রান্ত থেকে যেখানে বিশপের বগী দাঁড়িয়েছিল, এই চার্চ বাড়ি যেন সোজা সেই গোলাপ রঙের পাহাড়ের বুক চিরে বেরিয়ে এসেছে। একটা বলিষ্ঠ প্রকাশ। দূর থেকে দেখলে মনে হবে, সেই পাইন মণ্ডিত পার্বত্য ঢল যেন ক্যাথিড্রালের পিছনকার একটি দৃশ্যপট। বার্নার্ড যখন আরো কাছে এগিয়ে এসেন তখন মনে হল, যেন পাহাড়ের পৃষ্ঠদেশ ক্রমে মিলিয়ে গেল আর তোরণগুলি সুনীল বাতাসে পরিষ্কার হয়ে ফুটে উঠল, আর গির্জার মূল অংশ তখনও পাহাড়ের বুকে ভাসছে।

তরুণ স্থপতি বলতেন বিশপকে, শুধু ইতালী কিংবা কোনো অপেরায় এইভাবে চার্চ এবং পাইন গাছের দৃশ্য পাহাড়ের বুকে ভেসে ওঠে। ঝড় ওঠার প্রাক্কালে একাধিকবার মোলনি বিশপকে তাঁর পাঠগৃহ থেকে ডেকে এনেছে অসমাপ্ত ভবনটিকে দেখাবার জন্য, সেই সময় পাহাড়ের ওপরকার আকাশ কালো মেঘে ঢাকা আর এই গোলাপী পাহাড় ঘন ল্যাভেণ্ডার রঙে যেন রঞ্জিত হয়ে উঠত, আর পাইন গাছগুলি যেন ঘন লাল রঙে—পাহাড় কাছে এগিয়ে আসত আর সমগ্র পটভূমি ঘন কালো হয়ে আসত।

মোলনি ফাদার লাতুরকে বলত, "এই যে পরিবেশ এ এক এ্যাকসিডেন্ট। যে কোনো ভবন সেই স্থানেরই হয় একটা অংশ, নয় ত নয়। সেই আত্মীয়তা যখন পাওয়া যায় তখন সময় তাকে প্রগাঢ়তর করে তুলবে।

বিশপ মোলনির এই কথা যখন ভাবছেন তখন বর্তমানের এক কণ্ঠস্বর তাঁর কানে ভেসে এল। বার্নার্ড বলছিল :

"সুন্দর সূর্যাস্ত। ফাদার, দেখুন, পাহাড়গুলি কি সুন্দর রক্তিম হয়ে উঠছে! শাংরে-ডি-ক্রিস্টো।"

হ্যাঁ, সাংরে-ডি-ক্রিস্টোই বটে। কিন্তু এই সূর্যাস্ত যতই রক্তিম হোক, এই লাল পাহাড় কখনো সিঁদুরে হয়ে ওঠে না, বরং ঘন রঙের গোলাপী কার্নেলিয়ান হয়ে ওঠে, জীবন্ত মানুষের রক্তের রঙ নয়, এ রঙ রোমের প্রাচীন চার্চে শহীদ এবং সন্তদের যে রক্ত সংরক্ষিত আছে যা উৎসব উপলক্ষে তরলী-কৃত করা হয়। এ যেন সেই শুখনো রক্তের রঙ।

॥ তিন ॥

পরদিন প্রভাতে ফাদার লাতুরের ঘুম ভাঙল এক কৃতজ্ঞ অনুভূতি নিয়ে ক্যাথিড্রালের সান্নিধ্যটুকুর জন্য—এই তাঁর সমাধি স্তম্ভও বটে। এর পক্ষ-চ্ছায়ায় যেন তিনি নিরাপত্তা অনুভব করছেন, যেন নৌকা তার পরিচিত বন্দরে ফিরে এসেছে, যেন তার নিজস্ব সামুদ্রিক প্রাচীরেই বিশ্রাম করছে। তিনি তাঁর পুরাতন পাঠকক্ষে আছেন ; সিসটাররা স্কুল থেকে তাঁর জন্য একটি ছোট্ট লোহার খাট পাঠিয়ে দিয়েছেন, সেই সঙ্গে পাঠিয়েছেন তাঁদের সর্বোত্তম লিনেন আর কম্বল। এখানে বেশ স্বস্তিবোধ করছেন তিনি। এখানেই তিনি তরুণ বয়সে এসেছেন, এখানেই তিনি সব কাজ করেছেন। ঘরটার একটুও পরিবর্তন হয়নি ; সেই কম্বল আর চামড়া মাটির মেঝেতে বিছানো, তাঁর বাতিদানসহ সেই ডেস্ক, সেই ঘন-তরঙ্গায়িত শ্বেত-শুভ্র দেওয়াল, এখানে সব শব্দ মূক হয়ে যায়, বাইরের জগৎকে মুছে দিয়ে আত্মাকে একটা স্বস্তি এনে দেয়।

অন্ধকার যখন এক শীতের প্রভাতে ধীরে ধীরে ধূসর হয়ে এল, তিনি চার্চের ঘণ্টাধ্বনি শুনতে পেলেন,—সেই সঙ্গে আর একটি শব্দ, এই ধ্বনিটা বরাবর তাঁকে এইখানে পুলকিত করেছে, একটি বাষ্পীয় ইঞ্জিনের হুইসিল

ধরনি। তিনি এখানে মহিষ নিয়ে এসেছিলেন আর আজো বেঁচে আছেন দেখছেন রেলওয়ে ট্রেন সাণ্টা ফে-তে যাতায়াত করছে। একটা ঐতিহাসিক যুগ তিনি অতিক্রম করেছেন।

স্বদেশে তাঁর সকল আত্মীয় আর নিউ মেকসিকোর বন্ধুরা মনে করেছিলেন যে বৃদ্ধ আর্চ বিশপ শেষ জীবনটা ফ্রান্সে, সম্ভবতঃ ক্লারমোর কাটাবেন, তাঁর পুরাতন কলেজে কোনো একটা বিষয়ের অধ্যাপনার ভার গ্রহণ করবেন। সেটাই অবশ্য স্বাভাবিক হত, তিনি নিজেও বিষয়টি সম্পর্কে বিশেষ চিন্তা করেছেন। গেলবারে তিনি যখন অভারেনে ছিলেন, আর্চ বিশপের দায়িত্ব ত্যাগ করার পূর্ব মুহূর্তে প্রায় এই রকম একটা ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু সেই ওলড্ ওয়ার্লডে এই নিউ ওয়ার্লডের জন্য তার অন্তরে একটা আশ্রম-পীড়া জেগেছিল। সেই অনুভূতি বোঝানো যায় না। যেন বার্ধক্যের ভার নিউ মেকসিকোয় ততখানি অনুভূত হয় না, যতটা হয় পয়-ডি-ডোমে।

তাঁর স্বদেশের পর্বতগুলির তোরণ-সদৃশ শিখর, প্রথমগুলির শান্ত সুন্দর ভঙ্গী, পল্লী অঞ্চলের পরিচ্ছন্ন পরিবেশ, তাঁর নিজের কলেজের চারদিক এবং সন্নিহিত বাসভবনগুলি সবই তিনি ভালোবাসেন। ক্লারমো অতি মনোহর কিন্তু সেখানে তাঁর মন বিষাদে ভরে ওঠে, বুকে যেন পাষাণের ভার চাপে। সুদীর্ঘ অতীত হয়ত···পুরাতন উদ্যানগুলিতে যখন বসন্ত-বাতাস লাইলাক গুচ্ছকে আন্দোলিত করে কিংবা ঘোড়া-বাদামের ফুল ঝরিয়ে দেয়। মাঝে মাঝে চোখ বুজে নাভাজোর অরণ্যের দীর্ঘ ঋজুদেহ পাইন গাছের শিখরে বাতাস যে সুউচ্চ তান ধরে তার কথা তিনি ভাবেন।

দিনের ভেতরই এই গৃহ পীড়ার ভাবটুকু কেটে গেল আর ডিনারের সময়ের মধ্যে তা একেবারে ধুয়ে মুছে গেল। ডিনার এবং মদ্য এবং সেই সঙ্গে বিদগ্ধ জনের সান্নিধ্য তিনি উপভোগ করলেন, এবং বেশ হৃষ্টমনেই বিশ্রাম গ্রহণ করতে গেলেন। তাঁর মনে হল ধূসর প্রদোষ এখানে একটু বেশীক্ষণ স্থায়ী, এই অঞ্চলটির সঞ্জীবিত হতে একটু সময় লাগে। বাগান এবং মাঠ বেশ ভিজা ভিজা, উপত্যকা ঘন কুয়াশা, তাতে পাহাড় ঢাকা পড়েছে। অনেক ঘণ্টা লেগে গেল তারপর সূর্যের সেইসব বাষ্পকে উত্তাপ স্পর্শে বিলীন করতে এবং গ্রামগুলিকে পবিত্র করতে।

নিউ মেকসিকোয় তিনি সর্বদাই তরুণের মত ঘুম ভেঙে উঠেছেন, বিছানা ছেড়ে উঠে যখন দাড়ি কামাতে বসতেন তখন বুঝতেন বার্ধক্য এসেছে, তার

আগে নয়। তাঁর প্রথম চেতন অবস্থায় উদ্ভব হয় জানলা দিয়ে যখন একটা হালকা শুখনো বাতাস ঘরে এসে প্রবেশ করে, তারপর উত্তপ্ত সূর্যের আর লবঙ্গ আর অন্য গাছের সুরভি ঘরে ভেসে আসে; এই বাতাসে এমনই মাদকতা যে দেহ যেন হালকা মনে হয় আর হৃদয় শিশুর মতো বলে ওঠে "আজ আজ!"

সুন্দর পরিবেশ, পণ্ডিত সমাজের সান্নিধ্য, মনোহারিণী মহিলাদের মাধুর্য, শিল্পের সুষমা প্রভৃতি সেই মরু প্রান্তরের হালকা হৃদয়ের প্রভাতের অনুপস্থিতির খেসারত মেটাতে পারে না—সেখানকার বাতাস যে মানুষকে আবার শিশু করে দেয়। তিনি লক্ষ্য করলেন যে বাতাসের সেই বিচিত্র ধারা অন্তর্হিত হয়েছে, মানুষ তাকে পোষ মানিয়ে ফসল ফলানোর কর্মে লাগিয়েছে। টেকসাস এবং কনসাসের যে সব অংশ তিনি একদা উন্মুক্ত অরণ্য হিসাবে দেখে এসেছেন আজ তা মূল্যবান কৃষি অঞ্চলে পরিণত। বাতাসে আর সেই হালকা ভাব নেই, নেই সেই শুখনো সুরভি। কর্ষিত ভূমির আর্দ্রতা, পরিশ্রম, উৎপাদন এবং শস্য ফলন সেই সবকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করেছে। সে হাওয়ায় মানুষ নিঃশ্বাস নিতে পারে শুধু পৃথিবীর উজ্জ্বল প্রান্তে, বিরাট ঘাসাচ্ছাদিত সমতলভূমিকে আর 'সেজ ব্রাস' (পুদিনা জাতীয়) মরুভূমিতে।

কালে সমগ্র পৃথিবী থেকেই সেই বাতাস অন্তর্হিত হবে, তবে তাঁর মৃত্যুর অনেক পরে। কবে যে এই হাওয়া তাঁর পক্ষে এত প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে তা তিনি বোঝেন নি; কিন্তু শুধু এইটুকুর জন্যই তিনি নির্বাসনে মৃত্যুর জন্য এসেছেন। কি যেন কোমল, উদ্দাম এবং মুক্ত, কি যেন বালিসের ধারে এসে গুঞ্জন করে, হৃদয়কে হালকা করে, ধীরে অতি লঘুভাবে চাবি খুলে দেয়—তারপর খিল খোলে, তারপর মানুষের বন্দী আত্মাকে মুক্ত পক্ষ বিহঙ্গমের মত বাতাসে ছেড়ে দেয় সেই নীল এবং সোনালী, সেই সোনা ঝরা প্রভাতে।

॥ চার ॥

শেষের দিনগুলির জন্য ফাদার লাতুর একটা নিয়ম বেঁধে নিয়েছিলেন। শরীর যখন সুস্থ ছিল তখনকার জন্য বাঁধাধরা নিয়মের প্রয়োজন থেকে থাকে, তাহলে আজ শরীর যখন অসুস্থ তখনও নিয়ম-নিষ্ঠার প্রয়োজন অনেক বেশী। প্রত্যূষে বার্নার্ড আসতেন গরম জল নিয়ে, দাড়ি কামিয়ে দিতেন, স্নান করতে সাহায্য করতেন। পল্লীভবন থেকে কাপড়-চোপড়, বিছানার চাদর আর অনেকদিন আগে ওলিভারেজ যে সমস্ত রুপোর প্রসাধন সামগ্রী দিয়েছিলেন সেগুলি ছাড়া আর কিছুই আনেন নি। এই ত্রিশ বছর ধরে সেই পেটা রুপোর পাত্রে তিনি হাত ধুয়ে আসছেন। প্রাতঃকালীন উপাসনা শেষ হতেই ম্যাগডালেনা আসত প্রাতঃরাশ নিয়ে, সে যখন বিছানাপত্র ও ঘরদোর ঠিক-ঠাক করত উনি ইজি চেয়ারে চুপ করে বসে থাকতেন। তারপর অতিথি-অভ্যাগতের জন্য উনি প্রস্তুত থাকতেন। আর্চ বিশপ ঘরে থাকলে কয়েক মিনিটের জন্য আসতেন—মাদার সুপিরিয়র, তারপর মার্কিন ডাক্তারও। বাকী সকালটুকু বার্নার্ড পাঠ করে শোনাতেন—সেণ্ট আগস্টিন কিংবা মাদাম দ্য সেভাইনের চিঠিপত্র অথবা ওঁর প্রিয় গ্রন্থ প্যাশক্যাল।

কখনো কখনো সকালের দিকে তিনি তাঁর অল্পবয়সী শিষ্যদের কিছু কিছু মুখে বলে যেতেন তারা লিখে নিত, প্রাচীনকালের মিশন এবং যাজন ক্ষেত্রের কাহিনী। যে সব ঘটনা তিনি আকস্মিকভাবে জেনেছেন এবং যা বিস্মৃত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তাঁর ইচ্ছা, এইসব কাজ তিনি বেশ ধারাবাহিক ভাবে করে যাবেন, কিন্তু সেই শক্তি আর দেহে ছিল না। অতীত কালের সেইসব সত্যকাহিনী আর কল্পনা মুছে যাবে: প্রাচীন উপকথা, রীতিনীতি, কুসংস্কার ইতিমধ্যেই মানুষ ভুলতে বসেছে। এখন মনে হয়, অনেক আগে যদি অবসর-মাফিক এইসব লিখে রাখা যেত, তাহলে ফরাসী ভাষার সম্প্রসারণী শক্তির হালকা জাল দিয়ে আটকে রাখতেন, তাদের পালিয়ে যেতে দিতেন না।

তিনি অবশ্য, অনেক বছর ধরে তরুণ পুরোহিতদের চিন্তাধারা পরিচালনা করেছেন প্রথম যুগের মিশনারীদের কঠোর ত্যাগ এবং তিতিক্ষার বিবরণ

দিয়ে, স্প্যানিস সাধুদের কথা বলে ; তিনি বলতেন যে তাঁদের তুলনায় বিশপ স্বয়ং যখন এই নতুন দেশে এসেছিলেন তখন যথেষ্ট স্বাচ্ছন্দ্য এবং আরাম উপভোগ করেছেন। সপ্তাহ কাল ধরে বাইরে অল্পাহারে, অস্নাত অবস্থায়, উন্মুক্ত স্থানে শুয়ে কাটলেও এ কথা জানতেন যে তিনি এক মিত্র পুরীতে আছেন, প্রতিটি ঘরের অভ্যন্তরে তাঁর জন্য আছে উষ্ণ অগ্নিকুণ্ড এবং উদার আতিথেয়তা।

কিন্তু যে সব স্প্যানিস ফাদার জুনি পর্যন্ত এসেছিলেন, তারপর উত্তরদিকে নাভাজো, পশ্চিমে হোপি, আর পূর্বে আলাবুকার্ক থেকে টাওস পর্যন্ত বিস্তারিত সব পেব্লোয় গিয়েছিলেন, তাঁরা এসেছিলেন শক্র পুরীতে, সঙ্গে অল্প আহার্য ছিল, শুধু ছিল সংক্ষিপ্ত শাস্ত্রসার আর ক্রশ চিহ্ন। যখন ওঁদের অশ্বতর ইণ্ডিয়ানরা চুরি করে নিত, (সে ঘটনা প্রায়ই ঘটত), তখন ওঁরা পদব্রজে পর্যটন করতেন, বস্ত্রাদি পরিবর্তনের সুবিধা নেই, অন্ন নেই, জল নেই। য়ুরোপীয় ব্যক্তির পক্ষে এই ক্লেশ কল্পনাতীত। প্রাচীন পল্লীগুলি মানুষের জীবনের আকারে জীর্ণ ছিল, যেই তার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করা হল যেন মানুষের পক্ষে দ্বিতীয় দেহ। এখানে বন্য শিকড়, বন্য ফলমূল আর বন্য ব্যাঙের ছাতা জাতীয় জিনিসপত্র আহারযোগ্য ছিল। নদীতে ছিল সুমিষ্ট জল আর গাছের ছায়ায় ছিল বিশ্রামের আশ্রয়। কিন্তু আলকালি জেলায় জলের কুণ্ডগুলি বিষাক্ত আর সেখানকার উদ্ভিদ বুভুক্ষু মানুষের কোন কাজেই লাগত না। সব কিছুই শুখনো, খোসা ওঠা, কণ্টকাকীর্ণ ; স্প্যানিস বেয়নেট, জুনিপার, গ্রীসউড, ক্যাকটাস, টিকটিকি আর র‍্যাটল স্নেক, আর নিষ্ঠুরতার দ্বারা মানুষ নিষ্ঠুর জীবন সৃষ্টি করেছিলেন। সেইসব প্রথম যুগের মিশনারীরা যে দেশ বিশাল দৈত্যের সহনশীলতা পরীক্ষার ক্ষেত্র সেই দেশের কঠিন হৃদয়ে নিরাভরণ অবস্থায় নিজেরা ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। সে দেশের মরুভূমিতে তাঁরা তৃষিত হয়ে ঘুরেছেন, পাহাড়ের মধ্যে কাটিয়েছেন বুভুক্ষু দিন, আর এই অঞ্চলের ভয়ঙ্কর সুগভীর খাতে চড়াই উৎরাই ভেঙেছেন ক্ষতবিক্ষত পদে, আর সুদীর্ঘ উপবাস ভঙ্গ করেছেন অপরিষ্কার এবং অখাদ্য আহার করে। যে বুভুক্ষা, তৃষ্ণা, শীত জর্জরতা, আর নগ্নতা তাঁরা ভোগ করেছেন তা সেন্ট পল এবং তাঁর ভ্রাতৃবৃন্দের পক্ষে ধারণাতীত। প্রথম যুগের ক্রিশ্চান যে কষ্ট পেয়েছেন তা পুরাতন পথচিহ্ন, পুরাতন রীতিনীতির মধ্যে নিরাপদ মধ্যসাগরীয় অঞ্চলে। তাঁরা যে শহীদত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন সে নিজেদের সম-

গোত্রীয়দের মধ্যেই মরণকে বরণ করে, তাঁদের স্মৃতিচিহ্ন অতিশয় ভক্তিভরে সংরক্ষিত। তাঁদের নাম ভক্তিমান মানুষের মুখে মুখে আজো সজীব হয়ে আছে।

অভারেনাগত নবীন যাজকদের সঙ্গে যে সব প্রাচীন মিশন একদা শহীদের রক্তে রঞ্জিত সেইসব স্থানে অশ্বপৃষ্ঠে ভ্রমণকালে তাঁদের স্মরণ করিয়ে দিতেন ধর্মবিশ্বাসের কি বিজয়বৈজয়ন্তী এখানে উড়েছে একদিন। অসংখ্য কাফেরের মধ্যে একজন মাত্র য়ুরোপীয় যন্ত্রণা এবং মৃত্যু বরণ করেছেন, তাঁদের সেই পৈশাচিক পরিসমাপ্তিতে ঈশ্বর তাঁদের সম্মুখে কি স্বপ্ন কি উপলব্ধি এনে দিয়েছেন।

যখন তরুণ বয়সে সর্বপ্রথম ফাদার লাতুর ওল্ড মেকসিকোয় গিয়েছিলেন ডুরাঙ্গের বিশপের কাছে তাঁর শ্রীপাট (See) সম্পর্কে দাবী জানাতে গিয়েছিলেন, তখন সেই যাত্রাপথে সোনোরা ও লোয়ার কালিফোর্নিয়া মিশনের পুরোহিতদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল, তাঁরা প্রথম যুগের ফ্রান্সিসক্যান মিশনারীদের বহুবিধ অভিজ্ঞতার কাহিনী শুনিয়েছিলেন। মনে হয়, অরণ্য অঞ্চলে তাঁদের অভিযাত্রা সামান্য অলৌকিকত্বে ফুটে উঠেছে। এক সময় প্রখ্যাত ফাদার জুনিপারো সেরা আর তাঁর দুজন সহচরের একটা বিপজ্জনক অংশ পার হতে গিয়ে যখন জীবন বিপন্ন হয়ে উঠেছে। একজন রহস্যজনক আগন্তুক অপর তীরের পাহাড়ের ধার থেকে এসে আবির্ভূত হয়েছিলেন, এবং স্প্যানিস ভাষায় তাঁদের উপদেশ দিয়েছিলেন তাঁকে অনুসরণ করতে। তিনি নদীর অন্যদিকে তাঁদের নিয়ে গেলেন, সেখানে তাঁরা নিরাপদে তীরে পৌঁছালেন। যখন ওঁরা তাঁর নাম জানার জন্য অনুনয় করলেন, তখন তিনি কোনোরকমে জবাব এড়িয়ে অদৃশ্য হলেন। আর একথায় তাঁরা একটা বিরাট সমতলভূমি পার হচ্ছেন; তৃষ্ণায় কাতর হয়ে তাঁরা একেবারে মৃতপ্রায়; একজন তরুণ অশ্বারোহী ওঁদের কাছে এগিয়ে এসে তিনটি সুপক্ক ডালিম দিলেন, তারপর আবার ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেলেন। এই ফল শুধু যে ওঁদের তৃষ্ণা নিবারণ করল তা নয়, সেই ফল ওঁদের সঞ্জীবিত ও শক্তিমান করে তুলল, যেমনটি কোনও পুষ্টিকর আহার্য গ্রহণে হওয়া সম্ভব। তাঁরা সেই যাত্রা সম্পূর্ণ করলেন যেন একেবারে টাটকা মানুষের মত।

একদা এক রাত্রে ডুরাঙ্গো থেকে ফেরার পথে ফাদার লাতুর একটা বিরাট পল্লীভবনে আপ্যায়িত হয়েছিলেন। সেখানকার আবাসিক পুরোহিত ছিলেন

একটি পশ্চিমা মিশনের আমদানী ; তিনি এই ফাদার জুনিপারো সেরা সম্পর্কে আর একটি কাহিনী বললেন, সেই কাহিনী তাঁর ধর্মমন্দিরে দীর্ঘকাল থেকে প্রচলিত।

ফাদার জুনিপারো একজন মাত্র সঙ্গী নিয়ে একবার তাঁদের ধর্ম মন্দিরে পদব্রজে এসে হাজির, সঙ্গে এতটুকু রসদ নেই। আশ্রমের ভ্রাতৃবৃন্দ সবিস্ময়ে তাঁদের দু-জনকে অভ্যর্থনা জানালেন, এই কথা ভেবে যে এমনতরো প্রায় নগ্নগাত্রে কোনো মানুষ এত বড় মরু প্রান্তর অতিক্রম করতে পারেন এর চেয়ে আশ্চর্য কাণ্ড কি হতে পারে! আশ্রমাধীশ প্রশ্ন করলেন—কোথা থেকে তাঁরা আসছেন এবং বললেন এমনভাবে পথপ্রদর্শক হীন এবং রসদ হীন অবস্থায় তাঁদের পাঠানো মিশনের অনুচিত হয়েছে। তিনি অবাক হলেন এই কথা ভেবে যে ওঁরা কিভাবে তখনও বেঁচে আছেন। ফাদার জুনিপারো কিন্তু বললেন, তাঁরা বেশ ভালো ভাবেই এসেছেন এবং পথে একটি দরিদ্র মেকসিক্যান পরিবারে যথেষ্ট সমাদরের সঙ্গে অভ্যর্থিত হয়েছেন। এই কথা শুনে একজন অশ্বতর সেবক যেসেড়া, যে আশ্রমের ভ্রাতৃবৃন্দের জন্য কাষ্ঠ আহরণ করে আনত, সে হেসে ফেলল। সে বলল ছত্রিশ মাইলের মধ্যে কোনো বাড়িঘর নেই। আর যে বালিময় প্রান্তর পার হয়ে এসেছেন সেখানেও কেউ থাকে না, আশ্রমের ভ্রাতৃবৃন্দও সে কথা সমর্থন করলেন।

তখন ফাদার জুনিপারো এবং তাঁর সহচর তাঁদের অভিযাত্রার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ দান করলেন। তাঁরা মাত্র একদিনের মত রুটি আর জল নিয়ে বেরিয়ে ছিলেন। দ্বিতীয় দিনে প্রাতঃকাল থেকেই ওঁরা একটা ফণি মনসার মরুভূমি অতিক্রম করছেন এবং প্রায় হতাশ হয়ে পড়েছেন এমন সময় সূর্যাস্তের কাছাকাছি মনে হল যেন দূরে তিনটি প্রকাণ্ড কটনউড বৃক্ষ, সেই স্বল্পান্ধকারে গাছগুলিকে খুব লম্বা মনে হল। সেই গাছের দিকেই ওঁরা দ্রুতগতিতে চললেন। ওঁরা যখন গাছগুলির কাছে এগিয়ে এলেন, দেখলেন গাছগুলি বিরাট এবং সবুজ আর প্রচুর তুলা সেই গাছ থেকে ঝরে পড়ছে—তারই পাশে বালিতে একটা শুকনো খোঁটায় একটি গর্দভ বাঁধা আছে। গাধার মালিককে খুঁজে বার করার জন্য এদিক ওদিক তাকাতে ওঁরা একটি ক্ষুদ্র মেকসিক্যান বাড়ির সামনে এসে পড়লেন। দরজার সামনেই উনান, শুখনো লাল লঙ্কার মালা দেয়ালে ঝুলছে। ওঁরা যখন চীৎকার করে গৃহস্বামীকে ডাকলেন, তখন একজন সৌম্য দর্শন মেকসিক্যান, মেষচর্মের জামা পরা অবস্থায় বেরিয়ে এসে

ওঁদের অভ্যর্থনা করে রাত্রিটা সে বাড়িতেই কাটানোর জন্য অনুরোধ করলেন। ওঁরা দেখলেন, সবই বেশ ছিমছাম, পরিচ্ছন্ন। আর তাঁর স্ত্রীটি বয়সে তরুণী, মুখশ্রীও চমৎকার। উনানের ধারে বসে পায়েসের হাঁড়িতে কাঠি নাড়ছিলেন। পাশে তাঁর সন্তান, একেবারে ছোট্ট শিশু, গায়ে শুধু একটা সার্ট ছাড়া কোনো পোশাক নেই। পোষা মেষ শাবক নিয়ে খেলা করছে।

ওঁরা দেখলেন, এরা বেশ ভদ্র, ধর্মপরায়ণ এবং মধুরভাষী। স্বামী বললেন তাঁরা মেষপালক। পুরোহিতরা রাতের আহার একত্রে তাঁদের সঙ্গে টেবিলে বসে গ্রহণ করলেন। তারপর সন্ধ্যাকালীন প্রার্থনা জানালেন।

তাঁদের মনে হল গৃহস্বামীকে এই অঞ্চল সম্বন্ধে কিছু প্রশ্ন করেন। তাঁর জীবনযাত্রার প্রণালী, মেষ চারণের উপযোগী ক্ষেত্র কোথায় ইত্যাদি। কিন্তু একটা গভীর এবং মধুর ক্লান্তিতে তাঁদের দেহ অবসন্ন হয়ে পড়ল, এবং তাঁর প্রদত্ত একটি করে মেষচর্ম নিয়ে মাটিতে শুয়ে দুজনেই ঘুমিয়ে পড়লেন। পরদিন প্রভাতে উঠে দেখা গেল সবই ঠিক আছে, আগের মত, টেবিলে খাদ্য সাজানো—কিন্তু পরিবারস্থ কেউ নেই, এমন কি সেই পোষা ভেড়াটি পর্যন্ত নেই। যাজকরা মনে করলেন, হয়তো ওঁরা ভেড়া চরাতেই গেছেন।

আশ্রমের ভ্রাতৃবৃন্দ এই কাহিনী শুনে আশ্চর্যান্বিত হলেন। সত্যি তিনটি বিরাট কটন উডের গাছ আছে, এ অঞ্চলের বিশিষ্ট পথ চিহ্ন। তবে সেখানে যদি কেউ বসবাস করতে থাকে, তাহলে অতি সম্প্রতি এসেছে! তখন ফাদার জুনিপারো, তাঁর সঙ্গী ফাদার আন্দ্রিয়া, আশ্রমের ভ্রাতৃবৃন্দ, সেই সংশয়ান্বিত অশ্বতর পালক সবাইকেই অরণ্য অঞ্চলে গেলেন চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করতে। তিনটি বিরাট বৃক্ষ দেখা গেল, তুলা কর্ষণ হতেও দেখা গেল। যে শুখনো খোঁটায় গাধা বাঁধা ছিল, সেটিও আছে, কিন্তু গাধা নেই। বাড়িও নেই আর দোরগোড়ায় সেই উনানও নেই। তখন সেই দুজন ফাদার মাটিতে বসে পড়ে সেখানকার মৃত্তিকা চুম্বন করলেন, তাঁরা বুঝেছিলেন কোন্ পরিবার তাঁদের সে রাতে সম্বর্ধিত করে ছিলেন।

ফাদার জুনিপারো স্বীকার করেছিলেন ভ্রাতৃবৃন্দের কাছে যে যে মুহূর্তে তিনি এই বাড়িতে প্রবেশ করেছিলেন তখন থেকেই সেই শিশুটির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তাকে কোলে নেওয়ার বাসনা হয়েছিল কিন্তু সে তার মার কাছেই ছিল বলে তা হয়নি। পুরোহিত যখন সান্ধ্যকালীন প্রার্থনামন্ত্র পাঠ করছিলেন, তখন শিশুটি মাটিতে মার হাঁটুর কাছে বসেছিল, তার

কোলে সেই মেষ শিশু ;' আর ফাদার অনুভব করছিলেন যে তার সংক্ষিপ্ত শাস্ত্রসারের দিকে তিনি আর তাকিয়ে থাকতে পারছেন না। প্রার্থনান্তে তিনি যখন গৃহস্বামীদের গুড-নাইট জানালেন—তিনি প্রকৃতপক্ষে ছোট্ট শিশু-টিকে আশীর্বাদ করার জন্য থমকে দাঁড়ালেন। ছেলেটি তার হাত তুলল এবং তার ক্ষুদ্র অঙ্গুলিটি ফাদার জুনিপারোর কপালে একটি ক্রুশচিহ্ন এঁকে দিল।

এই বিরাট কৃষিক্ষেত্রে অগ্নিকুণ্ডের ধারে বসে গৃহস্বামীদের মুখে ফাদার জুনিপারোর এই 'হোলি ফ্যামিলী' বা দিব্যপরিবারের কাহিনী শুনে বিশপের মনে এক গভীর ভাবের সঞ্চার হল। তিনি সেই রাত্রে সেখানে অতিথ্য স্বীকার করেছিলেন। এই কাহিনীটির প্রতি তাঁর এমনই মমতা যে দু-বার তিনি সেটি উল্লেখ করেছেন, একবার রিয়মে মাদার ফিলোমেনের কনভেণ্টে আর একবার কার্ডিন্যাল মৎসুচি প্রদত্ত রোমের এক ডিনার সভায়। সারল্যের কাছে বিরাট সহজেই প্রকাশিত হন। তার মধ্যে মাধুর্য আছে, রানী যেন পল্লী রমণীদের মধ্যে ধান শুখাচ্ছেন—কিন্তু একথা মনে করতে কত ভালো লাগে যে তাঁরা যুগযুগান্তের ইতিহাস এবং গৌরব গরিমা অতিক্রম করেও তাঁদের যথার্থ ভূমিকা গ্রহণের জন্য সরল মেকসিক্যান পরিবারের রূপে এসে অবতীর্ণ হবেন। অতি দরিদ্র অতি নীচ তারা, তবু সেখানেই তাঁদের আবির্ভাব যে বন্য অঞ্চল পৃথিবীর প্রস্তদেশে, যেখানে এমন কি দেব দূতরাও তাঁদের দেখতে পায় না, সেইখানে তাঁদের আবির্ভাব!

॥ পাঁচ ॥

প্রাতরাশের (dejeuner) পরে বৃদ্ধ আর্চ বিশপ নিদ্রার ভান করতেন। মধ্যাহ্ন ভোজের সময়ের পূর্বে তাঁকে বিরক্ত করতে নিষেধ ছিল। সেই সুদীর্ঘকাল নৈঃশব্দের মধ্যে কাটাতে তাঁর ভালো লাগত। তাঁর শয্যা ঘরের এক অন্ধকার প্রান্তে। সেখানকার দৃশ্য চোখের পক্ষে বেশ শান্তি দায়ক। উজ্জ্বলদিনে ঘরের অপর প্রান্ত আলোয় ভরে থাকে, আর ধূসর দিনে অগ্নিকুণ্ডের আলো ঘরের তরঙ্গায়িত সাদা দেয়ালে প্রতিফলিত হয়। এমনই শান্ত হয়ে পড়ে থাকেন যে তাঁর বিছানার চাদর যেন কাঁপছেই না মনে হয়। হয় দু-পাশে নয় বুকের উপর হাত দুটি জড়ো করে বিশপ তাঁর জীবন কাটাচ্ছেন। এমনই

স্পন্দহীন হয়ে থাকলেও তাঁর ডান হাতের বুড়া আঙুল তাঁর অনামিকার একটি আঙটি অতি ধীর ভাবে স্পর্শ করবে। পাথরটি এমেথিস্ট, তার ওপর লেখা আছে—Auspice maria (মেরী মা মঙ্গল করুন), এটি ফাদার ভ্যালিয়েন্টের অঙ্গুরী। তখন তিনি নিশ্চিত ভাবে যোশেফের কথাই স্মরণ করেন। দুজনের একত্রে অতিবাহিত জীবন, এখানে, এই ঘরে···ওহায়োর গ্রেট লেকসের ধারে তরুণ বয়সে প্যারীতে···মফেরাণ্ডে বালক বয়সে। ওঁদের মিশনারী জীবনের অনেক অতীতকাহিনী স্মরণ করতে ভালো লাগে; কত মধুর লাগে এর আদিম সূত্রপাতের কথা স্মরণ করতে।

কুড়ি বছর বয়স দুজনেই তখন তরুণ। বৃদ্ধ পুরোহিতেদের সহকারী বা তন্ত্রধারক (curte)। ওহায়ো থেকে জনৈক বিশপ ক্লারমোঁয় এলেন, তিনি অভারেনের অধিবাসী, তিনি স্বেচ্ছাসেবক খুঁজছিলেন পশ্চিমাঞ্চলে তাঁর মিশনের জন্য। ফাদার যোশেফ এবং ফাদার জঁা সেমিনারিতে তাঁকে বক্তৃতা দিতে শুনেছেন, তাঁর সঙ্গে নিভৃতে আলাপ করেছেন। তিনি উত্তরাঞ্চলে যাওয়ার সময় উভয়ে কথা দেন যে প্যারীতে একটি নির্ধারিত দিনে ওঁরা দেখা করবেন, রু ডু ব্যাক। বিদেশী মিশনের কলেজে কয়েক সপ্তাহ প্রস্তুতিতে কাটিয়ে তাঁর সঙ্গে সেরবুর্গ থেকে যাত্রা করবেন।

দুই তরুণ যাজকই জানতেন তাঁদের পরিবারের তরফ থেকে ভীষণ আপত্তি উঠবে, সুতরাং দুজনে স্থির করলেন একথা কাউকে জানানো হবে না। বিদায় নেওয়া হবে না। সাদাসিধে পোশাক পরে পলায়ন করা হবে। উভয়ের মানসিক তৃপ্তির জন্য সেন্ট ফ্রান্সিস অব জেভিয়ারের দৃষ্টান্ত স্মরণ করলেন। ভারতে মিশনারী কর্মে যাওয়ার সময় তিনিও এই ভাবেই গোপনে গিয়েছিলেন, তিনি 'পিতৃভবনের পাশ দিয়ে নীরবে চলে গেছেন তাঁদের কোনো সম্ভাষণ না জানিয়েই' একথা ওঁরা স্কুলে পড়েছেন। ফরাসী বালকের পক্ষে ভয়ংকর কথা।

ফাদার ভ্যালিয়েন্টের অবস্থাটা বিশেষ বেদনাদায়ক। তাঁর বাবা ছিলেন কঠোর প্রকৃতির, নীরব স্বভাবের। অনেকদিন আগে স্ত্রী বিয়োগ হয়েছে, পুত্র কন্যাদের বারপর নাই ভালোবাসেন; ওদের জীবন ছাড়া আর কোনো জীবন তাঁর নেই। যোশেফ তাঁর সবচেয়ে বড় ছেলে। সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং সিদ্ধান্ত পালনের মধ্যবর্তী কাল তাঁর পক্ষে অত্যন্ত বেদনাদায়ক। যাওয়ার দিন যতই আসন্ন হয়ে এল, তিনি ততই কৃশ ও ম্লান হয়ে পড়লেন।

পূর্ব-পরিকল্পিত চুক্তি অনুসারে দুই বন্ধু নির্ধারিত দিবসে রিয়মের বাইরে এক মাঠের ধারে অতিপ্রত্যুষে মিলিত হওয়ার কথা, সেখানে প্যারীর সেই ব্যক্তি। জাঁ লাতুর একবার সিদ্ধান্ত যখন গ্রহণ করেছেন তার থেকে পিছিয়ে আসা তাঁর প্রকৃতি বিরুদ্ধ। নির্ধারিত দিবসের প্রভাতে তিনি তাঁর ভগ্নীর বাড়ি থেকে বেরিয়ে সেই ঘুমন্ত শহরের মধ্য দিয়ে পাহাড়ের সন্নিকটস্থ মাঠে গিয়ে দাঁড়ালেন। মেঘাচ্ছন্ন প্রভাতের আলোয় সবেমাত্র সবুজের আভাস দেখা দিয়েছে। সেখানে সহচরকে দেখলেন অতি ক্লেশকর অবস্থার মধ্যে। যোসেফ সেই মাঠেই সারারাত কাটিয়েছে, পায়চারি করেছে এধার আর ওধার, উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে না হতেই যেন ভ্রষ্ট হয়েছে। কেঁদে কেঁদে মুখ ফুলে উঠেছে। ঠাণ্ডায় সে কাঁপছে, কণ্ঠস্বর তার নিয়ন্ত্রণাধীন নয়; সে কেঁদে ওঠে:

"কি করব জাঁ; বাবার প্রাণে ব্যথা দিতে পারি না, আবার স্বর্গরাজ্যে যে প্রতিজ্ঞা করেছি তাও ভাঙতে পারি না। এ সব একটা কিছু করার চেয়ে আমার মৃত্যুই শ্রেয়। যদি এই যন্ত্রণা ভোগের জন্য এখনই মরতে পারতাম এখনই, এই মুহূর্তে।"

কত স্পষ্টভাবে বৃদ্ধ আর্চ বিশপের সেই দৃশ্য স্মরণে ভাসছে; সেই ধূসর প্রত্যুষে দু-জন তরুণ যেন অপরাধীর মত গোপনে সংসার ত্যাগ করছিল। কিভাবে যে বন্ধুকে সান্ত্বনা দেওয়া যায় তা তাঁর জানা ছিল না; তাঁর মনে হয়েছিল যোশেফ যা যন্ত্রণা সহ্য করছে তার ভার তার শরীরের পক্ষে দুর্বহ। অন্তর্দ্বন্দ্বের সংঘাতে সে সত্যই দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। উভয়ে যখন বাহু জড়াজড়ি করে এধার-ওধার পায়চারি করছিলেন, তখন একটা শূন্যগর্ভ আওয়াজ শোনা গেল, পার্বত্য খাত বেয়ে একটি diligence (ফরাসী ডাক গাড়ি) চলেছে। যোশেফ মুখে হাত চাপা দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। ডাক-গাড়ির ভেঁপু শোনা গেল।

জাঁ লঘুভাবে বললেন: "Allons! L' invitation du voyage (চলো যাই সমুদ্র যাত্রার নিমন্ত্রণ এসে পৌঁছেচে।) তুমি আমার সঙ্গে প্যারী পর্যন্ত চলো। সেখানে পৌঁছেও যদি দেখা যায় তোমার বাবা ঠাণ্ডা হচ্ছেন না, আমরা বিশপ এক—'র কাছে তোমাকে প্রতিজ্ঞা থেকে মুক্ত করে দেব তুমি রিয়মে ফিরে আসতে পারো। এতো বেশ সহজ ব্যবস্থা।"

রাস্তার ধারে দৌড়ে গিয়ে ড্রাইভারকে হাত নেড়ে ইঙ্গিত করলেন। গাড়ি

থামল। এক মুহূর্তের মধ্যে ওঁরা উঠে পড়লেন গাড়িতে, আর অল্প সময়ের মধ্যেই যোশেফ ক্লান্ত হয়ে তার সীটেই ঘুমিয়ে পড়ল। কিন্তু তিনি বরাবর বলেছেন যে জঁ৷ যদি সেই মানসিক যন্ত্রণার মুহূর্তে তাঁকে সাহায্য না করতেন তাহলে হয়ত পর-ডি-ডোমের একটি চার্চের পুরোহিত হয়েই বাকী জীবন কাটাতেন।

সেই প্রথম বসন্তের প্রভাতে রিয়ম থেকে যে দুটি তরুণ পুরোহিত যাত্রা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে জঁা লাতুরেরই পুরোহিত হিসাবে সাফল্যের সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশী ছিল বলে মনে হয়েছিল। রু ছ বাকের কলেজ ফর ফরেন মিশনে যে কয় সপ্তাহ তাঁরা ছিলেন সেই সময় কর্তৃপক্ষ যোসেফের দক্ষতা সম্পর্কে খুব সন্দিহান ছিলেন, মিশনের কঠোর জীবনকে সহ্য করতে পারবে না এমনই মনে হয়েছিল। তবু সুদীর্ঘ কালের পরীক্ষায় সেই শীর্ণ দেহ সন্ন্যাসীই অনেক বেশী সহ্য করেছেন, কাজও করেছেন অনেক।

ফাদার লাতুর প্রায়ই বলতেন একমাত্র সীমানা ব্যতীত তাঁর যাজনক্ষেত্রের বিশেষ পরিবর্তন ঘটেনি। মেকসিক্যানরা চিরদিনই মেকসিক্যান আর ইণ্ডিয়ানরা ইণ্ডিয়ান। সাণ্টা ফে ছিল শান্ত স্থির জলের নদী। কোনো প্রাকৃতিক সম্পদ নেই, কোনো বাণিজ্যিক গুরুত্ব নেই। কিন্তু ফাদার ভ্যালিয়েণ্ট এক বিশাল শিল্প সম্প্রসারণের মুখে গিয়ে পড়লেন, যেখানে শঠতা, চালাকি এবং সম্মানিত উচ্চাকাঙ্খার মধ্যে পরস্পর সংঘর্ষ। একটা অঞ্চল ধারণাতীত ভাবে বেড়ে উঠেছে এবং তারপর তার বিধ্বংসী অধঃপতনও ঘটেছে। প্রতি বছর, পা ভেঙে যাওয়ার পরও, ডাক গাড়িতে বা নিজের গাড়িতে চড়ে তিনি হাজার হাজার মাইল পরিভ্রমণ করেছেন, সে সব পার্বত্য নগরী কখনো ধনী, কখনো দরিদ্র কখনো বা পরিত্যক্ত। বোলডার, গোল্ডহিল, ক্যারিবো, কাচে-আ-লা-পুডরে, স্প্যানিস বার, সাউথ পার্ক, আর্কানস থেকে কাচে ক্রীক এবং ক্যালিফোর্নিয়া গালচ।

শুধু মাত্র মিশনারী যাজক হয়েই ফাদার ভ্যালিয়েণ্টের সুখ ছিল না, তিনি একজন উন্নতি-সাধক হলেন। চার্চ অব কোলোরাডোয় তিনি বিপুল ভবিষ্যৎ অনুমান করে ছিলেন। তখন তিনি এতই দরিদ্র যে নিজস্ব একটা উপাসনা-মন্দির করতে পারছেন না, বা জীবন ধারণে প্রয়োজনীয় সাধারণ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য অর্থ ব্যয় করতে পারছেন না, তখনই তিনি চার্চের জন্য বিশাল জমি সংগ্রহ করে দিয়েছেন। অতি অল্প টাকায় তিনি অনেকখানি জমি ক্রয়

করেছিলেন, কিন্তু সেই অল্প টাকাই ব্যাঙ্ক থেকে সর্বনাশা হারে সুদ দিয়ে ধার করতে হয়েছিল। স্কুল এবং কনভেন্টের জন্ত তিনি টাকা ধার করেছিলেন, তাঁর ঋণের সুদ তাঁকে খেয়ে ফেলছিল। ওহায়ো, পেনসিলভ্যানিয়া ও ক্যানাডায় তিনি অর্থ সংগ্রহের জন্ত দূর পথে যাত্রা করেছিলেন সুদের টাকা মেটানোর উদ্দেশ্তে। সুদের পরিমাণ বেড়েই চলেছিল। তিনি একটা জমিদারী কোম্পানী করে তার শেয়ার বিক্রির জন্ত যখন ফ্রান্সে গেলেন অসাধু দালালরা তখন তাঁর সুনামটি কলংকিত করল।

তাঁর বয়স যখন সত্তর, একটি পা আরেকটির চেয়ে চার ইঞ্চি হ্রস্ব তখন ফাদার ভ্যালিয়েণ্ট কোলোরাডোর প্রথম বিশপ তাঁর শোচনীয় আর্থিক অবস্থার উপযুক্ত জবাবদিহির জন্ত পোপের দরবারে আহূত হলেন—অতি কষ্টে সেদিন কার্ডিন্তালদের সন্তুষ্ট করতে পেরেছিলেন তিনি।

সাণ্টা ফে-তে যখন বিশপ ভ্যালিয়েণ্টের মৃত্যু সংবাদ এসে পৌঁছাতেই ফাদার লাতুর নতুন রেলপথ ধরে ডেনভারে ছুটলেন। টেলিগ্রামটি তাঁর এতটুকু বিশ্বাস হচ্ছিল না। পুরাতন ডাক নাম মনে পড়ল—Trompe-la Mort আর মনে পড়ল এর আগে কতবার এমনই ছুটে গেছেন পর্বত এবং মরুভূমি পার হয়ে বন্ধুকে জীবন্ত দেখতে পাবেন না মনে করে।

আশ্চর্য, ফাদার লাতুরের কোনোদিন মনে হয়নি যে তিনি ফাদার যোসেফের শেষকৃত্য দেখেছেন কিংবা তাঁর বিশ্বাস হয়নি যে ফাদার যোসেফ সেখানে ছিলেন। কফিনে শায়িত বৃদ্ধের ক্ষুদ্র কুঞ্চিত দেহ—একটি বানরের চেয়ে বড়ো নয়। যোসেফকে তিনি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন যেমন দেখছেন বার্নার্ডকে—তবে সর্বদাই সেই চেহারা মনে পড়ে প্রথম নিউ মেকসিকোয় আগমনের মূর্তি। এ নিছক ভাবাবেগ নয়, এই ছবিই, ফাদার যোসেফের এই মূর্তিই তাঁর চোখে ভাসছে আর অন্ত কোনো মূর্তি নয়। শেষকৃত্যটুকুও স্বীকৃতি হিসাবে তিনি স্মরণে রাখতে চান। ক্যাম্পিসের ছাউনি খাটিয়ে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে শেষকৃত্যের উপাসনা হল, ডেনভারে এমন কি সমগ্র সুদূর পশ্চিমে (Far West) তাঁর ব্লাঙ্কেটের শেষকৃত্য সম্পন্ন হওয়ার যোগ্য কোনো বাড়ি ছিল না। কারণ দু-দিন আগে থেকে পল্লী অঞ্চলের মানুষ এবং খনি শিবির থেকে দলে দলে লোক পাহাড় ভেঙে আসতে লাগল; তারা ওয়াগনে শুয়ে ঘুমিয়েছে বা তাঁবু খাটিয়ে কিংবা খামার বাড়িতে, কনভেণ্ট স্কোয়ারে বেল

কোনও জাতীয় উৎসব হচ্ছে। আর সেই শেষকৃত্যানুষ্ঠানে একটি বিস্ময়কর ব্যাপার ঘটেছিল :

ফাদার রোভারডি, ফরাসী পুরোহিত, সাণ্টা কে থেকে কোলোরাডোয় ফাদার ভ্যালিয়েণ্টের সঙ্গে প্রায় কুড়ি বছরেরও আগে গিয়েছিলেন, সেই থেকেই তাঁর সহকারী কিউরেট এবং ভিকার হিসাবে কাজ করছেন। বিশপেরই কোনো কাজে তিনি ফ্রান্সে গিয়েছিলেন। সেখানে থাকার সময় তাঁর ডাক্তাররা বললেন যে তাঁর এক মারাত্মক ব্যাধি হয়েছে, তিনি তৎক্ষণাত জাহাজে চড়ে বিশপের কাছে সে সংবাদ জানিয়ে কর্তব্যরত অবস্থায় মৃত্যুর আশায় ফিরলেন। সিকাগো পর্যন্ত পৌঁছে তাঁর রোগাক্রমণ তীব্র হল এবং ভীষণ অসুস্থ অবস্থায় একটি ক্যাথলিক হাসপাতালে নীত হলেন। একদিন সকালে জনৈক নার্স তাঁর শয্যাপার্শ্বে একটি সংবাদপত্র রেখে গিয়েছিল। তাতে চোখ বুলাতে গিয়ে ফাদার রোভারডি দেখলেন কোলোরাডোর বিশপের মৃত্যু সংবাদ ঘোষিত হয়েছে। সিসটার ফিরে এসে দেখেন তাঁর রোগী পোশাক পরে প্রস্তুত। তিনি তাঁকে বোঝালেন অবিলম্বে রেল স্টেশনে তাঁর যাওয়া চাই। ডেনভারে পৌঁছেই একটি গাড়িতে উঠে বললেন—বিশপের শেষ-কৃত্য যেখানে হচ্ছে সেখানে নিয়ে চল। তিনি যখন সেখানে পৌঁছলেন তখন উপাসনা প্রায় অর্ধেক শেষ হয়ে এসেছে। এই মুমূর্ষু মানুষটিকে কেউ কোনো দিন ভুলতে পারবে না। গাড়ির ড্রাইভার আর দু-জন পুরোহিত ধরাধরি করে তাঁকে ভিড়ের ভেতর দিয়ে নিয়ে এল। তিনি শবাধারের কাছে এসে হাঁটু মুড়ে বসে পড়লেন। তাঁর জন্য একটি চেয়ার এনে দেওয়া হল, বাকী অনুষ্ঠানটুকু কফিনে কপাল ঠেকিয়ে তিনি চুপ করে বসে রইলেন। বিশপ ভ্যালিয়েণ্টের দেহ যখন কবরে বহণ করে নিয়ে যাওয়া হল, ফাদার রোভারডিকে হাঁসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল, কয়েকদিন পরে সেখানেই তাঁর মৃত্যু ঘটে। ফাদার ভ্যালিয়েণ্ট লাল মানুষ পীত মানুষ এবং শ্বেত মানুষের কি অসাধারণ ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা উদ্রেক করতে পেরেছিলেন এবং দীর্ঘকাল তা অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন এ তারই আর একটি নমুনা।

॥ ছয় ॥

বিশপের জীবনের শেষ কয়েক সপ্তাহ তিনি মৃত্যুর সম্পর্কে খুব কমই চিন্তা করেছেন। অতীতকে তিনি ত্যাগ করে যাচ্ছেন। ভবিষ্যৎ তার নিজের ভার গ্রহণ করবে। তবে মৃত্যু সম্পর্কে তাঁর একটা বিদগ্ধ আগ্রহ ছিল; মানুষের বিশ্বাস এবং মূল্যবোধের কি পরিমাণ পরিবর্তন ঘটে। আরো বেশী করে মনে হবে জীবন যেন 'অহং'-এরই পরিপূর্ণ অভিজ্ঞতাব সমন্বয়, অথচ কোনো অর্থেই শুধু মাত্র 'অহং' নয়। এই ধারণা, তাঁর মনে হল, ধর্মীয় জীবন থেকে কিঞ্চিৎ বিচ্ছিন্ন। এ এক ব্যাধি যা তাঁর কাছে মানুষ হিসাবেই এসেছে। মানবিক স্ফূর্তি হিসাবে। তিনি লক্ষ্য করেছেন যে সর্বপ্রকার আচরণ এখন তিনি পৃথকভাবে বিচার করছেন, তাঁর নিজের এবং অপরের। তাঁর জীবনের ভ্রান্তিই এখন গুরুত্বহীন, পথ চলতে বিপদ-বিঘ্ন ঘটে, যেমন গালভেস্টন বন্দরে জাহাজ ডুবি, কিংবা প্রথমবার নিউ মেকসিকোয় তাঁর বিশপের শ্রীপাটের সন্ধানে আসার সময় তিনি পথে আহত হয়েছিলেন।

তিনি আরো লক্ষ্য করলেন যে স্মৃতিতে আর তেমন কোনো পরিপ্রেক্ষিত নেই। মনে পড়ল, ছোট্ট বয়সে ভূমধ্যসাগরে মাসতুতো পিসতুতো ভাইদের সঙ্গে কিভাবে শীতকাল কাটিয়েছেন। হোলি সিটিতে ছাত্রজীবনের দিন-গুলি। আর তেমনই স্পষ্টভাবে মনে আছে ক্যাথিড্রাল ভবন নির্মাণের জন্য মঁসিয়ে মোলনির আগমন। অতি শীঘ্রই পঞ্জিকার পৃষ্ঠায় নির্দিষ্টকালের বাঁধন তিনি কাটিয়ে উঠলেন। নিজের চেতনসত্তায় তিনি অধিষ্ঠিত। তাঁর মনোভাব কিছুই হারায়নি, বেড়ে ওঠেনি। সবই তাঁর করায়ত্ত এবং প্রাজ্ঞল বোধের মধ্যে।

মাঝে মাঝে ম্যাগডালেনা বা বার্নার্ড এসে যদি কোনো প্রশ্ন করে তখন বর্তমানে ফিরে আসতে কয়েক সেকেণ্ড সময় লাগে। তিনি বুঝতে পারেন, ওরা বুঝতে পারেছে যে ওঁর স্মৃতিশক্তি ক্ষীণ হয়ে আসছে—কিন্তু সে স্মৃতি জীবনের বিরাট পটভূমি সম্পন্ন চিত্রের অপরাংশে অতিশয় সক্রিয়—সে সব অংশ সম্পর্কে ওদের কোনো ধারণাই নেই।

প্রয়োজন যখন হবে তখন তিনি আবার বর্তমানে ফিরে আসবেন। কিন্তু বর্তমানের আর বেশী কিছু বাকী নেই। ফাদার যোশেফের মৃত্যু ঘটেছে, ওলিভারেজরাও নেই। কিট কারসনও মারা গেলেন, শুধু তাঁর জীবনের কয়েকটি লঘু চরিত্র এখনও বর্তমানে বিচরণশীল। বিশপ সাণ্টা ফে-তে আসার পর প্রাচীনকালের একজন শক্তিমান পুরুষ এসে হাজির। স্মৃতিতে নয় একেবারে রক্ত মাংসের শরীর নিয়ে, সে নাভাজো ইউসাবিয়ো। কোলোরাডো চিকিউটোয় ভ্রমণকালে সংবাদ রটে গেছে, এবং সে সংবাদ তিনি পেয়েছেন যে প্রবীণ আর্চ বিশপের দেহযন্ত্র বিকল হয়ে এসেছে, তাই এই ইণ্ডিয়ান সাণ্টা ফে-তে এসেছেন। তিনিও এখন বৃদ্ধ। আর একবার সেই অন্তরঙ্গ হস্তস্পর্শ। বিশপ এক ফোঁটা চোখের জল মুছলেন।

"এই দেখা হওয়ায় কথাটা ভাবছিলাম, বন্ধু! ভাবছিলাম, আপনাকে আসতে বলব, কিন্তু অনেকটা পথ যে!"

বৃদ্ধ নাভাজো হেসে বললেন, "এখন আর তেমন সুদীর্ঘ পথ নয়, পাদ্রী সাহেব, আমি গাড়িতে এসেছি। গালপে গাড়িতে উঠি আর সেইদিনই আমি এখানে পৌঁছে যাই। আপনার মনে আছে কি যখন আমার দেশ থেকে আমরা দু-জনে সাণ্টা ফে-তে এসেছিলাম! কত সময় লেগেছিল? প্রায় দু-সপ্তাহের কাছাকাছি। মানুষ এখন আরো দ্রুত যাতায়াত করে, কিন্তু জানি না মহত্তর কিছুর জন্য যাতায়াত করে কিনা।?"

."ইউসাবিয়ো ভবিষ্যৎ জানার চেষ্টা আমাদের না করাই ভালো, আর ম্যানুয়েলিটোর কি খবর?"

"ম্যানুয়েলিটো ভালো আছে। সে আজ তার লোকজনের দলপতি।"

ইউসাবিয়ো বেশীক্ষণ রইলেন না, তবে বলে গেলেন আবার আগামী কাল আসবেন, সাণ্টা ফে-তে তাঁর যা কাজ আছে তাতে কয়েকদিন থাকতেই হবে। তাঁর কোনো কাজই ছিল না, তবে ফাদার লাতুরের মুখের দিকে তাকিয়ে মনে মনে বললেন, "আর বেশী সময় নেই।"

তিনি চলে যাওয়ার পর বিশপ বার্নার্ডের দিকে ফিরে বললেন: "বৎস! আমি দুটি অন্যায় ব্যবস্থার প্রতিকার হতে দেখেছি। আমি দাসত্বের অবসান দেখেছি, আর দেখেছি—নাভাজোরা তাদের স্বদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।"

অনেক বছর ধরে ফাদার লাতুর ভাবতেন, কোনোদিন ইণ্ডিয়ানদের লড়াই থামবে না, অন্ততঃ একজনও নাভাজো আর এপাচে যতক্ষণ বেঁচে

থাকবে ততক্ষণ নয়। অনেক ব্যবসায়ী ও ধনী উৎপাদনকারী এই সংঘটের ফলে মোটা টাকা লাভ করেছে; রাজনৈতিক যন্ত্র এবং প্রচুর অর্থ ব্যয়ে এই লড়াইকে সঞ্জীবিত করে রাখা হয়েছিল।

॥ সাত ॥

নিউ মেকসিকোয় বিশপের মধ্য জীবন নাভাজোর প্রতি অত্যাচারের জন্য এবং তাদের স্বদেশ থেকে নির্বাসনের জন্য তমসাবৃত হয়েছিল। তাঁর নতুন যাজনক্ষেত্রে আসার পর ইউসাবিযোর সঙ্গে বন্ধুত্বের ফলে তিনি নাভাজোদের সম্পর্কে আগ্রহান্বিত হন এবং তিনি তাদের প্রশংসাও করতেন, তারা ওঁর কল্পনাকে আন্দোলিত করত। যদিচ এই যাযাবর মানুষগুলি শ্বেতাঙ্গদের জীবনধারা গ্রহণ করতে অনেক সময় নিয়েছে, গৃহবাসী ইণ্ডিয়ানদের চাইতে, এবং মিশনারী ও শ্বেতাঙ্গদের ধর্ম সম্পর্কে অনেক বেশী উদাসীন—ফাদার লাতুর তাদের মধ্যে একটা মহত্তর শক্তির সন্ধান পেয়েছিলেন। তাদের অপরিজ্ঞেয় গাম্ভীর্যের মধ্যে একটা উদ্দেশ্য এবং আত্মবিশ্বাস আছে, কেমন একটা সক্রিয় এবং তৎপর ভাব, একটা সুতীক্ষ্ণ কিছু। নাভাজোদের তাদের স্বদেশ থেকে বহিষ্করণ, যে দেশ তাদের নিজের, এ যে কতদিনের তা কেউ জানে না। বিশপের কাছে এটা একটা অবিচার এবং স্বর্গরাজ্যে সে আর্তনাদ পৌঁছাবে বলে মনে হয়েছিল। পেকোস নদীর তিন'শ মাইল দূরে বোসক্ রেডোণ্ডো নিজস্ব উপনিবেশ থেকে নিদারুণ শীতে যেভাবে হাজার হাজার নাভাজোকে বিতাড়িত করা হয়েছিল তা তিনি কোনোদিন ভুলতে পারবেন না। শত শত নর-নারী ও শিশু পথে শীত এবং ক্ষুধার জ্বালায় মরেছে। ওদের ভেড়া এবং ঘোড়া পর্বত অতিক্রমণের শ্রান্তিতে মারা পড়েছে। কেউ নিজে থেকে যায়নি। বুভুক্ষা আর বেয়নেটের জ্বালায় তারা বিতাড়িত হয়েছে; বিচ্ছিন্ন দলগুলি ধরা পড়েছে এবং নির্মমভাবে নির্বাসিত হয়েছে।

তাঁর নিজের বিপথগামী বন্ধু কিট কারসন এই বিরাট জাতির সর্বশেষ অপরাজিত অংশকে দমন করেন; ক্যানিয়ন ডি চেলীর গভীরে পাইন গাছ আর চারণভূমি থেকে পালিয়ে গিয়ে ওরা আশ্রয় নিয়েছিল। ওরা মেষপালক, একমাত্র কিছু ভেড়া ছাড়া আর কোন সম্পত্তি ছিল না, স্ত্রী-পুত্রাদি নিয়ে তারা

বিব্রত, অভ্যস্ত খর অস্ত্রশস্ত্র আর গোলা বারুদ তাদের সম্পদ। এই গভীর খাত বরাবরই শ্বেতাঙ্গ সৈন্যদের পক্ষে অগম্য ছিল। নাভাজোদের ধারণা ছিল এখানে কেউ আসতে পারবে না, এটা অধিকার করতে পারবে না। এই সুগভীর খাতে তাদের দেবতারা বাস করেন, এ এক অনধিগম্য অতিক্রম স্থান, এ ওদের হৃদয় ও প্রাণকেন্দ্র।

সেই লাল বালি পাথরের প্রাচীর ঘেরা গুপ্ত জগতের ভেতর কারসন তাদের অনুসরণ করে প্রবেশ করল, তাদের ভাঁড়ার লুণ্ঠন করে নষ্ট করল, তাদের শস্যক্ষেত্র ধ্বংস করল, আর তাদের অতি প্রিয় পীচ ক্ষেত কেটে উড়িয়ে দিল। তারা যখন দেখল যা কিছু তাদের কাছে পবিত্র, প্রাণাপেক্ষা প্রিয় তা নষ্ট হল, তখন তাদের হৃদয় ভেঙে পড়ল। ওরা কিছুতেই আত্মসমর্পণ করল না, ওরা শুধু লড়াই বন্ধ করল এবং বন্দী হল। কারসন সৈনিক, সৈনিকের নিয়মে আবদ্ধ, সৈনিকের মতই নৃশংস। কিন্তু সর্বাপেক্ষা সাহসী নাভাজো সর্দারকে তিনি বন্দী করলেন না। ক্যানিয়ন ডি চেলীর এই ভীষণ পরাজয়ের পরও ম্যানুয়েলিটো প্রবল হয়ে রইলেন। সেই সময় ইউসাবিয়ো সাণ্টা ফে-তে-এসে বিশপকে অনুরোধ জানালেন যে জুনিতে ম্যানুয়েলিটোর সঙ্গে সাক্ষাৎ করুন। পুরোহিত হিসাবে এইভাবে একজন বিপ্লবী সর্দারের সঙ্গে দেখা করা অন্যায় তা তিনি জানতেন, কিন্তু তিনিও ন্যায় বিচারে বিশ্বাসী। ন্যায়ের মর্যাদা রক্ষায় প্রয়াসী। এমনভাবে অনুরোধ এল, যে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করতে পারলেন না। তিনি ইউসাবিয়োর অনুগমন করলেন।

তাকে জীবিত বা মৃত অবস্থায় বন্দী করার জন্য সরকার একটা বিরাট পুরস্কার ঘোষণা করেছিলেন। ম্যানুয়েলিটো তাঁর নিজস্ব উপনিবেশ থেকে অশ্বপৃষ্ঠে প্রকাশ্য দিবালোকে জুনিতে এলেন বিশপের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের উদ্দেশ্যে। সঙ্গে আধ ডজন অনুচর, অর্ধাশনে জীর্ণ অশ্বপৃষ্ঠে চড়ে তারা এল। কোলোরাডো চিকুইটোর ইউসাবিয়োর দেশে তিনি আত্মগোপন করে ছিলেন।

ম্যানুয়েলিটোর আশা ছিল বিশপ ওয়াশিংটনে গিয়ে তারা চরমভাবে যাতে ধ্বংস না হয় তার জন্য তাদের হয়ে বলবেন। তারা সরকারের কাছে কিছুই চায় না, শুধু চায় তাদের ধর্ম সংরক্ষণ করতে, আর যে জমি পুরুষানুক্রমে স্মরণাতীতকাল ধরে ভোগদখল করে আসছে সেই জমিতে তাদের অধিকার

বজায় রাখতে। এই কথা তারা বিশপ লাতুরকে বলল। পাদ্রী ক্যানিয়ন ডি চেলী জানতেন; এই খাতে ম্যানুয়েলিটোর স্বজাতিবৃন্দ দরিদ্র এবং দুর্বল জাতি হিসাবে বাস করে আসছে, এখানে তারা পেয়েছে শারীরিক শক্তি এবং নিরাপত্তা। এই তাদের জননী। উপরন্তু, ওদের দেবতার বাস এইখানে—পর্বত শিখরের দিকে মুখ করে যে সব সাদা বাড়ি সেই অনধিগম্য স্থানে তাদের দেবতাস্থান, শ্বেতাঙ্গ মানুষের জগতের চেয়ে এসব প্রাচীন কোন জীবিত মানুষ এখানে প্রবেশ করতে পারেনি। পাদ্রী সাহেবের দেবতা যেমন চার্চে আছেন, তাদের দেবতাও তেমনই সেখানে আছেন।

ক্যানিয়ন ডি চেলীর উত্তর দিকে সিপরক। অতি ক্ষীণ পর্বতচূড়া সমতল মরুপ্রান্তরে একেশ্বর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। প্রায় পঞ্চাশ মাইল দূর থেকে এই উতুঙ্গ শিখর দেখা যায়—এই শিখরটি দূর থেকে মনে হয় যেন এক মাস্তুল বিশিষ্ট জেলেডিঙি পাল তুলে চলেছে, শ্বেতাঙ্গরা তাই নাম দিয়েছেন 'সিপ-রক' (জাহাজী পাহাড়)। ইণ্ডিয়ানরা কিন্তু অন্য নাম বলে; তাদের ধারণা একদা এই পাহাড় প্রকৃতই নভোচারী জাহাজ ছিল। ম্যানুয়েলিটো বিশপকে বলেছিলেন ঐ পর্বতশিখর বাতাসে উড়ে বেড়াত। এই পর্বতশিখরে নাভাজোর পূর্বপুরুষদের সুদূর উত্তরাঞ্চল থেকে নিয়ে আসত, সেই উত্তরেই মানুষের জন্ম। যেখানেই মাটিতে এই জাহাজ ডুবেছে সেখানেই ওদের জমি। এই জাহাজ এই মরুপ্রান্তরে ডুবেছে—যেখানে মানুষের পক্ষে বাঁচা কঠিন। কিন্তু এই ক্যানিয়ন ডি চেলীতে ওঁরা আশ্রয় এবং তৃষ্ণার জল পেয়েছেন। এই পার্বত্য খাত আর সিপরক্ যেন এখানকার মানুষের জনক-জননী। গির্জার চাইতেও এইসব স্থান ওদের কাছে অতি পবিত্র, শ্বেতাঙ্গদের কাছে যে সব স্থান পবিত্র এ তার চেয়েও পবিত্রতর। তাহলে কি করে তারা তিন'শ মাইল দূরে এক অচেনা রাজ্যে গিয়ে বাস করবে?

তাছাড়া বোস্‌ক্ রেডোণ্ডো পেকোসের নিচে। রায়ো গ্রাণ্ডের সুদূর পূর্বে। ম্যানুয়েলিটো বালিতে একটি মানচিত্র পেতে ধরলেন এবং বিশপকে বুঝিয়ে বললেন যে অতি প্রাচীনকাল থেকেই তাঁদের স্বদেশবাসীদের সুবে রায়ো গ্রাণ্ডে অতিক্রম করা নিষিদ্ধ। উত্তরে রায়ো সান জুয়ান, আর পশ্চিমে রায়ো কোলোরাডো। তা যদি করে তাহলে সমগ্র জাতি ধ্বংস হয়ে যাবে। যদি ফাদার লাতুরের মত একজন মহৎ পুরোহিত ওয়াসিংটনে গিয়ে এই সব বুঝিয়ে বলেন তাহলে হয়ত সরকার তাঁর কথা শুনবেন।

ফাদার লাতুর তাকে বোঝালেন যে প্রটেস্টান্ট দেশে রোমান পুরোহিত অধিকারী কোনো কর্মে মাথা গলাতে পারেন না—এই রীতি। ম্যানুয়েলিটো শ্রদ্ধানতচিত্তে শুনলেন, কিন্তু বিশপ দেখলেন সে কথা তার বিশ্বাস হ'ল না। তাঁর বক্তব্য শেষ হওয়ার পর নাভাজো উঠে দাঁড়িয়ে বললেন: আপনি ক্রিস্টোবলের বন্ধু, সে আমার অনুচরদের প্রতি অত্যাচার করে পাহাড় অতিক্রম করে বোস্‌ক রেডোণ্ডোয় পাঠাচ্ছে।

আপনার বন্ধুকে বলবেন, সে কোনদিনই আমাকে জীবিত অবস্থায় ধরতে পারবে না। সে অবশ্য যখন খুসী এসে আমাকে হত্যা করতে পারে। দু-বছর আগে আমি আমার ভেড়ার দল গুনে শেষ করতে পারতাম না, এখন আমার ত্রিশটি ভেড়া আর কয়েকটি বুভুক্ষু ঘোড়া আছে। আমার সন্তান-সন্ততিরা বৃক্ষমূল খেয়ে আছে। আমি আমার জীবনের ভয় করি না, তবে আমার মা এবং আমার ঈশ্বর পশ্চিমে আছেন আর আমি কোনোদিন রায়ো গ্রাণ্ডে অতিক্রম করবো না।

সত্যি সে তা কখনো করেনি। তার নির্বাসিত অনুচরদের প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত সে আত্মগোপন করেছিল। ইতিমধ্যে এক অদৃশ্য ঘটনা ঘটে গেল।

বোস্‌ক্ বেডোণ্ডো নাভাজোদের পক্ষে একেবারে বাসের অযোগ্য স্থান। হয়ত সেচব্যবস্থার দ্বারা জমিতে চাষবাস করা যেত। কিন্তু ওরা যাযাবর মেষপালক, চাষী নয়। ওদের মেষ চরানোর উপযুক্ত চারণভূমি ছিল না। জ্বালানি কাঠ নেই, ওরা গাছের শিকড় শুকিয়ে সেগুলি জ্বালানি কাঠ হিসাবে ব্যবহার করত। এ দেশ এলকালাইন দেশ এবং শত শত ইণ্ডিয়ান খারাপ পানীয় জলের জন্য মারা গেল। অবশেষে ওয়াসিংটনস্থ সরকার তাদের ভুল স্বীকার করলেন, সরকার অবশ্য কদাচিৎ এমন ভাবে ত্রুটী স্বীকার করেন। পাঁচ বছর পরে অবশিষ্ট নাভাজোদের তাদের স্বদেশের পবিত্র ভূমিতে ফিরে আসার অনুমতি দেওয়া হল।

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে ফরাসী স্থপতি ফ্রান্সে ফিরে যাওয়ার আগে বিশপ তাকে নিয়ে এই দেশ দেখানোর উদ্দেশ্যে আরিজোনা অঞ্চলে নিয়ে এসেছিলেন। সেই সময় দেখে আনন্দ হয়েছিল যে নাভাজো অশ্বারোহীরা আবার তাদের সুবৃহৎ সমতলভূমিতে নির্ভয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই ফরাসী দু-জন ক্যানিয়ন ডি চেলীতে গিয়ে সেই ধ্বংসোন্মুখ বিরাট পর্বত শিখর দেখে এলেন; আবার

সেই তোরণ সদৃশ বালি পাথরের পাঁচীল ঘেরা জমিতে শস্য ফলছে। উত্তম কটন উড্ পরিবেষ্টিত চারণ ভূমিতে মেষ চরছে, তারা পার্বত্য নদীর সুমিষ্ট জল পান করছে। এ যেন ইণ্ডিয়ানদের স্বর্গোদ্যান।

এখন তিনি বৃদ্ধ ও পীড়িত, সেই অতীতের তমসামণ্ডিত এবং উজ্জ্বল দৃশ্যগুলি বিশপের মনে জাগছে। রায়ো গ্রাণ্ডের প্রান্তে অপেক্ষমান নাভাজোদের ভয়ংকর মুখ, সেখান থেকে তাদের ফেরী করে নির্বাসনে পাঠান হচ্ছে। অবশিষ্ট নাভাজোরা আবার একদিন স্বদেশে ফিরে এল, স্বল্পসংখ্যক মেষপাল সঙ্গে আছে, আর বৃদ্ধ এবং রুগ্ন ছেলেমেয়েদের কাঁধে করে আনছে। লিটিল কোলোরাডোয় যখন ইউসাবিয়োর সঙ্গে কাটিয়ে ছিলেন সেই স্মৃতিও মনে জাগে। সেই নবীন বসন্তে এখনও মেষ শিশু জননের সময় উত্তীর্ণ হয়নি, কৃষ্ণবর্ণ অশ্বারোহী অনাথ মেষ শিশুকে কোলে নিয়ে আসছে, আর একজন তরুণী নাভাজো রমণী একটি মেষ শিশুকে আপন স্তন্যদান করছে। তার জন্য যতক্ষণ একটি মেষ জননী পাওয়া না যাবে ততক্ষণ এই ব্যবস্থা।

বিশপ মৃদু গলায় বললেন: "বার্নার্ড, ঈশ্বর আমার প্রতি সদয়, অনেক পুরাতন অন্যায়, অবিচারের প্রতিকার আমি দেখে গেলাম। আমি বিশ্বাস করি না, আগেও একথা বলেছি, ইণ্ডিয়ানরা ধ্বংস হবে না কোনোদিন। ঈশ্বর তাদের রক্ষা করবেন এই আমাদের ধারণা।"

॥ আট ॥

আমেরিক্যান ডাক্তার আর্চ বিশপ এস—, এবং মাদার সুপিরিয়রের সঙ্গে পরামর্শ করছিলেন, "এখন মুশকিল এই হার্টটা নিয়ে, সেটাই গোলমাল করছে। অতি অল্প মাত্রায় ওষুধ দিচ্ছি ওটাকে উত্তেজিত রাখার জন্য, কিন্তু আর তার প্রতিক্রিয়া নেই। আমি মাত্রা বাড়াতেও ভরসা পাচ্ছি না, হয়ত তা এমনই মারাত্মক হয়ে উঠবে। তাই এই পরিবর্তন লক্ষ্য করছেন।"

পরিবর্তন, মানে, বৃদ্ধ আর কিছু খেতে চাইছেন না, ঘুমাচ্ছেন, কিংবা মনে হচ্ছে যেন ঘুমিয়ে আছেন, সব সময়েই ঘুমিয়ে আছেন। জীবনের শেষ দিন তাঁর শারীরিক অবস্থা কারো আর অজানা রইল না। সারাদিন ধরে ক্যাথিড্রালে মানুষের ভীড়, সকলেই তাঁর জন্য প্রার্থনা জানাচ্ছেন, সন্ন্যাসিনীরা, বৃদ্ধা

রমণীবৃন্দ, তরুণ এবং তরুণী, আসছেন ও যাচ্ছেন। অতি প্রত্যূষে রোগীকে ভিয়াটিকম (ঈশ্বরের শেষ অন্নের প্রসাদ, মৃত্যু পথযাত্রীদের দেওয়া হয়) দেওঁয়া হল। কিছু টেসুক-ইণ্ডিয়ান যাঁরা তাঁর দীর্ঘদিনের প্রতিবেশী সাণ্টা ফে-তে এসে আর্চ বিশপের প্রাঙ্গণে সারাদিন ধরে বসে তাঁর সংবাদ নিতে লাগল, তাদের সঙ্গে বসে আছেন নাভাজো ইউসাবিয়ো। ফ্রাকটোসা এবং ট্রাঙ্কুইলিনো তাঁর দুই পুরাতন দাস-দাসী প্রার্থনাকারীদের সঙ্গে ক্যাথিড্রালে বসে আছে।

মাদার সুপিরিয়র আর ম্যাগডালেনা এবং বার্নার্ড রোগীর পরিচর্যা করছেন। করার আর কিছুই নেই, এখন শুধু লক্ষ্য রাখা আর প্রার্থনা করা, কি শক্তিময়, কি বেদনাহীন এই অন্তিম মুহূর্ত। মাঝে মাঝে নিদ্রামগ্ন, বিশ্রান্ত ভঙ্গী দেখেই তা বোঝা যায়; আবার মুখভাব পরিবর্তিত, সচেতন, অথচ চোখ তেমনই মুদ্রিত।

দিনের শেষে, স্বল্পস্থায়ী গোধূলিতে বাতি জ্বালানোর পর বৃদ্ধ বিশপ আবার অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন, কি যেন গুঞ্জন করে বলতে লাগলেন, সে ভাষা ফরাসী, বার্নার্ড যদিও দু-একটি কথা বুঝলেন, তবু তার মর্ম বোধগম্য হল না। বিছানার পাশে হাঁটু মুড়ে বসে প্রশ্ন করলেন, "ফাদার! কি বলছেন? আমি এখানে হাজির আছি।"

ফাদার তেমনই গুঞ্জন করতে লাগলেন, হাতটা কিঞ্চিৎ সরানোর চেষ্টা করলেন, ম্যাগডালেনার মনে হল কি যেন চাইছেন, বা কিছু বলতে চাইছেন ওদের। আসলে কিন্তু বিশপ সেখানে নেই। তিনি তাঁর স্বদেশের এক পার্বত্য অঞ্চলের উদ্যানে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি আর একজন তরুণকে সান্ত্বনা দানের চেষ্টা করছেন, তিনি দেখছেন সেই তরুণ, ঘর ছেড়ে যাওয়া আর ঘরে থাকা এই দুই চিন্তার মধ্যে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সেই শ্রান্ত এবং ভক্ত পুরোহিতের মনে তিনি এক নতুন প্রেরণা দানের চেষ্টা করছেন, সময় অতি স্বল্প, প্যারীযাত্রার ডাকগাড়ি প্রস্তুত হয়েছে, পার্বত্য খাদে তাঁর গর্জন শোনা যাচ্ছে।

অন্ধকার নেমে আসার পর যখন ক্যাথিড্রালের ঘণ্টাধ্বনি শুরু হল, সাণ্টা ফে-র মেকসিক্যান মানুষরা তাদের হাঁটু মুড়ে প্রার্থনায় বসল, আমেরিক্যান ক্যাথলিকরাও অনুরূপ ভাবে বসে পড়ল। আরো অনেকে হাঁটু মুড়ে না

বসলেও অন্তরে প্রার্থনা জানাতে লাগল। ইউসাবিয়ো ও টেম্বুকে-র শ্রাতৃবর্গ নিঃশব্দে তাদের স্বজনদের সংবাদ দিতে গেল।

পরদিন প্রাতে প্রাক্তন আর্চ বিশপ যে ক্যাথিড্রাল তিনি গড়েছেন তারই বেদীমূলে অন্তিমশয্যায় শায়িত রইলেন।